অশ্রুকুমার

(উপন্যাস)

২৪৭/৫৬

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত

কলিকাতা
১৩৩০

মূল্য ৩।০

প্রকাশক :—
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিণ্টার- শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
মানসী প্রেস
১৪।এ, রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা।

আত্মকথা

"মানসী ও মর্ম্মবাণী" মাসিক পত্রিকায় ১৩২৭ সালের ভাদ্র হইতে ১৩২৯ সালের মাঘ মাস পর্য্যন্ত, প্রায় আড়াই বৎসর কাল ধারাবাহিক রূপে অশ্রুকুমার উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

আমার মানসপুত্তলিকাগণ আপন আপন অভিনয় দ্বারা যদি আমার একটি পাঠকেরও মনোবিনোদন করিতে পারে, তাহা হইলে আমি ধন্য হইব। ইতি

আশ্রম, হুগলী
৩০শে আষাঢ় ১৩৩০

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত

উপন্যাস

অপরাজিতা	...	...	মূল্য	২৲
মানদা	...	...	„	১৸০
সুকুমারী	...	...	„	১৸০
মোক্ষদা	...	...	„	১৸০
স্বপ্নময়ী (যন্ত্রস্থ)	...	...		

গল্পগ্রন্থ

পূর্ণিমা	...	...	„	১।০
পঞ্চক	...	...	„	১॥০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রথম ভাগ

ঐশ্বর্য্য

Get place and wealth ; if possible with grace ;
If not, by any means get wealth and place.

—POPE.

Ill fares the land, to hastening ills a prey
Where wealth accumulates and men decay.

—GOLDSMITH.

Excess of wealth is cause of covetousness.

—CHRITOPHER MARLOWE.

২০২২

অস্রকুমারি

প্রথম পরিচ্ছেদ

ডেপুটি বাবুর দাড়ি।

"দাদা মশাই!"

"কেন দিদিমণি?"

সৌদামিনীকে ডেপুটি বাবু দিদিমণি বলিতেন। সৌদামিনী ডেপুটি বাবুর নাতিনী,—কন্যার কন্যা; তাহার বয়স তের বৎসর। তের বৎসরের নাতিনী 'চার তেরং বাহান্ন' বৎসরের মাতামহের গলা ধরিয়া বলিল—"দাদা মশাই!"

দাদা মশায় তখন চোখে চশমা সংযোগ করিয়া, একটা দাঙ্গার মামলার রায় লিখিতেছিলেন; তিন দিন পূর্ব্বে মকর্দ্দমার শুনানি হইয়া গিয়াছে, আজ তাহার রায় দিতেই হইবে। কিন্তু বুঝি, আর রায় লেখা হয় না। প্রিয়তমা প্রাণাধিকা সৌদামিনী আসিয়াছে; আসিয়া, গলা ধরিয়া দাদা মহাশয় বলিয়াছে; আর কিরূপে রায় লিখিবেন? কলম রাখিয়া চশমা খুলিয়া বলিলেন, "কেন দিদিমণি?"

সৌদামিনী তাহার দাদা মহাশয়ের শ্বেতকৃষ্ণ শ্মশ্রুতে আ[illegible]ছিল। হাস্যমুখে কোরকসদৃশ অঙ্গুলি সকল সঞ্চালিত করিয়া বলিল—"ভালাবটি পূর্ণ দাড়িগুলো বড় পেকে গেছে।"

ডেপুটি বাবু বলিলেন—"তা, গেছে। আমি বুড়ো হয়েছি কি না, তাই আমার দাড়ি পেকে গেছে।"

সৌদামিনী বলিল—"না, তুমি বুড়ো হওনি।"

কাহার সাধ্য সৌদামিনীর কথায় প্রতিবাদ করে? ডেপুটি বাবু সৌদামিনীর হাত ধরিয়া বলিলেন—"না দিদিমণি, আমি বুড়ো হইনি।"

সৌদামিনীর কোমল ও স্নিগ্ধ করস্পর্শে সত্যই বুঝি ডেপুটী বাবুর বার্দ্ধক্য অপনীত হইত। বুঝি সেই কনকপ্রভ করপল্লবে, সেই পুরাতন কাহিনী-কথিত কনক দণ্ডের মৃতসঞ্জীবনীশক্তি বিদ্যমান ছিল।

সৌদামিনী আবার বলিল—"না দাদা মশায়, তুমি বুড়ো হও নি। বালাই!—তুমি বুড়ো হবে কেন? কিন্তু তবু তোমার দাড়িগুলি পেকে গেছে।"

ডেপুটী বাবু। হ্যাঁ, দাড়িগুলি পেকে গেছে।

সৌদামিনী। এই পাকা দাড়ি তোমায় কেটে ফেলতে হবে।

ডেপুটী বাবু। সর্ব্বনাশ!

সৌদামিনী। নীচে হরি নাপিত আছে।

ডেপুটী বাবু। হরি নাপিত কেন? সে কি করবে?

সৌদামিনী। আমি তাকে ডেকে আনব। সে তোমার দাড়িগুলি কেটে, তোমাকে কামিয়ে দেবে।

ডেপুটী বাবু। না না, আজ নয়; আর একদিন কামাব।

সৌদামিনী। না, আজই, এখনই তোমার দাড়ি কাটতে হবে। নাপিতকে ডেকে আনি।

য়া, সৌদামিনী অঞ্চল লুটাইয়া চঞ্চলপদে নাপিতকে ডাকিতে বাবু প্রমাদ গণিলেন। এ পাগলীর হস্ত হইতে তাঁহার শ্মশ্রুরাশি কিরূপে রক্ষা করিবেন? কিরূপে শ্মশ্রুহীন

মুখে আজ সহসা লোকালয়ে বাহির হইবেন? তথাপি সৌদামিনীর কথা অবহেলা করা চলিবে না। সৌদামিনী যে তাঁহার সব! পত্নী-বিয়োগের পর, যে কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া ডেপুটী বাবু মাতৃনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, সৌদামিনী যে তাহারই কন্যা।

ডেপুটী বাবুর পুত্র ছিল না; কেবল একটি মাতৃহীনা কন্যা ছিল। হায়! আজ কোথায় সে? ডেপুটী বাবু উপযুক্ত পাত্র অনুসন্ধান করিয়া, যথাসময়ে কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন; যথাসময়ে অলঙ্কার ভারে সজ্জিত করিয়া কন্যাকে স্বামিগৃহে প্রেরণ করিয়াছিলেন; যথাসময়ে কন্যার গর্ভে সুকুমারী সৌদামিনী জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। আজ কোথায় সেই কন্যা?

পিতৃঋণের দায়ে জামাতা সর্ব্বস্বান্ত হইল। নিঃস্ব অবস্থায় কঠিন রোগে তাহার মৃত্যু ঘটিল। নিরাভরণা সজলনয়না কন্যা, সৌদামিনীকে ক্রোড়ে লইয়া, পিতৃক্রোড়ে ফিরিয়া আসিল। অশ্রুনিষিক্তার সেই বিষাদময় মুখখানি আজিও লক্ষ্মীর চরণাশ্রিত সজল পঙ্কজের ন্যায় ডেপুটী বাবুর হৃদয় মধ্যে ফুটিয়া রহিয়াছে।

সেই কন্যা মাতৃস্তন্য ব্যতীত জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল; কিন্তু সে স্বামী বিরহ সহ্য করিতে পারিল না। স্বামীর মৃত্যুর কয়েকদিন পরেই তাহার শোকময় জীবন তৈলহীন প্রদীপের ন্যায় নিবিয়া গেল। মৃত্যুকালে সে আপন শিশু-দুহিতাকে পিতার ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া বলিয়াছিল—"বাবা! আমি চল্লাম, আমার মেয়েকে দেখো।"

তদবধি সৌদামিনী ডেপুটী বাবুর প্রাণাধিকা প্রিয়তমা হইয়াছিল। তদবধি ডেপুটী বাবু মুগ্ধা মাতার ন্যায় তাহার সমস্ত আব্দার হাস্যমুখে সহ্য করিয়াছেন; আজ্ঞাবহের ন্যায় তাহার প্রত্যেক অভিলাষটি পূর্ণ করিয়াছেন।

এইরূপ স্বেচ্ছাচারের প্রশ্রয়ে প্রতিপালিতা হওয়ায় সৌদামিনীর স্বভাবটা অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। সে যখন যাহা ধরিত, তখনই তাহা সম্পাদিত না হইলে, কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিত। আজ তাহার মস্তকে যে নূতন আকাঙ্ক্ষা উদ্ভূত হইয়াছে, কিরূপে ডেপুটী বাবুর শ্মশ্রুগুলি তাহা হইতে রক্ষা লাভ করিবে? ডেপুটী বাবু ভাবিয়া আকুল হইলেন। পরিত্রাণের উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না। তবে যা'ক এ দাড়ি!—দাড়ি ত তুচ্ছ কথা; সৌদামিনীর কনিষ্ঠাঙ্গুলির ইঙ্গিতে ডেপুটী বাবু হাস্যমুখে জীবনদান করিতে পারিতেন।

হরি নাপিতের উত্তরীয়াঞ্চল ধরিয়া, অসুর-কেশধারিণী ভগবতীর ন্যায় হাস্যমুখী সৌদামিনী কক্ষদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার দাদা মহাশয়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিল—"ঐ দাদা মশায়। দাদা মশায়ের দাড়ি কামিয়ে দাও।"

হরি নাপিত ভূমিষ্ঠ হইয়া ডেপুটী বাবুকে প্রণাম করিল। ডেপুটী বাবু সভয়ে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; দীর্ঘ দাড়িতে আকুলভাবে হাত বুলাইলেন।—হায় কতকালের কত যত্নের এই নিরপরাধ দাড়ি; আজ বেচারা ধরণী ধূলায় বিলুণ্ঠিত হইবে!

ডেপুটী বাবু একটা টুলের উপর উপবেশন করিলে, হরি নাপিত কচ্ কচ্ শব্দে তাহার কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিল। কিয়ৎকাল মধ্যে ডেপুটী বাবুর দাড়ি সত্যই ধূলায় লুটাইল;—সৌদামিনীর মনস্কামনা সিদ্ধ হইল।

হরি নাপিত কার্য্য সমাধান্তে চলিয়া গেল, চিবুকচ্যুত দাড়িগুলি কি জানি কেন, সৌদামিনী আপন অঞ্চল মধ্যে লইয়া কক্ষান্তরে প্রস্থান করিল।

ডেপুটী বাবু ঘড়ির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া স্নানের জন্য প্রস্তুত

হইলেন। পরে স্নান ও আহার সম্পন্ন করিয়া, যে কক্ষে সৌদামিনী অবস্থিতি করিতেছিল, তাহার দ্বারে আসিয়া দেখিলেন যে উহা ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ হইয়াছে। তিনি দ্বার ঠেলিয়া সৌদামিনীকে ডাকিলেন, সৌদামিনী দ্বার না খুলিয়া ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন দাদা মশায় ?"

দাদা মশায় দ্বারের বাহিরে থাকিয়া বলিলেন—"আমি আফিসে যাচ্চি।" ডেপুটী বাবু সৌদামিনীর অনুমতি ব্যতীত কোন দিন কখনও বাটীর বাহিরে যাইতেন না।

সৌদামিনী অনুমতি দিল—"যাও ; আজ কিন্তু একটু সকালে সকালে এস। সন্ধ্যার আগেই আসতে হবে।"

"আসবো"—বলিয়া, ডেপুটী বাবু প্রস্থান করিলেন।

ডেপুটী বাবু প্রথম শ্রেণীর পুরাতন ডেপুটী। এক্ষণে তিনি কলিকাতায় আসিয়া, পুলিস আদালতে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেছিলেন। কোন এক পল্লীগ্রামে তাঁহার বাড়ী ছিল। সেই পৈতৃক বাড়ীর অংশ তাঁহার আত্মীয় স্বজনকে বিক্রয় করিয়া, তিনি এক্ষণে কলিকাতাতে বাড়ী ক্রয় করিয়া, তাহাতেই নাতিনীকে লইয়া বাস করিতেছিলেন ; আর পল্লীগ্রামে যাইতেন না। তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণের মধ্যেও কেহ তাঁহার তাঁহার নিকট আসিয়া এই কলিকাতার বাটীতে বাস করিত না।

একটি পুরাতন ঝিয়ের উপর সৌদামিনীর রক্ষাবেক্ষণের ভার ছিল। সে সৌদামিনীকে ভালবাসিত এবং তাহার অশেষ দৌরাত্ম্য সহ্য করিত। ডেপুটী বাবু আফিসে প্রস্থান করিলে, ঝি আহার সমাধা করিয়া যখন একটু দিবানিদ্রার উদ্যোগ করিত, তখন সৌদামিনী অশেষ বিধানে তাহার তন্দ্রাভঙ্গের জন্য যত্নবতী হইত। কোন দিন তাহার সন্তঃস্নানসিক্ত

পক্ক কেশগুচ্ছ গ্রহণ করিয়া বলিত, "আয় ঝি তোর চুল বেঁধে দিই।" কিন্তু সৌদামিনী চুল বাঁধিতে জানিত না; কেবল তাহা আকর্ষণ করিয়া তার নিদ্রার বাধা জন্মাইত। কোন দিন তাহার নিদ্রাভিভূত অঙ্গে বরফের জল ঢালিয়া দিত;—দাদা মহাশয়ের আহার কালে যে বরফ আসিত, এই সাধুকার্য্যের জন্য সৌদামিনী তাহা হইতে কিছু সংগ্রহ করিয়া রাখিত। কোনদিন সে তাহার কর্ণের নিকট একখানা কাঁসর বাজাইত; তাহার আদেশ মত, তাহার দাদা মশায়, তাহাকে একখানা ছোট কাঁসর কিনিয়া দিয়াছিলেন।

কিন্তু আজ সৌদামিনী ঝির প্রতি কোন প্রকার দৌরাত্ম্য করে নাই। আজ তাহার উপরিউক্ত প্রকার শুভকার্য্যের অবসর ছিল না। দাদা মহাশয় আপিসে যাইলে, সে তাড়াতাড়ি রন্ধন গৃহের নিকট আসিয়া, ঠাকুরকে বলিল, "এখনও ভাত দাও নি কেন? কত বেলা হয়েছে, কোন জন্মে খাব?"

ঠাকুর বহুবার এই উচ্ছৃঙ্খল বালিকার অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়াছে, কাযেই সে সভয়ে সত্বর ভাত বাড়িতে গেল। ঝি সৌদামিনীকে রান্নাঘরের নিকটে দেখিতে পাইয়া বলিল, "ও দিদিমণি আজ যে তোমায় নাইতে হবে! আজ যে মঙ্গলবার, তোমার নাইবার পালা।"

সৌদামিনী বলিল, "আজ তোমার পিণ্ডির পালা।"

ঝি ও ঠাকুরের সহিত এরূপ মধুর আলাপ করিয়া এবং কোনক্রমে কতকটা অন্ন গলাধঃকরণ করিয়া ও স্থালীর চারি পার্শ্বে আহারদ্রব্য সকল ছড়াইয়া, সৌদামিনী পুনরায় আপন শয়নকক্ষে যাইয়া, তাহা অর্গলবদ্ধ করিল। তথায় সে দীর্ঘকাল যাবৎ এমন একটা মহৎ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিল যে, ঝিয়ের দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রাভঙ্গ করাটা যে একটা অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য তাহা ভুলিয়া গেল।

দিবাবসানকালে সূর্য্যের রথ পশ্চিম দিকে ধাবিত হয়; কিন্তু ডেপুটী বাবুর রথ লালবাজারের পুলিশ আদালত হইতে পূর্ব্বমুখে অর্থাৎ বউ-বাজারের রাস্তা দিয়া শেয়ালদহ অভিমুখে ধাবিত হইত;—শেয়ালদহের নিকট কোন এক রাস্তার ধারে ডেপুটী বাবুর বাড়ী। কথিত আছে, সূর্য্যের রথের একচক্র;—কিন্তু ডেপুটী বাবুর রথের দুই চক্র, অর্থাৎ সেটা একখানা বগী গাড়ী। সূর্য্যের একচক্র রথের সারথি, বড়লাটের কোচম্যানের মত লাল উর্দ্দী পরা অরুণ দেবতা;—ডেপুটী বাবুর রথের সারথি, ডেপুটী বাবু স্বয়ং;—অর্থাৎ ডেপুটী বাবু কোচম্যান রাখেন নাই; এবং বগী গাড়ীর জন্য কোচম্যানের আবশ্যকও ছিল না। ইহাতে ডেপুটী বাবুর দুইটা সুবিধা হইয়াছিল। প্রথম কোচম্যানের বেতনটা বাঁচিয়া যাইত; দ্বিতীয় ঘোড়াটা আপন প্রাপ্য আহার পূর্ণমাত্রায় প্রাপ্ত হইত,—গরিব সহিস বেচারা যে সামান্য গ্রহণ করিত; সেটা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে।

উপরি-উক্ত বগী গাড়ী ছাড়া, ডেপুটী বাবুর অন্য কোন গাড়ী ছিল না। তাঁহার গৃহিণীর অস্তিত্ব থাকিলে হয়ত তিনি একখানা 'ব্রাউনবেরী' রাখিতেন, তাহার নিজের আফিসে যাওয়া এবং স্ত্রীর গঙ্গাস্নান দুই ই চলিত। কিন্তু স্ত্রীর অবর্ত্তমানে এবং কোচম্যানের বেতন বাঁচাইবার অভিপ্রায়ে তিনি তাহা রাখেন নাই। কাযেই সৌদামিনী প্রত্যহ সকালে বেড়াইতে যাইত। তাহার সঙ্গে থাকিত প্রভাকর কর্ম্মকার;—সেই গাড়ী চালাইত।

প্রভাকর কর্ম্মকার কে? তাহার সম্বন্ধে দু'কথা বলা দরকার; এই এখানেই বলিয়া রাখি। তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ অনাদিকাল হইতে এক পল্লীগ্রামের শীতল শ্যামল ছায়ায় বসিয়া, কর্ম্মকারের কার্য্য করিয়া নীরোগে জীবনধারণ করিত; পল্লীতে প্রাপ্ত সামান্য আহারে তাহাদের বলিষ্ঠ দেহ পুষ্টিলাভ করিত। তাহাদের বলও ছিল; প্রভাকরের

ঠাকুরদাদা, ঠাকুর বিশ্বকর্ম্মার কৃপায়, এমন মহিষমর্দ্দিনী খাঁড়া প্রস্তুত করিতে পারিত যে, অনেক বড়লোক রঘো কামারের হাতের তৈয়ারী একখানা খাঁড়া বাড়ীতে রাখা স্পর্দ্ধার কথা মনে করিতেন। রঘোর দুর্ভাগ্য, সে পুত্রকে অর্থাৎ প্রভাকরের পিতাকে ইংরাজী বিদ্যা শিখাইল। সে ইংরাজী পড়িয়া, জুতা জামা পরিল; টেরি কাটিল এবং আপন পৈতৃক স্বাধীন বৃত্তি ত্যাগ করিয়া, দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বাবু বনিল।—সমাজ একটি কর্ম্মঠ কারিগরের পরিবর্ত্তে একটি রুগ্ন কেরাণী পাইল। প্রভাকর এই বাবুর পুত্র; সুতরাং ব্রাহ্মণ ডেপুটী বাবু যে তক্তপোষে উপবেশন করিতেন, সেও সেই তক্তপোষে উপবেশন করিতে পারিত। প্রভাকর বাল্যকালে কিছুকাল ইংরাজি বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়াছিল; তাহার ফলে, সে এক আড়তেরায় এক সরকারের কার্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু কার্য্য অপেক্ষা সে সতরঞ্চ খেলাতে অধিক সময় অতিবাহিত করিত বলিয়া, কয়েক বৎসর মধ্যেই তাহার প্রভু তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। কর্ম্মহীন হইয়া, কর্ম্মকার পুত্র আর একটি কর্ম্মের প্রত্যাশায় ডেপুটী বাবুর শরণাপন্ন হইল। ঘোড়া ও বগী ক্রয় কালে, আট বৎসর পূর্ব্বে, ডেপুটী বাবুর সহিত তাহার প্রথম পরিচয় হইয়াছিল। ইহা ছাড়া ডেপুটী বাবু বাল্যকালে যখন তাঁহার পল্লীগ্রামের আবাস বাটীতে বাস করিতেন, তিনি তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামের রঘো কামারের সুখ্যাতির কথা শুনিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া, পাঁচ বৎসরের বালিকা সৌদামিনী হঠাৎ প্রভাকরের অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িল। বালিকা সৌদামিনী ঘুমাইয়া পড়িলে, দীর্ঘ ও নির্জ্জন সন্ধ্যাকালটি অতিবাহিত করিবার জন্য ডেপুটী বাবু সতরঞ্চ খেলার জন্য একটি সমবয়স্ক সাথী পাইলেন। তিনি কিন্তু শত চেষ্টাতেও সতরঞ্চ খেলাতে প্রভাকরের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। প্রভাকর মহা পারদর্শী খেলোয়াড়।

এইরূপে প্রভাকর ডেপুটি বাবুর বাটীতে স্থানলাভ করিয়াছিল। ডেপুটী বাবু তাহার ভদ্রজনোচিত আহার ও পরিধেয় সরবরাহ করিতেন এবং তাহার খরচের জন্য মাসিক দশটি করিয়া টাকা দিতেন। কিন্তু সে কখনও এই দশটি টাকা নিজের জন্য ব্যয় করিত না, বা সঞ্চয় করিত না—সৌদামিনীর বদ্ ফরমাইশেই তাহা নিঃশেষিত হইত;—সৌদামিনী আর সতরঞ্চ ছাড়া সংসারে তাহার অপর কোন বন্ধন ছিল না। এই আট বৎসরের মধ্যে সে একবার সৌদামিনীকে বিদ্যাদান করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু একবৎসর কাল বিদ্যাদানের পরই তাহার ভাণ্ডার ফুরাইয়া গেল। এক বৎসরের মধ্যে মেধাবিনী সৌদামিনী বাঙ্গালা ও ইংরাজি বর্ণ শিক্ষা করিয়া প্রভাকরের পরিচিত সমুদয় গ্রন্থ পাঠ করিয়া ফেলিল। সৌদামিনী প্রভাকরের নিকট সতরঞ্চ-খেলাও শিক্ষা করিয়াছিল; এবং সম্প্রতি সে আরও একটা বিদ্যা গ্রহণ করিতেছিল; কিন্তু সে কথা পরে যথাসময়ে বলিব।

সন্ধ্যাকালে দাড়িহীন ডেপুটী বাবু পূর্ব্বোক্ত শকটারোহণ করিয়া, গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় সৌদামিনী তাঁহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল। বেলা তিনটার পর হইতে, ডেপুটী বাবুর প্রত্যাগমন প্রত্যাশায়, সৌদামিনী যে কতবার গৃহদ্বারে আসিয়াছিল, তাহা বোধ হয় গণকচূড়ামণি স্বয়ং মিহিরাচার্য্যও গণনা করিতে পারিতেন না। অবশেষে তাঁহাকে গৃহদ্বারে আগত দেখিয়া সৌদামিনী চীৎকার করিয়া, হাসিয়া ও অঙ্গভঙ্গী করিয়া বলিল—"দাদা মশাই, দাদা মশাই! তোমার জন্যে আমি এক মজার সামগ্রী রেখেছি; এস তোমাকে দিই।"

ডেপুটী বাবু শকট হইতে অবতরণ করিয়া কহিলেন—"কি রেখেছ, দিদিমণি?"

বিজ্ঞতাভাবে মুখখানি ভারি করিয়া সৌদামিনী বলিল—"তুমি আগে

পোষাক ছাড়, হাতমুখ ধোও, জলখাবার খাও, তাহার পর দেখাব।"

ডেপুটী বাবু উপরে উঠিতে উঠিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার জলখাবার খাওয়া হয়েছে, দিদিমণি ?"

সৌদামিনী বলিল—"হ্যাঁ, আমি দুধ আর রসগোল্লা খেয়েছি। তোমার সঙ্গে চা আর বিস্কুট খাব। গোপালকে বলি শীঘ্র শীঘ্র তোমার চা এনে দিক।"

গোপাল ডেপুটী বাবুর পুরাতন বৃদ্ধ ভৃত্য; সে খানসামার কার্য্য করিত। সে ছাড়া গৃহকর্ম্মের জন্য ডেপুটী বাবুর বাড়ীতে একজন উড়িয়া চাকর ছিল, তাহার নাম চিন্তামণি। এই চিন্তামণির কথা আমরা পরে আবার বলিব।

গোপালের সন্ধানে সৌদামিনী প্রধাবিতা হইলে, ডেপুটী বাবু দ্বিতলে আপন কক্ষে যাইয়া, বেশ পরিবর্ত্তন করিলেন। তাহার পর মুখ হাত ধুইয়া, সৌদামিনীর কক্ষে যাইয়া ডাকিলেন—"দিদিমণি!"

সৌদামিনী সেখানে পূর্ব্বেই উপস্থিত হইয়াছিল। সে বলিল—"এস, দাদা মশায়, এইখানে ব'স। আমি গোপালকে এইখানেই চা আনতে বলেছি। সে এখনই আসবে; চায়ে জল দেওয়া আমি দেখে এসেছি।"

ডেপুটী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি আমার জন্যে কি রেখেছ, দেখাও ?"

সৌদামিনী তাঁহার স্কন্ধে হাত দিয়া বলিল—"তুমি বড় অধীর! দাঁড়াও না, আগে চা খাওয়া হোক, তার পর দেখাব।"

অল্পকাল মধ্যে গোপাল চা লইয়া আসিল। সৌদামিনীর সহিত, ডেপুটী বাবু চা পান করিলেন। তখন সৌদামিনী উঠিয়া, একটি

আলমারী খুলিল; উহাতে তাহার বস্ত্রাদি থাকিত। ঐ আলমারীর ভিতর হইতে, সে একটি স্বচ্ছ কাঁচের বোতল বাহির করিল। এই বোতলের উপর একখানি চৌকা সাদা কাগজ আঁটা ছিল। ঐ কাগজের চারি পার্শ্বে রঙ্গিন পেন্‌সিল দিয়া, সৌদামিনী বহু পরিশ্রমে আপন পারদর্শিতা অনুযায়ী, লতাপাতা ও ফুল অঙ্কিত করিয়াছিল; এবং এই কারুকার্য্যের বেষ্টনীর মধ্যে বিচিত্র অক্ষরে লিখিয়াছিল—

দাদা মহাশয়ের দাড়ি

সন ১৩১৮ সাল

১২ই ভাদ্র।

বোতলের ভিতরে ডেপুটী বাবুর চিবুকচ্যুত কাঁচা পাকা দারিগুলি ছিল।

দেখিয়া ডেপুটী বাবু হাসিলেন। সৌদামিনীর চিবুক ধরিয়া বলিলেন—"এই বোতল তোমার কাছে থাকবে। আমি যখন মরে' যাব, তুমি বড় হবে, তখন এই বোতল দেখে, আমাকে তোমার মনে পড়বে।"

সৌদামিনী। বোতল না দেখলেও তোমাকে আমার মনে থাকবে। কিন্তু তোমার এখন মরবার দরকার নেই। ও খারাপ কথা মুখে আনবারও দরকার নেই। আজ আদালতে কি মকর্দ্দমা করলে, তাই এখন বল। আমি বোতলটা তুলে রাখি।

ডেপুটী বাবু আদালতে যে মকর্দ্দমা করিতেন, তাহা প্রায় প্রত্যহ সৌদামিনীর নিকট বিবৃত করিতেন। তিনি বলিতেন যে, সৌদামিনীর সহিত মকর্দ্দমাগুলির আলোচনা করিলে, সে সময় সময় এমন একটা সুযুক্তির কথা বলে যে, তাঁহার পক্ষে সত্য নির্দ্ধারণ সহজ হইয়া পড়ে।

অতএব তিনি বলিলেন—"আজ আদালতে ভারি একটা মজার মামলা হয়েছিল।"

সৌদামিনী। কি মজার মামলা?

ডেপুটী বাবু। এক মাগী বুড়ী, তার ছেলের সঙ্গে ঝগড়া করে' রাগে নিজের নাকটি কেটে...

সৌদামিনী। নিজের নাক নিজে কেটে ফেল্লে? ভারি মজা ত!

ডেপুটী বাবু। নাক নিজে কাটল বটে, কিন্তু আদালতে এসে খোনা সুরে বল্লে—

সৌদামিনী। খোনা সুরে বল্লে কেন?

ডেপুটী বাবু। নাক কাটলে সুর খোনা হয়ে যায়।

সৌদামিনী। খোনা সুরে কি বল্লে?

ডেপুটী বাবু। বল্লে, আঁমার ছেঁলে আঁমার নাঁক কেঁটে দিয়েছে।

ডেপুটী বাবুর শ্মশ্রুহীন নূতন মুখের ভঙ্গিমা দেখিয়া ও খোনা বুড়ীর অনুনাসিক বাক্যের অনুকরণ ধ্বনি শুনিয়া সৌদামিনী মহাকলরবে হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "তার পর?"

ডেপুটী বাবু। তার পর, আমি যখন তাকে ভয় দেখিয়ে মিছামিছি বল্লাম—"তোমার নাক কেটেছে বলে' তোমার ছেলের ফাঁসি হবে", তখন বুড়ী ছেলের প্রাণের ভয়ে কাঁদতে লাগল। হাজার হোক, মায়ের প্রাণ ত, থাকতে পারবে কেন? ছেলের ফাঁসী হবে শুনে, বুড়ীর আর রাগ রইল না। কাঁদতে কাঁদতে আপনিই সব সত্যি কথা বলে ফেল্লে। আর অপরাপর সাক্ষীরাও বল্লে যে বুড়ী বড় রাগী, ছেলের সঙ্গে কেবল ঝগড়া করে, আর ছেলেকে জব্দ করবে বলে' রাগে নিজের নাক নিজে কেটে আদালতে এসেছে।

সৌদামিনী। তখন সব শুনে' তুমি কি হুকুম দিলে ?

ডেপুটী বাবু। আমি ছেলেটাকে ছেড়ে দিলাম। আর বুড়ীকে ধমক দিয়ে বাড়ী চলে যেতে বল্লাম।

সৌদামিনী। আমি হলে তাহার কাণ দুইটিও কেটে, তবে ছেড়ে দিতাম। বুড়ী চলে' যাবার সময় কি বলে' গেল ?

ডেপুটী বাবু। সে হাঁউ মাঁই করে' খোনা সুরে কত কথা বল্লে, তা কি আমার মনে আছে ?

সৌদামিনী। দাদা মশাই !

ডেপুটী বাবু। কেন দিদিমণি ?

সৌদামিনী। তুমি একবার বুড়ীর মত খোনা সুরে কথা কও না।

প্রাণাধিকা নাতিনীর অনুরোধক্রমে ডেপুটী বাবু বুড়ীর কতকটা বাক্য মনে করিয়া লইলেন এবং তাহা অনুনাসিক স্বরে এবং নানা-অঙ্গভঙ্গী সহকারে আবৃত্তি করিলেন। ডেপুটি বাবুর খোনা স্বর শুনিয়া ও বিকৃত মুখভঙ্গী দেখিয়া, অট্টহাস্যে সৌদামিনী সন্ধ্যাকাশ মুখরিত করিয়া তুলিল। আনন্দবেগে অধীর হইয়া কখনও শয্যায় লুণ্ঠিত হইয়া, কখনও গবাক্ষের লৌহদণ্ড ধরিয়া, কখনও ডেপুটি বাবুর বক্ষে মুখ লুকাইয়া হাসিতে লাগিল। সেই অপূর্ব্বা বালিকার সেই হাস্যদীপ্ত মুখ ডেপুটী বাবু মুগ্ধ নেত্রে দর্শন করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, পৃথিবীতে এমন আর কি আছে ? ইহাই বুঝি পৃথিবীতে স্বর্গের প্রতিবিম্ব ; ইহাই বুঝি আনন্দময়ের আত্মপ্রকাশ !

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একাদশী চক্রবর্ত্তী।

রাস্তার পরপারে বৃহৎ অট্টালিকা। অট্টালিকাপ্রান্তে এক পরিচ্ছন্ন মর্ম্মর মণ্ডিত কক্ষে, এক বহুমূল্য খট্টাঙ্গের উপর রুগ্ন শয্যায় ক্ষুদ্র দেহ ঐকাদশী চক্রবর্ত্তী শয়ান ছিলেন। পার্শ্বে সুদৃশ্য আসনাবৃত দুইখানি চেয়ারে দুইটি ভদ্রব্যক্তি উপবিষ্ট ছিলেন—একজন ডাক্তার, অপর ব্যক্তি প্রবীণ এটর্ণি। মুক্ত বাতায়ন পথে এই কক্ষ মধ্যে সৌদামিনীর উচ্চ হাস্যধ্বনি প্রবেশ করিল। একাদশী চক্রবর্ত্তী মুদিত নয়নে কহিলেন—"ঐ দেখ ডাক্তার, ডেপুটী বাবুর নাতনী হাসছে। কি আনন্দময় হাসি! এমন সরল সুমিষ্ট হাসি আমি জীবনে কখনও হাসিনি।"

একাদশী চক্রবর্ত্তীর প্রকৃত নাম কেদারেশ্বর চক্রবর্ত্তী, কিন্তু লোকে তাঁহার কেদারেশ্বর নাম মুখে আনিতে সাহস করিত না। বলিত, কোন দিন দৈবক্রমে ঐ নাম মুখে আনিলে, সেই দিন সেই মুখে অন্ন জুটে না; যে ও নাম উচ্চারণ করে তাহাকে উপবাসী থাকিতে হয়। এজন্য লোকে তাঁহাকে কেদারেশ্বর না বলিয়া একাদশী বলিত। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও জানিতেন যে, লোকে তাঁহার অর্থযুক্ত দ্বিতীয় নামকরণ করিয়াছে 'একাদশী!'

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এই উক্তি শ্রবণ করিয়া, ডাক্তার বাবু ওয়েষ্ট-কোটের পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া সময় দেখিলেন; পরে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই ডেপুটী বাবু বা তাঁর নাতনী কে? তাঁরা কি আপনার পরিচিত?"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্তিমিত নেত্রে বলিলেন—"তাঁরা আমার কোন পরিচয়ই জানেন না, আমি কিন্তু তাঁহাদের বিলক্ষণ চিনি। তাঁদের সমস্ত পরিচয় অথবা কেবল ডেপুটী বাবুর নাতনীর পরিচয় আমি তোমাদের কাছে দিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু এক কথায় সে পরিচয় দেওয়া যায় না। এই পরিচয়ের সঙ্গে আমার জীবন কাহিনী জড়িত বলে', তা তোমাদের জানা আবশ্যক। তোমার ঘড়িতে কত সময় দেখলে ডাক্তার?

ডাক্তার বাবু আবার তাঁহার ঘড়ি বাহির করিয়া, তাহা দেখিয়া বলিলেন—"ছ'টা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন, "বেশ! পর্দ্দা খুলে দেখ, এই পাশের ঘরে আমার খানসামা যদু ঘুমোচ্চে। তাকে একবার ডেকে দাও।"

ডাক্তার বাবু পর্দ্দা খুলিয়া দেখিলেন যে, বাস্তবিকই পার্শ্বের ঘরে যদু খানসামা নিদ্রিত রহিয়াছে। শয্যাশায়ী উত্থানশক্তি রহিত বৃদ্ধ চক্রবর্ত্তী মহাশয় কিরূপে ভৃত্যের নিদ্রার কথা জানিতে পারিলেন, তাহা ভাবিতে ভাবিতে ডাক্তার বাবু ডাকিলেন—"যদু।" যদু তাকাইল। ডাক্তার বাবু বলিলেন—"চক্রবর্ত্তী মশায় তোমাকে ডাকছেন।"

যদু মুহূর্ত্ত মধ্যে গাত্রোত্থান করিয়া, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ্ঞে আলো জ্বালব?"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় মুদিত নয়নেই বলিলেন—"হাঁ, আর—"

'আর' বলিয়া তিনি একটি মাত্র চক্ষু উন্মীলিত করিয়া, ডাক্তার ও এটর্ণি বাবুর দিকে একবার মাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

সেই দৃষ্টির অর্থ যদু বুঝিল। বুঝিয়া সে নিঃশব্দে প্রস্থান করিল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় আবার চক্ষুদুটি নিমীলিত করিয়া বলিলেন—"ডাক্তার, বস।"

ডাক্তার। আজ্ঞে—

চক্রবর্ত্তী। আজ্ঞে বল্লে চলবে না, বস। ডেপুটীবাবুর নাতনীর কথা শুনতে হবে; আর তার সঙ্গে আমার জীবনেরও অনেক কথা শুনতে হবে। দাঁড়াও, একটা কথা আছে। মিথ্যা বোল না, আজ তোমার অন্যত্র রোগী দেখতে যেতে হবে না, তা আমি জানি; যদু তোমার সরকারের কাছে খবর নিয়েছিল। তবু একটা ভাববার কথা আছে। যদি তোমাকে নূতন রোগীর সংবাদ নিয়ে, তোমার বাড়ীতে কেউ ডাকতে আসে, তা হলে, দুই একটা ভিজিট তোমার লোক্‌সান হতে পারে।

ডাক্তার। তা, তা—তার জন্যে নয়।

চক্রবর্ত্তী। শোন। আজ্ আমার বাড়ীতে রাত দশটা পর্য্যন্ত তোমাকে থাকতে হবে। আমার প্রয়োজন আছে। তুমি ত জান, বিনা প্রয়োজনে আমি জীবনে কখনও অর্থ ব্যয় করিনি; আমি তোমাকে কয়েক ঘণ্টার জন্যে আমার বাড়ীতে রেখে অর্থ ব্যয় করব। ধর রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত আমার কাছে বসে থাকলে, তোমার ঊর্দ্ধ সংখ্যা পাঁচটা ভিজিট মারা যেতে পারে?

চীনদেশীয় প্রস্তর নির্ম্মিত বিচিত্র টেবিলের উপর অবস্থিত বিচিত্র স্ফটিক দীপাধার সহসা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় নীরব হইয়া তাঁহার অঞ্জলিবদ্ধ হস্ত মস্তকে রাখিয়া, ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিলেন। বুঝি তাঁহার কোটরগত চক্ষুতে দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। এক খণ্ড অমল বস্ত্রাঞ্চলে তাহা সম্বরণ করিয়া, তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "পাঁচটা ভিজিটে পাচ আটে চল্লিশ টাকা তুমি পেতে; আমি তোমাকে পঞ্চাশ টাকা দেব; রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত তোমায় থাকতে হবে।"

ডাক্তার। আপনি আমার পরলোকগত পিতার বন্ধু, আপনি অনুমতি করছেন, আমি রাত্রি দশটা পর্য্যন্তই থাকব। কিন্তু তার জন্য আমি আপনার কাছে টাকা নিতে পারব না।

চক্রবর্ত্তী। দ্বিরুক্তি কোর না, ডাক্তার; এই যৌবন কালে, অর্থোপার্জ্জনে পরাঙ্মুখ হোয়ো না। তুমি আমার কাছে পঞ্চাশ টাকা নিলে, আমি গরীব হয়ে যাব না। কিন্তু না নিলে, তোমাকে নির্ব্বোধ মনে করব। আমি জানি লোকের হিতের জন্যে ডাক্তারেরা ডাক্তারী করে না। আপনার হিতের জন্যে তারা ডাক্তারী করে। যারা অন্য-রকম বলে, তারা প্রতারক। তুমি প্রাপ্য অর্থ ত্যাগ করে', স্বার্থহীন ডাক্তার সেজে, প্রতারণা শিক্ষা কোর না! তোমাকে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত আমার কাছে থাকতে হবে; আর তোমার এই কার্য্যের পারিশ্রমিক স্বরূপ আমার কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা নিতে হবে। দ্বিরুক্তি কোর না। তুমি আমার বন্ধুপুত্র; নির্ব্বোধ হোয়ো-না।

এটর্ণি বাবুর নাম তারকনাথ ভট্টাচার্য্য। যদু আসিয়া, কারুকার্য্য শোভিত একটি ক্ষুদ্র 'টিপয়' তাঁহার পার্শ্বে রাখিল; এবং তদুপরি অমল ধবল বস্ত্রখণ্ড বিস্তৃত করিল। পর মুহূর্ত্তে আর একব্যক্তি আসিয়া তাহার উপর রজতপাত্রে নানারূপ ভোজ্যদ্রব্য সকল সংস্থাপিত করিল। তাহার পর, ডাক্তারের নিমিত্ত 'টিপয়' ও খাদ্যদ্রব্য আনিবার জন্য তাহারা ছায়ার ন্যায় নীরবে অন্তর্হিত হইল। ডাক্তারের জন্য খাদ্যদ্রব্য আনীত হইলে, মাথার উপর আর একটি বৈদ্যুতিক আলোকের সুদৃশ্য ঝাড় জ্বলিয়া উঠিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় পূর্ব্ববৎ নিমীলিত নেত্রে কহিলেন, "ডাক্তার, খাও। তারক, কিছু জলযোগ কর; তোমাকেও রাত দশটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আর—"

তারক। আর, পারিশ্রমিক নিতে হবে?

চক্রবর্ত্তী। হাঁ, পারিশ্রমিক নিতে হবে।

তারক। কেন? তুমি ত জান, আমরা এটর্ণি মানুষ; সন্ধ্যার সময় আমাদের কিছুমাত্র রোজগার নেই। বাড়ীতে থাকলে, কেবল খরচ;—লে আও তামাক, লে আও সোডা, লেও বরফ, খালি এই। তার পর, মাত্রা একটু চড়ে গেলে, 'চল, অমুকের বাড়ীতে গান শুনতে যাই।' এ তোমার বাড়ীতে এসে নিরাপদে সময় অতিবাহিত করছি; বিনা খরচে সন্ধ্যা যাপন হচ্চে। অধিকন্তু লাভ, এই উপাদেয় জলখাবার! সত্যি, কেদার, তুমি এমন জলখাবার কোথায় পাও?

চক্রবর্ত্তী। আমার বাড়ীর জিনিষে জলখাবার আমার বাড়ীতেই তৈরি হয়। কিন্তু তোমার প্রাপ্য পারিশ্রমিকের কথা হচ্ছিল। তা কত হবে তা কার্য্যের পরিমাণ ও গুরুত্ব অনুযায়ী পরে নির্দ্ধারিত করব। আপাততঃ বিনা বাক্যব্যয়ে, জেনে রাখ, সে পারিশ্রমিক নিতে হবে। আমি জানি, তোমরা অনেক সময় কায না করেও লোকের কাছে পারিশ্রমিক আদায় কর; আমার বেলায় কাযের জন্যে পারিশ্রমিক নিতে ইতস্ততঃ করছ কেন?

তারক। তা হলে বুঝছি যে, আমাদিকে কেবল মাত্র তোমার জীবন কাহিনী আর তোমার ডেপুটী বাবুর নাতনীর জীবন কাহিনী শুনতে হবে না। এ ছাড়া, আমাদিকে কিছু কাযও কত্তে হবে। সে কাযটা কি?

চক্রবর্ত্তী। ঐ কাহিনী শোনাই কায, প্রয়োজনীয় কায; এত প্রয়োজনীয় যে, আমার নির্ব্বাণোন্মুখ জীবনের তিন চার ঘণ্টা সময় এ জন্যে ব্যয় করতে আমি প্রস্তুত হয়েছি। কি বল, ডাক্তার, তুমি কি মনে কর, বাহাত্তর ঘণ্টার বেশী আমি এই পৃথিবীতে থাকতে পারব?

ডাক্তার। আপনার পীড়া কঠিন বটে, কিন্তু আপনার জীবনের

কোন আশঙ্কা নেই। রোগটা আপনাকে কিছুদিন ভোগাবে; তার পর আপনি আবার আরোগ্য লাভ করিতে পারবেন, আরও অনেক বছর বেঁচে থাকবেন।

চক্রবর্ত্তী। এ বিষয়ে আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করব না। আপাততঃ তুমি একটা কায কর। যে ঘরে আমার খানসামা যদু শুয়ে ছিল, সেই ঘরের ভিতর দিয়ে, পূর্ব্বদিকের ঘরে যাও; ঐ ঘরে দশ মিনিট কাল বিশ্রাম করে' আবার আমার কাহিনী শোনবার জন্যে এই ঘরে আসবে। আসবার সময়, ঐ ঘরের পশ্চিম দেওয়ালের কাছে একটি কষ্টী পাথরের "সাইড বোর্ড" দেখবে। ঐ সাইড বোর্ডের দ্বিতীয় থাকে একটি হল্‌দে রঙের 'ডীড্' বাক্স দেখবে; সেটা নিয়ে এস। বুঝেছ?

ডাক্তারের জলযোগ শেষ হইয়াছিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন, 'আজ্ঞে হাঁ।' তৎপর ভাবিলেন, কেন তাঁহাকে কিয়ৎকালের জন্য কক্ষান্তরে নির্ব্বাসিত করা হইতেছে? ইহা ভাবিতে ভাবিতে ডাক্তার বাবু কথিত ঘরে প্রস্থান করিলেন।

সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তিনি যাহা দেখিলেন তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। দেখিলেন, তথায় একটি সুকোমল কৌচের পার্শ্বে একটি নিম্ন 'টিপয়ে' একটি রূপার সালবোটের উপর উৎকৃষ্ট সিগারেট, ও দেশালাই পূর্ণ রূপার কৌটা সকল সজ্জিত রহিয়াছে; অন্য একটি সালবোটের উপর পাণ ও নানাবিধ মসলা রহিয়াছে; এবং একটি কলিকা, এক রজত নির্ম্মিত গড়গড়ার মাথায় সুগন্ধ তামাকুর মনোমদ ধূম বিনির্গত করিতেছে। তাঁহার ন্যায় আতিথের সুবিধার জন্য এই অভ্রান্ত বন্দোবস্ত দেখিয়া, ডাক্তার বাবু মনে মনে বৃদ্ধের অদ্ভুত বিবেচনা শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। পরে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে

করিতে, কিছুক্ষণ সুখে ধূমপান করিয়া, পূর্ব্বোক্ত ডীড বাক্স লইয়া রোগীর শয্যার নিকট প্রত্যাগমন করিলেন।

ভোজ্যদ্রব্যের পাত্র সকল অপসারিত হইয়াছিল, কিন্তু টিপয় দুইটি যথাস্থানেই স্থাপিত ছিল। ডাক্তার বাবু চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উপদেশ অনুসারে, ডীড বাক্সটি, তারক বাবুর নিকটবর্ত্তী টিপয়ের উপর সংস্থাপন করিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় আপন উপাধান তল হইতে এক গুচ্ছ চাবি বাহির করিয়া, তাহার মধ্য হইতে মুদিত নয়নেই, একটি ক্ষুদ্র চাবি বাছিয়া লইলেন। পরে তাহা এটর্ণি বাবুর হস্তে দিয়া কহিলেন,—"তারক, এই চাবিটি নিয়ে বাক্সটি খোল; আর ওর মধ্যে থেকে আমার কোষ্ঠী বের করে, পড়ে দেখ, কত বৎসর, কত মাস, কত দিন, কত দণ্ড ও কত পল বয়ঃক্রমে আমার মৃত্যু ঘটবে।"

তারক বাবু বাক্স খুলিয়া কোষ্ঠী লইয়া, নাকে চশমা সংযোগ করিয়া দেখিলেন যে, বাষট্টি বৎসর, চার মাস, সাতদিন, তেত্রিশ দণ্ড ও চারি পল গতে কেদারেশ্বর বাবুর মৃত্যু ঘটিবে। দেখিয়া তিনি ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেদার, তোমার এখন কত বয়স হয়েছে?

চক্রবর্ত্তী। ১২৫৬ সালের ৮ই বৈশাখ আমার জন্ম। আজ ১৩১৮ ১২ই ভাদ্র। কাযেই আজ আমার বয়স হয়েছে, বাষট্টি বৎসর চার মাস, ও চার দিন। আমার জন্মপত্রী অনুযায়ী আর তিন দিন পরে আমার মৃত্যু ঘটবে।

ডাক্তার। ও সব আপনি বিশ্বাস করবেন না।

চক্রবর্ত্তী। আমি যদি বলি, 'বিস্মথে' উদরাময় ভাল হয় না, কিম্বা কুইনিনে ম্যালেরিয়া সারে না, তুমি কি তা বিশ্বাস করবে?

ডাক্তার। না, কারণ বহু পরীক্ষার দ্বারা স্থির হয়েছে যে, ঐ দুটি ওষুধে এ ঐ রোগ আরোগ্য হয়ে থাকে।

চক্রবর্ত্তী। এই জ্যোতিষ তত্ত্বেও বহু পরীক্ষার দ্বারা স্থির হয়েছে মানুষ যে লগ্নে জন্মগ্রহণ করে, তার দ্বারা যাতকের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। লগ্নের ফলাফল জেনে, কোন্ দশায় জাতকের মৃত্যু হবে জ্যোতিষীরা তা নির্ণয় করে' দেন। এই সময় অষ্টম রাশিতে চন্দ্রের অবস্থিতি দেখে, তাঁরা নির্ণয় করে দিয়েছেন যে এই সময় আমার মৃত্যু হবে।

ডাক্তার। আমি অনেক সময় দেখেছি যে, জ্যোতিষীরা যা নির্ণয় করেন, বাস্তবিক তা ঘটে না।

চক্রবর্ত্তী। আমিও অনেক সময় দেখেছি যে, কুইনিনে ম্যালেরিয়া, আর বিস্মথে উদরাময় ভাল হচ্চে না। কোনও স্থলে জ্যোতিষতত্ত্ব বিফল হল বলে', জ্যোতিষ বিদ্যাটাকে আমি ভ্রান্ত বলতে পারি নে। কোন কোন জ্যোতিষী জ্যোতিষ বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ না করে' মানুষের জীবনদশা গণনা করতে গিয়ে ভুল করে থাকেন। কিন্তু ঐ বিদ্যায় যাঁরা পারদর্শী, তাঁরা প্রায় ভুল করেন না। আমার কোষ্ঠি যিনি প্রস্তুত করেছিলেন, তিনি জ্যোতিষ বিদ্যায় অভ্রান্ত পণ্ডিত। তা ছাড়া, আমার রোগের অবস্থা আর শরীরের ক্ষীণতা দেখেও, আমি অনুমান করছি যে আমার জীবনকাল শেষ হয়ে এসেছে। এই জন্যেই তোমাদের দু'জনের কাছে আমার জীবন কাহিনী বলে', আমি আমার শেষ উইল বা চরমপত্র প্রস্তুত করতে চাই। এই জন্যেই তোমাদিকে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত থাকতে বলেছি। বুঝলে তারক, আজ রাত্রে তুমি আমার জীবন কাহিনী শুনে' আমার উপদেশ মত একখানি উইল, কাল তোমার আফিসে তৈরী করাবে, আর বেলা তিনটের সময়, সেটা আমার স্বাক্ষরের জন্যে নিয়ে আসবে। ডাক্তার, কাল ঐ সময় তুমিও আসবে। আমি তোমাদের, আর অপর দুই এক ভদ্রলোকের সমুখে দস্তখত করব।

ডাক্তার। না, না, এখন আপনি উইল তৈরী করবার জন্যে ব্যস্ত হবেন না। রোগটা সেরে যাক, তার পর সুস্থ শরীরে এই গুরুতর কাযে হাত দেবেন।

তারক। উইল করছ, কর, কিন্তু মনে করো না যে কোষ্ঠীতে লেখা আছে বলে' তিন দিন পরে তোমাকে মরতে হবে। তুমি এখনও অনেক কাল বাঁচবে; বেঁচে, আমাদিগকে জলখাবার খাওয়াবে, আর পারিশ্রমিক দেবে।

চক্রবর্ত্তী। এইবার যে শয্যায় শুয়েছি, তা থেকে আমাকে আর উঠতে হবে না। আমি ত মরবই, কিন্তু যথা সময়ে মরতে পারলে, জ্যোতিষ বিদ্যার দিকে তোমাদের আস্থা জন্মাবে। জ্যোতিষ বিদ্যা সফল হোক; আমার জীবনে আর প্রয়োজন নেই। এই দীর্ঘ জীবন উপভোগ করে' বুঝেছি, এটা বহুপূর্ব্বে গত হলেই পৃথিবীর কল্যাণ হত। না, আর নয়; আমার পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে; বৃদ্ধ হয়েছি; আর বেঁচে কি হবে? বেঁচে কেন আমার উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত রাখব?

তারক। না, না, তোমায় মরতে হবে না; বেঁচে থেকে জগতের কল্যাণ কর।

চক্রবর্ত্তী। তোমার কথায় আমি আশ্চর্য্যান্বিত হলাম।

তারক। কেন?

চক্রবর্ত্তী। তুমি কি কখনও দেখেছ যে, আমি জগতের একটি প্রাণীর এতটুকু উপকার করেছি? তবে তুমি কি করে' বুঝলে যে, আমি বেঁচে জগতের কল্যাণ করব? না, তারক, বিধাতা আমাকে জগতের কল্যাণ করবার জন্যে সৃষ্টি করেন নি। আমি জীবন ভোর কেবল আপনাকে বুঝেছি; আর বুঝেছি, জগৎকে বঞ্চিত করে'

অর্থরাশির উপর অর্থরাশি সঞ্চিত করতে। এই অর্থের ভার এই মৃত্যুকালে আমাকে নিষ্পেষিত করছে; যত দিন জীবিত থাকব, এই নিষ্পেষণ থেকে অব্যাহতি পাব না।

তারক। যাক, ও সব কথায় আর কায নেই। তোমার জীবন-কাহিনী শোনবার জন্তে আমাদিগকে জলখাবার খাইয়ে বসিয়ে রেখেছ; এখন সেই জীবন-কাহিনী কি বলবে বল।

চক্রবর্ত্তী। কেবল আমার জীবন কাহিনী নয়, এই কাহিনীর সঙ্গে ডেপুটি বাবুর নাতনীর জীবন-কথাও তোমাদিকে বলব। কিন্তু এতক্ষণ তোমাদের সঙ্গে কথা কয়ে, আমার মুখ কিছু শুকিয়ে গেল।

ডাক্তার। আপনি এখনই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, আরও কথা কইলেই আরও বেশী ক্লান্ত হবেন। আপনার যা বলবার আছে, তা অন্য সময় বলবেন। এখন আপনি বিশ্রাম করুন

চক্রবর্ত্তী। সময় নেই, ডাক্তার, সময় নেই। এ জীবনে আর অবসর নেই। যা বলবার আছে, আজই বলতে হবে।

তারক। তবে বলতে আরম্ভ করে' দাও। সাতটা বেজে গেছে।

চক্র। আর দেরী করব না, এখনই বলব। ডাক্তার, তোমার অনুমতি নিয়ে আমি একপাত্র সরবত খেতে ইচ্ছে করি।

ডাক্তার। তা খেতে পারেন।—ডাক্তারের মুখের কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে, একখানি রূপার রেকাবির উপর, রূপার ঢাকনিদার একটি ছোট গেলাসে শীতল সরবত ও একখানি ক্ষুদ্র ন্যাপ্‌কিন লইয়া যদু খানসামা দ্বারপ্রান্তে দেখা দিল। তাহাকে দেখিয়া, তারক বাবু ডাক্তার উভয়েই বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একাদশী চক্রবর্ত্তীর বংশপরিচয়।

সরবৎ পান করিয়া, চক্রবর্ত্তী মহাশয় শুষ্কমুখ সরস করিয়া কহিলেন, "আমার বাবা সদরওয়ালা, ঘুষখোর, আর কৃপণ ছিলেন। সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁর দুই ছেলের জন্যে যথেষ্ট ভূসম্পত্তি আর নগদ টাকা রেখে যেতে পেরেছিলেন। আমি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র। আমার কনিষ্ঠ আমার চেয়ে আট বছরের ছোট ছিল; কুড়ি বছর আগে, পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়েছে। তার নাম ছিল ভুবনেশ্বর। ভুবনেশ্বরের যখন চব্বিশ বছর বয়স, আর আমার যখন বত্রিশ বছর বয়স, তখন আমার পিতার মৃত্যু হয়,—সে ঘটনাটা প্রায় একত্রিশ বৎসর আগে ঘটেছিল। পিতার মৃত্যুকালে ভুবনেশ্বর অবিবাহিত ছিল। পিতার মৃত্যুর কয়েক মাস আগে সে ফিলজফিতে এম-এ পরীক্ষা দিয়ে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করেছিল। আমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে আকৃতিগত বা প্রকৃতিগত কিছুমাত্র মিল ছিল না। আমি হয়েছিলাম আমার বাপের মত—ছোট চোখ, বেঁটে, কৃপণ; সে হয়েছিল আমার মার মত,—বড় বড় চোখ, লম্বা, বেশ হৃষ্টপুষ্ট, খুব মুক্তহস্ত। কেবল বাবার মত গৌরবর্ণ হয়েছিল, আর আমি মার মত কালো হয়েছিলাম।"

ডাক্তার। কৈ, আপনার বর্ণ ত কালো নয়।

চক্রবর্ত্তী। পাগলামী কোর না, ডাক্তার। আমার বর্ণ ত কালো বটেই; আমার ভাইয়ের বর্ণের সঙ্গে তুলনা করলে, তোমারও বর্ণ কালো। তার মূর্ত্তি ছিল, শ্বেতপাথরে গড়া মহাদেবের মূর্ত্তি।

তারক। কৈ, তোমার এই ভাইকে ত আমরা কখনও কলকাতায় দেখি নি।

চক্রবর্ত্তী। কেমন করে দেখবে? পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে, সে এইখানে থেকেই লেখাপড়া শিখত বটে, কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর এই বাড়ী আমার হস্তগত হলে, আমি কখনও তাকে আমার বাড়ীতে থাকতে দিতাম না; মনে হত, তার উদার হস্তের স্পর্শে আমার যত্ন সঞ্চিত সর্ব্বস্ব বাজীকরের গোলকের মত মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যাবে। সুতরাং সে কলকাতায় এলে, তার কোন বন্ধুর বাড়ীতে বাস করত। সে বন্ধুর মৃত্যু হলে সে ইদানীং আর কলকাতায় আসত না; পল্লীগ্রামে বাস করত।

তারক। তোমার ভাই খুব দাতা ছিলেন?

চক্রবর্ত্তী। তার মত দাতা তুমি কখনও দেখনি। দান, দান, দান; দান করে সে তার সমস্ত সম্পত্তি নিঃশেষ করেছিল। দানযজ্ঞে সে তার জীবন উৎসর্গ করেছিল। মৃত্যুকালে অর্থহীন দীন ভিক্ষুকের মত মরেছিল। কিন্তু আমি শুনেছি, সে হাসতে হাসতে মরেছিল।

তারক। তোমার মা তখন বেঁচে ছিলেন?

চক্রবর্ত্তী। না; আমার পিতার মৃত্যুর এক বছরের মধ্যেই আমার মার মৃত্যু হয়। মার মৃত্যুকালে, আমি কলকাতায় বসে' অর্থ সংগ্রহ করছিলাম, কাজেই আমি তাঁর শেষ আশীর্ব্বাদ লাভ করতে পারি নি; ভুবনেশ্বর তাঁর মৃত্যুকালে শেষ আশীর্ব্বাদ লাভ করেছিল।

ডাক্তার। আপনার ভাইয়ের কি ব্যারাম হয়েছিল?

চক্রবর্ত্তী। তার ব্যারামের সংবাদ আমি পাই নি। সে সংবাদ আমার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর ভাইয়েরা গ্রাস করে ফেলেছিল। পরে তার মৃত্যু সংবাদ পেলাম। শুনলাম, অর্থাভাবে তার চিকিৎসা হয়নি। তাই

আমার, অর্থাভাবে তার চিকিৎসা হয় নি! সে সময় আমার দৈনিক আয় ন'শো টাকারও বেশী; সেই সময় অর্থাভাবে আমার ভাইয়ের চিকিৎসা হয় নি। বুঝলে তারক? অর্থাভাবে আমার ভাইয়ের চিকিৎসা হয় নি। আমি এই যে খাটখানায় শুয়ে আছি, এর দাম পাঁচ হাজার টাকা; এটা তার মৃত্যুর কয়েকদিন মাত্র পূর্ব্বে কিনেছিলাম। তবু, অর্থাভাবে আমার ভাইয়ের চিকিৎসা হয় নি। ভাই আমার, গরীবের মত বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়েছে। আমি বলেছি, ভুবনেশ্বর কলকাতায় এলে তার এক বন্ধুর বাড়ীতে বাস করত; মৃত্যুর পূর্ব্বে তার অর্থকষ্টের সময়, অনেকবার তার এই বন্ধু বিশেষ সহায়তা করেছিল। সে তাহার সহপাঠী, দুজনে অভিন্নাত্মা ছিল। আবার এই ডেপুটী বাবুর নাতনীর সে পিতামহ। আমার ভাইয়ের মৃত্যুকালে সে বেঁচে ছিল না; থাকলে বিনা চিকিৎসায় আমার ভাইয়ের মৃত্যু হত না; সে এসে তার সর্ব্বস্ব দিয়ে তার চিকিৎসা করাত।

তারক। এই বন্ধুটির নাম কি?

চক্রবর্ত্তী আমার ভাইয়ের এই অকৃত্রিম বন্ধুর নাম, দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায়। এই দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায়ের দুই ছেলের আমি সর্ব্বনাশ করেছি।

তারক। কি করে?

চক্রবর্ত্তী। সে কথা পরে বলব। এখন আমার নিজের অর্থার্জ্জনের কথা বলি। আমি বলেছি, আমার পিতা মৃত্যুকালে যথেষ্ট ভূসম্পত্তি আর নগদ টাকা রেখে গিয়েছিলেন।

তারক। মৃত্যুকালে তোমার পিতা তোমাদের মধ্যে তাঁর সম্পত্তির কি রকম ভাগ করেছিলেন?

চক্রবর্ত্তী। আগে তাঁর কি কি সম্পত্তি ছিল, শোন। পরে তার ভাগের কথা শুনবে।

তারক। পূর্ব্বে তুমি একবার আমাকে বলেছিলে যে, তোমার পিতা মৃত্যুকালে তোমাকে নগদ চার লক্ষ টাকা আর কলকাতার এই বাড়ী দিয়ে গিয়েছিলেন।

চক্রবর্ত্তী। কলকাতার বাড়ী দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সে এ বাড়ী নয়; এ বাড়ীর সামান্য অংশ মাত্র। তাতে মোট একবিঘা জমী ছিল, তা ক্রমে বেড়ে বেড়ে এখন সাতান্ন বিঘারও বেশী হয়েছে।

তারক। তোমাদের পল্লীগ্রামের বাড়ী বুঝি তোমার ছোট ভাইকে দিয়ে গিয়েছিলেন?

চক্রবর্ত্তী। হাঁ, দেশের বাড়ী জমীদারী দুই ভুবনেশ্বর পেয়েছিল। সে বাড়ী এখনও আছে; জমীদারীর চিহ্নমাত্র নেই। আমার ভাই তা দানে নিঃশেষ করে গিয়েছে।

তারক। তুমি জমীদারীর কিছু অংশ পাও নি?

চক্রবর্ত্তী। না।

তারক। কেন?

চক্রবর্ত্তী। আমারই ইচ্ছামত, বাবা তাঁর সমস্ত নগদ টাকা আর কলকাতার বাড়ী আমাকে দিয়েছিলেন। তিনি এই ব্যবস্থাই ভাল বুঝেছিলেন; কারণ তিনি ভুবনেশ্বরকে চিনতেন; তিনি জানতেন যে, ভুবনেশ্বর নগদ টাকা পেলে আর কলকাতাতে থাকলে, দুদিনেই সমস্ত ব্যয় করে নিঃস্ব হয়ে পড়বে। সে পল্লীগ্রামে থাকলে, এই অপব্যয়ের কম আশঙ্কা আছে মনে করে, তিনি পল্লীগ্রামের বাড়ী আর জমীদারী তাকে দিয়েছিলেন।

তারক। এ ব্যবস্থা ভালই হয়েছিল।

চক্রবর্ত্তী। কিন্তু সেটা মানুষের ব্যবস্থা। ভগবানের পৃথিবীতে মানুষের ব্যবস্থা মত কোন কাযই হয় না।

ডাক্তার। আপনাদের পল্লীগ্রাম নদীয়া জেলায় নয় ?

চক্রবর্ত্তী। হাঁ, নদীয়া জেলায়।

ডাক্তার। গ্রামটির নাম কি ?

চক্রবর্ত্তী। গ্রামের নাম রঙ্গণঘাট। আমাদের রঙ্গণঘাটের বাড়ী কলকাতার সেই তখনকার বাড়ীর চেয়ে বড় ছিল ; কারণ সেখানেই বিবাহ উপনয়ন পূজা এই সব উৎসব হত। আমরা রঙ্গণঘাট, আর তার আশে পাশে আট দশখানা গ্রামের জমীদার ছিলাম।

তারক। তোমাদের জমীদারীর কত আয় ছিল ?

চক্রবর্ত্তী। মৃত্যুকালে পিতা জমীদারীর আয় রেখে গিয়েছিলেন, বাৎসরিক বিশ হাজার টাকা।

তারক। এ কি সবই তোমার পিতার স্বোপার্জ্জিত ?

চক্রবর্ত্তী। না, তাঁর পৈতৃক সম্পত্তির বাৎসরিক চার হাজার টাকা আয় ছিল। বাবা আরও ভূসম্পত্তি কিনে, বার্ষিক আয় কুড় হাজার টাকা করতে পেরেছিলেন। ভুবনেশ্বর এই বিশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি, দানে ব্যয় করে গিয়েছে। দান করে, জগতের আশীর্ব্বাদ নিয়ে, হাসিমুখে স্বর্গারোহণ করেছে। ডাক্তার তোমরা ত বিজ্ঞানের আলোচনা করেছ ; আচ্ছা বল দেখি,—এখনও ত হয়ই নি—ভবিষ্যতে কখনও কি বিজ্ঞানের বলে, মানুষ আপনার সঞ্চিত অর্থ মৃত্যুর পরপারে নিয়ে যেতে পারবে ? আজ আসন্ন মৃত্যুকালে ভাবছি, যদি কিছুই নিয়ে যেতে না-ই পারব, সকলই যদি ফেলে যেতে হবে, তবে দরিদ্রদের বঞ্চনা করে' কেন এই অর্থরাশি সঞ্চয় করলাম। ভুবনেশ্বর ঠিক বুঝেছিল ; যা নিয়ে যাবার, তাই সে সঞ্চয় করেছিল,—সর্ব্বস্ব ব্যয় করে, আপনার মাথার উপর পৃথিবীর আশীর্ব্বাদ সঞ্চয় করেছিল।

ডাক্তার। লোকের আশীর্ব্বাদও বোধ হয় মরণের পর কোন কাজে লাগে না।

চক্রবর্ত্তী। ডাক্তার, বিজ্ঞান পড়ে' পড়ে' তুমি নাস্তিক হয়েছ। তুমি যদি জানতে যে একটা পরলোক আছে, এবং আমাদের ইহকাল ও পরকাল একজন লোকনাথের দ্বারা চালিত হচ্চে, তা হলে বুঝতে পারতে, লোকের আশীর্ব্বাদে লোকনাথের হৃদয় কি রকম বিচলিত হতে পারে;—লোকের আশীর্ব্বাদ মণ্ডিত মস্তক তাঁর চরণতলে দেখলে, তিনি তা তুলে নিয়ে অনন্তকাল আপন অনন্ত বক্ষে ধারণ করেন। কোন্ দুগ্ধফেনানিভ কোমল শয্যায়, কোন্ পুষ্পরচিত উপাধানে, কোন মাতৃক্রোড়ে মাথা রেখে মানুষ সেই আনন্দ, সেই শান্তি লাভ করিতে পারে?

তারক। তোমার ভাইয়ের বিবাহ হয়েছিল?

চক্রবর্ত্তী। তার যখন ত্রিশ বৎসর বয়স, তখন সে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু তখনও তার দান থামে নি। একদিন এক কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ এসে তার শরণাপন্ন হল; বল্লে যে তাকে উদ্ধার করতেই হবে; পাঁচ শো টাকা না পেলে তার কন্যার বিবাহ হবে না; কন্যার বিবাহ না হলে তার জাত থাকবে না। আমাদের ভদ্রাসন বাড়ীটি পূর্ব্বেই ভুবনেশ্বর ঋণে আবদ্ধ করে রেখেছিল। ভুবনেশ্বর দ্বারে দ্বারে ঘুরলে, যদি সেই ঋণের উপর আর কেউ তাকে পাঁচ শো টাকা ঋণ দেয়। কিন্তু সে কোনও খানে এক পয়সাও পেলে না। বুঝলে তারক, দুর্লভ আশীর্ব্বাদটা লোকে সহজে দিতে পারে, কিন্তু অর্থ দিতে পারে না। কোনও স্থানে টাকা সংগ্রহ করতে না পেরে, সে অগত্যা আমাকে চিঠি লিখলে। কিন্তু অর্থ সঞ্চয় যার ব্রত, অর্থ যার উপাস্য দেবতা, সে ভাইয়ের কাতরতায় মুক্তহস্ত হয় না। আমি তাকে টাকা

পাঠালাম না; তার চিঠির উত্তর দিলাম না। পরে সেই কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণটি, হঠাৎ একদিন আমার কলকাতার বাড়ীতে এসে উপস্থিত হল। টাকা চায় না, কিন্তু তার মেয়ের সঙ্গে ভুবনেশ্বরের বিবাহের অনুমতি প্রার্থনা করে। আমরা কুলীন নই। কিন্তু তার চক্ষে একজন সুন্দর কান্তি এম-এ পাশ করা সবংশজপুত্র কুলীনকুমার চেয়ে, কম আদরণীয় নয়। মেয়েটিকে না দেখেই, ব্রাহ্মণের বিশেষ পরিচয় গ্রহণ না করেই, অনুমতি দিয়ে আমি নিষ্কৃতি লাভ করলাম। ভুবনেশ্বরের বিবাহ হল; আমি বুঝলাম, অর্থের অভাবে সে আপনাকে দান করলে। এই বিবাহ উপলক্ষে, একদিনের জন্যে আমি রঙ্গণঘাটে গিয়াছিলাম। দেখলাম, বউটির আশ্চর্য্য রূপ। বউয়ের মুখ দেখে, পাঁচটি টাকা তার হাতে দিয়ে আমি চলে এলাম। পাঁচ বছর পরে, পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে ভুবনেশ্বরের মৃত্যু হল। সে আজ কুড়ি বছরের আগের ঘটনা।

ডাক্তার। আপনার ভাইয়ের কি কোন ছেলেপিলে হয় নি?

তারক। আমিও ঠিক ঐ কথা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম।

চক্রবর্ত্তী। হ্যাঁ, তার একটি ছেলে হয়েছিল; মৃত্যুকালে সে একটি তিন মাসের শিশু পুত্র রেখে গিয়েছিল।

তারক। সে ছেলে কি এখনও বেঁচে আছে?

চক্রবর্ত্তী। হ্যাঁ।

তারক। সে এখন কোথায় আছে?

চক্রবর্ত্তী। সে এখন রঙ্গণঘাটেই আছে।

তারক। তাকে তুমি কখনও দেখেছ?

চক্রবর্ত্তী। তাকে আমি জীবনে একবার মাত্র দেখেছি। তার বয়স তখন দশ বছর। সে আমাকে 'জেঠা মহাশয়' বলে চিঠি লিখেছিল। সে চিঠি এখনও আমার কাছে আছে; এখনও

আমি তা রোজ পড়ি। সেই চিঠি পেয়ে আমি তার কাছে গিয়েছিলাম।

তারক। তোমার স্ত্রী নেই, ছেলে নেই; এই ভ্রাতুষ্পুত্রই তোমার সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। তাকে তুমি কলকাতায় এনে, নিজের কাছে রাখনি কেন? তাকে নিজের কাছে রেখে তার বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করনি কেন? আমি তোমার বহুকালের বন্ধু, কিন্তু আমার কাছে তুমি কখনও তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম করনি।

চক্রবর্ত্তী। এখন, আমার এই মৃত্যুকালে, আমার মাথায় যে বুদ্ধির সঞ্চার হয়েছে, তখন আমার সে বুদ্ধি ছিল না। আপন ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্যেও অর্থব্যয়ে তখন আমি কুণ্ঠিত ছিলাম; তাই তার নাম করতাম না। দশ বছর পূর্ব্বে ও চিঠি পেয়ে, একবার মাত্র তার জন্যে আমার প্রাণটা ব্যথিত হইয়াছিল। ওই ডীড্‌বক্স থেকে চিঠিখানা বের করে' তোমরা পড়।

ডাক্তার ও এটর্ণি বাবু অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বাক্সের মধ্যে কাগজপত্র অনুসন্ধান করিয়া ক্ষুদ্র পত্রখানি বাহির করিলেন। তাঁহাদের মাথার উপর বৈদ্যুতিক আলোকের ঝাড়টি আরও একটু উজ্জল হইয়া জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহারা উভয়ে একত্র পত্রখানি পাঠ করিলেন। অতি স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন অক্ষরে পত্রখানিতে নিম্নলিখিত কথাগুলি লেখা ছিল ;—

জ্যেঠ মহাশয়

আপনি আমার ও মার কোটি কোটি প্রণাম গ্রহণ করিবেন। আমার বয়স দশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। আপনি অনুমতি করিলে, এগার বৎসরে আমার উপনয়ন হইবে। এই অনুমতি পাইবার জন্য, মা আপনাকে পত্র লিখিতে বলিলেন। আপনি অনুমতি দিবেন। এই

অনুমতি চাহিবার জন্য আমি নিজে আপনার নিকট যাইতাম। কিন্তু মা বলিলেন, আমি ছেলেমানুষ, কলিকাতায় পথ খুঁজিয়া পাইব না। আপনি কেমন আছেন লিখিবেন। আপনাকে দেখিবার জন্য আমার বড়ই ইচ্ছা হয়। নিবেদন ইতি। ১৩০১ সাল, ১৫ই চৈত্র।

সেবকানুসেবক
শ্রী অক্রূর।

পত্রের অনুসন্ধান ও পঠন সময়ে, চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিমীলিত নেত্রে শয়ান ছিলেন। তাঁহার নিমীলিত নেত্র হইতে দুইটি অশ্রুপ্রবাহ নীরবে প্রবাহিত হইতেছিল। তিনি শয়ান থাকিয়া, তাঁহার দগ্ধ ও অন্ধকার মানস পটে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের সুন্দর ও সুকোমল মুখশ্রী আঁকিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন, এখন সে এই দশ বৎসর পরে, বড় হইয়া না জানি কত মনোহর হইয়াছে! সে কি তাহার পিতার মত হইবে? তাহার মুখশ্রী অনেকটা তাহার মাতার মত বটে, কিন্তু সে তাহার পিতার ন্যায় প্রশস্ত ও উন্নত ললাট পাইয়াছে। তাহার দেহও তাহার পিতার ন্যায় উন্নত হইবে।

ডাক্তার ও এটর্ণি বাবুর পত্রপাঠ শেষ হইলে, চক্রবর্ত্তী মহাশয় সজল ও নিমীলিত নেত্রে ভ্রাতুষ্পুত্রের মুখশ্রী ভাবিতে ভাবিতে, দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এই চিঠি পেয়ে, আমার ভাইপোর অক্রূর এই চিঠি পেয়ে, সত্যি বলছি তারক, আমি চোখের জল সামলাতে পারি নি। কাঁদতে কাঁদতে মণিঘাটে গিয়ে তাকে কোলে নিয়েছিলাম। ভুবনেশ্বরে সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে, ভদ্রাসন ঋণমুক্ত করেছিলাম। সমারোহ করেই তার উপনয়ন দিয়েছিলাম। তার পর তাকে কলকাতায় এনে আমার কাছে লেখাপড়া শেখাবার কথা বলেছিলাম।

তারক। কিন্তু কথামত কার্য্য করনি কেন? সে অশিক্ষিত অবস্থায় তোমার এই বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলে, কিছুই রক্ষা করতে পারবে না। তাকে এখানে আনাই তোমার উচিত ছিল।

চক্রবর্ত্তী। তাই উচিত ছিল বটে; কিন্তু বউমা আমার প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। বল্লেন যে, ছেলের বিদ্যাশিক্ষার ভার তিনি আপনিই নেবেন। বোধ হয় কতকটা অভিমানেই এই রকম বলেছিলেন। তাঁর স্বামীর, আমার ভাই ভুবনেশ্বরের মৃত্যুকালে আমি যে অদ্ভুত ব্যবহার করেছিলাম, তা তখনও তাঁর স্মরণ থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। তা ছাড়া, ভুবনেশ্বরের মৃত্যুর পর চন্দ্রকুমারের উপনয়ন কাল পর্য্যন্ত আমি তাঁদের কোন সংবাদ নিই নি; তিনি অলঙ্কার থালা ঘটি এক একটি করে বিক্রী করে, কোন মতে মহাদুঃখে আপনার আর ছেলেটির খাওয়া পরা নির্ব্বাহ করেছিলেন। যা হোক, চন্দ্রকুমার আমার সঙ্গে কলকাতায় আসে নি; আর বউমা, অনেক সাধ্যসাধনার পর, খরচের জন্যে আমার কাছ থেকে কেবল মাসিক পঞ্চাশটি টাকা মাত্র নিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

তারক। তাঁদের প্রতি তোমার ব্যবহার ভাল হয়নি।

চক্রবর্ত্তী। এই পৃথিবীতে আমি কার প্রতি ভাল ব্যবহার করেছি, ত[illegible]মি যে কি জিনিষ, কি মহা নরাধম, তা আজ ক্রমে তোমাদে[illegible] ডাক্তার, আমি কি বলছিলাম? দেখ, আমি বলতে বল[illegible]ছি।

[illegible]আপনি বলছিলেন যে, আপনার ভাইপোকে লেখাপড়া শেখাব[illegible]পনি কোন বন্দোবস্তই করতে পারেন নি।

চ[illegible]ই এক রকম সত্য বটে, অর্থাৎ কোনও বিদ্যালয়ে

তার শিক্ষা হয় নি। তবু, ডাক্তার, আমি তার শিক্ষার জন্তে একটা সুযোগ পেয়েছিলাম।

ডাক্তার। সুযোগ কি হয়েছিল?

চক্রবর্ত্তী। আমাদের পল্লীগ্রামে একজন বৃদ্ধ সুপণ্ডিত বাস করেন। তিনি আমার চেয়ে আট দশ বছরের বড়। তিনি পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট কলেজে ইংরাজির অধ্যাপক ছিলেন; এখন প্রায় চৌদ্দ বছরকাল পেন্সন নিয়ে বাড়ীতে বাস করছেন। কলকাতায় ফিরে আমি তাঁকে চিঠি লিখেছিলাম।

ডাক্তার। কি চিঠি লিখেছিলেন?

চক্রবর্ত্তী। লিখেছিলাম যত দিন তিনি বাড়ীতে থাকবেন, ততদিন আমি তাঁকে বছরে বছরে হাজার টাকা দেব; তিনি এই টাকা আমার ভাইপো বা তার মায়ের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করে', অশ্রুকুমারকে আপন বাড়ীতে রোজ ডেকে এনে, তাকে রীতিমত লেখাপড়া শেখাবেন।

তারক। তোমার চিঠি পেয়ে তিনি কি উত্তর লিখলেন?

চক্রবর্ত্তী। তিনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হলেন; আর, আজ প্রায় দশ বছর তিনি অশ্রুকে লেখপড়া শেখাচ্ছেন।

তারক। সে এতদিনে কি রকম পড়াশুনো করেছে?

চক্রবর্ত্তী। সেই ভদ্রলোকটির কাছ থেকে আমি দশদিন হল যে চিঠিখানি পেয়েছি, তা পড়লেই তুমি জানতে পারবে।

তারক। সে চিঠি কোথায়?

চক্রবর্ত্তী। তা আমার খানসামা বচ্চুর কাছে আছে। সে এখনই তোমাকে দেবে।

সহসা গৃহমধ্যে বচ্চুর নিঃশব্দ আবির্ভাবে ডাক্তার ও এটর্ণি বাবু উভয়েই

চম্‌কাইয়া উঠিলেন; কেহই তাহার এই প্রকার আগমনের প্রত্যাশা করেন নাই।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় পূর্ব্ববৎ স্থির ভাবে শুইয়া মুদিত নয়নেই বলিলেন, "তারক, যদুর কাছ থেকে চিঠিখানা নাও।"

যদু তারক বাবুর হস্তে উহা প্রদান করিয়া, নিঃশব্দে অন্তর্হিত হইল।

এটর্ণি বাবু ও ডাক্তার উভয়ে মিলিয়া, পত্রখানা পড়িতে লাগিলেন। উহা ইংরাজিতে লিখিত ছিল, আমরা নিম্নে উহার অবিকল অনুবাদ প্রদান করিলাম—

"প্রিয় কেদারেশ্বর,

"তোমার শেষ পত্র প্রাপ্ত হইবার পর, আমি দুই দিন অসুস্থ ছিলাম। এ জন্য যথাসময়ে তোমার প্রশ্ন সকলের উত্তর দিতে পারি নাই। আমাদের বাঙ্গালা দেশে, এই বর্ষার শেষে, বৎসর বৎসর যেমন ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয়, সুখের বিষয় এ বৎসর এ অঞ্চলে সেরূপ হয় নাই। গ্রামের প্রায় সকলেই সুস্থ আছে। মাঠে জল আছে, এবং ভাল ফসলের আশা আছে।

"তোমার অসুখের কথা শুনিয়া চিন্তিত হইলাম। ভরসা করি, এবারকার পত্রে তোমার আরোগ্য সংবাদ পাইয়া আনন্দলাভ করিতে পারিব। প্রার্থনা করি, ভগবান যেন তোমাকে দীর্ঘকাল সুস্থ রাখেন। তোমার পীড়াটা কি, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।

"শ্রীমান্ অক্রূরকুমারের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তুমি যে কয়েকটা প্রশ্ন করিয়াছ, নিম্নে তাহার সংক্ষেপ ও সাধ্যমত সঠিক উত্তর প্রদান করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। আমার উত্তরগুলি পড়িলে, তুমি বুঝিতে পারিবে যে বিদ্যাশিক্ষায় অক্রূরকুমারের বিলক্ষণ যত্ন আছে।

"এক্ষণে আই-এ পরীক্ষার জন্য কলেজে যতটা গণিতবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়, অক্রুকুমার তাহা সুচারুরূপে আয়ত্ত করিয়াছে। গণিতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আই-এ পরীক্ষা দিলে সে নিশ্চয় শতকরা নব্বই নম্বর পাইতে পারে। গণিতবিদ্যা সম্বন্ধে ইহার অধিক শিক্ষাদান করিবার শক্তি আমার নাই।

"আমার গুরুদেবের পুত্র শ্রীযুক্ত ভবনাথ বিদ্যারত্ন আমাদের গ্রামে একটি টোল খুলিয়াছেন; এই ব্যাপারে গ্রামের সকল লোকই তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন; পাকা টোলগৃহ নির্ম্মাণের জন্য তুমি যদি তাঁহাকে কিছু সাহায্য কর, তাহা হইলে, আমরা বিশেষ উপকৃত হই। শ্রীমান্ অক্রুকুমার এই ভবনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণ ও কোষ পাঠ করিয়াছে; ইহা ছাড়া সে ভট্টি, কুমারসম্ভব ও মেঘদূত প্রভৃতি কয়েকখানা কাব্যও পড়িয়াছে। তুমি শুনিয়া সুখী হইবে, এক্ষণে সে কাদম্বরী ও হর্ষচরিত পাঠ করিতেছে।

"লাটিন সাহিত্যে আমার যে সামান্য জ্ঞান ছিল, আমি উহাকে তাহা প্রদান করিয়াছি।

"ইংরাজি সাহিত্যে, দর্শন শাস্ত্রে ও ইতিহাসে তাহার অসম্ভব অধিকার জন্মিয়াছে। আমার নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা দূরের কথা, এক্ষণে আমাকেও শিক্ষা প্রদান করিতে সমর্থ। তুমি জান, তাহার পিতার একটি পুস্তকাগার ছিল; তাহাতে ইতিহাস ও দর্শন সম্বন্ধে অনেক উৎকৃষ্ট পুস্তক সংগৃহীত ছিল। অক্রুকুমারের মাতা দুরবস্থায় পড়িয়া বস্ত্র ও তৈজসাদি সকলই বিক্রয় করিয়াছিলেন; কিন্তু এই পুস্তকগুলির একখানিও বিক্রয় করেন নাই; তাঁহার স্বামীর আদরের সামগ্রী মনে করিয়া, অতি যত্নের সহিত রক্ষা করিয়াছিলেন। অক্রুকুমার এই পুস্তক পাঠ করিবার জন্য এক্ষণে আপনাকে অবিরত নিযুক্ত রাখিয়াছে।

"আমি দীর্ঘকাল বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনার কার্য্য করিয়াছি, এ জীবনে বহু ছাত্রের সংসর্গে আসিয়াছি, কিন্তু অক্রূর মত মেধাবী, পাঠরত ও শান্ত বালক কখনও দৃষ্টিগোচর করি নাই।

"আমি যদি বলি যে, তাহার চরিত্র সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, তাহা হইলে, তাহার নির্ম্মল দেবচরিত্রের কিছুই পরিচয় দেওয়া হইবে না। তাহার তুষার অপেক্ষা নির্ম্মল চরিত্রে, কখনও অতি সামান্ত কলঙ্কের ছায়াপাত হয় নাই। সে সর্ব্বদা নিঃসঙ্গ; সৎ বা অসৎ তাহার কোন প্রকার সঙ্গী নাই; এ অঞ্চলে এমন কোন বালক নাই যে অক্রূকুমারের অমিত প্রতিভার উজ্জল উত্তাপ সহ্য করিতে পারে। বিদ্যাচর্চ্চা এবং মাতার সহিত দুই একটা কথা ছাড়া, তাহার আর কোনও কার্য্য নাই।

"এ যাবৎ অক্রূর কোন প্রকার কঠিন পীড়া হয় নাই, তাহার স্বাস্থ্য বরাবরই ভাল আছে। কিন্তু তাহাকে ব্যায়াম শিক্ষা দিবার কোন প্রকার ব্যবস্থা করা হয় নাই। এক্ষণে তোমার ইচ্ছানুযায়ী তাহার ব্যবস্থাও করিলাম। সে আমার এই ব্যবস্থা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিয়াছে।"

এই পত্রপাঠ করিয়া এটর্ণি বাবু কহিলেন, "তোমার ভাইপোকে যে রকম লেখাপড়া শেখান হয়েছে, তা বিবাহের বাজারে, অর্থাৎ যেখানে লোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ, এম-এ উপাধিগুলো উচ্চমূল্যে কেনার জন্তে ব্যস্ত হয়ে থাকে, সেই স্থানের পক্ষে যথেষ্ট না হলেও আমার বিবেচনায়, কলেজের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষার চেয়ে কোনও ক্রমে হীন নয়।"

ডাক্তার বলিলেন, "যাতে তার মাথায় অর্থোপার্জ্জনের চিন্তা না আসে, সে জন্তে তাকে কিছু সম্পত্তি দান করলে ভাল হয়।"

এটর্ণি বাবু প্রস্তাব করিলেন, "মনে কর, যদি তুমি এককালে তাকে

একলক্ষ টাকা দান কর, তা হলে, সে নির্ভাবনায় নিশ্চিন্ত মনে জ্ঞান উপার্জ্জন করতে পারবে।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্তিমিতনেত্রে কহিলেন, "দান? তারক, অর্থদান আমার অদৃষ্টে নেই। আমি ইচ্ছা করলে, এতদিন তাকে অনেক টাকা দিতে পারতাম।"

এটর্ণি। এতদিন যা কর নি, এখন তা কর।

চক্রবর্ত্তী। কেন?

এটর্ণি। তাকে তুমি ভালবাস; তার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্যে।

চক্রবর্ত্তী। তার ভবিষ্যৎ মঙ্গল, মঙ্গলময় নিজে করবেন। মঙ্গলময় দু'দিন দিনের মধ্যে আমার জীবনলীলা শেষ করবেন। তখন মঙ্গলময়ের ইচ্ছায়—

এই পর্য্যন্ত বলিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় হঠাৎ মৌন হইলেন। কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া ডাকিলেন, "যদু।"

যদু কক্ষে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ্ঞে।

"আমি এখন কি খাব?"

"ডাক্তার বাবু সাবু খেতে বলেছেন।"

"আনতে বল।"

"যে আজ্ঞে।"—বলিয়া, যদু সাবু আনিবার জন্য চলিয়া গেল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় ঈষৎ উন্মীলিত করিয়া ডাক্তারের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদুকে ডাকবার পূর্ব্বে, আমি তোমাদের কি বলছিলাম, ডাক্তার?"

ডাক্তার। আপনি বল্‌ছিলেন যে, মঙ্গলময় নিজে আপনার ভাইপোর মঙ্গল করবেন।

চক্রবর্ত্তী। হাঁা। আমার মৃত্যুর পর, মঙ্গলময়ের ইচ্ছায়, আমার

অক্রূ আমার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। বা দান না করলেও আইনের বলে আমার মৃত্যুর পরমুহূর্ত্তেই সে আপনা হতে পাবে, তার কিঞ্চিৎ তাকে এখন দান করলে, আমার পাপের ভার কিছু লঘু হবে না। না, এই মৃত্যুকালে আমি তাকে কিছু দান করব না। সে আমার উত্তরাধীকারী হয়ে আমার সম্পত্তি দখল করবে। তবু একটা কথা তাকে বলবার জন্যে আমি উইল করব। আমার মৃত্যুর পর, সে আমার উত্তরাধিকারী হয়ে আমার সম্পত্তি পেলে, সে তার সামান্য অংশ ডেপুটী বাবুর নাতনীকে দেবে।"

তারক। কেন?

চক্রবর্ত্তী। সে কথা একটু পরে তোমাদের বলব। আপাততঃ আমি কিছু সাবু খেয়ে, আট মিনিট বিশ্রাম করব। ডাক্তার, তোমার ঘড়িটা একবার খুলে দেখ, কটা বেজেছে।

ডাক্তার। আটটা বেজে বাইশ মিনিট হয়েছে।

চক্রবর্ত্তী। বেশ, এখন তোমরা সেই পূর্ব্বদিকের ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম কর। আমি আট মিনিট পরে, ঠিক সাড়ে আটটার সময় আমার কথা আবার আরম্ভ করব।

ডাক্তার। আপনার আপত্তি না থাকলে, এই কয়েক মিনিট আমরা এইখানেই অপেক্ষা করব।

চক্রবর্ত্তী। ভাল, এইখানেই অপেক্ষা কর।

এই বলিয়া, চক্রবর্ত্তী মহাশয় বন্ধুর আনীত সাবু পান করিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নীরবে শুইয়া রহিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সৌদামিনীর বংশপরিচয়।

ডাক্তার ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন যে ঠিক আটটা বাজিয়া ত্রিশ মিনিট হইবামাত্র, চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, আবার কথা আরম্ভ করিলেন। মুদিত নয়নে বৃদ্ধের এই অভ্রান্ত সময়জ্ঞান দেখিয়া, যুবক ডাক্তার মনে মনে বিস্মিত হইলেন; ভাবিলেন, এই বুড় বড় অদ্ভুত লোক; ইহার কাহিনী যাহা শুনিলাম, তাহাও অদ্ভুত বটে; না জানি, এ ব্যক্তি কত ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করিয়াছে! পিতার নিকট শুনিতাম, ইহার ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই, এবং ইহার বুদ্ধিও অত্যন্ত প্রখর।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় মুদিত নয়নে ধীরে ধীরে যে কাহিনী বলিলেন, তাহ সংক্ষেপে এই—

"আমার ভ্রাতা ভুবনেশ্বরের এক অকৃত্রিম বন্ধু ছিল; তাহার নাম দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায়। এই দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায় কোটালিগ্রামের জমীদার ছিল। কিন্তু সে কোটালিগ্রামে বাস না করিয়া, অন্যান্য জমীদারদিগের ন্যায়, কলিকাতাতেই বাস করিত। তাহার জমীদারীর আয় ছিল বৎসরে চৌদ্দ হাজার টাকার কিছু উপর। কিন্তু বাৎসরিক চৌদ্দ হাজার টাকা আয়ে কলিকাতাতে একটা জমীদারের চালে থাকা চলে না। এজন্য জীবনের শেষাবস্থায় সে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। খুচরা ঋণ পরিশোধের জন্য তাহার সমুদয় সম্পত্তি আবদ্ধ রাখিয়া, আমি তাহাকে ঋণদান করিয়াছিলাম। ঐ ঋণের পরিমাণ দেড়লক্ষ টাকা। বাৎসরিক শতকরা ছয় টাকা হিসাব সুদে, আমি ঐ টাকাটা দিয়াছিলাম।

"দীনবন্ধু এই ঋণের কিছুই পরিশোধ করিয়া যাইতে পারে নাই। তাহার মৃত্যুর পর, তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হেমচন্দ্র, ডেপুটিবাবুর নাতিনী সৌদামিনীর পিতা, আমার নিকট পিতৃঋণ সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিতে আসিয়াছিল।

"হেমচন্দ্রের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল. তাহার নাম কৃষ্ণচন্দ্র। তাহার প্রকৃতি হেমচন্দ্রের মত ছিল না; সে মহা অপব্যয়ী। পৈতৃক ঋণ পরিশোধ সম্বন্ধে সে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত এক মত হইতে পারিল না। অগত্যা হেমচন্দ্র ঋণের নিজ অর্দ্ধাংশ পরিশোধের পৃথক ব্যবস্থা করিল। সে তাহাদের কলিকাতার বাটীর অর্দ্ধাংশ ভ্রাতার নিকট হইতে পৃথক করিয়া লইল, এবং উহা, অর্থাৎ নিজ অর্দ্ধাংশ, পঁয়ষট্টি হাজার টাকায় বিক্রয় করিল; এবং উহার উপর আপন সোণা রূপা ও রত্নাদি বিক্রয় করিয়া, তাহার ঋণের ভাগ এবং ঐ অর্দ্ধাংশ ঋণের বাকী সুদ পরিশোধ করিল। আমি উহার প্রদত্ত সমুদয় টাকার প্রাপ্তিস্বীকার করিয়া একখানা রসিদ লিখিয়া দিলাম। রসিদে লেখা রহিল :যে মৃত দীনবন্ধুর ঋণের মধ্যে, এত টাকা ও এত সুদ হেমচন্দ্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলাম।

ইহার পর আরও কয়েক বৎসর চলিয়া গেল। হেমচন্দ্রের ভ্রাতা কৃষ্ণচন্দ্র তাহার অংশের ঋণ পরিশোধের কোনও বন্দোবস্ত করিল না। এক কপর্দ্দকও সুদ প্রদান করিল না। আমি বার বার তাগাদা করিলাম, কিন্তু কোন ফল হইল না। অবশেষে আমি উভয় ভ্রাতার নামেই এক লক্ষ ছয় হাজার টাকার দাবীতে নালিশ রুজু করিলাম।

আমি মৃত দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায়ের সমুদয় সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া তাহাকে ঋণ প্রদান করিয়াছিলাম। তোমরা প্রশ্ন করিতে পার ঐ ঋণের কতকাংশ তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হেমচন্দ্র পরিশোধ করিয়াছিল, আমি তাহার

প্রাপ্তি স্বীকারও করিয়াছিলাম, তথাপি সমস্ত সম্পত্তি দাবী করিয়া কেন নালিশ করিলাম? ঋণের কতকাংশ যেই পরিশোধ করুক, বাকী ঋণের জন্য সমুদয় বন্ধকী সম্পত্তিই দায়গ্রস্ত ছিল। পিতার মৃত্যুর পর দীনবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র হেমচন্দ্র কনিষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত কখনও পৃথগন্ন হয় নাই এবং জমীদারীও বিভাগ করিয়া লয় নাই। কেবল মাত্র কলিকাতার বাটীরই অর্দ্ধাংশ পৃথক করিয়া লইয়াছিল, এবং তাহাই বিক্রয় করিয়া পিতৃঋণের অর্দ্ধাংশ পরিশোধ করিয়াছিল। কাযেই অবশিষ্ট পৈতৃক ঋণের জন্য সমুদয় অবিভক্ত পৈতৃক সম্পত্তিই দায়ী রহিল।

"অধিকন্তু যে তমসুক পত্রের দ্বারা আমি দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায়ের সম্পত্তি আবদ্ধ রাখিয়াছিলাম, তাহাতে একটা সর্ত্ত লিখিত ছিল যে, ঋণ আংশিক ভাবে পরিশোধ করিলেও, অবশিষ্ট ঋণ পরিশোধের জন্য, আমি ইচ্ছানুযায়ী এক বা দুই বা সমুদয় আবদ্ধ মহাল বিক্রয় করিয়া ঋণের টাকা মায় সুদ আদায় করিয়া লইতে পারিব। যাক, কৌশলটা যেরূপই হউক, তোমরা জানিয়া রাখ যে, আমার কৌশলে হেমচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র উভয় ভ্রাতাই সমুদয় পৈতৃক সম্পত্তিতে বঞ্চিত হইয়াছিল।

"কিরূপে অল্পকাল মধ্যে পরোপকারী জমীদার দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায়ের পুত্রদ্বয় নিঃস্ব হইল, জানিতে চাও? শোন। প্রথমতঃ সুদ ও খরচা যোগ করিয়া, আমি এক লক্ষ ছয় হাজার টাকার স্থলে, এক লক্ষ বাইশ হাজার টাকার ডিক্রি পাইলাম। দুই মাস বাদে আমি ডিক্রি জারি করিয়া তাহাদের সমুদয় সম্পত্তি ক্রোক করিলাম। হেমচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র আমার নিকট আসিয়া করযোড়ে কাঁদিল; বলিল,—আমাদিগকে রক্ষা করুন।

"তোমরা বলিবে যে চৌদ্দ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি এক লক্ষ

বাইশ হাজার টাকর দায়ে কিরূপেই বা নষ্ট হইল? তাহা যদি না হবে, তবে আর আমার বুদ্ধির কৌশলটা কি? সংসারের লোকে বুদ্ধি কাহাকে বলে জান? এ সংসারে প্রতারণা, আর প্রবঞ্চনাই বুদ্ধি। যে যত বড় প্রবঞ্চক বা প্রতারক, লোকে তাহাকে তত বড় বুদ্ধিজীবী বলিয়া থাকে। হায়! সংসারের বুদ্ধি! বুদ্ধির কৌশলে এতটা যে অর্থ সংগ্রহ করিলাম, উপভোগ করিবার জন্ত তাহা ত পরলোকে লইয়া যাইতে পারিব না। যাহা সঞ্চয়ের জন্ত আমি এতটা বুদ্ধি ব্যয় করিয়াছিলাম, অন্তকে এবং আপনকে এতটা বঞ্চনা করিয়া ছিলাম, সে সমস্ত রাখিয়াই চলিয়া যাইতে হইবে। তোমাদের সমস্ত ডাক্তারের সমবেত বিদ্যার বলে, ডাক্তার, জীবনের এক মুহূর্ত্ত কালও বর্দ্ধিত হয় না। হয় কি? বল, হয় কি? আমি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিব; তোমরা সকলে মিলিয়া আমাকে আরও দুই দিন অধিক বাঁচাইয়া রাখ। পার না! তোমার মেডিকেল কলেজের বড় বড় থামে এ জীবনটাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারা যায় না। ঔষধ ও মলমের পিচ্ছিল দিয়া তাহা বেমালুম চলিয়া যায়। কোথায় যায়? বড় বড় পণ্ডিতের নিকট ইহার উত্তর শুনিতে যাইও না। আপনার মর্ম্মের ভিতর অনুসন্ধান কর কোথায় যায়; দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইবে কোথায় যায়। কিন্তু সকলে এক লোকে পরলোক প্রাপ্ত হয় না। উদার ও প্রতারকের জন্ত বিধাতা ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমার উদার হৃদয় ভ্রাতা যে লোকে গমন করিয়াছে, আমি—

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাক্য প্রবাহ অবাধে প্রবাহিত হইতে দেখিয়া, এটর্ণী বাবু আপন পকেট হইতে অত্যন্ত নিঃশব্দে পকেটবহি খানি বাহির করিয়া, তাহার একটি পত্রে পেন্সিলের দ্বারা লিখিলেন, 'প্রলাপ না কি?' এবং চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মুদিত নয়নের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া

উহা এবং পেন্সিলটি অতিশয় সন্তর্পণের সহিত ডাক্তারের হাতে দিলেন। ডাক্তার প্রশ্নের তলায় উত্তর লিখিলেন, "নিশ্চয়ই।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় পূর্ব্ববৎ স্পন্দহীন ভাবে শয়ান থাকিয়া নিমীলিত নেত্রে ধীরে ধীরে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "আমার বাক্যের প্রথা দেখিয়া তোমরা মনে করিতেছ যে আমি নিশ্চয় প্রলাপ বকিতেছি; কিন্তু তাহা নয়, ডাক্তার,—এ প্রলাপ নয়। এতকাল প্রলাপ বলিয়া ছিলাম; আজ প্রলাপ ফুরাইয়াছে;—মৃত্যুকালে অভ্রান্ত সত্য মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে। যদি বুদ্ধি থাকে; সত্যটাকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লও।"

ডাক্তার। কৈ, আমরা ত প্রলাপের কথা বলি নাই।

চক্রবর্ত্তী। বল নাই বটে, কিন্তু লিখেছ। তারকের পকেট বহিতে তার প্রশ্নের উত্তরে লিখেছ। সত্য বল লিখেছ কিনা।

ডাক্তার। হ্যাঁ, লিখেছি বটে; কিন্তু আপনি চোখ বুজে থেকে কি করে তা জানতে পারলেন।

চক্রবর্ত্তী। তোমরা নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের কথা শুনেছ? সেটা নির্ব্বাণের আগে সহসা মহাবেগে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে। আমার এ মরণোন্মুখ জীবনী শক্তি গুলাও আমার মরণকালে মহাশক্তি পেয়েছে। অতি সূক্ষ্ম শব্দও আমি শুনতে পাচ্ছি। তোমাদের লিখিত প্রশ্ন উত্তর আমি শ্রবণশক্তি দ্বারায় অনুমান করে নিতে পেরেছিলাম। যাক এখন আসল কথা বলি।

"আমি প্রস্তাব করিলাম যে, যদি তাহারা আমাকে এক লক্ষ বাইশ হাজার, এবং তাহার শতকরা বার্ষিক বার টাকা হিসাবে দুই মাসের সুদ, এবং ডিক্রিজারির খরচা, সর্ব্বমোট এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকার একটি নূতন তমসুক পত্র লিখিয়া রেজেষ্টারি করিয়া দেয়, তাহা হইলে, ডিক্রি

রদের প্রার্থনা করা যাইবে। বলা বাহুল্য, বিপন্ন যুবকদ্বয় এ প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইল; তাহারা এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকার একটি তমসুক লিখিয়া, তাহা রেজিষ্টারি করিয়া দিল। তমসুকে একটা সর্ত্ত রহিল যে, যদি ছয় মাস মধ্যে ঋণ পরিশোধ করিতে পারে, তাহা হইলে, আমি এক কপর্দ্দকও সুদ গ্রহণ করিব না; কিন্তু তাহা না পারিলে, আমি মাসিক শতকরা দুই টাকা হিসাবে সুদ গ্রহণ করিব। তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলাম যে, এইরূপ অনুগ্রহ ও কাঠিন্য যুক্ত সর্ত্ত রাখিবার উদ্দেশ্য এই যে, তাহারা যেন কোন ক্রমে ঋণ পরিশোধ করিতে অবহেলা না করে,—এক দিকে উৎসাহ, অন্যদিকে ভয় প্রদর্শন—তাহাদের মঙ্গলেরই কারণ হইবে।

"তখনও উভয় ভ্রাতা এক মত হইলে, বোধ হয় ঋণটা পরিশোধ করা সহজ হইত। কিন্তু কনিষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্র কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে চাহিল না।

"তাহার পর, অনুগ্রহের ছয় মাস অতিবাহিত হইল; নিগ্রহের কাল আরম্ভ হইল। তখন ঋণ পরিশোধ করা আরও কঠিন হইয়া পড়িল। দুই বৎসর ছয় মাস পরে তাহাদের তমকসুকের মেয়াদ ফুরাইল। প্রায় তিন বৎসর পরে, এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকার দাবীতে, আমি উহাদের নামে পুনরায় নালিশ করিলাম। তাহারা কোন প্রতিবাদ করিল না; করিলেও তাহা আদালত গ্রাহ্য করিতেন না। আমি বিনা আপত্তিতে, মায় খরচা, এক লক্ষ নব্বই হাজার হাজার টাকার ডিক্রি পাইলাম।

"প্রায় দুই বৎসর বাদে, মূল ডিক্রির টাকা, তাহার সুদ এবং ডিক্রিজারির খরচা,—সর্ব্বসমেত দুই লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা আদায়ের জন্য, মৃত দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায়ের পরিত্যক্ত সমুদয় সম্পত্তি নিলামে চড়িল।

দুই লক্ষ ষাট হাজার টাকায় সমুদয় সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গেল। ঐ অর্থে ঋণ পরিশোধ করিয়া, সামান্য যাহা অবশিষ্ট রহিল, তাহা লইয়া, দুই ভ্রাতা সামান্য অবস্থায় কলিকাতার মধ্যে বাস করিতে লাগিল। দুরবস্থায় পড়িয়া জ্যেষ্ঠ হেমচন্দ্র অধিক কাল জীবিত থাকে নাই ; মনের দুঃখে ও অর্থকষ্টে কয়েক মাস রুগ্নশয্যায় থাকিয়া, শিশু সৌদামিনীকে পিতৃহীনা করিয়া, সে মৃত্যুরমুখে পতিত হইল।"

বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া থাকিবার পর বলিতে লাগিলেন, "যারা অস্ত্র দিয়ে নরহত্যা করে' থাকে, তারাও আমার মত মহা নারকী নয়। তারা অত্যন্ত অভাবের তাড়ায়, কিম্বা অসহ্য রাগের বশে নরহত্যা করে। আমার অর্থের অভাব ছিল না, আর হেমচন্দ্রের উপর রাগেরও কোন কারণ ছিল না ; তবু আমি তাকে সর্ব্বস্বান্ত করে মেরেছিলাম। তারক, তোমাদের আইনে, আমার মত নরঘাতকের জন্য কোন রকম সাজা নির্দ্দিষ্ট হয়নি ; কারণ তা মানুষের আইন। কিন্তু মানুষের আইনের উপর আর এক আইন আছে। সেই অলৌকিক আইনে, এই রকম নরহত্যার যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে' তা অতি, অতি ভয়ঙ্কর। তা মনে করতে, এই দেখ, এখনই আমার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হচ্চে।"

ডাক্তার ও এটর্ণি বাবু সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; দেখিলেন যে, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, বাত্যাতাড়িত শুষ্ক বৃক্ষশাখার ন্যায়, শয্যামধ্যে সন্তাড়িত হইতেছে। তাঁহারা উদ্বিগ্ন হইয়া, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ক্ষীণ হস্তদ্বয় আপন আপন হস্তমধ্যে গ্রহণ করিলেন, এবং ছাদ হইতে লম্বিত দীপের উজ্জ্বল আলোকে দেখিলেন যে, তাঁহার শুষ্ক ও বিকৃত মুখমণ্ডল বড় বড় ঘর্ম্মবিন্দু দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে। ডাক্তার ভীত হইলেন ; ভাবিলেন, এখনই বৃদ্ধের ভবলীলা শেষ হইয়া যায়।

কিন্তু চক্রবর্ত্তী মহাশয় মরিলেন না। কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র বিশ্রাম

করিয়া, পূর্ব্বমত মুদিত নেত্রে, তাঁহার পাপ-কাহিনী বিকৃত কণ্ঠে বিবৃত করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "ডাক্তার, তারক, তোমরা বল; আমি কেবল মাত্র এক নরহত্যার পাপে পাপী নই। আমার পাপের ভার আরও গুরুতর! আমি স্ত্রীহত্যা করেছি। হেমচন্দ্রকে না মারলে, তার সাধ্বী পতিব্রতা স্ত্রী মরত না; সৌদামিনী মাতৃহীনা হত না। আছে, তারক, আছে;—এ নরঘাতকের, এ স্ত্রীঘাতকের সাজা আছে।—কত যুগ যুগান্তরব্যাপী, কত কত জীবনব্যাপী সে সাজা, পরম দণ্ডধরের সে মহাদণ্ড কত তীব্র, তা তোমাদের কি বোঝাব? যদু!"

যদু খানসামা মুহূর্ত্ত মধ্যে শয্যাপার্শে আসিয়া দাঁড়াইল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার নয়ন উন্মীলন না করিয়া, আপন উদরদেশে স্থাপিত হস্তের দুইটি অঙ্গুলি ঈষৎ সঞ্চালিত করিলেন। তাহা দেখিয়া যদু 'যে আজ্ঞে' বলিয়া চলিয়া গেল।

ডাক্তার এটর্ণি বাবুর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। এটর্ণি বাবু ঘাড় নাড়িলেন। ডাক্তারের দৃষ্টিপাতে প্রশ্ন হইল, "বুড়ো যদুকে কি বল্লে?" এটর্ণি বাবুর স্কন্ধ সঞ্চালনে উত্তর হইল, "বোঝা গেল না।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কিয়ৎকাল স্থির থাকিয়া পুনরায় বলিলেন, "আমার যা বক্তব্য ছিল, তা বলা প্রায় শেষ হয়েছে। তারক, তুমি আমার শেষ উইল প্রস্তুত করবে। ডাক্তার, আমি তোমার ও অন্যান্য সাক্ষীর সমুখে সেই উইলে দস্তখৎ করব। এই উইলে লেখা থাকবে যে, অরুকুমার ব্যতীত আমার অন্য কোন ওয়ারিসান নেই; সেই আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। আমার সম্পত্তির একটা তালিকা, আমার ম্যানেজার বাবু তৈরী করেছেন; এই ডীডবাক্সে সেটা আছে, দেখ।"

ডাক্তার ও এটর্ণি বাবু বাক্স অনুসন্ধান করিয়া উহা পাইলেন, এবং

অত্যন্ত আগ্রহের সহিত উহা পাঠ করিলেন। তালিকাটি ইংরাজী ভাষাতে লিখিত ছিল। তাহা পাঠ করিয়া ডাক্তার ও এটর্ণি বাবু বুঝিলেন যে, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সম্পত্তির মূল্য, কয়েকটি ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকায়, কোম্পানির কাগজে, ভিন্ন ভিন্ন ডিবেঞ্চরে, শেয়ারে, বাড়ীতে মজুত টাকা মোহর রত্নালঙ্কারাদিতে—সর্ব্বসুদ্ধ দুই কোটি পনের লক্ষ টাকারও অধিক এবং তাহা সুদে ও উপসত্ত্বে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল। তাঁহারা আরও বুঝিলেন যে, এই রাজপ্রাসাদতুল্য বিস্তীর্ণ বসতবাটী ব্যতীত, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অন্য কোন ভূসম্পত্তি নাই।

সম্পত্তির তালিকা পঠিত হইল। মরণোন্মুখ বৃদ্ধ আবার অবিচলিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "আমার উত্তরাধিকারী আমার এই সমস্ত সম্পত্তি পাবে; এর এক কপর্দ্দকও আর কেউ পাবে না। কেবল সৌদামিনীর পিতাকে হত্যা করে' আমি যে অর্থোপার্জ্জন করেছিলাম, তা, আর তার এতদিনের সুদ, সমস্ত সৌদামিনীকে দিতে হবে। আমার উত্তরাধিকারীর কাছে আমার মৃত্যুকালে এই শেষ প্রার্থনা। আমি নিজেই উইল লিখে সৌদামিনীর টাকা সৌদামিনীকে দিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু তা হবে না; আমার মহা অপরাধের এতটুকু কলঙ্কও আমি এ পৃথিবীতে থোব না। অক্রুকুমার আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। সে আমার শেষ প্রার্থনানুযায়ী, সুদে আসলে সমস্ত টাকা সৌদামিনীকে দেবে। তারক, তুমি একটু পরিষ্কার করে, সেটা উইল লিখবে। কাল বেলা তিনটের পূর্ব্বে যেন প্রস্তুত হয়। আমার সম্পত্তি যতদিন আমার উত্তরাধিকারী না পায়, ততদিন তা তোমার জিম্মায় থাকবে। রত্ন অলঙ্কারাদি গৃহ সজ্জাদির একটি বিস্তৃত তালিকা আমার ম্যানেজার বাবুর কাছে পাবে; তা সমস্ত আমার উত্তরাধিকারীকে বুঝিয়ে দেবে। তুমি উইল তৈরির জন্যে হুগারায়

টাকা পারিশ্রমিক নেবে। আমার আর কিছু বক্তব্য নেই। তোমরা আহারাদি করে, আপন আপন বাড়ী যাও।"

এটর্ণি বাবু আহারাদি সম্বন্ধে এবং পারিশ্রমিক লওয়া সম্বন্ধে বুঝি কি প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাহার অবসর পাইলেন না। চক্রবর্তী মহাশয় বিরত হইতে না হইতেই, পার্শ্বের এক বৃহৎ দ্বার উন্মুক্ত করিয়া, জাপান দেশজাত বিচিত্র ও বহুমূল্য যবনিকা অপসারিত করিয়া, যদু খানসমা ডাকিল, "আসুন!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

একাদশী চক্রবর্ত্তীর তৃতীয় পক্ষের তিন শালা।

একাদশী চক্রবর্ত্তী যখন মৃত্যু নিকটবর্ত্তী জানিয়া, সংসারের নিকট বিদায় লইবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, তখন সেই বৃহৎ প্রাসাদের স্থানান্তরে এক কক্ষমধ্যে তাঁহার তৃতীয় পক্ষের তিন শালা, এক বৃহৎ চক্রান্তের আলোচনায় ব্যাপৃত ছিল।

এই আখ্যায়িকায়, আমরা এই শ্যালকত্রয়কে বহুবার দেখিব; অতএব তাহাদিগের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

কলিকাতার উপকণ্ঠে কোন পল্লীগ্রামে, কোন পৌরহিত্য ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণের মহাকুলে চারিটি পিতৃমাতৃহীন অসহায় শিশু প্রতিপালিত হইয়াছিল। এই শিশুগণের মধ্যে বড়টি কন্যা;—তাহার চৌদ্দবৎসর বয়ক্রমে চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সে যখন স্বামিগৃহে আসিয়াছিল, তখন তাহার কনিষ্ঠ সহোদরদিগকেও সঙ্গে আনিয়াছিল। তদবধি চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাহাদের প্রতিপালনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন;—সে প্রায় বাইশ বৎসর আগেকার কথা। তিনি তাহাদের প্রতিপালনভার গ্রহণ করিয়া, তাহাদের বিদ্যা শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তদবধি তাহারা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গৃহেই অবস্থিতি করিতেছে। প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে তাহাদের ভগিনীর মৃত্যু ঘটিয়াছিল; কিন্তু এই ঘটনায় সহোদরত্রয়ের অবস্থানের কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই; তাহারা পূর্ব্ববৎ পরম সুখে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গৃহেই প্রতিপালিত হইতে লাগিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার পত্নীর জীবদ্দশায় পত্নীর ইচ্ছামত বায়

জন্য তাঁহার হস্তে মাসিক দুই হাজার টাকা প্রদান করিতেন; এই অর্থের বেশীভাগ তিনি তাঁহার কনিষ্ঠগণকে দান করিতেন। এইরূপে তাহারা উৎকৃষ্ট আহার্য্যের দ্বারা কিছু অঙ্গসৌষ্ঠব বৰ্দ্ধিত করিয়াছিল, ভগিনীর কৃপায় কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল, এবং চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের চেষ্টায় কিছু বিদ্যালাভ করিয়াছিল। বলা বাহুল্য তাহারা ভগিনীর নিকট হইতে যে অর্থ সংগ্রহ করিত, তাহা অত্যন্ত গোপনভাবে সম্পাদিত হইলেও, সর্ব্বানুসন্ধানী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট অবিদিত ছিল না, কিন্তু এই তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া তিনি পত্নীর সহিত বাদানুবাদ করা আবশ্যক মনে করিতেন না। একবার তিনি একটি উৎকৃষ্ট মুক্তাহার ক্রয় করিয়া তাহা পত্নীকে ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন; কয়েক দিন পরে শুনিলেন যে, ঐ হার হারাইয়া গিয়াছে; শুনিয়া তিনি বুঝিলেন যে, ভ্রাতৃগণ উহা প্রাপ্ত হইয়াছে; ইহাতে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু নীরবে ঐ ক্ষতি সহ্য করিয়া, কেবলমাত্র ভবিষ্যতের জন্য অধিক সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

উপরিউক্ত অঙ্গসৌষ্ঠব-সম্পন্ন, অর্থশালী ও কৃতবিদ্য শ্যালকত্রয়ের জ্যেষ্ঠ, একজন পঁয়ত্রিশ বর্ষীয় হৃষ্টপুষ্ট নধর ভদ্রব্যক্তি। তাহার মুখমণ্ডল কৃষ্ণশ্মশ্রুর দ্বারা সম্যক্ পরিশোভিত ছিল। তাহার নাম কেদারনাথ রায়; কিন্তু স্বামী কেদারেশ্বরের সহিত ভ্রাতা কেদারনাথের নামের মিল থাকায়, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পত্নী তাহাকে বেদারনাথ বলিতেন। বেদারনাথ নিশাচর; দিবাভাগে সে কখনও বাটীর বাহির হইত না; নিশীথে সকল ভদ্রব্যক্তি নিদ্রিত হইলে সে নৈশভ্রমণে বাহির হইত। এজন্য কোন ভদ্রলোকের সহিত তাহার পরিচয় ছিল না; এমন কি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অধিকাংশ কর্ম্মচারীই তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। কেদারনাথ কিঞ্চিত বিদ্যার্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল বটে; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের

কোন উপাধিলাভ করিতে পারে নাই। বাটীর পরিচারিকাগণ তাহাকে কেদারবাবু বলিয়া সম্বোধন করিত।

শ্যালকত্রয়ের দ্বিতীয় বা মধ্যমটীর নাম অঘোরনাথ রায়। সে সুন্দর যুবাপুরুষ। সে যত্নপূর্ব্বক তাহার মুখমণ্ডল শ্মশ্রুহীন রাখিত। সে কথা কহিবার সময় প্রায় একটা উপমার কিংবা একটা প্রবাদ বচনের অবতারণা করিত। সেও জ্যেষ্ঠের ন্যায় দিবাভাগে বাহির হইত না; এজন্য কোন ভদ্রলোকেই তাহাকে চিনিত না।

কনিষ্ঠ সর্ব্বাপেক্ষা সুশ্রী। সে সম্পূর্ণ শ্মশ্রুগুম্ফহীন। বিশাল চক্ষু, চশমাবিভূষিত নাসা, বি এ পাশকরা, অষ্টাবিংশতিবর্ষীয় যুবা। তাহার নাম সুধীরনাথ। সেও দিবাভাগে লোকলোচনের অন্তরালে থাকিত, এবং নিশাগমে শীকার অন্বেষণে বাহির হইত। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরিচারিকাগণ বলিত, তাহার মুখশ্রী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পত্নীর অনুরূপ ছিল।

কেদারনাথ, অঘোরনাথ ও সুধীরনাথ এ যাবৎ 'অনাথ' ভাবেই জীবন যাপন করিতেছিলে। 'অনাথ' অর্থে সচরাচর বুঝায়, যাহার নাথ বা অভিভাবক নাই; কিন্তু এখানে অনাথ অর্থে বুঝিতে হইবে,যে কাহারও তাহারা এপর্য্যন্ত নাথ বা পতি হইতে পারে নাই। এই নাথত্রয় দ্বারা কোন ভাগ্যবতী-রমণীকে সনাথা করিবার জন্য কেহ উদ্যোগ করে নাই। একবার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পত্নী তাহাদের বিবাহের কথা তুলিয়াছিলেন। কিন্তু ভ্রাতৃগণ বিবাহ করিতে একেবারেই সম্মত হইল না; তাহারা বুঝিয়াছিল, বিবাহ করিলে, তাহাদের নৈশভ্রমণ রহিত হইয়া যাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। অতএব তাহারা অনাথই থাকিয়া গিয়াছিল।

বহু খানসমা এই নাথত্রয়ের বিশেষ বন্ধু। তাহাদের সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী

মহাশয়ের অভিসন্ধি কি, তাহা জানিবার জন্য, এবং তাহা জানিয়া, কি উপায়ে তাঁহার অর্থ হস্তগত করা সম্ভব হইবে তাহা নির্দ্ধারিত করিবার জন্য, তাহারা যদুকে নিযুক্ত রাখিয়াছিল। ধূর্ত্ত যদু একাদশী চক্রবর্ত্তীর শয্যাকক্ষের সমুদয় সংবাদ শ্যালকত্রয়কে আনিয়া দিত।

যখন চক্রবর্ত্তী মহাশয় আপন উদরদেশে দুই অঙ্গুলি সঞ্চালিত করিয়া, আগন্তুক দুই জনের জন্য আহারের আয়োজন করিতে যদুকে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার মনে আরও এক গূঢ় অভিপ্রায় ছিল। তিনি যদুকে কিছুমাত্র বিশ্বাস করিতেন না। তিনি জানিতেন যে, যদু তাঁহার শ্যালকগণের বেতনভোগী; কৌশলে তাঁহার নিকট হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করাই তাহাদের কায। যদু অত্যন্ত ধূর্ত্ত হইলেও, তীক্ষ্নদৃষ্টি একাদশী চক্রবর্ত্তীর চক্ষে যে কখনও ধূলা নিক্ষেপ করিতে পারে নাই। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গূঢ় অভিসন্ধি সকল অবগত হইবার জন্যই, সে যে অহরহ ছায়ার ন্যায়, তাঁহার শয্যাকক্ষের সীমার মধ্যে বিচরণ করিত, তাহা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অজানিত ছিল না। সুতরাং তাঁহার শেষ উইল সম্বন্ধে বিশেষ কথাটি কি, তাহা এটর্ণি বাবুকে বলিবার আগে, আহারের আয়োজনে যদুকে নিয়োজিত করিয়া, তিনি কৌশলে তাহাকে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বেও একবার, মধু আনিতে বলিয়া, যদুকে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। এজন্য, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সম্পত্তি সম্বন্ধে তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, যদু তাহা জানিতে পারে নাই।

তথাপি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাক্যের শেষাংশ যদু কিছু বিকৃত ভাবে শুনিয়াছিল। সে যাহা শুনিয়াছিল, তাহা নিম্নে বিকৃত ভাবে পুনর্লিখিত হইল।—"* আমার * প্রায়শ্চিত্ত * করবে। * আমার * প্রার্থনা অনুযায়ী * * * সমস্ত সৌদামিনীকে দেবে। তারক, তুমি একটু পরিষ্কার করে উইল লিখবে। কাল * * যেন উইল প্রস্তুত হয়। * সম্পত্তি যতদিন 'ওর'

ভয় না পাও, ততদিন * তোমার জিম্মায় থাকবে। * * * ৰয়ে দেবে। * * * * 'যদু' হ হাজার * * * ।" তোমরা চতুর্থ রিচ্ছেদের শেষাংশের সহিত এই উদ্ধৃত অংশ মিলাইয়া দেখিলে ইহার কৃত ভাব বুঝিতে পারিবে।

উপরিউক্ত বাক্যাংশ শুনিয়া যদু বুঝিয়াছিল যে, বৃদ্ধ মরণকালে কৃতবুদ্ধি হইয়া নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য, তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি পুটী বাবুর নাতিনী সৌদামিনীকে দিয়া যাইবেন, এবং তাহাকে, তাহার কৃতক্তি ও কার্য্যদক্ষতার জন্য, দুই সহস্র মুদ্রা প্রদান করিবেন। এই বাদটি যদু অনতিবিলম্বে শ্যালকত্রয়কে শুনাইয়াছিল।

উহা শুনিয়া, নৈশ ভ্রমণের আনন্দ ত্যাগ করিয়া, এক কক্ষমধ্যে সদা কেদার, অঘোর ও সুধীর— তিন ভাই গভীর গবেষণায় নিযুক্ত ল।

আকুঞ্চিত ললাটে অনেক চিন্তা করিয়া, তাহার কৃষ্ণ শ্মশ্রুতে অঙ্গুলি ঃালিত করিয়া, জ্যেষ্ঠ কেদার কহিল, "এমন পাগল কখনও দেখিনি। শ কালে বুড়োর ভীমরতি ধরেছে। ডেপুটি বাবুর নাতনী তোর াথাকার কে? তাকে সমস্ত সম্পত্তি কেন দিলি? পাগল, গল!"

দ্বিতীয় ভ্রাতা অঘোরনাথ হাই তুলিয়া, এবং তিনটি তুড়ি দিয়া, াপন মনে বলিল, "মরণ কালে মরণ বুদ্ধি! উদোর পিণ্ডি বুদোর ড়!—কার জিনিষ, কে পেলে!"

কনিষ্ঠ সুধীরনাথ ধীরে ধীরে বলিল, "এখন-এই—উপায়? বুড়োর— ই মৃত্যুর পর, আমাদের—এই—পথে দাঁড়াতে হবে।"

কেদার। উঃ, কি ঘোর কলি! আমরা তোর সহধর্ম্মিণীর ভাই, ই ছেলেবেলা থেকে, ছেলের মত আমাদিকে হাতে করে' মানুষ

করে'ছিস্! আজ তুই মরণকালে আমাদের একবারে বঞ্চিত করলি, এটা কি তোর ধর্ম্মে সইবে? এর জন্যে তোর অনন্ত নরকভোগ করতেই হবে।

অঘোর। আমি মনে করেছিলাম যে আমাদের তিন ভাইকে অভাব পক্ষে দু' লক্ষ টাকা হিসাবে, ছ' লক্ষ টাকা দিয়ে যাবে। এ যে বাবা একবারে মুলের ঘরে শূন্য!

সুধীর। এই—দু লক্ষ চাইনে। এই—এক লক্ষ পেলে বেঁচে যেতাম, তাতেই এই কোন রকমে ভাত কাপড় চলে যেত। এই—এই সৌদামিনী ছুঁড়ীটেকে তুমি দেখেছ, বড়দাদা? এই কলকাতার মাঝখানে, এই—এই—এই বাড়ী, আর—এই—দু' কোটি টাকা নগদ! এই—এই শালীকে তুমি বিয়ে করে ফেল বড়দাদা!

কেদার। চক্রবর্ত্তী বামুনের শালার সঙ্গে কুলীন কুমারীর কি বিয়ে হয়, ভায়া? আমাদের মত বামুনের হাতে, অনেক কুলীন বামুন ভাতই খায় না।

সুধীর। এই—ভাত খায় না, তুমি বল কি, বড়দাদা? এই কলকাতায় যদি—এই—মেথর গলায় পৈতে ঝুলিয়ে আসে,—এই তা হলে,—এই—সেও-এই—বামুন হয়ে যায়। তখন,—এই—বড় বড়—এই নৈকষ্য, তাকে—এই—আট টাকা মাইনে দিয়ে রাঁধুনি রেখে—এই—দু বেলা তার হাতে খেয়ে—এই তরে যায়। তা ছাড়া—এই কলকাতায় কুলীন হতে কতক্ষণ? কি বল মেজদাদা?

অঘোর। একটা ভাল ঘটক পেলে, আমি বড় দাদাকে দু ঘণ্টার মধ্যে ভগীরথ বাঁড়ুয্যের সন্তান করে' নিতে পারি। বাবা, ঘটকের মুখের কথা যেন সঞ্জীবনী মন্ত্র!—তাতে অতি পচা কুলও সজীব হয়ে ওঠে।

কেদারনাথ ভাবিতে লাগিল। নিঃসন্দেহ তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা

অতি মধুর প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছে। একটা যক্ষের ঐশ্বর্য্যের সহিত একটি সুন্দরী ভদ্রকন্যা তাহার অঙ্কগত হইলে নিশ্চয়ই সে একটা অক্ষয় মহানন্দ লাভ করিতে পারিত; তাহার জীবনোদ্যানে, অফুরন্ত সুখের ফোয়ারা উৎসারিত হইত। কিন্তু ভগবান্ তাহার অদৃষ্টে সে সুখ লেখেন নাই, সে এই মহানন্দ লাভ করিতে পারিবে না। তাহার অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথম. তাহার যে বয়স হইয়াছে, তাহাতে ডেপুটী বাবু তাহাকে নাতিজামাতা করিতে স্বীকৃত হইবেন না; আর তাহার বিদ্যাও ডেপুটী বাবুর নাতিজামাতার উপযুক্ত নহে—তাহার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি নাই। ইহার উপর, কেদারনাথের আর একটি দ্বিতীয় বাধা ছিল। সেই বাধারূপিণী দুর্দ্দান্ত উপ-প্রণয়িনীকে স্মরণ করিয়া কেদারনাথ শিহরিয়া উঠিল। সে, তাহার বিবাহ হইবে জানিতে পারিলে এমন একটা মহা অনর্থ বাধাইবে যে, তাহাতে স্ত্রী এবং অর্থ সমস্তই হাতছাড়া হইয়া যাইবে। অতএব কেদারনাথ দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত সৌদামিনী লাভের আশা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু সৌদামিনীর আশা ত্যাগ করিলেও, সে অর্থলাভের আশা ত্যাগ করিল না। বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া, সে একটা অভিসন্ধি স্থির করিল; এবং তাহার কৃষ্ণ শ্মশ্রুতে হাত বুলাইয়া বলিল, "আমার মত বিদ্যা নিয়ে কেউ ডেপুটী বাবুর নাতজামাই হতে পারে না। ঘটক আমাকে কুলীন করে দিলেও, তারা আমার বিত্তের পরিচয় নিয়ে কোন-মতেই বিয়ে দিতে স্বীকৃত হবে না। সে চেষ্টা করতে গেলে, সকল দিকই পণ্ড হবে। তা ছাড়া আমার বয়স হয়েছে; এই বয়সে—"

সুধীর। এই—রেখে দাও তোমার—এই বয়স। এই—এই কত ষাট বছরের বুড়োর বিয়ে হচ্ছে,—আর তোমার—এই বিয়েটা আর হবে না? কি বল মেজদাদা?

অঘোর। আমি ত তাই আগেই বলেছি যে আসল কায হচ্চে, একটা ভাল ঘটক যোগাড় করা। তারা ইচ্ছা করলে বুড়ো নারদ ঋষিকেও, বাইশ বছরের বানাতে পারে তা' ছাড়া, তার সঙ্গে ত সুধীর-নাথের বিয়ে হতে পারে

কেদার। ডেপুটী বাবুর নাতনীর সঙ্গে আমার বিয়ে না হলেও, সুধীরের বিয়ের যে কথা তুলেছ, তা ভাববার জিনিষ। আমি অনেক ভেবে দেখলাম, ঐ নাতনীকে বিয়ে করতে পারলে, এই অগাধ টাকাটা যেমন সহজে হস্তগত হয় তেমন আর কিছুতেই হবার নয়। কিন্তু এই বয়সে, এই বিদ্যে নিয়ে, আমার বর সাজা হবে না। তা করতে গেলে, আমাদের মতলব সব মাটি হয়ে যাবে। সুধীর! এ কায তোমাকেই করতে হবে। তোমার রূপ আছে, বয়স আছে, আর বি-এ পাশের সার্টিফিকেট আছে। তার উপর কুল আর বংশ সহজেই তৈরী করে নিতে পারব।

অঘোর। তার উপর একটা ভাল ঘটক যোগাড় করতে পারলে, একবারে সোণায় সোহাগা।

কেদার। শুধু ঘটক নয়। কলকাতায় একটা বড় বাড়ী ভাড়া নিতে হবে।

অঘোর। তা হলে ত একবারে কেল্লা ফতে। আর শোন বড়দাদা, ঘটককে শিখিয়ে দিতে হবে যে, আমাদের ষাট হাজার টাকা আয়ের জমিদারী আছে।

কেদার। সে সব আমি ভেবে ঠিক করেছি। দেখ, আজ থেকে আমরা ভাবব যে আমরা হরিহরপুরের জমীদার, আমরা যেন কলকাতায় বেড়াতে এসেছি। দেশে আমাদের প্রায় একলক্ষ টাকা আয়ের জমীদারী আছে।

সুধীর। আর—এই—দোল—এই—দুর্গোৎসব—এই—সব হয়।

অঘোর। বাবা! একে লক্ষ টাকা আয়ের জমীদারী, তার উপর দোল দুর্গোৎসব,—এ যেন অর্জ্জুনের হাতে গাণ্ডীব! এ যেন আতর মাখান গোপাল ফুল!

কেদার। তুমি তোমার মনটাকে চাঙ্গা করে নাও, এ বিবাহ তোমাকেই করতে হবে। এ বিয়েতে যাতে কোন রকম বাধা উপস্থিত না হয়, তার বন্দোবস্ত আমি করব। তোমাকে কেবল বিয়ে করতে হবে।

সুধীর। তুমি যখন করলে না, তখন—এই—আমাকেই করতে হবে। এই কুবেরের—এই—অগাধ টাকা, এ কি—এই—হাতছাড়া করা যায়? কি বল, মেজদাদা?

অঘোর। টাকাটা ছুঁড়ীর হস্তগত হবার আগেই, বিয়ের সম্বন্ধটা পাকাপাকি করে ফেলতে হবে। ডেপুটী বাবুকে একবার আমাদের চারে এনে ফেলতে পারলে, বাস্ নিশ্চিন্ত, তার পর টোপ্ ফেল্লেই ডেপুটী-কাৎলা ধরা পড়বে। কাল সকালেই একটা ভাল ঘটক ঠিক করতে হবে।

কেদার। আমি কালই ভবানীপুরে একটা বড় বাড়ী ভাড়া নিই। আর বুড়ো বেঁচে থাকতে থাকতে, কতক আসবাব ও অন্যান্য জিনিষ সেইখানে সরিয়ে ফেলতে হবে। বুড়ো মরলে, সব চাবি বন্ধ হবে, আর কিছুই নিয়ে যেতে পারব না। বুদ্ধি! বুদ্ধি! বুদ্ধিই সব!

সুধীর। আর—এই কিছু টাকা।

কেদার। টাকা সরাবার কোনও উপায় নেই; আর এখন টাকার কিছু আবশ্যকও নেই। দিদি বেঁচে থাকতে, দিদির কাছ থেকে অনেক টাকা পেয়েছিলাম, তার বেশী ভাগই আমরা খরচ করে ফেলেছি।

তবু তাঁর মৃত্যুকালে, আমার হাতে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা মজুদ ছিল; তার মধ্যে আমাদের খামখেয়ালীতে, হাজার দশেক টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। এখনও প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা মজুদ আছে। এই বিবাহটা শেষ করতে দেড় মাস, কি বা বড় জোর দু মাস লাগবে। এই দু মাসে এই পঁচিশ হাজার টাকা খরচ করব। তা হলেই, হরিহরপুরের জমীদারের মত খরচ করা হবে।

অঘোর। একটা ভাল ঘটক, আর তার উপর মাসিক দশ বার হাজার টাকা হিসাবে খরচ! ব্যস্‌ তা হলে আর দেখতে হবে না। এ যেন তপ্ত ভাতের উপর গব্য ঘৃত হয়ে যাবে। বড়দাদা, তুমি ঘটককে আগেই বনাৎ করে পঁচিশটে টাকা ফেলে দিও; বেটা খুসী হয়ে কাযে লেগে যাবে।

সুধীর। এই—ছুঁড়িটাকে কাল সকাল বেলা—এই—একবার ভাল করে দেখতে হবে।

অঘোর। কেবল শুয়ে শুয়ে দু কোটি টাকার স্বপ্ন দেখা!—বাবা! এ যেন গল্পের রাজকুমারী, আর রাজার অর্দ্ধেক রাজত্ব! এ যেন জীবের হাতে সুঁদরী কাঠের গদা!

কেদার। এই ব্যাপারে যদুকেও নিতে হবে; বেটার ভারি বুদ্ধি। আমরা হব হরিহরপুরের জমিদার, আর যদু হবে শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র দাস, ম্যানেজার, হরিহরপুর এষ্টেট। যদুর জন্যেও ভবানীপুরে একটা ছোট গোছের বাড়ী নিতে হবে। বুড়ো মরলে, সেই বাড়ীতে যদু তার সেই মাগীটাকে নিয়ে থাকবে। মাগীটা হবে ম্যানেজার-গিন্নী।

অঘোর। আমাদের হরিহরপুর এষ্টেটের আয় কত হবে?

কেদার। সদর মালগুজারি বাদে সাতানব্বই হাজার টাকা।

অঘোর। সাতানব্বুই হাজার! নয়ের পিঠে সাত সাতানব্বুই! বাবা, যেন ঘোড়ার পিঠে রঞ্জিৎ সিং।

সুধীর। আর—এই ঢোল,—এই দুর্গোৎসব ইত্যাদি।

কেদার। বুদ্ধিটা ভাল রকম করে খেলতে পারলে——

অঘোর। এবং তার উপর একটা ভাল ঘটক লাগাতে পারলে —

কেদার। শুধু ঘটক নয়, আরও দুই একটা লোক লাগাতে হবে। তারা সত্যিই আমাদিকে হরিহরপুরের জমিদার মনে করবে; এবং আমাদের দেওয়া অর্থে হৃষ্ট ও আহারে পুষ্ট হয়ে, এই শেয়ালদায়, ভবানীপুরে ও লালবাজার আদালতের কাছে, আমাদের সম্বন্ধে নানারকম গল্প করে ঘুরে বেড়াবে। সেই সকল লোকের মধ্যে কেউ বলবে যে, আমাদের দেশের বাড়ীর সদর দরজায় সর্ব্বদা দুটো হাতী বাঁধা থাকে। কেউ বলবে যে, আমাদের খিড়কীর বাগানে বন্ধুসরোবর নামে একটা প্রকাণ্ড পুকুর আছে; তার জল কাকের চক্ষের মত; তাতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাছ ঘুরে বেড়াচ্চে; কোন কোন মাছের নাকে মুক্তোর নলক আছে। কেউ বলবে, আমাদের রূপোর পাল্কীতে কিংখাবের বিছানা আছে। কেউ বলবে আমাদের ঠাকুরবাড়ীর দরদালানে, শ্বেতপাথরের চৌবাচ্চার মাঝখান থেকে ফোয়ারাতে গোলাপজল উছলে উঠে' চৌবাচ্চায় জমা হয়, আর ঐ জলে দুটো রূপোর রাজহংস হংসী ভেসে বেড়ায়। কেউ বলবে, আমাদের প্রকাণ্ড গোশালা; তাতে এমন একটি নম্বর ভাগলপুরী গাই আছে, তার একটানে ত্রিশ সের দুধ হয়। কেউ বলবে যে, আমাদের মাঠাকুরুণের কাছে তিনটে রূপোর কলসীতে বাট হাজার অকবরি আশরফি আছে। কেউ বলবে যে, সে স্বচক্ষে দেখেছে আমাদের জমীদারীর নেট আয় সাতানব্বুই হাজার, চারশো বারো টাকা, তের আনা সাত গণ্ডা তিন কড়া দুই ক্রান্তি।

সুধীর। এই—এই রকম কড়া ক্রান্তি ধরে হলে—এই কেউ আর সন্দেহ করবে না। সকলেই এই—মনে করবে, যে—এই—আমাদের—এই—ঠিক।

অঘোর। কিন্তু, বড়দাদা, আমি তোমার বুদ্ধি দেখে অবাক হয়ে গেছি। তোমার পেটে এত বুদ্ধি! বাবা! যেন বৃহস্পতির একটা বরপুত্র—যেন বিস্মার্কের একটা দ্বিতীয় সংস্করণ—যেন নিউটনের একটা অবতার।

কেদার। ভাই, বুদ্ধিটা খেলাতে পারলে, সুধীর ভায়ার বিয়ে দেওয়া এবং নগদ দু' কোটি টাকা হস্তগত করা, দু' সপ্তাহের কাষ। এমন করে চারিদিক বেঁধে চলতে হবে যে, সকল লোকেই আমাদের হরিহরপুরের ধনী জমীদার মনে করবে, এবং শতমুখে আমাদের সুখ্যাতি করবে। এই সুখ্যাতিটা আর এই ধনগৌরবের কথাটা কোন রকমে ডেপুটী বাবুর কাণে তুলে দিতে পারলেই—বাস্।

অঘোর। আর তার উপর, একজন ঘটক গিয়ে যদি বলে যে আমরা যথার্থই কুলীন সন্তান, তা হলে, একবারে সোণায় সোহাগা হয়ে যাবে।

কেদার। দেখ, আর একটা কাষ করতে হবে। আমাদের নামগুলোকে জাঁকাল করবার জন্তে ওর আগে 'কুমার, আর পিছনে 'চৌধুরী' জুড়ে দিতে হবে।

অঘোর। তা হলে আমি হব, কুমার শ্রীল শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ রায় চৌধুরী; তুমি হবে কুমার শ্রীল শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায় চৌধুরী, আর সুধীর হবে, কুমার শ্রীল শ্রীযুক্ত সুধীরনাথ রায় চৌধুরী। বাহাবা কি বাহবা! এ যেন সন্দেশের উপর পেস্তার কুচুনি—ছাঁদার উপর চকচকে নূতন টাকার দক্ষিণা।

কেদার। আমাদের নামগুলো একেবারে বদলাতে পারলে বড়

হত না। কিন্তু তাতে দুই একটা অসুবিধা আছে। যদিও এ অঞ্চলের কোন ভদ্রলোকেই আমাদিকে চেনে না, তবু দৈবের কথা কে বলতে পারে? হঠাৎ যদি কেউ আমাদিকে চিনে আমাদের নাম ধরে ডাকে! তা ছাড়া সুধীরের বি-এ পাশের সার্টিফিকেটে যে সুধীরের নাম আছে, তারও পরিবর্ত্তন করা সম্ভব নয়। কাযেই পুরাণো নামের আগে পাছে একটু একটু উপাধি জুড়ে পুরাণো নামই বজায় রাখতে হবে। ওতেই দু' সপ্তাহের মধ্যে সুধীরের বিবাহ ও দু' কোটি টাকা হস্তগত হবে। সে টাকাটা হস্তগত হলে তুমি ত দাদাদের বঞ্চিত করবে না, ভায়া?

সুধীর। এই---আমি? এই---এখনই লিখে দিচ্ছি। এই---লেখাপড়া শিখেছি বটে,---কিন্তু---এই অধর্ম্ম জানিনে। এই---আমাদের---এই ভাইয়ে ভাইয়ে কখনও বিচ্ছেদ হবে না। তুমি কি বল, মেজদাদা?

অঘোর। বড়দাদা জ্যেষ্ঠ, গুরুলোক; বড়দাদা যখন বলছে, তখন একটা লেখাপড়া থাকা ভাল। কিন্তু আমি জানি আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে কখনও বিরোধ হবে না। বাবা! আমরা যেন কবিরাজ মশায়ের বায়ু পিত্ত কফ!

কেদার। লোকে বলে বেড়াবে যে, হরিহরপুরের জমিদারেরা হরিহরাত্মা।

অঘোর। এবং পাণ্ডবদের মত মাতৃভক্ত। বড়দাদা, কুন্তীর মত একটা বিধবা মা আমদানি করতে হবে ত!

সুধীর। এই তারই কাছে—এই তিন বড়া—এই আমলকি থাকবে।

কেদার। আর সে নাকে চন্দনের তিলক কাটবে, তার গলায় সোণার মোটা চেন হারে ছোট একটি তামার মাদুলীতে বিশ্বেশ্বরের বিল্বপত্র থাকবে। সে বাঁ হাতের তর্জ্জনীতে অষ্টধাতুর আংটি পরবে।

তার হৃদয়ে মখমলের ঝুলিতে সোণার তার দিয়ে বাঁধান তুলসীর মালা থাকবে। তার হাতে সোণার তৈরী তারকেশ্বরের তাগা থাকবে। আর সে রূপোর কোশাকুশী নিয়ে রাতদিন পূজো করবে।

সুধীর। আর—এই—লোকে বলবে, এমন পুণ্যময়ী দেখিনি।

অঘোর। এ রকম একটা বিধবা কোথা থেকে আমদানি করবে বড়দাদা?

কেদার। সে আমি আগেই ভেবে রেখেছি। এই কলকাতাতে কিসের অভাব আছে? যদুর সেই মাগীটা বৌবাজারের যে বাড়ীতে থাকে, তোমরা জান, সেই বাড়ীতে একটা বুড়ী থাকে, যদুর মাগীটা তাকে মাসী মাসী বলে। এই মাসী বুড়ী বেশ মোটাসোটা, আর তার রংটাও ফরসা; তার উপর সে খুব চালাক চতুর। সেবার সেই বৌবাজারের ব্যাপারটায় আমি কি মুস্কিলে পড়েছিলাম জান ত? মাগী খুব একটা চাল চেলে আমাকে বাঁচিয়ে দিলে; সেবার শালীকে একশো টাকা দিয়েছিলাম। এবারও সেই বেটীকে কিছু টাকা কবুল করে, বিধবা মা সাজাব।

অঘোর। সেবারে তুমি ভারি অস্থির হয়ে পড়েছিলে। ছুঁড়িটা এক রাত্রের মধ্যে কলেরা হয়ে মারা গেল, তাই তুমি রক্ষা পেলে;—বাবা! যেন নাগপাশের বন্ধন খুলে গেল।

কেদার। থাক্, থাক্, পুরোণো কথা আর তুলে কায নেই। এখন সেই বুড়ীকে হস্তগত করতে হবে। বোধ হয়, একশো টাকাতেই রাজি হবে।

অঘোর। খুব—খুব। বাবা! চোব্যচুষ্য লেহ্যপেয় আহার; আবার তার উপর একশো টাকা নগদ দক্ষিণা, এ কি আর রক্ষা আছে? রাত্তির উপর বরফের মত মাগী গলে যাবে।

কেদার। সেই মাগী হবে মস্ত কুলীন কন্যা, এবং মহিমান্বিত জমীদারের মহিমান্বিতা বিধবা, এবং আমাদের পুণ্যময়ী মাতাঠাকুরাণী।

সুধীর। আর—এই রূপোর কোশাকুশী নিয়ে,—এই—রাতদিনই পুজো করবে।

অঘোর। কিন্ত, কিন্তু বড়দাদা, আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল।

কেদার। কি কথা?

অঘোর। মাগীকে মাতাঠাকুরাণী করার একটা মস্ত বাধা আছে।

কেদার। কি বাধা?

অঘোর। শুনেছি, মাগী কাঁচা পেঁয়াজ না খেয়ে থাকতে পারে না। যা খাবে, তাতেই কাঁচা পেঁয়াজের দরকার। মুড়ি খায়, কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে; কাঁচা পেঁয়াজে কামড় না দিয়ে পান্তা ভাত খেতে পারে না, পচা মাছ খায়, তাতেও সরসের তেল আর কাঁচা পেঁয়াজ মেখে নেয়। পুণ্যময়ী মহিমান্বিতা কুলীনকুমারীর মুখে কাঁচা পেঁয়াজের গন্ধ! বড়দাদা, সর্ব্বাগ্রে এর একটা প্রতিকার চাই।

কেদার। সনের দিন বৈত নয়! পরের দিন মাগীকে পেঁয়াজ খেতে দেওয়া হবে না। আর এক কায করতে হবে। আড়গড়া থেকে দু' তিন খানা ভাল গাড়ী ভাড়া নিতে হবে। একখানা ল্যাণ্ডো, তাতে চড়ে সুধীর এই অঞ্চলে প্রত্যহ বেড়াতে আসবে। একখানা ব্রুহাম; তাতে চড়ে' আমরা দু'পরবেলা সাহেবদের দোকানে জিনিষ কিনতে যাব। আর একখানা বড় পাল্কী গাড়ী; তাতে বড় বড় দুটো কালো ঘোড়া জুড়ে, আমাদের পুণ্যময়ী মা প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করতে যাবেন।

সুধীর। আর—এই—কালীঘাট দর্শন করিতে যাবেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

একাদশী চক্রবর্ত্তীর স্বর্গভোগের আশা ভস্মীভূত হইল।

পরদিন অপরাহ্ণে তারক বাবু একাদশী চক্রবর্ত্তীর উইল প্রস্তুত করিয়া, রোগীর পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিলেন। একাদশী চক্রবর্ত্তী চক্ষু উন্মীলিত করিয়াই হাত বাড়াইলেন; বলিলেন, "দাও।"

তারক বাবু বলিলেন, "তুমি যখন উইল পাঠ করে' এতে স্বাক্ষর করবে, তখন অন্ততঃ দু'জন সাক্ষী উপস্থিত থাকা আবশ্যক।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় তারক বাবুর কথার কোন উত্তর না দিয়া মুদিত নেত্রে ডাকিলেন, "যদু।"

যদু নিঃশব্দে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাহাকে কি ইঙ্গিত করিলেন, তারক বাবু তাহা বুঝিতে পারিলেন না; তিনি উইলটি রোগীর হস্তে প্রদান করিয়া, আপন বাক্যের উত্তর প্রত্যাশায় মৌন হইয়া বসিয়া রহিলেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে, যদু প্রত্যাগমন করিল। তাহার পশ্চাতে চারিজন বাহক, চামড়ার গদি আঁটা তিনখানি ক্ষুদ্র টেবিল লইয়া, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল; এবং যদুর নির্দ্দেশ মত ঐগুলি শয্যার নিকটে সংস্থাপিত করিল। যদু টেবিলখানির উপর কিছু লিখনোপকরণ রক্ষা করিল। কার্য্য সমাধা করিয়া, যদু ও ভৃত্যগণ চলিয়া গেল। আরও কয়েক মুহূর্ত্ত পরে, যদু আবার মার্জ্জারবৎ পদসঞ্চারে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয়, তাঁহার মুদিত নয়নদ্বয়ের একটি ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া

যদুকে দেখিলেন এবং সে কোনও আজ্ঞা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিন জনই এসেছেন?"

যদু বলিল, "আজ্ঞে হাঁ।"

তিনি উন্মীলিত চক্ষুটি আবার নিমীলিত করিয়া বলিলেন, "আসতে বল।"

আর একমুহূর্ত্ত পরে তিনটি লোক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইঁহাদের একজনকে আমরা চিনি, ইনি আমাদের পরিচিত গতরাত্রের সেই যুবা ডাক্তার। অপর দুইটির মধ্যে একজন ইংরাজ;—ইনি কলিকাতার বিখ্যাত ডাক্তার; ঐ যুবার সহিত, এই ইংরাজ ডাক্তারও এই মরণোন্মুখ বৃদ্ধকে চিকিৎসার জন্য দেখিয়া থাকেন। তৃতীয়টি একজন ধনী মাড়ওয়ারী ব্যাঙ্কার;—ইঁহার বিশেষ কোন পরিচয় দিবার অবশ্যকতা নাই।

তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত আসন তিনটীতে উপবিষ্ট হইলে, তারকবাবুকে সম্বোধন করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "তারক, দু'জন নয়, এই তিনজন সাক্ষীর সম্মুখে, আমি আমার উইলখানিতে সই করব। আমার সইয়ের পর ওঁরা সাক্ষীস্বরূপ ওতে সই করবেন। তুমিও একজন সাক্ষী হবে এবং সই করবে। পরে ওটা জমা রাখবার জন্যে আমি আমার ম্যানেজার বাবুর দ্বারা ওটা বেঙ্গল ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেব। যে বাক্সের মধ্যে বন্ধ করে উইলখানি ব্যাঙ্কে পাঠান হবে, তার চাবিটি তোমার কাছে থাকবে। আমার মৃত্যুর পর তিন চার মাস, অথবা তদপেক্ষা যথাসম্ভব অল্পকাল, আমার সম্পত্তি তোমার তত্ত্বাবধানে থাকবে। যে দলিলের বলে, তুমি আমার প্রদত্ত এই ক্ষমতা লাভ করবে, তাও প্রস্তুত হয়েছে।—যদু!"

যদু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া, একটি কাগজের মোড়ক তারক বাবুর হস্তে প্রদান করিল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় মুদিত নয়নেই বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "ঐ দলিল। তারক, ওখানা তুমি তোমার কাছে রাখ।—ম্যানেজার বাবু!"

চোগা ও চাপকান পরা একজন প্রবীণ ব্যক্তি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে, আমি উপস্থিত আছি।"

চক্রবর্ত্তী। আপনাকে আমার কিছু উপদেশ দেবার আছে।

ম্যানেজার। আজ্ঞে!

চক্রবর্ত্তী। তা আমি এই উপস্থিত ভদ্রলোকদের সমুখেই বলব।

ম্যানেজার। আজ্ঞে।

চক্রবর্ত্তী। আমার সম্পত্তি যতদিন না আমার উত্তরাধিকারী—

ম্যানেজার। আপনি কাকে আপনার উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত করেছেন?

চক্রবর্ত্তী। ম্যানেজার বাবু, আমার কথায় বাধা দিয়ে, ইতিপূর্ব্বে আপনি ত কখন আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে সাহস করেন নি! করেছিলেন কি? আমার কথার উত্তর দিন।

ম্যানেজার। না, আমি কখনও আপনাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে সাহস করি নি।

চক্রবর্ত্তী।:তবে আজও কোন প্রকার প্রশ্ন উত্থাপিত না করে, আমার উপদেশ শুনে জান, এবং তা প্রতিপালন করবার জন্যে মনস্থির করুন।

ম্যানেজার। যে আজ্ঞে, আপনি অনুমতি করুন।

চক্রবর্ত্তী। আমি বলছিলাম যে, যতদিন না আমার সম্পত্তি আমার উত্তরাধিকারীর হস্তগত হয়, ততদিন তা এটর্ণি শ্রীযুক্ত তারকনাথ ভট্টাচার্য্যের তত্ত্বাবধানে থাকবে। আমার মৃত্যুর পর—

ম্যানেজার। সে আশঙ্কা নেই। আপনি নিশ্চয় আরোগ্য লাভ করবেন।

চক্রবর্ত্তী। এই দু'জন বড় বড় চিকিৎসক, তাঁদের সমস্ত বিদ্যা প্রয়োগ করেও বুঝতে পারছেন না, যে আমি আরোগ্যলাভ করব কি না। আর আপনি চিকিৎসক না হয়ে এবং চিকিৎসা সম্বন্ধে বর্ণজ্ঞানশূন্য হয়ে, এবং আমার রোগের ও দেহের কোন প্রকার পরীক্ষা না করে' কি করে' বুঝলেন যে আমি নিশ্চয় আরোগ্যলাভ করব? ম্যানেজার বাবু, আমার দিকে চেয়ে দেখুন; বুঝতে পারবেন, এখন আর চাটুকারের স্তুতিবাক্যে মোহিত হবার অবসর আমার নেই। আমি আমার মনের মধ্যে বুঝতে পারছি যে আমার মরণ নিকটবর্ত্তী হয়েছে; যমদূতদের পায়ের শব্দ আমি বেশ শুনতে পাচ্ছি। তাই বলছিলাম যে, আমার মৃত্যুর পর, আপনি ও আপনার অধীনস্থ কর্ম্মচারী, ভৃত্য, সেবক, রক্ষক, পাচক, গোয়ালা, মালী, সহিস, কোচম্যান, এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীরা তারক বাবুর তত্ত্বাবধানে কর্ম্ম করবে, এবং আমার আদেশের মত তাঁর আদেশ প্রতিপালন করবে। যার যার জিম্মায় যে যে জিনিসপত্র আছে, সেই সকল জিনিষের জন্যে তারা তারকবাবুর নিকট দায়ী থাকবে, এবং তাঁর কথা মত, তাঁকে বা তাঁর নিযুক্ত কর্ম্মচারীদের তা বুঝিয়ে দেবে। খাতাঞ্চির কাছে যে টাকা, আমার মৃত্যুর পর মজুদ থাকবে, সে তার জন্যে আপনার ও তারকবাবুর কাছে দায়ী থাকবে। আমার মৃত্যুর পর আস্তাবল, গোশালা, চিড়িয়াখানা, পুকুর, বাগান প্রভৃতিতে যে সকল খরচ হবে, তারকবাবুর কাছে তার হিসাব দাখিল করতে হবে। বুঝেলেন?

ম্যানেজার। আজ্ঞে হাঁ।

চক্রবর্ত্তী। এই উপদেশ মত একটা হুকুমনামা প্রস্তুত করে' কাল সকালে, আমার স্বাক্ষর করবার জন্যে পাঠাবেন।

ম্যানেজার। যে আজ্ঞে!

চক্রবর্ত্তী। আমার বক্তব্য শেষ হয়েছে। আপনার কিছু বলবার আছে ?

ম্যানেজার। তা অন্য সময় নিবেদন করব।

চক্রবর্ত্তী। আপনি পাগল হয়েছেন! নিবেদনের আর সময় পাবেন না। যা নিবেদন করবার আছে তা এখনই করুন।

তারকবাবু। বোধ হয় কোন গোপন কথা; আমাদের সম্মুখে বলতে পারছেন না। আমরা কি অন্য ঘরে যাব?

চক্রবর্ত্তী। না ম্যানেজার বাবু, আমার শেষ কথাগুলি, আমি দু চারজন ভদ্রলোকের সম্মুখেই বলতে ইচ্ছা করি। সাক্ষীদের সম্মুখে বল্লে, পরে কোন বিষয়ে কোন তর্ক উপস্থিত হলে সহজেই তার মীমাংসা হতে পারবে। আপনার কি জিজ্ঞাসা করবার আছে বলুন।

ম্যানেজার। কেদার বাবু, অঘোর বাবু ও সুধীর বাবু সম্বন্ধে কোন কথা নিবেদন করবার ছিল।

চক্রবর্ত্তী। আর নয়; তাদের তুচ্ছ কথা নিয়ে এই মৃত্যুকালে আমাকে আর পীড়িত করবেন না। আমার উইল লেখা শেষ হয়ে গেছে। সেই উইল অনুযায়ী এই সম্পত্তি আর আমার নহে। এ থেকে কোন অর্থ আমি তাদের দিতে পারব না; আমার উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য এক কপর্দ্দকও আমি অন্য কার্য্যে ব্যয় করতে পারব না। তবে, আমি ইতিপূর্ব্বে তাদের ব্যবহারের জন্যে, তাদিকে যে সকল সামগ্রী দিয়েছি, তারা ইচ্ছা করলে, তা নিয়ে স্থানান্তরে যেতে পারে। আমি জানি, তাদের কিছু অর্থ আছে, তাতে তারা সহসা কষ্ট পাবে না। পরে তারা উপার্জ্জন করে গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করবে।

ম্যানেজার। আজ এসে শুনলাম যে, তাঁরা তাঁদের ব্যবহারের আসবাবের কতকগুলি আজ সকালে স্থানান্তরিত করেছেন।

চক্রবর্ত্তী। খাট, বিছানা, টেবিল, চেয়ার, আহারের বাসন, পরিচ্ছদ ইত্যাদি যা তারা ব্যবহার করছে, তা তাদেরই ; তা তারা নিয়ে যাক ; তাতে আমার নিষেধ নেই। কিন্তু, আমার মৃত্যুর পর, তারা এই বাড়ী থেকে কোন দ্রব্যঃ সরাতে পারবে না ; এবং এই বাড়ীতে, আমার উত্তরাধিকারীর অনুমতি ব্যতীত, বাস করতে পারবে না। এ বিষয়ে তাদের সাবধান করে দেবেন। আপনার আর কিছু বক্তব্য আছে?

ম্যানেজার। আজ্ঞে না, এখন আর কিছু বলবার নেই।

চক্রবর্ত্তী। তবে আসুন। আপনার সঙ্গে বোধ হয় আর আমার সাক্ষাৎ হবে না। আমি আপনার কাছে শেষ বিদায় গ্রহণ করছি। কার্য্যচালনা উপলক্ষে আমি সময় সময় আপনার প্রতি যে রূঢ় ব্যবহার করেছি, তা একবার ভুলে গিয়ে আমাকে প্রীত মনে শেষ বিদায় দিন। আপনি আমার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ; এবং সে জন্ম প্রধান কর্ম্মচারী ; বহুকাল ধরে আপনার সঙ্গে একত্রে কায করেছি। আমার কার্য্য অপকার্য্য, —তা অর্থসঞ্চয়, ঐশ্বর্য্যবর্দ্ধন ও পরপীড়ন ব্যতীত আর কিছুই নয়। কিন্তু আমার সঙ্গে একত্রে কায করলেও, আপনার কার্য্য-অপকার্য্য নয় ; —কেন না আপনি প্রভুর কার্য্য বিশ্বস্তভাবে সম্পাদিত করেছেন ; তাই বেতনভুক্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। আমি আমার অধর্ম্ম নিয়ে প্রস্থান করছি ; —আপনি পৃথিবীতে থেকে আপনার ধর্ম্ম পালন করুন। বিদায়।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কথার উত্তরে ম্যানেজার বাবু একটি বাক্যও উচ্চারণ করিতে পারলেন না। তিনি প্রায় উনিশ বৎসর কাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আজ্ঞাপালন করিতেছেন ; প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া, তাঁহার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন ; তাঁহার নিকট কখনও পুরস্কৃত, কখনও বা তিরস্কৃত হইয়াছেন। এবং এইরূপে আজ তাঁহার নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি তাঁহার শেষ বিদায় প্রার্থনায় বড়ই ব্যথিত হইয়া

পড়িলেন। রুদ্ধকণ্ঠে নয়নাসার ত্যাগ করিতে করিতে, তিনি কক্ষ ত্যাগ করিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গণ্ড বাহিয়াও দুইটি অশ্রুধারা পতিত হইল।

কিয়ৎকাল মৌন থাকিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় হৃদয়োদ্বেগ দমন করিলেন। পরে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলন করিয়া, ডাক্তারের দিকে কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "উঠে' বসবো, সহায্য কর।"

ডাক্তার তাঁহাকে উঠাইয়া বসাইলেন; এবং উপাধান সাজাইয়া, তাঁহার চারিদিকে অবলম্বন রচনা করিয়া দিলেন।

বালিশে ঠেস দিয়া, একাগ্র মনে চক্রবর্ত্তী মহাশয় উইলখানি আগাগোড়া পাঠ করিলেন; এবং বলিলেন যে উইল লিখন তাঁহার মনোমত হইয়াছে। তাহার পর, তাহার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তিনি স্বাক্ষর করিলেন। স্বাক্ষর হইলে, দুইজন ডাক্তার ও মাড়োয়ারী ব্যাঙ্কার সাক্ষীরূপে তাহাতে সহি করিলেন। তখন চক্রবর্ত্তী মহাশয় ডাকিলেন, "যদু।"

যদু কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলে, তিনি উপাধানতল হইতে একটি ক্ষুদ্র চাবি লইয়া, তাহা যদুকে দেখাইলেন। এক মুহূর্ত্ত পরে, যদু একটি ক্ষুদ্র ডীডবাক্স আনিয়া দিল।

বাক্সটি উপাধানের উপর রাখিয়া, তিনি তাহার আবরণ উন্মোচন করিলেন। ঐ বাক্সের মধ্যে কতকগুলি চাবি ছিল। ঐ চাবিগুলির প্রত্যেকটিতে এক একটি রিং লাগান ছিল; এবং প্রত্যেক রিঙে এক একটি পত্রাকার অস্থিফলক সংযোজিত ছিল। চাবিগুলি কি কাযে লাগিবে তাহা ঐ অস্থিফলকসকলে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইয়াছিল। ঐ লিখনের দিকে এটর্ণি বাবুর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া, চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "এই বর্ণনা সহ ঐ চাবিগুলিও, এই উইলের সঙ্গে থাকবে।" এই বলিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় উইলখানি বাক্সের মধ্যে রাখিয়া, উহার চাবি

বন্ধ করিলেন; এবং চাবিটি এটর্ণি বাবুর হাতে দিয়া, আবার বলিলেন, "তুমি ছাড়া এ জীবনে আর কখনও কাকেও বিশ্বাস করি নি; তাই আজ আমার সর্ব্বস্ব তোমার হাতে সমর্পণ করলাম।"

এটর্ণি বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ সকল চাবিগুলো বন্ধ কক্ষ, সেফ, আলমারি বা বাক্সে যে সকল সামগ্রী আছে তার তালিকা প্রস্তুত হয়েছে কি? সে তালিকা কার কাছে পাব?"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "তা আমার ম্যানেজার বাবুর সেরেস্তায় পাবে। আমার বাড়ীতে বা বাগানে যত জিনিষ আছে তার সকল গুলিরই নাম ও বর্ণনা তালিকাতে লেখা আছে; আমার এমন কোন দ্রব্য নেই, যার নাম ও বর্ণনা তালিকাতে লেখা হয় নি। এই সকল তালিকাতে আমার সহিও আছে, তা দেখে নেবে। আর একটা কথা...

এটর্ণি। কি?

চক্রবর্ত্তী। আমার সম্পত্তি সকল উত্তরাধিকারীকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে, উইলের পুরস্কার ছাড়া, তুমি আরও দু হাজার টাকা নেবে। এ সম্বন্ধে আগে আমার খাতাঞ্চিকে লিখিত উপদেশ দিয়েছি।'

এটর্ণি। তোমার কাযটা...

চক্রবর্ত্তী। থাক তারক, থাক। আমার আজকের কায শেষ হয়েছে। তোমরা আগামী কাল আবার এস। তখন আমার আর যা বলবার আছে বলব। আজ আমি ক্লান্ত হয়েছি, তোমরা অনুমতি করলে, কয়েক ঘণ্টা একলা বিশ্রাম করব।

আগন্তুকগণ প্রস্তুত হইলেন। যদু আসিয়া, উপাধানগুলি সরাইয়া, চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে শয্যায় শায়িত করিয়া দিল। বৃদ্ধ কৃপণ তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় সঞ্চিত ধনরত্ন সম্বন্ধে একটা সুবন্দোবস্ত সম্পন্ন করিতে পারিয়া, মনোমধ্যে কতকটা শান্তিলাভ করিয়া মুদিত নয়নে চিন্তা করিতে

লাগিলেন। ভাবিলেন, সেই ভঙ্গুর দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া, কখন্ তাঁহার প্রাণপক্ষী অনন্ত আকাশে উড়িবে? উড়িয়া কোথায় যাইবে? নিবিড় অন্ধকার ব্যতীত তিনি মানস নয়নে আর কিছু দেখিতে পাইলেন না। অন্ধকারের পর অন্ধকার, যেন ঘন মসীবৃষ্টির ন্যায়, তাঁহার নয়নাগ্রে মুষলধারে বর্ষিত হইতে লাগিল। অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া, যেন তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাস রোধ করিবার উপক্রম করিল। সহসা সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারে, তাঁহর ভ্রাতুষ্পুত্রের কোমল মুখখানি, সুনীল আকাশে শুক-তারার মত ফুটিয়া উঠিল।

বালকের অনিন্দ্য কান্তি মানসচক্ষে দেখিতে দেখিতে তিনি আপনার মনে বলিতে লাগিলেন, "আমার ভুবনেশ্বরের ছেলেকে, আমার অক্রকুমারকে আমি দশ বৎসর দেখিনি। না জানি, এখন সে দেখতে কেমন হয়েছে। আমি তাকে দেখবো। তাকে ডেকে পাঠালে, সে নিশ্চয় আমার মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে এসে আমাকে জেঠামশায় বলে ডাক্‌বে। আমি তাকে চিঠি লিখব। একলা কলকাতায় এলে বিপদের সম্ভাবনা আছে; গ্রামের অন্য কাকেও সঙ্গে নিয়ে আসবার জন্যে লিখব। সে নিশ্চয় আসবে; এসে আমাকে জেঠামশায় বলে ডাকবে। ডেকে, তার স্নিগ্ধ করস্পর্শে আমার বুকে স্বর্গসুখ বইয়ে দেবে। গঙ্গাজলে আপন নিষ্পাপ অঞ্জলি পূরে, সুধার মত তা আমাকে পান করাবে। মৃত্যুর পর আমার ভাগ্যে অনন্ত নরক আছে; কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি একবার স্বর্গসুখ উপভোগ করে নেব।"

চক্রবর্ত্তী ডাকিলেন, "যদু।"

যদু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "চিঠি লিখব।"

যদু পার্শ্বের বৃহদাকার গবাক্ষ খুলিয়া দিল। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের

রক্তাভ রশ্মি গৃহমধ্যে প্রবেশলাভ করিয়া, শয্যাপার্শ্ব আলোকিত করিল। যদু সেই আলোকে হস্তিদন্তনির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্র টেবিল রাখিল; তাহাতে মূল্যবান লিখনোপকরণ সকল সজ্জিত ছিল।

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "ধর, উঠে বসব।"

যদুর সহায্যে চক্রবর্ত্তী মহাশয় উঠিয়া বসিলেন; এবং উপাধানে ভর দিয়া, প্রাণপণ শক্তিতে কম্পিত ও দুর্ব্বল হস্তকে দৃঢ় করিয়া লিখিলেন,—

"প্রাণাধিকেষু,—

আমি পীড়িত হইয়াছি। বাঁচিবার আশা নাই। তুমি গ্রামের কোন লোককে সঙ্গে লইয়া, কলিকাতায় আসিয়া আমাকে দেখিও; কদাচ একাকী আসিও না, সঙ্গে অবশ্য একজন লোক লইবে। কিন্তু আসিও; আমি তোমার আগমন প্রত্যাশায় কোন ক্রমে জীবন ধারণ করিব। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে, এবং মাতাঠাকুরাণীকে দিবে। ইতি

তোমার জ্যেঠামহাশয়
শ্রীকেদারেশ্বর চক্রবর্ত্তী।"

পত্রলিখন সমাপ্ত করিয়া, চক্রবর্ত্তী মহাশয় উহা যদুর হাতে দিলেন; বলিলেন, "এটা এখনই কোন হুঁসিয়ার লোক দিয়ে ডাকঘরে পাঠিয়ে দাও; একটুও দেরী করো না।"

যদু পত্র গ্রহণ করিয়া, উহা ডাকঘরে পাঠাইল না। সত্বরপদে শ্যালকত্রয়ের নিকটে উপস্থিত হইয়া উহা তাহাদিগকে দেখাইল।

তাহা দেখিয়া জ্যেষ্ঠ কেদারনাথ বলিল, "না না, এই চিঠি পাঠান হবে না। এই চিঠি পেয়ে যদি সে এসে পড়ে!"

কনিষ্ঠ সুধীরনাথ ধীরে ধীরে বলিল—"আর যদি—এই—তাকে

দেখে, যদি—এই—বুড়োর মতির পরিবর্ত্তন হয়! যদি—এই—উইল বদলে,—এই সম্পত্তিটা তারই নামে লিখে দিয়ে যায়?"

মধ্যম অঘোরনাথ বলিল, "মন না মতিভ্রম! চিঠিখানা পাঠান হবে না। এটা পেলে, সে নিশ্চয় আসবে। তখন তাকে দেখে—বাবা! রক্তের টান, সহজ টান নয়, যেন জগন্নাথের রথের কাছি—বুড়ো তাকেই সব দিয়ে যাবে।"

কেদারনাথ বলিল, "তার মুখ দেখে বুড়ো পাপ, প্রায়শ্চিত্ত, সৌদামিনী সব ভুলে যাবে; আর তাকেই সব দেবে।"

সুধীরনাথ বলিল, "এই—তখন—এই—মুস্কিল! সৌদামিনীকে—আর বিয়ে করা—এই—হবে না। এই—বিয়ে করলেও,—এই—টাকা পাওয়া যাবে না।"

অঘোরনাথ বলিল, "তা হলে বাবা! এই মাঝ দরিয়ায় জাহাজ ডুবলো।"

অতএব তাহারা পত্রখানা ডাকঘরে পাঠাইল না। তাহারা যেখানে বসিয়াছিল, তাহার নিকটে টেবিলের উপর, চুরুটের ছাই ফেলিবার জন্য একটা পিত্তলপাত্র ছিল। পত্রখানি মোড়কসহ, তাহার উপর স্থাপিত করিয়া পকেট হইতে দীপশলাকা লইয়া, সুধীরনাথ তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিল; এবং লঙ্কাদগ্ধকারী হনুমানের ন্যায় মহা হর্ষে দন্ত সকল বিকশিত করিয়া সেই ক্ষুদ্র অগ্নিকাণ্ড অবলোকন করিতে লাগিল। বৃদ্ধ একাদশী চক্রবর্ত্তী আপন কক্ষে শুইয়া, মুদিত নয়নে যে সুখ-স্বর্গ লাভের আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন, ঐ অগ্নিকাণ্ডে তাহা কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে ভস্মীভূত হইয়া গেল। বৃদ্ধের অদৃষ্টে পৃথিবীতে থাকিয়া আর স্বর্গভোগ হইল না; তাঁহার মৃত্যুকালে, তাঁহার নিকট আসিয়া, চন্দ্রকুমার তাঁহাকে জ্যেঠা মহাশয় বলিয়া ডাকিল না।

যদুর হস্তে পত্র প্রদান করিবার কয়েক মুহূর্ত্ত পরে, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, যদু যদি পত্রখানা না পাঠায়! যদু অল্পক্ষণ পরে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কক্ষে আলোক প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্ত প্রবেশ করিলে, তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, "চিঠিখানা ডাকঘরে পাঠান হয়েছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কে নিয়ে গেছে?"

"দর্প সিং চাপরাসী।"

"সে ফিরে এলে, তাকে আমার কাছে ডাকবে।"

যদুর নিকট চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কতকগুলি কাগজ ও খাম ছিল; সে সময় মত সেগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। যদু অতি সত্বর আপন কক্ষে যাইয়া, তদ্দ্বারা বৌবাজারের এক ঠিকানায় এক পত্র লিখিয়া দর্প সিং চাপরাসীর জিম্মা করিয়া দিল। তৎপরে দর্প সিং ঐ পত্র ডাকঘরের ডাকবাক্সে দিয়া, গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, যদু তাহাকে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট লইয়া গেল। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রশ্নে সে বলিল, "হাঁ, আমি ডাকঘরে এইমাত্র একখানি চিঠি দিয়ে এসেছি।"

"চিঠিখানা কি রকম ছিল?"

"বড় চৌকা খাম।"

"কি রং?"

"ফিকা নীল রং।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিশ্চিন্ত হইলেন। যদুর উপর আর তাঁহার কোন সন্দেহ রহিল না; তিনি বুঝিলেন, এ ক্ষেত্রে যদু অবিশ্বাসের কার্য্য করে নাই।

আমরা এ অধ্যায়ের উপসংহারে, একটা কৈফিয়তের কথা বলিব। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে,চক্রবর্ত্তী মহাশয় যদু খানসামাকে অবিশ্বাসী এবং তাঁহার শ্যালকগণের বেতনভোগী গুপ্তচর বলিয়া জানিতেন। জানিয়াও তিনি তাহাকে অপসারিত করেন নাই কেন? তাহার কারণ ছিল। তিনি জানিতেন যে, যদু অবিশ্বাসী হইলেও অত্যজ্য। সেই ক্ষিপ্রহস্ত, দক্ষ এবং সুচতুর ভৃত্য ব্যতীত, তাঁহার নিত্য প্রয়োজনীয় কার্য্য সকল সম্পন্ন হইবার উপায় ছিল না। তাঁহার ইঙ্গিত ও মনোভাব, তাহার ন্যায় আর কেহ বুঝিতে পারিত না; তাঁহার দেহে কোথায় কি বেদনা আছে, তাহা যদুর ন্যায় আর কেহ অবগত ছিল না। কোন্ খাদ্য তিনি কোন্ সময় খাইতে ভালবাসেন, কোন্ বস্ত্র তিনি কোন্ সময় পরিধান করিতে চাহেন, কোন্ দ্রব্যটি তিনি কখন অনুসন্ধান করিবেন, যদু তাহা সমস্তই জানিত; জানিয়া সর্ব্বদা প্রস্তুত হইয়া থাকিত। এতদ্ব্যতীত সেবা ও শুশ্রূষায় যদুর ন্যায় পারদর্শী ভৃত্য, সমস্ত বাঙ্গালাদেশ অনুসন্ধান করিলেও পাওয়া যাইত না; পাওয়া গেলেও অন্য কেহ যদুর ন্যায় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কর্কশ তিরস্কার সহ্য করিতে পারিত না। কাযেই রুগ্ন বৃদ্ধ, যদুকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই; তাহাকে অন্যান্য বিষয়ে অবিশ্বাসী জানিয়াও, আপন সেবায় নিযুক্ত রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ঘটনাচক্র

ভবদেব উকীল ও রামতনু বাবু।

কোষ্ঠীর ফল ফলিয়া গেল ; যথাসময়ে' অর্থাৎ বাবট্টি বৎসর, চারিমাস, আটদিন বয়সে একাদশী চক্রবর্ত্তীর মৃত্যু ঘটিল।

১৩১৮ সালের ৬ই ভাদ্র শনিবার সন্ধ্যাকালে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মৃত্যু হয়। এই দিন এটর্ণি বাবু আপিস্ হইতে ফিরিয়া, তাঁহার প্রেত-কার্য্যের ব্যবস্থা করিলেন। পরে তিনি বাটী ফিরিয়া, জ্যেষ্ঠভ্রাতের মৃত্যু সংবাদ দিয়া অক্রুকুমারকে এক পত্র লিখিলেন। এই পত্রে কলিকাতায় আসিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতের শ্রাদ্ধাদি করিবার জন্য তিনি অক্রুকুমারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই পত্র পূর্ব্বকথিত পত্রের ন্যায় কখনই অক্রুকুমারের নিকট পৌঁছে নাই।

ইহাতেও কি যদু খানসামার কৌশল ছিল? না। এটর্ণি বাবুর চাপরাসী, রাত্রি নয়টার পর, বাড়ী ফিরিবার জন্য এটর্ণি বাবুর অনুমতি প্রার্থনা করিল। এটর্ণি বাবু অনুমতি প্রদান করিলেন ; এবং তাহার হাতে, অক্রুকুমারের নামে একখানি পত্র দিয়া বলিলেন যে, তাহা যেন সে বাড়ী ফিরিবার পূর্ব্বে ডাকবাক্সে ফেলিয়া দেয়। এই চাপরাসী আইনজ্ঞের আফিসে কার্য্য করায়, আপনাকে অত্যন্ত বিজ্ঞ মনে করিত ; বিচার না করিয়া, সে কোন কার্য্য করিত না। সে পত্র লইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া ভাবিতে লাগিল যে একটি ডাকবাক্স পাইতে হইলে, একটু উজান যাইতে হয় ; তাহাতে

বাড়ী ফিরিতে আরও পাঁচমিনিট বিলম্ব হইবে; আর এখন সকল ডাকই চলিয়া গিয়াছে, এখন ডাকবাক্সে পত্র দিয়া কোন ফল হইবে না, কাল সকালে উহা ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিলেই চলিবে—সুতরাং সে পত্রখানি পকেটে লইয়া বাড়ী ফিরিল; এবং উহা তাহার চিরস্থায়ী শয্যাতলে রাখিয়া দিল। সেই স্থানেই উহা পড়িয়া রহিল।

শ্রাদ্ধের দিন অক্রুকুমারকে অনাগত দেখিয়া তারক বাবু পুরোহিতের দ্বারা কোনরূপে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করাইলেন; এবং পুনরায় অক্রুকুমারকে পত্র লিখিলেন। ঐ পত্রখানি পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞ চাপরাসীর হস্তে দিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ঠিকানায় দশ দিন আগে একখানা চিঠি লিখে, আমি রাত্রে তোমার হাতে দিয়েছিলাম, তা ঠিক ডাকবাক্সে দেওয়া হয়েছিল ত?"

চাপরাসী শয্যাতলস্থিত পত্রের কথা স্মরণ করিয়া ঈষৎ বিবর্ণ হইল; কিন্তু পরক্ষণেই বিজ্ঞতা অবলম্বন করিয়া বলিল, "হাঁ, তাহা সেই রাত্রেই ডাকবাক্সে দিয়াছিলাম।" এই বলিয়া সে দ্বিতীয় পত্রখানি লইয়া ডাকবাক্সে দিতে গেল। কিন্তু আমরা ত বলিয়াছি যে এই চাপরাসীটি বিজ্ঞ লোক; সে বিচার না করিয়া কোন কার্য্য করে না। সে বিচার করিয়া দেখিল যে, এই পত্র পাইয়া সে যদি লেখে যে, সে প্রথম পত্র পায় নাই, তাহা হইলে সেটা তাহার পক্ষে কতকটা অসুবিধাজনক হইবে। অতএব 'অশুভস্য কালহরণং' এই নীতির অনুসরণ করিয়া, সে চিঠিখানা আপাততঃ ডাকবাক্সে ফেলিল না। ক্রমে তাহা প্রথম পত্রের সহিত চাপরাসীর সেই চিরস্থায়ী শয্যাতলে চিরস্থায়িত্ব লাভ করিল।

যখন দ্বিতীয় পত্রেরও উত্তর আসিবার সময় অতিবাহিত হইল, তখন এটর্ণি বাবু স্থির করিলেন যে তিনি রুপ্পঘাটে যাইয়া নিজে

অশ্রুকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং তাহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিবেন।

একাদশী চক্রবর্তীর মৃত্যুর প্রায় পনের দিন পরে, একদিন সৌদামিনী ডেপুটি বাবুর দরজায় দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার অনতিদূরে রাস্তায় একটি ভদ্রবেশী লোক যাইতেছিল। তাহার পশ্চাতে বৃহৎ ঘোটক সংযুক্ত এক ল্যাণ্ডো গাড়ী তীব্রবেগে আসিতেছে দেখিয়া, লোকটা রাস্তার পার্শ্বে সৌদামিনীর অত্যন্ত নিকটে সরিয়া দাঁড়াইল।

গাড়ীতে এক সুসজ্জিত সুন্দর যুবা বসিয়া ছিল। তাহার গাড়ীটা চলিয়া গেলে পথিপার্শ্বস্থ পথিক আপন মনে বলিল—"ওঃ! হরিহরপুরের জমিদার—ছোট বাবু!"

শুনিয়া সৌদামিনী ছুটিয়া গৃহমধ্যে তাহার দাদা মহাশয়ের নিকট আসিল; সেখানে তিনি একটা মোকর্দ্দমার নথি লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন; নাতিনী নিকটে আসিলে, তিনি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। সৌদামিনী বলিল, "দাদা মশায়, একটা ভাল গাড়ীতে কেমন একটা লোক গেল, দেখলে? লোকটা হরিহরপুরের জমীদার। হরিহরপুর কোথায় দাদা মশায়?"

এই কাল্পনিক হরিহরপুর কোথায়, ডেপুটি বাবু কিরূপে তাহা জানিবেন? তিনি বলিলেন, "হরিহরপুর কোথায় তা ত বলতে পারিনে দিদিমণি।"

সৌদামিনী চটিয়া গেল; বলিল, "তুমি কিছুই জাননা দাদামশায়; তুমি বড় বোকা।"

ডেপুটি বাবু মানিয়া লইলেন যে তাঁহার মত বোকা লোক পৃথিবীতে আর একটিও নাই। তখন সৌদামিনী হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, দাদা মশায়, তুমি বাবুটিকে দেখেছ?—ভারি সুন্দর।"

ডেপুটিবাবু হরিহরপুরের জমীদারকে দেখেন নাই, কিন্তু নাতিনীর মনস্তুষ্টির জন্য তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, ভারি সুন্দর।"

শুনিয়া হৃষ্টা হইয়া, সোদামিনী আবার দরজার সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইল।

*　　*　　*　　*

সেদিন রবিবার ছিল। আহারাদির পর, দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রা নিবারণ জন্য ডেপুটি বাবু প্রভাকর কর্ম্মকারের সহিত সতরঞ্চ খেলিতে বসিলেন। খেলিতে খেলিতে প্রভাকর বলিল, "আজ সকালে বাজার করতে গিয়ে একটা ঘটকের সঙ্গে আলাপ হল।"

ডেপুটি বাবু একটি বোড়ে চালিয়া বলিলেন, "ঘটক? ঘটক কে? এইবার তোমার ঘোটকের প্রাণ বাঁচাও!"

প্রভাকর তাহার মূল্যবান ঘোটকের প্রাণের জন্য কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া গজের কিস্তি দিল।

ডেপুটি বাবু বলিলেন "ইস্, এ যে সঙ্গিন কিস্তি! আচ্ছা আমি বড়েটা চালব না; আমার রাজাকে একপদ নীচে বসাব।"

প্রভাকর। তাই করুন; কিন্তু এ বাজী আপনি মাৎ হবেন। ঘটক ঠাকুরের সন্ধানে অনেক ভাল ভাল পাত্র আছে।

ডেপুটি। ভাল ভাল পাত্র নিয়ে কি করব?

প্রভাকর। আপনি সেদিন দিদিমণির বিয়ের কথা বলেছিলেন।

ডেপুটী। ওঃ সে এখনও অনেক দেরী আছে।

প্রভাকর। কিন্তু ঘটক যে সব পাত্রের কথা বল্লে, তা হাতছাড়া করলে তত ভাল পাত্র শীগ্‌গির পাওয়া যাবে না। সম্বন্ধটা পাকা করে রাখলে, বিয়েটা ছ' মাস এক বৎসর পরেও দেওয়া যেতে পারে। আমি ঘটককে সকালে আসতে বলেছি।

ডেপুটি। কাল সকালেই দিদিমণিকে দেখবে না কি?

প্রভাকর। আগে কথাবার্ত্তা ঠিক হবে; তার পর কবে দেখবার একটা দিন স্থির করা হবে।

ডেপুটি। ঘটক কোন্ কোন্ পাত্রের কথা বল্লে?

প্রভাকর। সে অনেক পাত্রের নাম করেছে; আপনার কাছে এসে সে তাদের পরিচয় দেবে। এই সকল পাত্রের মধ্যে একজন হরিহরপুরের জমীদার।

আবার হরিহরপুর! প্রভাকরের কথা শুনিয়া ডেপুটি বাবু বিমনা হইলেন; এবং খেলায় হারিয়া গেলেন। তিনি আর খেলিলেন না। বসিয়া বসিয়া আপন মনে ভাবিতে লাগিলেন। কোথায় হরিহরপুর? তাহার 'ভারি সুন্দর' জমীদারের সহিত যদি সত্যই সৌদামিনীর বিবাহ হয়, যদি বিবাহের পর সৌদামিনী সত্যই তাহার ভারি সুন্দরের সহিত শ্বশুরালয়ে চলিয়া যায়, তাহা হইলে সৌদামিনী-শূন্য বাটীতে তিনি কিরূপে থাকিবেন? তাহাকে না দেখিয়া তিনি কিরূপে জীবনধারণ করিবেন? মহা আশঙ্কায় তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

* * * *

দিবাবসানকালে মুখহাত ধুইয়া, ডেপুটি বাবু বহির্ব্বাটীতে উপবেশন করিলেন। পাড়ার এক পরিচিত যুবক উকিল আসিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল; এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "মশায়ের কাছে একটা উপদেশ গ্রহণ করতে এসেছি।"

ডেপুটি বাবু আগন্তুককে প্রতিনমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি?"

আগন্তুক উকিল পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া, তাহা

ডেপুটি বাবুর হাতে দিয়া বলিলেন—"আগে আপনি এই চিঠিখানি পড়ুন, তার পর সকল কথা বলব।"

ডেপুটিবাবু পত্রখানি হস্তে লইয়া দেখিলেন যে, উহা মূল্যবান সুগন্ধি কাগজে লিখিত। তিনি উহা পাঠ করিয়া দেখিলেন যে, এই একদিনের মধ্যে তিনবার তাঁহাকে হরিহরপুরের কথা শুনিতে হইল। পত্রে এইরূপ লেখা ছিল—

হরিহরপুর এষ্টেট, ভবানীপুর।
৩১শে ভাদ্র, ১৩১৮।

মহাশয়,

আপনি আমার নমস্কার ও চিরকৃতজ্ঞতা গ্রহণ করিবেন। আপনি আপন জীবন বিপন্ন করিয়া, আমাদের পরম পূজনীয়া বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণীর জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া, আমরা আপনার নিকট চিরঋণী থাকিব। আজ আমাদের কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ আপনাকে সামান্য কিছু পাঠাইলাম ; গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব।

মহাশয় এ অঞ্চলে বেড়াইতে আসিলে মাতাঠাকুরাণী আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং নিজমুখে কৃতজ্ঞতা জানাইবেন। ইতি

নিবেদক
শ্রীকেদারনাথ রায় চৌধুরী (কুমার

পত্র পাঠ করিয়া ডেপুটী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি জান হরিহরপুর কোথায় ?"

উকিল। না।

ডেপুটী। তাঁরা সামান্য কিছু—কি পাঠিয়েছেন ?

উকিল। এই সোণার ঘড়িটি আর এই সোণার চেন।

এই বলিয়া তিনি একটি ঘড়ি ও এক ছড়া চেন ডেপুটী বাবুর হাতে দিলেন। ডেপুটী বাবু ঘড়ির ঢাকন খুলিয়া দেখিলেন। ঐ ঢাকনের ভিতর পৃষ্ঠে লেখা ছিল,—"কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ বাবু ভবদেব মুখোপাধ্যায়কে।" অন্য ঢাকনের ভিতর পৃষ্ঠে লেখা ছিল,—"কেদারনাথ রায় চৌধুরী ও ভ্রাতৃদ্বয়, হরিহরপুর।" উহা এবং চেনটি দেখিয়া, উহা ভবদেব বাবুকে পুনরর্পণ করিয়া, ডেপুটি বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁরা এ উপহার কেন দিলেন? তুমি কি রকমে তাঁদের মা-ঠাকরুণের জীবন রক্ষা করতে পেরেছিলে?"

উকিলবাবু ঘড়ি ও চেন পকেটে রাখিয়া বলিলেন, "ঘটনাটা বলি শুনুন। গত রবিবার দিন সকালে গঙ্গাস্নান করতে গিয়েছিলাম। গাড়ী থেকে নামছি, এমন সময় দেখলাম, ঘাটের চাঁদনির সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড জুড়ি গাড়ি এসে দাঁড়াল। গাড়ীর কোচবাক্সে কোচম্যানের সঙ্গে রূপোর তক্‌মা আঁটা একজন চাপরাসী, সাদা ধবধবে পোষাক পরে, রূপোর বাঁটওয়ালা, সালুকাপড়ের প্রকাণ্ড একটা ছাতা নিয়ে বসে ছিল। গাড়ী থামামাত্র, একজন সহিস গাড়ীর দরজা খুলে দিলে, আর চাপরাসীটা কোচবাক্স থেকে নেমে রূপোবাঁধা প্রকাণ্ড ছাতাটা খুলে গাড়ীর দরজার সমুখে ধরলে। তার পর একটি বিধবা স্ত্রীলোক একখানি সাদা ওড়না গায়ে দিয়ে, বাঁ হাতে একটি রূপোর কমণ্ডলু ধারণ করে ধীরে ধীরে নামলেন; আর চাপরাসীর সেই ছাতার নীচে নীচে আস্তে আস্তে, সিঁড়ি দিয়ে, গঙ্গাজলে নামলেন। প্রথমে মনে করেছিলাম যে স্ত্রীলোকটি যুবতী। কিন্তু জলে নামলে বুঝলাম যে স্ত্রীলোকটী বৃদ্ধা। চাপরাসী ছাতা নিয়ে সিঁড়ির উপরে চাতালে দাঁড়িয়ে ছিল; হঠাৎ সে চীৎকার করে উঠল। তার চীৎকারের

াল অনুসন্ধান করে আমি চেয়ে দেখলাম যে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটী বেশী
লে পড়ে' গেছেন। সমুখে স্ত্রীহত্যা হয় দেখে, আমি তীরবেগে
াঁতার দিয়ে তাঁর ওড়না ধরে ফেল্লাম; আর সহজেই তাঁকে তীরে
উঠিয়ে গাড়ীতে তুলে দিলাম। চাপরাসী কোচবাক্সে ওঠবার আগে,
ার পকেট থেকে পকেট বই আর পেন্সিল বার করে আমার নাম
লেখে নিলে। আমিও তাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে স্ত্রীলোকটি
রিহরপুরের জমীদারদের মা। এখন আপনার কাছে জানতে
এসেছি, এই উপহার নেওয়া উচিত কি না। আপনি বোধ হয়
বুঝতে পেরেছেন যে, আমি কোন রকম পুরস্কারের লোভে ঐ
স্ত্রীলোকটিকে উদ্ধার করিনি; কেবল মাত্র তাঁকে বিপন্ন দেখেই বিচলিত
হয়ে ও কায করেছিলাম।"

ডেপুটী বাবু বলিলেন, "আমি তোমার মনের ভাব বেশ বুঝতে
পারছি। মানুষকে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোককে বিপন্ন দেখলে, পাষণ্ড
ব্যতীত কেহই স্থির থাকতে পারে না। কিন্তু পুরস্কার স্বরূপ তাঁরা
া পাঠিয়েছেন, তা না নিলে তাঁরা দুঃখিত হবেন। অতএব আমার
তে, ওটা নেওয়াই ভাল।"

"আপনি যখন বলছেন, তখন নেওয়াই ভাল।"—এই বলিয়া,
চিঠিখানি পকেটে পুরিয়া, সন্তুষ্টচিত্তে উকিলবাবু চলিয়া গেলেন।

উকিলবাবু প্রস্থান করিবার পরেই রামতনু বাবু আসিয়া উপস্থিত
হইলেন। দেখিয়া ডেপুটি বাবু বলিলেন, "আসুন, আসুন, আসতে
আজ্ঞা হোক।"

রামতনু বাবু পূর্ব্বে পূর্ত্তবিভাগে কার্য্য করিতেন। অর্থ সংগ্রহ
করিয়া, এক্ষণে, বৃদ্ধ বয়সে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেছেন।
তাহার মত সদ্বক্তা ও মজলিসি লোক বড় একটা দেখা যায় না।

তিনি ডেপুটী বাবুর বন্ধু ও প্রতিবেশী। তিনি প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে ডেপুটী বাবুর বাড়ীতে আসিতেন, এবং শতরঞ্চ খেলার সময়, ডেপুটী বাবুর পক্ষাবলম্বন করিয়া প্রভাকরকে পরাস্ত করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি হাঁকিলেন, "ওরে কে আছিস রে! ওরে, ও চিন্তামণি, তামাক দিয়ে যা। ডেপুটী বাবু, আপনার মত গুণবান লোকের ঐ একটা দোষ, আপনি তামাক খান না; আমার মত মহৎ লোকের সঙ্গলাভ করেও আপনার এই সৎ শিক্ষাটা হল না। আমার মত নিষ্কর্ম্মা লোক বুঝতেই পারে না, তামাক না খেয়ে মানুষ কি করে' মানুষ হয়—কেমন করে বেঁচে থাকে। গরু, কুকুর, বাঁদর, শেয়াল প্রভৃতি কোন পশুই তামাক খায় না। বিড়াল মানুষের চেয়ে দুধ মাছ খেতে বেশী ভালবাসে বটে, কিন্তু সেও তামাক খায় না। কেবল মানুষই ঐ রসে রসিক। আপনি তামকটা না খাওয়ায় পশুভাবাপন্ন হয়ে রইলেন। জানবেন ডেপুটী বাবু, শত পুণ্য করলেও আপনার কখনও মোক্ষ হবে না। এই তামাকের জন্যে আবার আপনাকে পৃথিবীতে ফিরে আসতে হবে। তামাক না খেলে মোক্ষের জ্ঞানই জন্মায় না। ভগবান বলবেন, তুমি যখন তামাক খাওনি, তখন তোমার পৃথিবীর ভোগ পূর্ণ হয় নি; যাও পৃথিবীতে ফিরে যাও, তামাক খেয়ে পৃথিবীর ভোগ পূর্ণ করে এস।"

ডেপুটী বাবু হাসিয়া বলিলেন, "কেন, তামাকের জন্যে পৃথিবীতে ফেরত আসতে হবে কেন? স্বর্গে কি তামাক পাওয়া যায় না?"

রামতনু। আমার সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। স্বর্গে নন্দন-কানন আছে বটে, কিন্তু গয়া বিষ্ণুপুর ফৌজদারি বালাখানা নেই; সুধা আছে বটে, কিন্তু গুড়ুক তামাক নেই; কল্পতরু আছে বটে, কিন্তু গড়গড়া নেই। এই জন্যেই ত স্বর্গে যেতে আমার ইচ্ছা হয় না;

-নানা রকম ওষুধপত্র খেয়ে পৃথিবীর পরমায়ু বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করি। ভগবানের ঐ নিয়মটা অত্যন্ত বিশ্রী, ডেপুটী বাবু, যে স্বর্গে যেতে হলে মরতে হয়। গৃহিণীর এয়োত অক্ষয় হোক, স্বর্গ মাথায় থাকুন, আমি সেখানে যেতে রাজি নই। আমাদের মত তামাকখোরের পক্ষে, গয়া বিষ্ণুপুর ফৌজদারি বালাখানা ওয়ালা, তামাকু-গন্ধ-সুবাসিত এই পৃথিবীই ভাল।"

ডেপুটি বাবুর উড়িয়া ভৃত্য চিন্তামণি তামাকু সাজিয়া গড়গড়া লইয়া আসিলে ডেপুটি বাবু বলিলেন, "এই নিন, পৃথিবীতে থেকে স্বর্গসুখ উপভোগ করুন।"

রামতনু বাবু গড়গড়াটি লইয়া সাদরে তাহার গাত্রে হাত বুলাইলেন; তাহার পর ভৃত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "দাঁড়াও, বাবা চিন্তামণি, আগে যন্ত্রটা ঠিক আছে কি না দেখে নিই, তার পর তুমি কাযে যেও।"

রামতনু বাবুর গড়গড়া পরীক্ষা শেষ হইল; কিন্তু চিন্তামণি কাযে গেল না। সে কক্ষের বাহিরে যাইয়া, দরজার পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। কেন সে এরূপ করিল, তাহা আমরা পরে জানিতে পারিব।

ধূমপান করিতে করিতে রামতনু বাবু বলিলেন, "আমি যখন রংপুর থেকে পাবনা—না ন'—যখন বকসার থেকে আরায় বদলি হয়ে আসি, তখন—"

ডেপুটিবাবু। ভাল রামতনু বাবু, আপনি ঐ চাকরি উপলক্ষে অনেক স্থানে গিয়েছেন?

রামতনু। চাকরীর ঘানিগাছে আপনিও ত কম ঘোরেন নি।

ডেপুটি বাবু। তা অনেক স্থানে যেতে হয়েছে বটে, কিন্তু আপনার ঘূর্ণী আর আমাদের ঘূর্ণীতে অনেক তফাৎ আছে। আপনারা চোখ

চাইবার অবসর পেয়েছিলেন; আমরা চোখে ঠুলি বেঁধে ঘুরেছি। তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম, আপনি কি বলতে পারেন হরিহর-পুর কোথায়?

রামতনু। হরিহরপুর যে ঠিক কোথায়, তা আমি ঠিক বলতে পারি নে। বোধ হয় রংপুর জেলায় হবে। কিন্তু সম্প্রতি হরিহর-পুরের জমীদারদের সম্বন্ধে আমি অনেক কথা শুনতে পাচ্ছি। আমার গৃহিণী সর্ব্বদা তাঁদের কথা কয়ে থাকেন। কাল শনিবার ছিল, তাই তিনি কালীঘাটে স্নান করতে পূজো দিতে গিয়েছিলেন। শুনে এসেছেন যে হরিহরপুরের জমীদারদের মা সোণার জবা ফুল দিয়ে শ্রীশ্রীকালী মাতার শ্রীচরণ পূজো করে' ব্রাহ্মণকে একশো টাকা দক্ষিণা দিয়ে গিয়েছেন।

ডেপুটি। তাঁরা কি অত্যন্ত ধনী?

রামতনু। ঐ কালীঘাটেই আমার গৃহিণীর সঙ্গে তাঁদের ম্যানেজার বাবুর স্ত্রীর সাক্ষাৎ হয়েছিল। গৃহিণী তাঁর মুখে শুনেছেন যে জমীদারের মার কাছে ছেলেদের অগণিত পাঁচ ঘড়া আকবরি মোহর আছে।

ডেপুটি। বলেন কি?

রামতনু। আরও শুনুন। ঐ জমীদারদের পুকুরে মাছের নাকে মুক্তোর নলক আছে। জলে সেই মাছেরা যখন নলক নেড়ে ঘুরে বেড়ায়, তখন বোধ হয় জলদেবীদের জলক্রীড়া মনে পড়ে যায়। সেই নলক নাড়া মাছ খেতে না জানি কত মধুর!

ডেপুটি। ঐ জমীদারেরা আমাদের পাড়ার ভবদেব উকিলকে একটা সোণার ঘড়ি চেন দিয়েছেন।

রামতনু। বটে?

ডেপুটি। জমীদারদের মা গঙ্গাস্নানে গিয়ে জলে ডুবে যাচ্ছিলেন,

ডুবন্তে তাঁকে উদ্ধার করেছিল। তাই কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ ঘড়ি চেন উপহার দিয়েছেন।

রামতনু। শুনেছি তাঁরা ভবানীপুরে একটা প্রকাণ্ড বাড়ীতে বাস করছেন। অনেক দাসদাসী, গাড়ী ঘোড়া আছে। আর চৌরঙ্গীতে একটা ভাল বাড়ী কেনবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছেন। জমীদার হওয়া, আর কলসী পূর্ণ মোহর থাকা—

রামতনু বাবুর কথা শেষ হইতে না হইতে আলুলায়িতবেণী শ্লথবেশা সৌদামিনী কক্ষমধ্যে বেগে প্রবেশ করিয়া ব্যগ্র কণ্ঠে ডাকিল—"দাদা মশায়, দাদা মশায়!"

তাহাকে দেখিয়া রামতনু বাবু বলিলেন, "এই যে দিদিমণি! কেমন আছ দিদিমণি?"

সৌদামিনী রামতনু বাবুর প্রশ্নে কর্ণপাত না করিয়া, বাতায়নপথে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া পূর্ব্ববৎ ব্যগ্রতার সহিত বলিল, "ঐ দেখ দাদা মশায়! ঐ সকালের সেই গাড়ী! গাড়ীর ভিতর ঐ দেখ সেই সুন্দর জমীদার বাবু।"

ডেপুটি বাবু ও রামতনু বাবু উভয়েই তাড়াতাড়ি চক্ষে চশমা লাগাইয়া, সৌদামিনীর অঙ্গুলিনির্দ্দেশানুযায়ী গবাক্ষপথে রাস্তায় দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, একটি সুদৃশ্য ল্যাণ্ডো গাড়ী আচ্ছাদন খুলিয়া ছুটিয়াছে। তাহাতে দুইটি বৃহদাকার কৃষ্ণবর্ণ ও তেজঃপূর্ণ অশ্ব সংযুক্ত রহিয়াছে। দেখিলেন, শকট মধ্যে এক যুবক বসিয়া রহিয়াছে। তাহার পরিধানে শুভ্র ও সূক্ষ্ম ধুতি; অঙ্গে শুভ্র ও সূক্ষ্ম রেশম রচিত ঈষৎ সুবর্ণখচিত চুড়িদার পিরাণ; স্কন্ধের মস্লিন উত্তরীয় শকটচালনবেগে ও সন্ধ্যাকালীন মৃদু মারুত স্পর্শে ধীরে ধীরে সঞ্চালিত হইতেছে। সেই উত্তরীয়ের গোলাপপুষ্পবৎ সুন্দর

সৌরভ তাঁহাদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। কিন্তু শকট দ্রুতবেগে নয়নপথের বহির্ভূত হওয়ায় তাঁহারা কেহই যুবকের মুখশ্রী অবলোকন করিতে পারিলেন না।

কিন্তু বালিকা সৌদামিনী, তাহার তরুণ নয়ন লইয়া যুবককে ভাল করিয়া দেখিল। এবং তাহার উত্তরীয় উদ্গিরিত সৌরভে মুগ্ধ হইয়া গেল।

গাড়ীটা চলিয়া গেলে রামতনু বাবু বলিলেন, "ওঃ! ইনিই হরিহর-পুরের জমীদার!"

সৌদামিনী বলিল, "ইনি ছোট ভাই—ছোট বাবু। বাবুটি দেখতে বেশ; নয় দাদামশায়?"

ডেপুটী বাবু সৌদামিনীর প্রশ্নের অন্য কোন সদুত্তর প্রদান করিতে না পারিয়া, নাতিনীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কহিলেন, "তুমি ভেবো না দিদিমণি, আমি পৃথিবী খুঁজে তোমার জন্যে ওর চেয়েও একটি সুন্দর বর এনে দেব।"

সৌদামিনী ভ্রুকুটি করিল; বলিল, "দূর, তা কেন! আমার জন্যে এখন বর আনতে হবে না। তা হলে তোমার দশায় কি হবে? কে তোমায় আদর করবে? কে তোমার পাকা চুল তুলে দেবে? না, দাদামশায়, এখন আমার বর খুঁজো না। কিন্তু ঐ রকম বড় বড় ঘোড়া, আর ঐ রকম গাড়ী! ঐ রকম গাড়ী চড়তে আমার বড় ইচ্ছে করে।"

রামতনু বাবু বলিলেন, "এর পর কত জুড়ি, কত চৌঘুড়ীতে চড়বে। কত সোণা রূপো হীরে মুক্তো পরবে। তোমার কোন ভাবনা নেই দিদিমণি! তোমার যে ভগবতীর মত রূপ আছে, কত রাজপুত্র এসে তোমার রাঙ্গা পায়ের তলায় মাথা পেতে দেবে; কত দেবতা এসে

ফুলচন্দন দিয়ে তোমার পূজা করবেন, তখন তোমার বুড়ো দাদামশায়কে —আর এই আমাদের—একটু মনে রেখো।"

সৌদামিনী রামতনু বাবুর কথার কোনও উত্তর করিল না; কিন্তু তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহার গুম্ফ ধরিয়া টানিয়া দিল। তাহার পর ধূলিলুণ্ঠিত অঞ্চল তুলিয়া লইয়া ছুটিয়া ভিতর বাটীতে পলাইয়া গেল।

ডেপুটি বাবু বলিলেন, "দিদিমণির মনটা খুব সরল; কিন্তু বড় দুরন্ত।"

রামতনু বাবু বলিলেন, "একটু বয়স হলেই সব সেরে যাবে। বিয়ের জল গায়ে পড়লেই একবারে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

ডেপুটী বাবু। শীঘ্র একটা সুবিধামত পাত্রের অনুসন্ধান করতে হবে। কাল সকালে একজন ঘটকের আসিবার কথা আছে। কাল সকালে সেই সময় আপনি একবার আসবেন।

রামতনু। নিশ্চয় আসব। আজ তবে উঠি।

ডেপুটি। সন্ধ্যার পর আসবেন ত? প্রভাকরের কাছে এক বাজি হেরে আছি; সন্ধ্যার পর শোধ দিতে হবে।

রামতনু। আজ সন্ধ্যার পর বাড়ীতে আমার একটু কায আছে; আজ আর আসতে পারব না। কাল সকালে অতি অবশ্য আসব। আমার আসবার পূর্ব্বেই যদি ঘটক এসে পড়ে, আপনি প্রভাকরকে দিয়ে একটু খবর পাঠাবেন। ওরে চিন্তামণি, গড়গড়াটা নিয়ে যা।

চিন্তামণি দরজার বাহিরেই অপেক্ষা করিতেছিল; আসিয়া গড়গড়া লইয়া গেল। রামতনু বাবু প্রস্থান করিলেন।

ডেপুটি বাবু বহির্ব্বাটীতে বসিয়া বসিয়া আপন মনে ভাবিতে লাগিলেন—"হরিহরপুরের সুন্দর জমীদারকে আমার দিদিমণির পছন্দ

হয়েছে। জমীদার বাবু আমাদের স্বঘর কি না, আর লেখাপড়া কিরূপ শিখেছেন বলতে পারিনে। জমীদার বাবু বিবাহিত কি না, তাও বলতে পারি নে। কিন্তু অমন ঐশ্বর্য্য, অমন রূপবান কোথাও পাওয়া যাবে না। কাল ঘটক এলে তাকে অনুসন্ধানে লাগাব। অত বড় জমীদার—তাঁরা কি আমাদের মত সামান্য ঘরে বিবাহ করবেন? কিন্তু আমার দিদিমণির মত সুন্দরী, বুদ্ধিমতী তাঁরা কোথায় পাবেন? দিদিমণি আমার ভুবনমনোমোহিনী—তাকে দেখলে, তাদের নিশ্চয় পছন্দ হবে। দিদিমণির বিয়ের ফুল ফুটেছে। আমার মন বলছে যে দিদিমণির ঐ হরিহরপুরেই বিবাহ হবে। তা না হলে, আজ হঠাৎ হরিহরপুরের নাম এতবার শুনব কেন? এ জীবনভোর বাঙ্গালা দেশের সকল যায়গায় ঘুরেছি, কিন্তু হরিহরপুরের নাম কখনও শুনিনি। আজ হঠাৎ হরিহরপুরের নামে কাণ ভরে গিয়েছে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

যদু খানসামা ওরফে যাদবচন্দ্র দাস।

যদু খানসামা এখন ভবানীপুরে একটি দ্বিতল বাড়ীতে বাস করিতেছিল। বাড়ীটি ক্ষুদ্র এবং তাহা একটি অপ্রশস্ত রাস্তার ধারে অবস্থিত ছিল। সেই বাড়ীর নিম্নতলে বহির্ব্বাটীতে বসিবার একটি ঘর ছিল। ঐ ঘরের একধারে দুইখানি যোড়া তক্তপোষের উপর, একখানি অমল ধবল জাজিম দ্বারা আচ্ছাদিত, একটি বিছানা সর্ব্বদা বিস্তৃত থাকিত; এবং তাহাতে সর্ব্বদা দুইটি তাকিয়া বালিশ শোভা পাইত। সেই ঘরের অন্যধারে কয়েকখানি চেয়ার ও একটি টেবিল ছিল। ভিতর বাটীতে নিম্নতলে তিনটি ও দ্বিতলে দুইটি কক্ষ ছিল। দ্বিতলের কামরাগুলির মধ্যে একটি শয্যাগৃহ, অন্যটিতে বসিবার জন্য মেঝেতে বিস্তীর্ণ শয্যা ছিল।

এখন উপন্যাসে বিস্তৃত রূপবর্ণনা প্রথা অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা কিন্তু পাঠকগণের অবজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া সেই অনাধুনিকী প্রথা অবলম্বন করিব। আমরা নাপিতকুলাবতংস এই যদু খানসামার রূপ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইব।

ইহা কঠিন কার্য্য। কারণ যদু খানসামার শকুন্তলার ন্যায় কিসলয়রাগ অধর নাই, কোমল বিটপানুকারী বাহু নাই, অঙ্গে লোভনীয় কুসুমের ন্যায় যৌবন নাই, আমরা কি লইয়া তাহার রূপ বর্ণনা করিব? যদু খানসামার লোললোচন এবং তাহাতে ইতস্ততঃ প্রেরিত কটাক্ষ নাই, কণিকণানিন্দিত কেশদাম এবং তাহাতে মনোমোহন বিন্যাস নাই,

তাম্বুলরাগরক্ত ওষ্ঠাধর এবং তাহাতে সুধাপূর্ণ সুহাসি নাই. সন্ধ্যাসমীরণ-সঞ্চালিত বনগুল্মলতার ন্যায় দেহ এবং তাহাতে জ্যোৎস্নানিন্দিত লাবণ্য নাই,—হায় হায়! আমরা কি লইয়া তাহার রূপ বর্ণনা করিব? তাহার ভ্রূ:ত ভ্রুকুটিলীলা নাই, নয়নকোণে বিদ্যুল্লীলা নাই, বক্ষে প্রেমান্দোলন নাই, পাদচারণে মরালনিন্দিত মধুর পারিপাট্য নাই, অবয়বে তরুণ প্রণয়তরঙ্গ নাই—আমরা কি লইয়া তাহার রূপ বর্ণনা করিব?

তোমরা বলিবে, যদুখানসামা পুরুষ; তাহাতে কামিনীগণের কোমল কমনীয়তা কোথায় পাইবে? পুরুষের সৌন্দর্য্যের অনুসন্ধান কর, তোমার রূপবর্ণনা সার্থক হইবে।

এস, তাই করি।—তাহাতে পৌরুষের অনুসন্ধান করি। হায় হায়! কোথায় সেই দুর্গপ্রাকার সদৃশ অভেদ্য বিশালবক্ষ? কোথায় সেই শালকাণ্ডসম প্রকাণ্ড বাহু? কোথায় সেই তপনতাপনতুল্য তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ? কোথায় সেই বিদ্যাদেবীর ক্রীড়াভূমির ন্যায় পৃথুল ললাট? সেই ললাটতলে অমোঘ অস্ত্রসম কোথায় সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি? খগরাজ-নিন্দিত কোথায় সেই গর্ব্বস্ফীত নাসা? সেই নাসাতলে মূর্ত্তিমতী প্রতিভার ন্যায় কোথায় সেই কৃষ্ণশ্মশ্রুসমাচ্ছন্ন অধরোষ্ঠ? নীরদনাদতুল্য কোথায় সেই গম্ভীর কণ্ঠস্বর? ভীমবর্ম্মসম কোথায় সেই বৃষস্কন্ধ? কোথায় সেই ভূকম্পন সদৃশ গজগমন? যদু বেচারার এ সকল কিছুই ছিল না।

তাহার ছিল, নাগরা জুতার ন্যায় লম্বা ও বক্র মুখমণ্ডল। কিন্তু এই নাগরা জুতার সহিত তাহার মুখমণ্ডলের তুলনা করায়, তোমরা আপত্তি উত্থাপন করিতে পার না। তোমরা জান যে এক্ষণে সে হরিহরপুর এষ্টেটের ম্যানেজার হইয়া ভবানীপুরে বাস করিতেছে,

অতএব তোমরা বলিবে যে, তত বড় একটা জমীদারীর ম্যানেজার বাবুর মুখের সহিত দেশীয় হেয় নাগরা জুতার তুলনা দেওয়া ভাল হয় নাই। থুড়ি! আমরা তবে সে মুখের সহিত ৫ অঙ্কের তুলনা করিব; কিন্তু সেই চন্দ্রবদনের সহিত চন্দ্র ব্যতীত অন্য কোনও তুলনায় যদি তোমাদের চিত্ততুষ্টি না হয়, তবে আমরা শুক্লা পঞ্চমীর চাঁদের সহিত তাহার তুলনা করিব। যদুর ললাট উচ্চ এবং বর্ত্তুলাকার; তাহার চিবুক লম্বা, এবং তাহা যেন তাহার তীক্ষ্ণ নাসিকাগ্রভাগকে চুম্বিত করিবার জন্য উর্দ্ধদিকে উঠিয়াছে। যদুর ললাট ও চিবুক এই দুইয়ের মধ্যভাগ নিম্ন। এই নিম্নভাগে যদুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটি, তীক্ষ্ণ নাসিকাটি এবং মুখবিবরটি সন্নিবেশিত ছিল। যদুর অধরৌষ্ঠ ছিল না; কেবল একটি মুখবিবর ছিল; এবং সেই বিবরমধ্যে ক্ষুদ্র মুক্তাশ্রেণীর ন্যায় দুই সারি শুভ্র ও সুমার্জ্জিত দন্ত ছিল। যদু প্রায়শঃ হাসিত না, কদাচিৎ দৈবক্রমে হাসিলে, তাহাতে তাহার মুখমণ্ডলের মাংসপেশী আকুঞ্চিত বা সম্প্রসারিত হইত না, কেবলমাত্র দৃঢ়বদ্ধ বদনবিবর ঈষৎ উদ্ভিন্ন হইয়া, তাহার শ্বেত দন্তশ্রেণী প্রকটিত করিত। কবিগণ কম্বুর সহিত সুকণ্ঠের তুলনা করিয়া থাকেন; যদুর কম্বুকণ্ঠ ছিল না। তাহার কণ্ঠকে নাসিকাকণ্ঠ বলা যাইতে পারে; কারণ তাহার কণ্ঠের মধ্যভাগে, রক্তশূন্য নাসিকার ন্যায়, মাংসাস্থিময় একটী বিকট পদার্থ সর্ব্বদা উচ্চ হইয়া থাকিত। কণ্ঠ হইতে যদুর দেহের সমুদয় অধোভাগ সর্ব্বদা কালো আলপাকার চাপকানে ও সাটিন জিনের পায়জামায় আচ্ছাদিত থাকিত, এজন্য আমরা তাহার বাহুর, তাহার বক্ষের, তাহার উদরের, তাহার উরুর এবং গুল্ফের বিস্তারিত বিবরণ দিতে সমর্থ হইব না। কিন্তু বাহির হইতে অনুমান করা যাইতে পারিত যে যদুর অবয়বের কোন অংশ মেদমাংসভারে প্রপীড়িত নহে। তাহার

করতল এবং অঙ্গুলিসকল তাহার দেহের ন্যায় ক্ষুদ্র এবং পরিশুষ্ক; তাহাতে তীক্ষ্ণধার নখর থাকিলে শ্যেনপক্ষীর পদতলের সহিত তুলনা হইতে পারিত। নীল আকাশে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, যমুনার নীল জলে ভাসমান কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায়, পদ্মপত্রস্থিত লুচির ন্যায়, উলুবনে জলপূর্ণ ডোবার ন্যায়, যদুর শিরোপরিভাগে শুভ্রকেশদাম বেষ্টিত একখণ্ড টাক ছিল। এই টাকের মধ্যভাগে একটি অর্ব্বুদ ছিল। ঐ অর্ব্বুদে সাদরে হাত বুলাইয়া যদুর মনোমোহিনী বলিত—"অন্য লোকের চেয়ে তোমার যে বেশী বুদ্ধি আছে, তা তোমার এইটীতে জমা থাকে।" তখন নিমীলিত নেত্রে গদ্‌গদ্ কণ্ঠে যদু বলিত—"আরে—নাঃ।"

যদুর ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটির এই বিশেষত্ব ছিল যে, তাহাতে কখনও তাহার হৃদয়ভাব প্রকাশ পাইত না; তাহা চিত্রার্পিত কৃষ্ণবর্ণ তারাদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইত।

কোথায়, কোন দেশে, কোন মহৎ বংশে যদু জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহার বিস্তারিত ইতিহাস জনসমাজে প্রচলিত ছিল না; লোকে কেবল জানিত যে সে নাপিতপুত্র। অধুনা যদু হরিহরপুর এষ্টেটের ম্যানেজার হওয়ায় লোকে এই জ্ঞানও হারাইয়াছিল।

আমরা বলিয়াছি যে যদুর দেহ সর্ব্বদা চাপকান ও পায়জামাতে আচ্ছাদিত থাকিত। কেবল শয়নকালে রাত্রে সে ধুতি পরিধান করিত। বাহিরে কোনস্থানে যাইতে হইলে, যদু চাপকানের উপর চোগা এবং মাথার উপর কালো মকমলের গোল টুপি পরিত। তাহার বাসাটীতে কেহ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে যে যুক্ত করপুট ঊর্দ্ধে তুলিয়া উদ্‌ভিন্ন মুখবিবর হইতে দন্তদুইটা ঈষৎ প্রকটিত করিয়া এবং তাহার বর্ত্তুল ললাট ঈষৎ আনত করিয়া তাহাকে নমস্কার করিত। কিন্তু কদাচ কাহারও সহিত দীর্ঘ বাক্যালাপ করিত না, একটী হাঁ

বা একটী না বারা তাহার কথোপকথন কার্য্য সম্পাদিত হইত। সে জানিত যে সে বিদ্যাহীন, লোকের সহিত কথা কহিলে তাহার বিদ্যাহীনতা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। সে অত্যন্ত নিঃশব্দ পদক্ষেপে চলিতে পারিত। সে কখনও কোন মাদক দ্রব্য সেবন করিত না; কেহ কখনও তাহাকে এক পেয়ালা চাও খাইতে দেখে নাই। সে দিবারাত্র মধ্যে কেবল মাত্র দুইটী তাম্বুল চর্ব্বণ করিত।

প্রায় বার বৎসর পূর্ব্বে, তাহার ত্রিশ বৎসর বয়সে যদু ছয় টাকা বেতনে সামান্য ভৃত্যরূপে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। পরে তীক্ষ্ণ চতুরতার গুণে সে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রধান খানসামা হইয়াছিল। এই কার্য্যের জন্য সে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট মাসিক বাইশ টাকা বেতন পাইত। তদ্ব্যতীত শ্যালকত্রয়ের নিকট হইতে সে মাসে মাসে পঞ্চ মুদ্রা প্রাপ্ত হইত। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মৃত্যুর পর সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া, ভবানীপুরে আসিয়া লুকাইয়া ছিল; এবং গোঁফ দাড়ি কামাইয়া, বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া হরিহরপুর এষ্টেটের ম্যানেজার হইয়াছিল। এক্ষণে সে শ্যালকত্রয়ের নিকট হইতে এক কালে পাঁচশত টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিল; এবং আশা পাইয়াছিল যে, ভবিষ্যতে কার্য্যোদ্ধারের পর, সে আরও দশহাজার টাকা পাইবে।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সংসারে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে যদু বৌবাজারে অন্য এক ভদ্র ব্যক্তির বাটীতে পাঁচ টাকা বেতনে চাকরের কার্য্য করিত। সেই বাটীতে তারা নাম্নী এক কুচরিত্রা যুবতী দাসীর কার্য্যে নিযুক্তা ছিল। তাহার হাবভাবময় যৌবনলীলা দেখিয়া যদুর মন, জীবনে সেই প্রথম বিচলিত হইয়া উঠিল। প্রেমের উত্তাল তরঙ্গে সে আপন জীবনতরী ভাসাইল। সে আপন সর্ব্বস্ব লইয়া প্রাণপণ সাধনায় তারাকে তুষ্ট করিল। কিন্তু গৃহস্থের বাটী প্রেমিক প্রেমিকার

উপযুক্ত লীলাভূমি নহে; এজন্য তাহারা উভয়েই পদচ্যুত ও বিতাড়িত হইয়াছিল। এক বিগতযৌবনা বারবনিতার বাটীতে যদু এ৹ কুঠারি ভাড়া লইয়া, তথায় প্রণয়িনীকে প্রতিষ্ঠিত করিল, এবং নিজে চাকুরীর সন্ধানে ফিরিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সংসারে প্রবিষ্ট হইল।

এই তারা এক্ষণে হরিহরপুর এষ্টেটের ম্যানেজারগৃহিণী হইয়া ভবানীপুরে যদুর বাসা বাটীতে বাস করিতেছিল। আর যে গতযৌবনা বারবনিতার বাসাবাটীতে তারা পূর্ব্বে বাস করিত, সেই এক্ষণে হরিহরপুরের জমীদারদিগের পুণ্যময়ী মাতা হইয়া ভবানী-পুরের বৃহৎ বাটীতে থাকিয়া, রূপার কোশাকুশী লইয়া দেবারাধনা করিতেছিল; কালীঘাটে যাইয়া সোণার জবাফুলে কালীমাতার পদ-বন্দনা করিতেছিল; মুর্শিদাবাদের গরদ পরিয়া ক্রহাম চড়িয়া, গঙ্গাস্নান করিতেছিল। তোমার ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইও না; তোমরা ত দেখিয়াছ, আমাদের এই পৃথিবীতে কত কুচরিত্রা আপনাকে সাধ্বী বলিয়া পরিচিতা করিয়াছে, কত পাপিষ্ঠা আপনাকে সাবিত্রীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী বলিয়া মহা দর্প প্রকাশ করিয়াছে।

আমরা বলিয়াছি যে, যদু যে বাটীতে বাস করিত, তাহার দ্বিতলে দুইটী কক্ষ, ছিল; একটী শয়ন কক্ষ, অন্যটী বসিবার ঘর। বসিবার ঘরে ম্যানেজার-মহিষী সমাগতা পল্লিবাসিনীগণের সহিত সদালাপ করিতেন। আমরা যেদিনের কথা লিপিবদ্ধ করিতেছি, সেইদিন দ্বিপ্রহরে সেই ঘরে কলকলভাষিণী কোন পল্লীকামিনীর আবির্ভাব না হওয়ায়, আহারাদির পর যদু একটী বালিশে ঠেশ দিয়া, প্রিয়তমার বাক্যসুধা পান করিতেছিল।

তারা বলিল, "মাগী মাছের মত সাঁতার দিতে পারে; গলায় পাথর বেঁধে গঙ্গার মাঝখানে ফেলে দিলেও ডোবে না, শুশুকের মত ভেসে

ওঠে। মাগী এক হাঁটু জলে ডুবে যাবার ভান দেখিয়েছিল ভাল। সেই মিন্সেটা কি বোকা;—এই ভানটা আর বুঝে উঠ্‌তে পারলে না; মিন্সে কেমন করে ওকালতী করে! কিন্তু যা হোক, মিন্সে বোকামী করে বেশ লাভ করে নিলে। তুমি সকালবেলা বলছিলে যে কেদার বাবু তাকে একটা সোণার ঘড়ি ও চেন দিয়াছেন।"

যদু। সত্যই দিয়েছেন।

তারা। শুনলাম, শেয়ালদহ ডেপুটী বাবুর বাড়ীর কাছে লোকটা বাস করে, আর ডেপুটি বাবুর বাড়ীতে হামেসা আনাগোনা করে। আমি শুধু ভাবছি যে, মাগী কি করে জানলে যে ডেপুটি বাবুর পাড়ার উকীল ঠিক সেইদিন সেই সময় সেই ঘাটে গঙ্গাস্নান করাত আসবে?

যদু। আমি আগে খবর দিয়েছিলাম।

তারা। তা আমি আগেই বুঝতে পেরেছি। তুমি বোধ হয় কোন কৌশলে খবরটা আগে জানতে পেরেছিলে?

তারা যদুর আরও নিকটবর্ত্তিনী হইল; আপন অলক্তরঞ্জিত করতলদ্বারা তাহার বর্ত্তুল ললাট স্পর্শ করিয়া বলিল, "তোমার মত বুদ্ধি আমি কখনও দেখি নি। তোমার এই মাথাটিতে যে কত বুদ্ধি পোরা আছে তার ঠিকানা নেই। তোমার বুদ্ধি না পেলে কেদার বাবু কিছুই করতে পারতেন না। তুমিই ত ফিকির করে সেই দিন জেনে এসেছিলে, যে রামতনু বাবুর গিন্নী কালীঘাটে আসবে; আর আমাকে সেই কথা শিখিয়ে সেখানে তার সঙ্গে দেখা করতে পাঠিয়েছিলে। সেই উকিল আর রামতনু বাবুর গিন্নী এখন ডেপুটী বাবুর পাড়াটা মাতিয়ে তুলবে। তুমি এত কায করছ, কেদার বাবু কেবল তোমাকে দশহাজার টাকা দেবে?

যদু। হ্যাঁ।

তারা। আর কিছু দেবে না?

যদু। এখন ত কেবল দশ হাজার টাকা দেবার কথা আছে পরে কৌশল করে আরও কিছু আদায় করতে হবে।

তারা। আমি যে এত কায করছি, আমাকে কিছু দেবে না?

যদু। আমি কেদার বাবুকে বলব।

তারা। হ্যাঁগা! এই যে দশ হাজার বলছ, সে কত টাকা? তাতে কত ভরি সোণা হবে? এবার কিন্তু আমার গোটটা ভেঙে তাতে আর দশ ভরি সোণা দিয়ে একটা মোটা বিছে গড়িয়ে দিতে হবে।

যদু। দেবো।

তারা। আর পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ভূতি দিদির মতন একখানা ভাল বারাণসী কাপড় কিনে দিতে হবে।

যদু। দেবো।

তারা। আর বারো মাস পরবার জন্যে যেমন যষা চেন দেবে বলেছিলে। আর, আটপউরে চুড়িগুলো ভেঙে ভাল করে গড়িয়ে দিও।

যদু। দেবো, সব দেবো, তুমি যা চাইবে সব দেবো।

তারা। আর দেখ, আমার নামে তুমি একখানা ছোটখাট বাড়ী কিনো,—পাঁচজনের সঙ্গে আর একবাড়ীতে থাকতে পারব না। বৌবাজারের সেই ঘরটিতে থাকতাম, অন্ত পাঁচজন এসে দরজা ঠেলত, আর তুমি আমার অকলঙ্ক চরিত্রে সন্দেহ করতে। আলাদা বাড়ীতে থাকলে, তোমার আর কোনও সন্দেহ থাকবে না।

যদু। নাঃ।

তারা। তা হলে বাড়ী কিনবে?

যদু। কিনব।

তারা। আমার নামে কিনবে ত?

যদু। তোমার নামেই কিনব।

এই শুভ সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া, তারা আদরে যদুর টাকে এবং তন্মধ্যবর্ত্তী বুদ্ধির সেই গোলকে হাত বুলাইয়া দিল; তৎকালে সেই গোলকটি উজ্জ্বল হইয়া রাজমুকুটের মধ্যমণির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

এস ইত্যবসরে আমরা তারাকে একবার দেখিয়া লই। আমরা বৃদ্ধ; আমরা প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রত্যহ পৌরাণিকী ব্যভিচারিণী-গণকে স্মরণ করিয়া মহাপাতক নাশ করি।—

"অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চ কন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতক নাশনম্॥"

তারার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা কলঙ্কিত হইব না। তোমাদের যদি ভয় থাকে, তোমাদের পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া, তোমরা একবার তোমাদের পুণ্যদৃষ্টি আবৃত কর।

তারা শ্যামাঙ্গিনী, হৃষ্টপুষ্টা, এবং ক্ষুদ্রদেহা। তাহার কপালটি ছোট,—কিন্তু সবই কামিনীজনসুলভ কমনীয়তায় পূর্ণ। তাহার সেই ক্ষুদ্র ললাট প্রসন্ন, ও কুঞ্চিতালকদাম পরিবেষ্টিত; তাহার সেই ক্ষুদ্র চক্ষু ঘন ও দীর্ঘ কৃষ্ণপক্ষ্মে সমাচ্ছন্ন; তাহার সেই ক্ষুদ্র অধরোষ্ঠ সরস প্রবালসদৃশ। নিবিড়নিতম্বিনী—তারার নধর দেহ, সুগোল বাহু; তাহার করতল ও পদতল ক্ষুদ্র ও মাংসল। দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে তারা যুবতী ছিল; দ্বাদশ বৎসর পরে, তাহার ত্রিংশ বৎসর বয়সে, এখনও সে যুবতী; বুঝি বা আরও দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইলেও, তাহার যৌবন অব্যাহত থাকিবে। এক শ্রেণীর স্ত্রীলোক আছে, তাহারা কখনও বৃদ্ধ হয় না; স্থিরযৌবনা, তারা সেই শ্রেণীর স্ত্রীলোক।

তারা যদুর সেবায় সন্তুষ্টা হইয়া, যদুকে ভালবাসিতে শিখিয়াছিল, কিন্তু সে ভালবাসায় একটু 'কিন্তু' ছিল। চাকুরিয়া বাবু চাকুরী ভাল-বাসেন বলিয়া কি উপরি পাওনা ভালবাসেন না? তারাও ঐরূপ দুই-একটা উপরি পাওনার প্রত্যাশা করিত। আমাদের সুধীরনাথ তারার একটি উপরি পাওনা। ধূর্ত্ত যদুর সমস্ত ধূর্ত্ততা তারার প্রেমতরঙ্গে ভাসিয়া যাইত, তাই সে কখনও সুধীরনাথকে সন্দেহ করিবার অবসর পায় নাই। তারার আরও উপাসক ছিল। সুধীরনাথ ও অন্য উপাসকগণ কিরূপে তারার পূজা করিতে আসিত, তাহা তোমরা এখনই দেখিতে পাইবে।

যদুর বুদ্ধির গোলকে হাত বুলাইতে বুলাইতে, বহির্দ্বারে একখানা শকটচক্রের শব্দ তারা কাণ পাতিয়া শুনিল। শুনিয়া সে যদুকে বলিল, "বোধ হয় মল্লিক গিন্নী আসছে। সেদিন তার সঙ্গে কালীঘাটে আলাপ হয়েছিল; তার স্বামী কোন্ আফিসের ক্যাসিয়ার। বলেছিল, আজ আমাদের বাসায় আসবে। তাই বুঝি এসেছে। এখনই চলে যাবে এখন। তুমি একটু বাইরের ঘরে গিয়ে ব'স।

যদু তাহাই করিল।

তারা নিম্নে আসিয়া দেখিল যে বহির্দ্বারের নিকট একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহার দ্বার রুদ্ধ। তারা গাড়ীর নিকটে আসিয়া রুদ্ধদ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত করিল; এবং গাড়ীর ভিতর-যে লোক ছিল, তাহার সহিত কি কথা কহিয়া একটু হাসিল। পরে, আমাদের পূর্ব্ব-কথিত বাহিরের ঘরে যদুর নিকট আসিয়া বলিল, "যা বলেছিলাম, তাই। মল্লিক-গিন্নী এসেছে, কিন্তু গাড়ী থেকে নামতে চাচ্ছে না।"

যদু মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন? এতর এসে গাড়ী থেকে নামছে না কেন?"

তারা যদুর মুখের কাছে মুখ আনিয়া বলিল, "বলছে ম্যানেজার বাবু রয়েছেন, যদি দেখতে পান, লজ্জায় মরে যাব। মাগী ভারি লাজুক।"

যদু তাড়াতাড়ি কালো আলপাকার চোগাটি গায়ে দিয়া এবং কালো মখমলের গোল টুপিটি মাথায় দিয়া বলিল, "আমি এখনই যাচ্ছি; শেয়ালদয়ে কায আছে। তুমি ওকে গাড়ী থেকে নামিয়ে উপরে নিয়ে যাও। আজ বাবুদের বাড়ীর দোল দুর্গোৎসবের গল্পগুলো খুব জাঁকাল করে ওকে শুনিও, বুঝেছ?"

তারা হাসিয়া বলিল, "বুঝেছি।"

যদু চলিয়া গেল।

তারা বহির্দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া, যদুর নিঃশব্দ পদক্ষেপ লক্ষ্য করিতে লাগিল। ক্রমে দূর পথপ্রান্তে যদু অদৃশ্য হইল। তখন চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আবার গাড়ীর নিকট আসিয়া তাহার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বলিল—"ভু—উ—উ।"

সুধীরনাথ গাড়ী হইতে নামিয়া বলিল—"এই—এই—কি করে'—এই তাড়ালে?"

নবম পরিচ্ছেদ

শ্যালকত্রয় ও বিধুভূষণ গোস্বামী।

সন্ধ্যার পর সুবাসিত উত্তরীয় দুলাইয়া, সুধীর টলিতে টলিতে বাড়ী ফিরিলে, কেদারনাথ বলিল, "ভাই, তোমাকে এত করে বোঝালাম, তবু তুমি এই সামান্য কয়েকটা দিনের জন্যে আর ঐটে বন্ধ করতে পারলে না? দেখছি তুমি একটা গোলযোগ ঘটাবে, আমাদের সব মতলব পণ্ড করে দেবে।"

সুধীর বলিল, "বড়দাদা!—এই—তুমিও ত, বড়দাদা,—এই—ঐটে —এই এখনও খাও।"

কেদার। আমি খাই রাত্রি দশটার পর। আমি খাই, শোবার ঘরে বসে দরজার কপাট দিয়ে। আর তার পর আর কারও সঙ্গে দেখা করিনে। আমার খাওয়া কাগে-কোকিলে জানতে পারে না। তুমি দিনের বেলায় খেয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াও, ঐ ত খারাপ। রাস্তার লোক যদি জানতে পারে, আমাদের সব মাটী হবে। মাতাল বলে তোমার বদনাম রটলে, আর সে কথা ডেপুটি বাবুর কাণে উঠলে হরিহরপুরের জমিদারের বাবা এলেও, ডেপুটীবাবু আপন নাতনীর সঙ্গে তার বিয়ে দেবে না।

সুধীর। তা হলে,—এই—আজ থেকে,—এই—ঘরে—এই—খিল দিয়ে খাব।

কেদার। তাতে এক বোতলের জায়গায় দু' বোতল খাও, তাতেও আমার আপত্তি নেই। আমার কেবল অনুরোধ, রাস্তায় একটা

কেলেঙ্কারী করে লোকের কাছে বদনাম রটনা কোরো না। তা হলে আমাদের সর্ব্বনাশ হবে। অল্পদিনের মধ্যে, বিনা পরিশ্রমে দুই কোটি টাকা হস্তগত করতে হলে, অতি সাবধানে চলতে হবে।

সুধীর। আমি—এই—খুব—এই সাবধানে চলব।

কেদার। দেখ, সাধারণ লোকের কাছে সব চেয়ে বেশী আদর টাকার; তাদের কাছে দেখাতে হবে যে আমরা অগাধ ধনে ধনী, আর ধন খরচ করতেও পারি। কিন্তু ডেপুটি বাবুর কাছে শুধু ঐশ্বর্য্য দেখালে চলবে না; সে বিজ্ঞ বুড়ো শুধু ঐশ্বর্য্য দেখে ভুলবে না; তার কাছে যথেষ্ট গুণ দেখান চাই।

সুধীর। আমার—এই—বি-এ পাসের—এই সার্টিফিকেট আছে—দেখাব।

কেদার। শুধু বিদ্যার দৌড় দেখালেই চলবে না; ডেপুটিবাবু চরিত্রের গুণ খুঁজবে। আবার ডেপুটিবাবুর নাতনীর কাছে, কেবল ঐশ্বর্য্য আর গুণ দেখালে চলবে না, তাকে চক্‌চকে রূপও দেখান চাই। এই জন্যে তোমাকে সর্ব্বদা ভাল ভাল সাবান, ভাল ভাল খোস্‌বো, আর ভাল ভাল তেল মাখতে হবে; সাহেব বাড়ীতে চুল কাটাতে হবে; রকম বেরকমের পোষাক পরিচ্ছদ পরতে হবে; এবং ভাল ভাল জিনিষ খেয়ে দেহটা মাংসল করতে হবে।

সুধীর। আমি—এই—সবই ত করি। মাখম, ঘি, দুধ,—এই সব খাই। আর—এই—নাবার জলে—এই—দেবার জন্য—এই টয়লেট য়্যামোনিয়া, আর—এই গায়ে মাথায় জন্যে এই—ভেস্‌ট্যাল ভিনোলিয়া সাবান—এই সব আর—এই হেজলিন্ স্নো এই—সবই ত কিনেছি।

কেদার। তোমার চেহারাও আর সে চেহারা নেই। আর্শিতে দেখো, এখন আগেকার চেয়ে দশগুণ উজ্জ্বল হয়েছে।

সুধীর। এই—সত্যি—বড়দাদা, আমার এই চেহারাটা—এই—খুব—এই—যেমন ছিল—এই—এমন সুন্দর কখনও দেখিনি।

কেদার। এখন খুব সাবধান, ভাই, এখন যেন কোন মাগীর কথায় ভুলো না। মাগীরা কার্য্যোদ্ধার করতে কি না বলে? সাবধান!

যে কক্ষে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ সহোদর উপরিউক্ত কথোপকথনে নিযুক্ত ছিল, কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে, তথায় মধ্যম অঘোরনাথ আসিয়া একটা আসনে উপবেশন করিয়াছিল। সে বলিল, "এই লোকে কথায় বলে, সাবধানের বিনাশ নেই। আমি একবারে একের নম্বর হুঁসিয়ার হয়েছি বাবা! কেল্লার দরজায় গোরা পাহারা! মাথায় একটি বদ্‌খেয়াল ঢোকবার যো নেই।"

কেদার। আরও দিন কতক চুপ করে থাকতে হবে। তার পর টাকাটা একবার হস্তগত হলে হয়! তার পর যা ইচ্ছে কোর; দিনরাত ধরে, মনের মত তুশো মজা লুঠো।

অঘোর। বড়দা! আমি তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, আজ আমি একটা চাল চেলেছি।

কেদার। কি চাল?

অঘোর। বাবা! আমার এ কাঠবিড়ালীর চাল। ত্রেতাযুগে যখন লঙ্কার রাবণ সীতাহরণ করেছিল, তখন রামকে লঙ্কায় নিয়ে যাবার জন্যে বানরেরা সেতুবন্ধ রামেশ্বরে এক পুল বেঁধেছিল; সেই সময় এক কাঠবিড়ালী তাদের সাহায্য করেছিল; লেজে আধ তোলা বালি নিয়ে পুলের উপর লেজ ঝেড়ে দিয়েছিল। তোমাদের বড় বড় চালের উপর, আমার চালটা যেন কাঠবিড়ালীর আধ তোলা বালি।

কেদার। কিন্তু চালটা কি?

অঘোর। ঘটক বেটা কি চেঁচায়। বেটার কাছে কি আমি কথা কইতে পারি? বাবা! যেন ঢাকের কাছে ট্যাম্‌টেমি!

কেদার। ঘটকের সঙ্গে তোমার কোথায় দেখা হয়েছিল?

অঘোর। জগুবাবুর বাজারের কাছে রাস্তায়।

কেদার। সে তোমাকে কি বল্লে?

অঘোর। বেটা জিজ্ঞাসা করলে যে, আমরা দুই বড় ভাই, আমরা কি কখন উদ্বাহ করব না? বেটা বিবাহ বলে না, বলে উদ্বাহ। বাবা! বেটার কি গলার আওয়াজ! যেন বিশ্বেশ্বরের ষাঁড়!

কেদার। ঘটকের কথায় তুমি কি উত্তর দিলে?

অঘোর। আমি বল্লাম, বাবা! আমাদের ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা; আমরা হাজার টাকা দামের ইষ্টাম্পো কাগজে স্পষ্টাক্ষরে লিখে দেব যে আমরা ইহজীবনে কস্মিন কালে বিবাহ করব না।

কেদার। ঘটক সেখানে গিয়ে বলবে যে আমরা কখনও বিবাহ করব না। সুতরাং কখনও আমাদের সন্তানাদি হবার সম্ভব থাকবে না। অতএব ভবিষ্যতে সুধীরকুমার আর তার পুত্র পৌত্রাদিগণই নির্ব্বিবাদে সমস্ত অখণ্ড হরিহরপুর এষ্টেটের একমাত্র সত্বাধিকারী হবে। ডেপুটিবাবু মনে করবে যে কালক্রমে তার নাতিনীই, একলক্ষ টাকা আয়ের হরিহরপুর এষ্টেটের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হবে। বাঃ, এ একটা বেশ চাল বটে।

অঘোর। বাবা! এ যে তুমি উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে দিয়ে বসলে। ওটা আমার চালই নয়; কবে কোন কালে, ডেপুটিবাবুর নাতিনী কিম্বা তাহার পুত্র পৌত্র হরিহরপুর এষ্টেটের সম্পূর্ণ মালিক হবে, তাতে কি আর ডেপুটিবাবুর মন উঠত! তা আমার চালই নয়; আমার চাল কি, এখনও তোমাকে বলি নি।

কেদার। তবে বল শুনি।

অঘোর। আমি ঘটককে বল্লাম যে, সুধীর ভায়ার বিবাহের আগে আমরাও আমাদের জমীদারীর আপন আপন অংশ, রেজিষ্টারিকৃত দানপত্রের দ্বারা সুধীর ভায়াকে দান করব। এবং আমরা দুই জ্যেষ্ঠ ভাই, আমাদের পুণ্যময়ী মাতাঠাকুরাণীকে নিয়ে কাশীবাসী হয়ে বাবা বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ খাব।

কেদার। বাঃ বাঃ! বেশ কথা তুমি ঘটককে বলেছ। এ একটা চাল বটে। শুনে ঘটক কি বল্লে?

অঘোর। বলবে আর কি? বেটা একেবারে চুপ হয়ে গেল।—যেন জোঁকের মুখে নুণ পড়ে গেল।

কেদার। চার দিকেই আমাদের কাযের বেশ সুবিধা হচ্ছে; চারদিক থেকেই সুসংবাদ পাচ্ছি। কিন্তু খরচ বড় বেশী হয়ে যাচ্ছে। প্রথমে আসবাব, পোষাক, হীরে, মুক্তো, সোণা, রূপো প্রায় তের হাজার টাকার কিনতে হয়েছিল। বেশীর ভাগ হীরে মুক্তো অবশ্য নকল; রূপোর বাসনও বেশীর ভাগ পিতল ও তামার উপর গিল্‌টি করা। কিন্তু ধরা পড়বার ভয়ে, কতকগুলি আসল জিনিষও রাখতে হয়েছে; রূপোর বাসনেই পাঁচ হাজার টাকারও বেশী পড়ে গেছে। তার পর, যে রকম বড়মানুষী করা হচ্ছে, তাতেও মাসে মাসে পাঁচ ছ' হাজার টাকা খরচ হলে, এ দু' মাসের মধ্যে আমাদের সমস্ত পুঁজি শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আমার মনে বিলক্ষণ আশা আছে যে, একটু বুদ্ধি খরচ করতে পারলে দু' মাসের মধ্যেই, অর্থাৎ আগামী অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমেই শুভবিবাহ হয়ে যাবে।

অঘোর। দিদির সেই মুক্তোর মালাটা? বাবা! এক একটা মুক্তো যেন এক একটা কাশ্মীরী মটর! আমরা সেটা খুব লুকিয়ে-

ছিলাম। বাবা! বুড়ো সেটার জন্তে দিনকতক যে ছটফট করেছিল! —যেন কাটা ঘায়ে নুণের ছিটে। বড়দাদা, সেই মালাটা তোমার কাছে আছে ত?

কেদার। আছে বৈকি? তা এখন খুব কাযে লাগবে।

সুধীর। সেই মালা থেকে—এই—আমাকে, বড়দাদা,—এই দুটো মুক্তো খুলে দিতে হবে। এই—আমি—একজনকে দেব বলেছি; সে তার—এই নূতন—এই—নথে লাগাবে।

কেদার। মালাছড়াটা আপাততঃ বন্ধক রাখতে হবে;—বোধ হয় দশহাজার টাকা পাওয়া যাবে। এখন কেবল টাকা চাই; এখন টাকার অভাব হলে আমাদের কৌশল নষ্ট হয়ে যাবে। সুধীর ভাই, ডেপুটীবাবুর নাতনীর সঙ্গে আগে তোমার শুভবিবাহটা হয়ে যাক, বুড়োর টাকাটা আমাদের হস্তগত হোক, তার পর যাকে ইচ্ছা তুমি দু হাতে মুক্তো বিলিও। কেবল দুটো মাস একটুখানি কষ্টস্বীকার করে, সকল অভাব সহ্য করতে হবে। দু'মাস সবুর কর ভাই।

অঘোর। বাবা! কথায় বলে, 'সবুরে মেওয়া ফলে।'

সুধীর। এই দুমাসে—এই—মানুষটা—এই—মুক্তো না পেলে—এই যদি—এই—হাতছাড়া হয়ে যায়?—এই—তখন?

অঘোর। বাবা! দুই কোটি টাকা হস্তগত হলে, মানুষের চৌদ্দ-পুরুষ আমাদের তুড়িতে উঠবে, বসবে, নাচবে।—এই বলিয়া অঘোর তিনটা তুড়ি দিল।

সেই কক্ষমধ্যে একজন ভৃত্য প্রবেশ করায় ভ্রাতৃত্রয় আপন আপন বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া, তাহার দিকে প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিল। সে বলিল, "হুজুর আটটা বেজে গেছে। বামুনঠাকুরদের আপনাদের খাবার দেওয়ার কথা বলব কি? রওই সব শেষ হয়েছে।"

কেদার জিজ্ঞাসা করিল, "আজ বাইরের লোক কেউ খাবে কি? কাকেও কি নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল?"

ভৃত্যদের প্রতি কেদারনাথের আদেশ ছিল যে, তাহাদের গোচরে তিনি কোন লোককে আহারে কোন দিন আহ্বান করিলে, ভৃত্যেরা তাহা স্মরণ করিয়া রাখিবে; এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিবে; এবং যথা-সময়ে উহা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিবে। এই সকল তুচ্ছ ব্যাপারের জন্য তিনি যে আপনার মূল্যবান মস্তককে পীড়িত করিতে চান না, ইহা ভৃত্যগণ বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল।

কেদারনাথের প্রশ্নে ভৃত্য বলিল, "আজ্ঞে! কাল পদ্মপুকুরের বিধু-বাবুকে খেতে বলেছিলেন।"

কেদার। সে এসেছে কি?

ভৃত্য। আজ্ঞে হুজুর! তিনি চুপ করে বৈঠকখানা ঘরে বসে আছেন।

কেদার। আচ্ছা. তাকে উপরের ঘরে ডেকে দে। আর ঠাকুরকে খাবার দিতে বল। চারটে আসন হবে।

প্রভুর আদেশ গ্রহণ করিয়া ভৃত্য প্রস্থান করিল।

কেদারনাথ সুধীরের দিকে ফিরিয়া বলিল, "সুধীর ভাই! তুমি ঐ কোচখানায় বসো; তোমার মুখে এখনও খুব গন্ধ রয়েছে।"

সুধীর সরিয়া বসিল।

বিধুবাবু—বিধুভূষণ গোস্বামী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার দীর্ঘ শিখা, গলায় তুলসীমালা, নাকে তিলক এবং মুখে হরিনাম। তিনি ঐ সকল লজ্জাহীন নির্লজ্জগণকে মহা অধার্ম্মিক মনে করিতেন; কিন্তু কেদার প্রভৃতির ঐ রূপ লজ্জা না থাকিলেও, তাহাদের ঐশ্বর্য্য-গৌরবে তিনি তাহাদিগকে অধার্ম্মিক মনে করিতেন না। তাঁহার গায়ে নীল

আলপাকার কোট, পরণে কল্কাপাড় ধুতি, পায়ে পম্পশু, এবং স্কন্ধে কোঁচান চাদর। তাঁহার দীর্ঘ দেহ, সজল চক্ষু এবং শ্যামবর্ণ। তাঁহার বয়স পঞ্চাশ অতিক্রম করিয়াছিল। কিরূপে তাঁহার জীবিকানির্ব্বাহ হইত সংসারে তাহা প্রচারিত ছিল না।

তাঁহাকে দেখিয়া, কেদারনাথ তাহার কৃষ্ণশ্মশ্রুতে হাত বুলাইয়া বলিল, "আসুন আসুন! আসতে আজ্ঞা হোক। নমস্কার! ওরে! তামাক নিয়ে আয়।"

বিধুবাবু বলিলেন, "হরি হে দীনবন্ধো! আজ আপনারা তিন ভ্রাতাই অধিষ্ঠান হয়েছেন! নমস্কার, নমস্কার! আপনারা কেমন আছেন হুজুর?"

কেদার। আপনাদের আশীর্ব্বাদে এক রকম ভালই আছি।

বিধু। দীনবন্ধু হরিই মূলাধার! আমরা উপলক্ষ মাত্র। তবে হুজুরদের শুভকামনা করে আমি প্রত্যহ দশটি সচন্দন তুলসীপত্র নিবেদন করে থাকি। হরি হে, তুমিই সত্য! আহা! আমার ইচ্ছা হয় যে হুজুরদের সঙ্গে একবার হরিহরপুর যাত্রা করি। নগরের নাম শুনে আমার লালাস্রাব হয়, —হরিহরপুর!—আহা, পরম পবিত্র তীর্থ!

কেদার। আমাদের পক্ষে তাই বটে। একে ত জন্মস্থান; তার উপর পূর্ব্বপুরুষদের কীর্ত্তি কলাপ,—দেব, দেবালয়, মন্দির! আমাদের শঙ্করদীঘির ঈশান কোণে সংপ্রতি আমাদের পুণ্যময়ী মাতাঠাকুরাণী একটি শিবালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন।

বিধু। আহা! যেমন শিবের মত পুত্র, তেমনই তাঁদের গর্ভধারিণী, যেন সাক্ষাৎ শঙ্করী! আমি সেদিন তাঁর নামে পাঁচটি তুলসী পত্র উৎসর্গ করেছিলাম! আর গঙ্গাদেবীর পিতৃপুরুষের সাধ্য নেই যে, তাঁহার এক-গাছি কেশ স্পর্শ করে! হুজুর! আমার মন্ত্রপূত তুলসীপত্রের অমোঘ

শক্তি! সেবার রাম বাঁড়ুয্যের ছেলের কলেরা হল; আমি বল্লাম, "খরচ পত্র করে ডাক্তার দেখান কেন? আমাকে পাঁচসিকে দাও, আমি নারায়ণের মাথায় সচন্দন তুলসীপত্র চড়াব। বেটা নাস্তিক, ওতে রাজী হল না। ছেলেটা যমের বাড়ী গেল; খুব হল;—এত অধর্ম্ম কি ধরিত্রী দেবী সহ্য করতে পারেন?

রজতনির্ম্মিত বৃহৎ গড়গড়ায়, সুগন্ধি তামাকু সাজিয়া, ভৃত্য তাহা বিধুবাবুর আসন পার্শ্বস্থ টিপয়ে রক্ষা করিল; এবং তাহার স্বর্ণরজতময় মুখনলটি বিধুবাবুর হস্তে প্রদান করিল।—কিন্তু লক্ষ্মণ যেমন রামের অনুজ্ঞা না পাওয়ায় বনবাস কালে রামদত্ত ফল সকল আহার করেন নাই, হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন মাত্র, বিধুবাবুও তেমনই মুখনলটি হাতে ধরিয়াই রহিলেন, উহা মুখে উঠাইলেন না। দেখিয়া, কেদারনাথ বলিল, "খান, তামাক খান, আপনি কি তামাক খান না?"

বিধু। হুজুরের কাছে আমি মিথ্যা কথা বলব না;—তামাক আমি খাই। দুনিয়ার মধ্যে ঐ একটা নেশা! কিন্তু হুজুরদের সম্মুখে আমি এ গোস্তাগী করতে পারব না।

অঘোর। আমি এই কাণে আঙ্গুল দিলাম,—ভড়্ ভড়্ গড়্ গড়্— শব্দ কিছুই শুনতে পাব না। বাবা! কাণের ভিতর যেন রাবণের চুল্লী জলছে—শোঁ শোঁঃ!

বিধু। আপনারা যখন অনুমতি করছেন, আর অভয় দিচ্ছেন, তখন আমার খেতেই হবে। হরি হে! তুমিই সত্য!

বিধুবাবু ধূমপানে মন দিলেন। কেদারনাথ ও অঘোরনাথ নিজ নিজ চিন্তায় নিযুক্ত হইল। সুধীর তারার আদরের কথা ভাবিতে লাগিল। যখন সকলেই এইরূপে নিযুক্ত ছিল, তখন ভৃত্য আসিয়া তাহাদিগকে আহারের জন্য আহ্বান করিল। শুনিয়া কেদারনাথ বলিল,

চলুন বিধুবাবু, আহার করবেন চলুন। আমাদের সামান্য আয়োজন। শুধু আপনাকে কষ্ট দেওয়া।"

ভোজনাগারে প্রবেশ করিয়া বিধুবাবু দেখিলেন যে গৃহচ্ছাদে চারিটি বৈদ্যুতিক পাখা ঘুরিতেছে। তন্নিম্নে চারিটি সুদৃশ্য গালিচার আসন। আসনের সম্মুখে রজত নির্ম্মিত ভোজনপাত্র সকল নানাবিধ ভোজ্যে পূর্ণ হইয়াছে। এমন ভোজনপাত্র, এত অগণ্য খাদ্যদ্রব্য, বিধুবাবু আপন দীর্ঘ জীবনকাল মধ্যে কখনও একত্র অবলোকন করেন নাই। তাঁহার মনে হইল যেন তিনি স্বর্গে দেবরাজের ভোজনাগারে আসিয়াছেন। পলান্নের, পলাণ্ডু-সুবাসিত আমিষ ব্যঞ্জনের, এবং নানাবিধ মিষ্টান্নের সৌরভে তিনি যেন আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। আহার করিতে বসিয়া তিনি বলিলেন, "হরি হে! এ কি ব্যাপার হুজুর! এত খাবার কি মানুষে খেতে পারে?"

কেদার। সামান্য আয়োজন! আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আপনি দয়া করে পায়ের ধুলো দিয়েছেন।

বিধুবাবু। (কাট্‌লেটে কামড় মারিয়া) দীনবন্ধো! কি মধুর পবিত্র খাদ্যই খাওয়া গেল! এটা কি হুজুর?

কেদার। ওটা কাট্‌লেট।"

বিধুবাবু। দীনবন্ধু হরি! একেই কাট্‌লেট বলে? সাহেবেরা কাট্‌লেট খায় বলেই বোধ হয় অমন লাল চেহারা হয়ে উঠে। এই বাটীতে কি হুজুর?

কেদার। মাংসের কালিয়া।

বিধুবাবু। থাক্, ওটা আর খাব না। গোস্বামী ব্রাহ্মণ, গলায় হরিনামের মালা রয়েছে, মাংসটা খাওয়া উচিত হবে না। তার চেয়ে বরং দুখানা কাটলেট আন্‌তে বলুন।

কেদার। তা কাটলেট খান; কিন্তু কালিয়াটাও খেতে হবে। আমাদের অনুরোধে আজকের মত খান। গঙ্গাজলে রান্না,—একদিন খেলে কোন দোষ হবে না।

বিধুবাবু। আমার অগাধ গঙ্গাভক্তি! গঙ্গাজলে সব শুচি হয়ে যায় বিশেষতঃ হুজুর যখন অনুমতি করছেন এবং অভয় দিচ্ছেন, তখন দেবভোগ্য সামগ্রী না খেলেও পাপ। হরি হে দীনবন্ধো!

কেদার। খান খান ওতে কিছু অধর্ম্ম হবে না। আর যদিই অধর্ম্ম হয়, আগামী কল্য না হয়, একটা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা কর যাবে।

অঘোর। দশটি সচন্দন তুলসীপত্র,—বাবা! যেন ধোবার ক্ষার! —সব ময়লা কেটে যাবে।

বিধুবাবু। আমি একটা কথা নিবেদন করছিলাম, হুজুর! যদি অনুমতি করেন, তবে বলি।

কেদার। কি কথা? বলুন না।

বিধুবাবু। বলছিলাম কি যে, এই আমার ইচ্ছে, যে আপনাদের পূজ্যপাদেশ্বরী মাতাঠাকুরাণীর নামে দ্বাদশটি সচন্দন তুলসীপত্র নিবেদন করি। খরচ বেশী নয়, পাঁচটি টাকা হলেই দক্ষিণান্ত পর্য্যন্ত হয়ে যাবে। হরি হে তুমিই সত্য!

কেদার। বেশ ত। মাতাঠাকুরাণীর কাছে তাঁর অভিপ্রায় জেনে, আজ রাত্রেই আপনাকে বলব। ঐ বাটীটায় যে আপনি হাত দিলেন না?

বিধুবাবু। হরি হে! ক্রমে। আগে এইটে সমাধা করি হুজুর। যখন প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে, তখন ভাল করেই খাব—কিছু বাদ দেব না। আহা! কি সুধাপূর্ণ সামগ্রী সকলই খাচ্ছি;—যেন শচীর অধরামৃত।

অঘোর। এই সামান্য কালীয়ার এত সুখ্যাতি কেন?—বাবা! এ যেন ধান ভানতে মহীপালের গীত।

সুধীর। এই মহীপালের নয়, মেজদাদা,—এই শিবের গীত।

দুঃখের বিষয়, ক্ষুদ্রোদর-নির্ম্মিতা বিধাতাকে ধিক্কার দিয়া, অবশেষে বিধুবাবু, আহার শেষ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অহো কি পরিতাপ! কথিত আছে, মরিলে মানুষ দ্বাদশ দণ্ড[illegible]া পুনরায় জন্মগ্রহণ করে; কিন্তু এরূপ উপাদেয় ভোজন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দ্বিতীয় বার পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। তথাপি বিধুবাবুর আহার শেষ করিতে হইয়াছিল; কারণ তাঁহার উদর মধ্যে অত্যন্ত স্থানাভাব ঘটিয়াছিল।—হে দামোদর! তোমার পরম ভক্ত বিধুবাবুর প্রতি তোমার এ কি অবিচার।

আচমনের পর, তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে এবং হরিনামের সহিত পলাণ্ডু-সুবাসিত উদ্গার তুলিতে তুলিতে বিধুবাবু বৈঠকখানা ঘরে আসিয়া ধূমপানে রত হইলেন। কেদারনাথ তুলসীপত্র নিবেদনের জন্য পুণ্যময়ী মাতাঠাকুরাণীর নিকট যাইবার অছিলায় আপন শয়নকক্ষে প্রস্থান করিল। অঘোরনাথ সুসজ্জিত হইয়া গাড়ী চড়িয়া নিশীথ ভ্রমণে বাহির হইল। সুধীরনাথ সোফায় বসিয়া সিগারেট খাইতে খাইতে তাহার দ্বিপ্রাহরিক আদরের কথা ভাবিতে লাগিল।

কেদারনাথকে বৈঠকখানাঘরে পুনরায় প্রবেশ করিতে দেখিয়া বিধুবাবু বলিলেন, "হেউ! হরি হে! দ্বাদশটী তুলসীপত্র নিবেদনের কথাটী কি হুজুর পূজ্যপাদেশ্বরী মাতাঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করবার অবসর পেয়েছিলেন? পূজ্যপাদেশ্বরী কি অনুমতি করলেন?"

ভৃত্যপ্রদত্ত স্বর্ণখচিত একটি ক্ষুদ্র আলবোলায় ধূম পান করিতে করিতে কেদারনাথ কহিল, "মাতাঠাকুরাণীর কাছে গেছিলাম; তিনি বল্লেন—"

বিধু বাবু সজল চক্ষু তুলিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল্লেন? হরি হে, হেউ! কি বল্লেন হুজুর?"

কেদারনাথ কহিল, "মাতাঠাকুরাণী তুলসীপত্র উৎসর্গের অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু সামান্য লোকের ন্যায় সামান্য কয়েকটা গাছের পাতা উৎসর্গ করা তাঁর শোভা পায় না। তাই তিনি বল্লেন যে, বারটী সোণার তুলসী পাতা বার আনা ওজনে গড়াতে প্রস্তুত করে' তাই যেন নিবেদন করা হয়।"

বিধু। আহা আহা! হেউ! যেমন পরমাত্মা পুত্র, তেমনই তাঁর পরমারাধ্যা গর্ভধারিণী! দীনবন্ধু! অনেক দেখেছি, কিন্তু এমন পবিত্র তুলসী ভক্তি কথনও দেখি নি।"

কেদার। এখন পাকা সোণার ভরি চব্বিশ টাকা। তা হলে বার আনা পাকা সোনার দাম হয় আঠার টাকা; মজুরী দু' টাকা; এই কুড়ি টাকা। আর দক্ষিণা পাঁচ টাকা, মোট পঁচিশ টাকা। এই পঁচিশ টাকা মাতাঠাকুরাণী আপনাকে দিয়েছেন। এই নিন।

বিধু। (গ্রহণ করিয়া) হরি হে, তুমিই সত্য! আহা! পূজ্যপাদেশ্বরী কি ভক্তিময়ী! কি ভক্তি গদ্গদচিত্তা!

কেদারনাথ। তুলসীপত্রগুলি একটু কষ্ট স্বীকার করে আপনাকেই গড়িয়ে নিতে হবে।

বিধু। সে আর বলতে হবে না হুজুর! পরের জন্যেই এ নশ্বর দেহ উৎসর্গ করেছি! হরি হে! হেউ! আহারটা কিছু গুরুগম্ভীর রকম হয়ে গেছে। বিশেষতঃ এই তুলসীপত্র গড়ান আর কারও দ্বারা হবে না। এই কায যার তার দ্বারা হয় না, অন্তরে তুলসীভক্তি না থাকলে, কেউ ও কায পারে না।

দশম পরিচ্ছেদ

গোলোকবিহারী ঘটক।

পরদিন সন্ধ্যার সময়, পুলিসকোর্ট হইতে ফিরিয়া, হাত মুখ ধুইয়া, জলযোগ করিয়া, ডেপুটীবাবু বহির্বাটীতে বসিয়া যখন প্রিয়তমা নাতিনীর সহিত বাক্যালাপ করিতেছিলেন, তখন হরিহরপুরের জমীদারদিগের পুণ্যময়ী মাতাঠাকুরাণীর পূর্ব্বরাত্রের তুলসীভক্তি কাহিনী, শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া, তাঁহার নিকট আসিয়া পৌছিল। আমাদের পূর্ব্বোক্ত রামতনু বাবু ডেপুটী বাবুর নিকটে আসিয়া বলিলেন, "আজ আবার সেই হরিহরপুরের জমীদারদের অন্য একটা নূতন খবর নিয়ে আপনার কাছে এসেছি।"

ভৃত্যকে তামাক আনিবার জন্য অনুমতি করিয়া, ডেপুটী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজকের নূতন খবরটা কি? আমিও আজ দৈবক্রমে তাঁদের একটা বড়মানুষীর গল্প শুনেছি। আগে আপনার খবরটা শুনি, তার পর আমার গল্পটা বলব।"

রামতনু বাবু বলিলেন, "এই কলিকালে, এই কলিকাতায়, হরিহরপুরের জমীদারেরা যেন বলিরাজার অবতার;—এমন দান ত দেখা যায় না।"

ডেপুটী। এঁরা ক' ভাই, আপনি জানেন?

রামতনু। আমার সহধর্ম্মিণী সকালবেলাটা আমাদের আহারাদির তত্ত্বাবধান করে' বৃথা কাবে, অধর্ম্ম সঞ্চয় করেন না। তিনি বিলক্ষণ পুণ্যাত্মা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। গঙ্গাস্নান কিম্বা কালীঘাটে যাওয়া প্রায়

ফাঁক যায় না। তাঁর কল্যাণে আমি ঐ জমীদারদের সকল তথ্যই শুনেছি; তিনি আমাকে অন্দর-বাহিরের সকল সংবাদই এনে দিয়েছেন। তিন ভাই—বড় দুজন প্রতিজ্ঞা করেছেন যে মোটেই বিয়ে করবেন না। ছোট, যিনি কাল বিকেল বেলা এই জানালার সুমুখ দিয়ে গেলেন, ভাল সুন্দরী পাত্রী পেলে, বিয়ে করতে পারেন।—তিনি যদি আমাদের দিদিমণিকে একবার দেখতেন!

সৌদামিনী হঠাৎ রামতনু বাবুর দীর্ঘ গোঁফ ধরিয়া টানিয়া দিল, এবং মুখে বলিল, "দেৎ"। কিন্তু সে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল না; জমীদারদিগের আরও কিছু কথা শুনিবার প্রত্যাশায় বসিয়া রহিল। এই বালিকাদিগের হৃদয়তত্ত্ব কে বুঝিবে?

ডেপুটী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার গৃহকর্ত্রী এই সকল সংবাদ কি প্রকারে সংগ্রহ করলেন?"

রামতনু বাবু বলিলেন, "অতি সহজে। কালীঘাট এবং গঙ্গার ঘাট গুলি, একটি একটী রয়টারের আফিস। ধর্ম্মপরায়ণাগণ সেই সেই স্থান হতে পুণ্যের সঙ্গে সংবাদ সংগ্রহ করে' থাকেন। কার কি অলঙ্কার আছে, কি রকম বস্ত্রের মূল্য অধিক, কার স্বামী কতটা রাত্রি জেগে থাকে, কার স্বামী কখন বাড়ী ফিরে আসে, কার মুখ দেখলে কার গা জ্বলে যায়, কার শাশুড়ী কেমন পাপিষ্ঠা, কার ছেলে কিরূপ দুরন্ত, কার মেয়ে কিরূপ ঘ্যানঘেনে,—সেই সকল স্থানে এই সকল ধর্ম্মালোচনার বিলক্ষণ সুযোগ ঘটে থাকে। আমার গৃহিণী, মাথার বাহিরে দেবতার সিন্দুর ও চন্দন, মাথার ভিতরে ঐ সকল তথ্য বোঝাই করে' ঘরে ফিরে আসেন। এবং আমার প্রাতর্ভোজনের সময়, পা ছড়িয়ে, পাখার বাতাসের সঙ্গে ঐ সকল পুণ্যকাহিনী আমার কর্ণকুহরে ঢেলে দেন।

ডেপুটী। জমীদারের সম্বন্ধে আজকের নূতন খবরটা কি?

রামতনু তখন জমীদারদের পুণ্যময়ী মাতাঠাকুরাণীর প্রত্যহ বারটি করিয়া সোনার তুলসী পত্র দানের উপাখ্যান বলিলেন।

ডেপুটী। এই জমীদারদের সঙ্গে আপনার আলাপ নেই, তাঁদের কাকেও আমি চক্ষেও দেখিনি; কিন্তু এটা বলতেই হবে যে তাঁহারা খুব দানশীল আর যথেষ্ট ধনী।

সৌদামিনী। কেন, তুমি ত কাল বিকেলে একজনকে দেখলে।

ডেপুটী। সে কি আর দেখা, দিদিমণি? দেখতে হলে মানুষটার কাছে অন্ততঃ দু' দণ্ড বসতে হয়।

সৌদামিনী। কেন, আমি ত সেই একটুখানি সময়ের মধ্যেই সব দেখে নিয়েছি।

ডেপুটী। তোমরা ছেলেমানুষ, তোমাদের চোখের জোর আছে। আমরা বুড়ো হয়েছি, আমাদের চোখের জোর নেই। চশমাখানা পরতে পরতে গাড়ী চলে গেল; ভাল দেখা গেল না।

সৌদামিনী। হ্যাঁ দাদা মশায়, তুমি তাদের কি বড়মানুষীর গল্প বলবে বলেছিলে, বল না।

ডেপুটী। ওঃ! সেই গল্পটা!

রামতনু বাবু চিন্তামণির হস্ত হইতে গড়গড়ার নলটি গ্রহণ করিয়া, তাহাতে মুখ লাগাইয়া ডেপুটি বাবুর দিকে চাহিলেন।

ডেপুটী বাবু বলিতে লাগিলেন, "আজ আমি এজলাস থেকে নেমে রাস্তার ধারে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে বগীর জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। আমার পাশে ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়ে দুটো লোক কথা কচ্ছিল। তাদের কথা আমার কাণে গেল। তাদের কথায় বুঝলাম যে তাদের মধ্যে একজনের বাড়ী রংপুর জেলায়, হরিহরপুরের নিকটে কোনও পল্লীগ্রামে;

সেই গ্রামটীও হরিহরপুরের জমীদারদের জমীদারী। তার পর, সেই পল্লীগ্রামের লোকটা বল্লে যে দুর্গা পূজার সময়, হরিহরপুরের জমীদার বাবুরা তাঁদের সাতাইশখানা তালুকের সমস্ত প্রজাদের নিমন্ত্রণ করে খুব ধুমধাম করে তাদের খাওয়ান।

সৌদামিনী। তালুক কি, দাদা মশাই?

ডেপুটি। তালুক হচ্ছে এক একটা গ্রাম, আর সংলগ্ন মাঠ, খাল বিল ইত্যাদি।

সৌদামিনী। ওঃ! বুঝেছি লোকে যাকে তালুক মুলুক বলে। বড়লোকদের তালুক মুলুক থাকে। তার পর?

ডেপুটি। তার পর, সেই লোকটা এক বছর হরিহরপুরে জমীদার-দের নিমন্ত্রণে দুর্গোৎসব দেখিতে গিয়েছিল। সেই সেই দুর্গোৎসবের গল্প করতে লাগল। তার মুখে শুনলাম যে জমীদারদের বাড়ীতে সপ্তমীর দিন ন'টা ভেড়া, অষ্টমীর দিন পাঁচটা মোষ, আর মহাষ্টমীর দিন একশো একটা ছাগল বলি দেওয়া হয়। কৃষ্ণনগর থেকে কারিকর গিয়ে প্রতিমা গড়ে; প্রায় হাজার টাকা খরচ করে, প্রতিমা সাজান হয়। কলকাতা থেকে থিয়েটার, বায়স্কোপ—এইসব গিয়ে তিন রাত্রি খেলা দেখায়। আর তিন দিনে প্রায় তিন হাজার লোক খায়। দশমীর দিন রাত্রে, প্রতিমা বিসর্জ্জনের সময়, বাবুদের একটা প্রকাণ্ড দীঘী আছে, তার ধারে দশ হাজার টাকার বাজি পোড়ে। তারা আরও কত কথা বল্লে, কিন্তু সকল আফিসের ছুটি হয়েছিল, লোকের গোলমালে আমি সকল কথা ভাল শুনতে পেলাম না।

রামতনু। যা শুনেছেন, তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে হরিপুরের জমীদারেরা কুবেরের মত অগাধ ধনী, আর অর্থ ব্যয় করতে কাতর নন। দুঃখের বিষয়, আমাদের গভর্ণমেণ্ট এই রকম বনিয়াদি বড়লোকদের

'রাজা' উপাধি না দিয়ে, দুই একটা ভুঁইফোড় লোককে টাইটেল দিয়ে থাকেন।

ডেপুটি। আমার বোধ হয়, তাঁদের কথা যদি লাট সাহেবের কাণে উঠে, তা হলে শীঘ্রই তাঁরা রাজা উপাধি পাবেন।

রামতনু। অন্ততঃ পাওয়া ত উচিত। আসল কথা হচ্ছে যে, এই উৎসবাদিতে যে বাস্তবিক দেশের কল্যাণ হয়, তা এখনকার লোক ভাল বুঝতে পারে না। কেবল হাঁসপাতাল আর স্কুলে টাকা দিলেই চলবে না; দেশের কৃষি আর শিল্পকলা জীবিত রাখতে হলে দেশের পারদর্শী ভাস্কর, চিত্রকর, মালাকর, বাজিকরগণকেও মাঝে মাঝে কিছু কিছু খেতে দিতে হবে; ময়রা, গোয়ালা, কামার, কুমার প্রভৃতিকে তাদের পারদর্শিতা দেখাবার সুযোগ দিতে হবে। আমার মতে স্কুল কর ক্ষতি নেই, কিন্তু সেই স্কুল যেন বাবু তৈয়ারীর একটি যন্ত্র না হয়; তাতে হাঁড়ি, কাপড়, জামা, বাসন, তেল ইত্যাদি প্রস্তুত এবং কৃষি ও গোলাঙ্গল শিক্ষা দেওয়া হোক। আমাদের ছেলেরা যদি ইতিহাসের মিথ্যা কথা মুখস্ত না করে', জামা জুতো খুলে ঝুড়ি বোনা ও হাঁড়ি গড়া অভ্যাস করে, তা হলে বাস্তবিক দেশের উপকার হয়।

ডেপুটি বাবু। আপনি ঠিক বলেছেন। যারা বাবু তৈয়ারী করবার জন্য স্কুল স্থাপনে ব্যস্ত, তাদের চেয়ে যারা উৎসবাদিতে ব্যয় করে, তাদের দ্বারা দেশের বেশী কল্যাণ হয়।

রামতনু বাবু। আজকালকার এই স্কুল গুলোর দ্বারা সংসারের এতটুকু উপকার হয় না, তা একটা ক্ষুদ্র দৃষ্টান্তের দ্বারা আপনাকে বুঝিয়ে দেবো। আপনি জানেন আমার একটা গাই আছে।

ডেপুটিবাবু। আপনি বলেছিলেন, দু' বেলায় তার দু' সের দুধ হয়।

রামতনুবাবু। এখন দেখুন মজা। বাড়ীতে গাইয়ের বাঁটে ছ' সের নির্জ্জলা দুধ থাকতে, ছ'দিন আমরা গয়লার জল কিনে খেতে বাধ্য হয়েছি। যে আমাদের গাইটি দোয়, তার জ্বর হয়েছিল, সে ছ' দিন আসে নি। পাড়ায় এমন একটা লোক পেলাম না যে গাই দুইতে জানে; কোথা থেকে জানবে, কোন স্কুলে ত গাই দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয় না! যাক্, এখন বলুন, আমি চলে যাবার পর, সকালে ঘটকঠাকুর এসেছিলেন কি না।

ডেপুটি বাবু। না, সকালে আসেনি; এই সন্ধ্যার সময় আসবার কথা আছে।

রামতনু বাবু ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে চিন্তামণি, গড়গড়টা রাখ্।"

চিন্তামণি দরজার বাহিরেই দাঁড়াইয়াছিল। সে গড়গড়াটি লইতে আসিয়া সৌদামিনীকে সংবাদ দিল যে ভিতরবাটীতে তাহার জন্য আহার দেওয়া হইয়াছে।

সৌদামিনী চলিয়া গেল। রাত তখন প্রায় আটটা।

ঠিক সেই সময়ে দ্বারের কাছে প্রভাকরকে দেখিয়া ডেপুটি বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, তোমার খবর কি?"

প্রভাকর। খবর ভাল। ঘটক ঠাকুর এসেছেন।

রামতনু। তাঁকে এইখানে আন; এইখানে কথাবার্ত্তা হবে এখন।

ঘটক ঠাকুর প্রভাকরের সহিত গৃহে প্রবেশ করিলেন। ডেপুটী বাবু চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার মাথাটি গোল, তাহাতে কদম্বকেশরনিন্দিত কেশ, তাঁহার মুখমণ্ডল চক্রাকার, তাহাতে অক্ষনিন্দিত অক্ষি, তাঁহার মসীময় অধর, তাহাতে গজবর-নিন্দিত দুইটি গজদন্ত। তিনি কক্ষমধ্যে

প্রবেশ করিয়া ডেপুটি বাবুকে নমস্কার করিলেন এবং রামতনু বাবুর দিকে তাঁহার অক্ষ সদৃশ চক্ষু ঘুরাইয়া বলিলেন, "আপনি?"

রামতনু। আমি প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ; নমস্কার।

ঘটক। নমস্কার, নমস্কার। আপনার পুত্রসন্তান ক'টি?

রামতনু। একটি;—তার বিবাহ এবং সন্তানাদি হয়েছে।

ঘটক। বেশ বেশ। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ! উদ্বাহটা কার কখন্ হয়ে যায়, তা একমাত্র প্রজাপতিই বলতে পারেন। ডেপুটি বাবু, আমি সকালে আসতে পারিনি, ক্ষমা করবেন। একটা বিদায় প্রাপ্তির আশায় স্থানান্তরে যেতে হয়েছিল;—তা' ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র—বিদায়টাও আদায় হল না; আর এখানে কথামত যথাসময়েও আসাও হল না। ক্ষমা করবেন। হাকিমের হুকুম রদ হয়, কিন্তু এই গোলোকবিহারীর কথা রদ হয় না।

রামতনু। বিদায়টা আদায় হল না কেন?

ঘটক। মশায় জানেনই ত, যে অধনেন ধনং প্রাপ্য তৃণবন্মন্যতে জগৎ! সকলেই উদ্বাহের আগে ঘটক ঘটক করে থাকে; তার পর যখন রাজযোটক হয়ে যায়, তখন ঘটককে তৃণবৎ জ্ঞান করে। এতে মানুষের দোষ নেই, এটা কলির স্বধর্ম;—হাজার হাজার বৎসর আগে ঋষিরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, কলিকালে এইরূপই হবে। যাক্ গতস্য শোচনা নাস্তি। তবে প্রাপ্য টাকাটা! তা যেমন করেই হেকে আদায় করতে হবে। এই গোলোকবিহারীকে ঠকাতে পারে, এমন লোক ত কলকাতার সহরে দেখিনি। সহজে না পাই, শাস্ত্রেই বলেছে শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ—কৌশলাবলম্বন করতে হবে।

রামতনু। দুষ্ট লোকের সঙ্গে দুষ্টামী করাই উচিত।

ঘটক। থাক্ ও কথা। আগে কাযের কথাটা সেরে নিই—

বিলম্বেন অলং। তার পর, শুনলাম যে ডেপুটি বাবুর একটি বিবাহযোগ্যা নাত্তিনী আছে।

ডেপুটী। হ্যাঁ, আমার একটি নাত্তিনী আছে। তার জন্তে একটি সদ্বংশজাত পাত্রের অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

ঘটক। মশায়ের এখানে তামাকের বন্দোবস্ত নেই বোধ হয়? মশায় হাকিম মানুষ, মশায়ের সমুখে কে আর তামাক খাবে? তবে আমরা ভবঘুরে মানুষ, আমাদের একটু তামাক না হলে প্রাণ বাঁচে না। শাস্ত্রেই বলেছে, আত্মানং সততং রক্ষেৎ।

ডেপুটী। ওরে, চিন্তামণি। শীঘ্র তামাক নিয়ে আয়; একটা নূতন হুঁকা আনিস।

ঘটক। না, না, নূতন হুঁকায় দরকার নেই, খামকা অপব্যয়। একটা শালপাতা বা অভাবপক্ষে খানিকটা খবরের কাগজ হলেই কাষ চালিয়ে নেব। তার পর যা বলছিলাম। শুনলাম আপনার নাত্তিনীটী নাকি পরমা সুন্দরী এবং বয়স্থাও হয়েছে, আর আপনি তাকে সত্বর পাত্রস্থ করতেও ইচ্ছা করেছেন।

ডেপুটী। হ্যাঁ। আপনি একটি ভাল পাত্রের অনুসন্ধান করুন। আপনি চেষ্টা করলেই কৃতকার্য্য হবেন।

ঘটক। (চিন্তামণির হস্ত হইতে নূতন হুঁকা গ্রহণ করিয়া) পাত্রের অভাব কি? সম্প্রতি গোলোকবিহারীর হাতেই এক হাজারের উপর ভাল পাত্র আছে। তবে সকল পাত্র ত আপনার চলবে না। শাস্ত্রেই বলেছে যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে। আপনি কিরূপ ব্যয় করবেন, তা জানতে পারলে আমি আপনাকে সঠিক খবর দিতে পারব।

ডেপুটী। আমার ইচ্ছা বিবাহে দশহাজার টাকা খরচ করি।

রামতনু। তার উপরে ডেপুটি বাবুর যা কিছু রইল, সে সমস্তই ত নাতিনী পাবে। ওঁর ত আর অন্য উত্তরাধিকারী নেই।

ঘটক। দেখুন, সাবর্ণ গোত্রের একটি ভঙ্গ কুলীন, খড়দা মেল, আমার সন্ধানে আছে। এম্‌-এ পড়ে, সৎস্বভাব, অল্প বয়স; সিগারেট ফিগারেট কিছুই খায় না। খাঁইও বেশী কিছু করবে না; আপনার দশ-হাজার টাকাতে সব সঙ্কুলান হয়ে যাবে।

ডেপুটী। ছেলেটী দেখতে কেমন? তার মা বাবা জীবিত আছেন কি? আর তাঁদের আর্থিক অবস্থা কি রকম তাও জানা আবশ্যক।

ঘটক। ছেলেটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ; তবে যে একবারে ময়ূর ছাড়া কার্ত্তিক, তাও নয়। আর ছেলেটির বাপ এই কলকাতা সহরেই এক সওদাগরী আপিসে বড় বাবু; একশো চল্লিশ টাকা মাহিনা পান, আর তা' ছাড়া উপরিও শতাবধি টাকা পেয়ে থাকেন। এই কল-কাতাতেই নিজের একখানি দু'তালা বাড়ী আছে; আর নগদও কিছু করেছেন। একটী ছেলে, যা কিছু করেছেন, তা সবই এই ছেলেই পাবে।

চিন্তামণির আহ্বানে সৌদামিনী ভিতরবাটীতে খাইতে গিয়াছিল, কিন্তু আহারস্থানে সে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করে নাই। বামুনকে গালি দিয়া, দুই এক গ্রাস মাত্র খাইয়া এবং অভুক্ত খাদ্য ভূমিতে ছড়াইয়া, অন্যের অগোচরে সে বহির্ব্বাটীতে আসিয়াছিল, এবং ডেপুটী বাবু যে কক্ষে বসিয়া ঘটকের সহিত বাক্যালাপ করিতে নিযুক্ত ছিলেন, তাহার বাহিরে এক গবাক্ষ পার্শ্বে আপনাকে সম্পূর্ণ লুক্কায়িত করিয়াছিল। সেই স্থান হইতে সে ঘটকের ও তাহার দাদামশায়ের প্রত্যেক কথাটী অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনিতেছিল। সে যখন শুনিল যে ঘটক বর্ণিত উপরিউক্ত বালক, পিতার সমস্ত সম্পদই প্রাপ্ত হইবে, তখন সে আপন

মনে বলিল, "পিণ্ডি পাবে। আমি কখনও হৃষ্টপুষ্ট শ্যামবর্ণকে বিয়ে করব না। অরুচি! উপরি-পাওনার ছেলে! তার চেয়ে চিরকাল আমি আইবুড়ো থাকব।"

ঘটকের মুখে পাত্রের বিবরণ শুনিতে শুনিতে ডেপুটী বাবুর মনে কত পুরাতন কথা জাগিয়া উঠিল। তাঁহার সেই আদরণীয়া কন্যা, কন্যার শ্বশুরালয়ের সেই ঐশ্বর্য্য, সৌদামিনীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া মৃত্যুকালে কন্যার সেই অনুরোধ—সব তাহার স্মৃতিপথে হঠাৎ প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "না, না, ঘটক মশাই, এ পাত্রের সঙ্গে আমার নাতনীর বিবাহ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আপনি অন্য পাত্রের কথা বলুন। কোন জমীদারের লেখাপড়া জানা একটী সুন্দর ছেলে হলেই ভাল হয়।"

ঘটক। ভাল ভাল, 'আপনাকে সেই রকম পাত্রেরই অনুসন্ধান দিচ্ছি। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।—আপনি যেমন চান তেমনই পাবেন। শাস্ত্রেই বলেছে ভিন্ন রুচির্হিলোকঃ। বর্দ্ধমান জেলায় দামোদর নদের পশ্চিম পাড়ে চার পাঁচখানি গ্রামের পত্তনিদার এক জমীদার আছেন। তাঁর জমীদারীর বাৎসরিক আয় চার হাজার টাকার কম নয়। তা ছাড়া বিলক্ষণ চাষবাস আছে। বাড়ীর সমুখে তিন চারিটা বড় বড় ধানের গোলা ও প্রকাণ্ড খামার; বার বাড়ীতে খুব বড় একখানা চণ্ডীমণ্ডপ আছে, তা ছাড়া দুটো পাকা বৈঠকখানা ঘর আছে; ভিতর বাড়ীতে বড় বড় চার খানা আটচালা, পাকা রসুই ঘর আর গোয়ালঘর—এই সব আছে। বাগানে ও মাঠে পাঁচ ছয় জন কৃষাণ মজুর সর্ব্বদা কায করছে। পাল পার্ব্বণ সর্ব্বদা লেগেই আছে; খুব ধুমধাম ব্যাপার। জমীদার বাবুর দুই ছেলে—বড়টীর উদ্বাহ হয়েছে। ছোটটী এখনও অবিবাহিত। সুন্দর ছেলে, বর্দ্ধমানে থেকে রাজার

কলেজে আই-এ পড়ছে। এরা খড়দা মেল, ভরদ্বাজ গোত্র, নারাণ বাঁড়ুয্যের সন্তান, ভঙ্গ কুলীন, চার পুরুষ। তাঁরা ছেলের উদ্বাহ দিয়ে অর্থাকাঙ্ক্ষা করেন না। কেবল পাত্রীটী সুন্দরী চান।

গবাক্ষের অন্তরালে থাকিয়া সৌদামিনী আপন মনে বলিল—"পিণ্ডি চান।"

ডেপুটী বাবু বলিলেন, "এ পাত্রও আমাদের সুবিধাজনক হবে না। অন্য কোনও পাত্র যদি আপনার সন্ধানে থাকে বলুন।"

রামতনুবাবু বলিলেন, "আমার একটা কথা আছে, শুনুন ঘটক মশাই। আপনি হরিহরপুরের জমীদারদের জানেন?—তাঁরা সম্প্রতি ভবানীপুরে বাস করছেন।"

ঘটক। ও! তাঁদের আর জানিনে? এই কল্‌কাতায় এই গোলোক-বিহারীর অজানিত কে?

রামতনু। আমি শুনেছি তাঁদের ছোট ভাইটি অবিবাহিত।

ঘটক। তাঁরা তিন ভাইই অবিবাহিত। তবে, জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম আর উদ্বাহ করবেন না, একপ্রকার প্রতিজ্ঞাই করেছেন। তাঁরা শুধু এই কুমার ধর্ম্মাবলম্বনের প্রতিজ্ঞা করেই ক্ষান্ত নন; তাঁরা স্থির করেছেন যে যদি তাঁদের কনিষ্ঠ সহোদর উদ্বাহ করেন, তা হলে ঐ উদ্বাহের আগেই তাঁদের অংশের সমুদয় সম্পত্তি ঐ কনিষ্ঠকে দান করবেন; আমি স্বকর্ণে শুনেছি যে একবার পাকা লেখাপড়া করে দান করবেন।

রামতনু বাবু। ঐ পাত্রটি ঠিক করুন।

গুপ্তস্থানে থাকিয়া সৌদামিনী প্রতিজ্ঞা করিল যে আর কখনও সে তাহার রামতনু ঠাকুরদাদার গোঁফ টানিয়া দিবে না, এবং তাঁহার নাকেও কিল মারিবে না। তোমরা কিন্তু মনে করিও না যে, দুষ্টা সৌদামিনী সুধীরনাথের কান্ত রূপ দেখিয়া তাহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। আত্ম-

সমর্পণ কাহাকে বলে সে তাহা জানিত না ;—কন্দর্পদেব এখনও তাহাকে সে শিক্ষা প্রদান করেন নাই ; প্রেমতরঙ্গে এখনও তাহার হৃদয় আলোড়িত হয় নাই। তাহার বালিকাসুলভ অভিলাষে, এতটুকু প্রেমাকাঙ্ক্ষা বিজড়িত ছিল না ; তাহাতে কেবলমাত্র বড় বড় ঘোড়া জুড়িয়া বড় বড় গাড়ী চড়িবার এবং একটী সৌরভময় সুন্দর জিনিষকে সেবকরূপে পাইবার লিপ্সামাত্র বিদ্যমান ছিল। ইহা প্রেম নহে ; ইহা বিলাসিনার বিলাস বাসনামাত্র। অক্ষুণ্ণ আদরের মধ্যে প্রতিপালিত হওয়ায় সৌদামিনী সংযম-শিক্ষা করিতে পারে নাই। সংযমের অভাবে সে বিলাসিনী হইয়া পড়িয়াছিল।

রামতনু বাবুর অনুরোধ শুনিয়া ঘটক ভাবিলেন—"আমার অদৃষ্ট দেখছি, প্রসন্ন। ভগবান এতদিন পরে এই গোলোকবিহারীর প্রতি প্রসন্ন নয়নে চাইলেন। তারাও এই পাত্রী চায়! এই পাত্রী যোগাড় করে দিতে পারলে, তারা হাজার টাকা বিদায় দেবে বলেছে ; দেখা যাক্, এদের নিকট থেকে কি রকম আদায় করতে পারি।" এইরূপ ভাবিয়া তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন—"মশায়! উদ্বাহটা ত মানুষের হাত নয়—প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ। তবে বিশেষ উদ্যোগ করে দেখতে হবে ; উদ্যোগ করতে না পারলে কোন কার্য্যই সিদ্ধি হয় না। শাস্ত্রেই বলেছে, উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ। গাড়ীভাড়া করে, সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করে বারবার আনাগোনা করতে হবে। ব্যয় অনেক পড়ে যাবে, এবং আমারও কিছু ক্ষতিস্বীকার করতে হবে।"

ডেপুটী। ব্যয়ের জন্য আপনি ভাববেন না। আপাততঃ গাড়ীভাড়া আর অন্যান্য খরচের জন্য দশটী টাকা নিয়ে যান। তার পর আর যা খরচ হবে, আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবেন। এ ছাড়া বিবাহের রাত্রে আড়াই শত টাকা বিদায় পাবেন। যেমন করে পারেন এই পাত্রটী

আমাদের হস্তগত করে দিতে হবে। প্রভাকর, তুমি ঘটক মশায়কে দশটা টাকা এনে দাও। আর—আর একবার তামাক দিতে বল।

ঘটক। এই গোলোকবিহারীর অসাধ্য ক্রিয়া নেই। তবে এ ব্যাপারে একটু কষ্ট করতে হবে। বড় মানুষের মন, জানেনই ত, মন না মর্জ্জি কন্যাকে দেখে যদি পছন্দ হয়, তা হলে এক কথায় হয়ে যাবে।

রামতনু। তাকে দেখলে পছন্দ হতেই হবে। এই কলকাতায় এত লোকের মধ্যে আপনি তেমন মেয়ে একটীও দেখতে পাবেন না। যেন গড়ান ভগবতী।

ঘটক। ভাল কথা, কন্যাকে আমায় একবার দেখতে হবে। আজ রাত্রি হয়েছে, আজ আর হবে না। আগামী কল্য বা পরশ্ব সকালে আর একবার এসে কন্যাকে দেখে যেতে হবে।

ডেপুটী। বেশ ত। আগামী শুক্রবার মহালয়ার ছুটি আছে; আমি সারাদিন বাড়ীতে থাকব; সকালেই আসবেন।

ঘটক। সকালে হবে না;—তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি করতে বিলম্ব হবে। বিকালে আসব।

ডেপুটী। তাই আসবেন। আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করব।

ঘটক। তবে অনুমতি করেন যদি, উঠি।

ডেপুটী। এখনই উঠবেন? একটু মিষ্টিমুখ করে যেতে হবে। ওরে! ও ঘরে ঘটক মশায়ের জন্যে আসন পেতে দে, আর জলখাবার নিয়ে আয়।

ঘটক। না না, আজ আর উদ্যোগ করবেন না; এখনও সন্ধ্যাহ্নিক হয়নি। আর একদিন খাব—আপনাদেরই ত খাচ্ছি। শুভ বিবাহটা হয়ে যাক, কত খাব।

ঘটক প্রভাকরের নিকট দশটি টাকা পাইয়া, তামাক খাইয়া প্রস্থান করিলেন।

রামতনু বাবু বলিলেন, "এই পাত্রটি হস্তগত করতে পারলে হয়। আমার মনে হয়, দিদিমণি যেমন সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্তা, সে তেমনই এই রাজার মতন স্বামী নিশ্চয়ই পাবে। সে আপন অদৃষ্টের জোরেই ঐ বর লাভ করবে; আপনি, আমি, কিম্বা ঘটক উপলক্ষ্য মাত্র।

ডেপুটী। আপনাদের আশীর্ব্বাদের জোর থাকলে তার ঐখানেই বিবাহ হবে।

রামতনু বাবু চলিয়া গেলেন; ডেপুটী বাবু আহার করিবার জন্য ভিতর বাটীতে গেলেন; সৌদামিনী আগেই তাহার গোপন স্থান হইতে তাহার শয্যায় যাইয়া শুইয়াছিল। সে ঘুমাইয়াছিল কি? না না, তরুণী আপন মনোমধ্যে একটা রত্নালঙ্কারময়, সৌরভময় স্বর্গ রচনায় ব্যস্ত ছিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

যদুর ধ্যান ও ধূর্ত্ততা

তারার কৌশলে, যদু তাহার ভবানীপুরের গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া কোথায় গেল, এস আমরা তাহার অনুসন্ধান করি।

গৃহ হইতে কিয়দ্দূর যাইয়া, যদু একখানা ঠিকাগাড়ী ভাড়া করিল, এবং গাড়োয়ানকে শিয়ালদহের দিকে যাইবার জন্তে আদেশ দিল। শিয়ালদহের নিকট আসিয়া যদু গাড়ী হইতে নামিল, এবং গাড়োয়ানকে বিদায় দিল; তৎপরে সে ডেপুটী বাবুর বাড়ীর পশ্চাতে এক অতি সঙ্কীর্ণ গলিপথে প্রবেশ করিল। আঁকা বাঁকা পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া, পথিপার্শ্বস্থ এক ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহের বহির্দ্বারে ধীরে ধীরে করাঘাত করিল। এক পশ্চিম দেশীয় বৃদ্ধ ভিতর হইতে দ্বার খুলিয়া দিল।

যদু সত্বর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া এবং দরজা বন্ধ করিয়া বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল, "রামতনু বাবুর বাড়ীর সেই ঝি মাগী এসেছিল? আবার কখন আসবে?"

বৃদ্ধ কহিল, "অল্প আগে সে একবার এসেছিল; আপনার সঙ্গে দেখা না হওয়ায় ফিরে গিয়েছে। আবার তিনটের সময় আসবে।"

যদু। আর ডেপুটী বাবুর উড়ে চাকরটা? তার নামটা আমার মনে থাকে না।

বৃদ্ধ। তার নাম চিন্তামণি। সে কালকে একবার এসেছিল; আবার সন্ধ্যার পর আসবে।

যদু। কিছু বলে গিয়েছে?

বৃদ্ধ। বলে গেল তার কিছু কথা আছে।

যদু। কি কথা?

বৃদ্ধ। তা আমাকে বলে নি।

যদু। আচ্ছা, তার কথাটা কি তা শোনবার জন্যে আজ রাত্রি পর্য্যন্ত আমি এখানেই থাকব।

বৃদ্ধ। ভবদেব বাবুর কোচম্যান, ছুটোর সময় আসবে; সে মদ খাবার জন্যে ছ' আনা পয়সা চায়।

যদু। বেশ, দেবো।

বৃদ্ধ। আর মুদীর দোকানের সেই ছোঁড়াটা একখানা কাপড় চায়।

যদু। দেবো।

বৃদ্ধ। আর আমাকেও একখানা কাপড় কিনে দিতে হবে বাবু।

যদু। দেবো।

উপরিউক্ত কথোপকথনে বৃদ্ধকে তুষ্ট করিয়া, যদু দ্বিতলে উঠিল। সেখানে একটু বারান্দা এবং একটী মাত্র লম্বা ঘর ছিল। ঘরের মধ্যে এক পার্শ্বে তক্তপোষের উপর একটি ক্ষুদ্র পরিচ্ছন্ন বিছানা ছিল; তাহা ছাড়া, কাপর রাখিবার জন্য একটি আল্না, এবং একটি ছোট টেবিলের উপর আয়না, বুরুষ, চিরুণী ইত্যাদি ছিল; ঘরের অন্য পার্শ্বে চারিখানি ক্ষুদ্র চেয়ার, এবং একটি ক্ষুদ্র টেবিলের উপর কিছু লিখনোপকরণ ছিল।

যদু ঘরে ঢুকিয়া, তাহার টুপিটা খুলিয়া আলনার এক চূড়ায়, এবং চোগাটি খুলিয়া আল্নার দণ্ডে রক্ষা করিল। তৎপরে জুতা খুলিয়া সেই ক্ষুদ্র বিছানাটাতেই শুইয়া পড়িল। শুইয়া, মুদিত নয়নে যদু চিন্তা করিতে লাগিল। সে কি চিন্তা করিল? তাহার চিন্তা ছাড়া যদুর আর কোনও চিন্তা ছিল না।

সে তারাকে ভাবিতে লাগিল। তাহার মনোমোহিনী তারা, সকল আদরের আদরিণী; তাহার প্রাণাধিকা তারা, তদ্গতপ্রাণা,—তাহাকে ছাড়া আর কাহাকেও জানে না। পৃথিবীতে তারার মত কি আছে? পৃথিবীতে কে তাহাকে তারার মত ভালবাসে? তারার সহিত তাহার বিবাহ না হইলেও, তারা তাহার স্ত্রী, সে তাহার স্বামী; তাহার স্ত্রী তারা, শত শত কুলস্ত্রী অপেক্ষা পতিব্রতা। কত যত্নে তারা তাহার মধুময় হস্ত দিয়া, মধুমাখা খাদ্য সকল রন্ধন করে; কত আদরে সে তাহাকে ঐ সকল খাদ্য খাওয়ায়; কত সোহাগে সে তাহার প্রেম-পরিস্ফুট পুষ্পবৎ হস্তখানি তাহার গায়ে বুলাইয়া দেয়;—কোন্ পতিব্রতা তেমন পারে? এটা কলিকাল না হইয়া যদি সত্যযুগই হইত, আর যদি পুরোহিত ডাকিয়া শাঁখ বাজাইয়া তারার সহিত তাহার বিবাহ হইত, তাহা হইলে তারা দ্বিতীয়া সাবিত্রী হইতে পারিত।

যদুকে তারার ধ্যানে নিযুক্ত রাখিয়া, আমরা দুইটা কাযের কথা কহিয়া লই।

যদুর পরামর্শ মত এই ক্ষুদ্র বাড়ীটি শ্যালকত্রয় মাসিক বার টাকায় ছয় মাসের জন্য ভাড়া লইয়াছিল। এই বাড়ীটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এবং অন্যান্য কার্য্যের জন্য তাহারা পূর্ব্বোক্ত পশ্চিমদেশীয় বৃদ্ধকে মাসিক আট টাকা বেতনে ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করিয়াছিল। তাহারা ডেপুটী বাবুর বাটির চারিদিকে যে চক্রান্তজাল বিস্তার করিতেছিল, এই ক্ষুদ্র বাড়ীই তাহার কেন্দ্র। ডেপুটি বাবুর বাড়ীর এবং তৎপল্লীর অন্যান্য সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য, এবং হরিহরপুরের জমিদারদিগের সম্বন্ধে নানারূপ গৌরবজনক সংবাদ প্রচার করিবার জন্য যদু প্রত্যহই এখানে আসিত; শ্যালকত্রয়ও মাঝে মাঝে ছদ্মবেশে আসিত। সংবাদ সংগ্রহের ও প্রচারের সহায়তার জন্য পাড়ার প্রায় সকল লোকেরই

বাড়ীর কোন না কোনও দাসদাসীকে, যত্নর উপদেশ মত, শ্যালকত্রয় কিছু কিছু অর্থ প্রদান করিত ;—বলা বাহুল্য ঐ অর্থের কিয়দংশ যত্নর চাপকানের পকেটে স্থানলাভ করিয়া, তাহার মনোমোহিনীর মনোবিনোদন করিত। ঐরূপ দাসদাসী ব্যতীত, তাহাদের কার্য্যের সহায়তার জন্ত তাহারা আরও দুই ব্যক্তিকে নিযুক্ত রাখিয়াছিল ; তাহারা হরিহরপুরের জমীদারদিগের গৌরবজনক কথা, ডেপুটী বাবু ও সৌদামিনীর কর্ণে প্রবিষ্ট করিবার জন্ত সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিত ; তাহাদের কার্য্যকলাপ আমরা ইতিপূর্ব্বেই পূর্ব্বপরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছি। সৌদামিনী তাহাদেরই মুখে শুনিয়াছিল যে, সুধীরনাথ হরিহরপুরের ছোট জমীদার ; ডেপুটী বাবু তাহাদেরই মুখে হরিহরপুরের দুর্গোৎসবের গল্প শুনিয়াছিলেন।

গৃহমধ্যে কাহার পদশব্দ শুনিয়া, তারাধ্যানরত যত্নর ধ্যানভঙ্গ হইয়া গেল। সে চাহিয়া দেখিল, বৃদ্ধ ভৃত্য গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি ?"

বৃদ্ধ বলিল, "রামতনু বাবুর বুড়ী ঝি এসেছে ; তাকে কি উপরে আসতে বলব ?"

যত্ন। ওঃ! এত আগে ? সে এত আগে এল কেন ? এখনও ত দুটো বাজে নি। ভাল, তাকে উপরে পাঠিয়ে দাও। আর এখন আর কাকেও এখানে আসতে দিও না।

বৃদ্ধ নিম্নে যাইয়া রামতনু বাবুর বৃদ্ধা পরিচারিকাকে উপরে পাঠাইয়া দিল। বৃদ্ধা উপরে আসিয়া, সযত্নে ঘোমটায় তাহার দন্তহীন মুখ আবৃত করিয়া দরজার কাছে উপবেশন করিল। সে স্মিত-কটাক্ষিণী দন্তহীনা বিগতযৌবনা বৃদ্ধা ; ঘোমটার আবরণে তাহার সেই দগ্ধ বার্ত্তাকু সদৃশ তোবড়া কটাক্ষহীন মুখ ঢাকিবার কোন প্রয়োজন ছিল

না। (যে মুখ খোলা থাকিলেও কেহ চাহিয়া দেখে না তাহা ঢাকিবার প্রয়োজন কি? বুঝি দন্তহীনা বৃদ্ধা জানিত যে, যে মুখ অনাচ্ছাদিত থাকিলে কেহ দেখে না; তাহাই অবগুণ্ঠিত করিলে লোকে আগ্রহভরে চাহিয়া দেখে; মনে করে, আবরণমধ্যে কি অপূর্ব্ব রত্ন লুকায়িত আছে।)

পরিচারিকা বলিল, "আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে সকাল বেলায় আর একবার এসেছিলাম।"

যদু। তুমি কাল ডেপুটী বাবুর বাড়ীতে গিয়েছিলে?

ঝি। পোড়া সংসারের কায কি গো! সেই সকাল থেকে একবার কি ফুরসৎ পাবার যো আছে? তার উপর আজ আবার বাসনমাজা মাগী আসে নি; চং করে বাড়ীতে বসে আছে। সকাল থেকে পোড়া কড়া মেজে মেজে হাতে কড়া পড়ে গেল।

যদু। তা হলে তুমি আজ ডেপুটী বাবুদের বাড়ীতে যেতে পার নি?

ঝি। সে কি কথা গো? না গেলে আপনারা কি আমাকে অমনিই পয়সা দেবেন?

যদু। গিয়েছিলে?

ঝি। এইত সেখান থেকেই আসছি।

যদু। কি কথা হল?

ঝি। সৌদামিনীর কাছে বসে তাদের ঝিয়ের সঙ্গে গল্প করতে লাগলাম।

যদু। কি গল্প করলে?

ঝি। সদু জিজ্ঞাসা করলে যে, তাদের দেশের বাড়ীর আস্তাবল কত বড়, আর তাতে কতগুলি ঘোড়া আছে।

যদু। তুমি কি বল্লে? আমি ত তোমাকে সেদিন বাবুদের আস্তাবলের কথা বলিয়াছিলাম।

ঝি। তা আমার মনে ছিল। আমি সে সমস্ত গল্প বল্লাম। বল্লাম যে তাঁদের দেশের আস্তাবলের কূলকিনারা নেই; তাতে রকম রকম বাইশখানা গাড়ী আছে, আর হরেক রকমের ঘোড়া আছে আঠারটা; চারটে বড় বড় লাল ঘোড়া, চারটে বড় বড় সাদা ঘোড়া, চারটে বড় বড় কালো ঘোড়া, আর অন্যান্য রকমের ছ'টা। বল্লাম, কখনো কালো ঘোড়া, কখনো লালঘোড়া আর সাদা ঘোড়া চারটে জুড়ে বাবুরা চৌঘুড়িতে চড়ে রোজ বিকেলে বেড়াতে যায়।

যদু। শুনে সৌদামিনী কি বল্লে?

ঝি। সে বল্লে, যে সেই রকম চৌঘুড়ীতে চড়তে তার খুব ইচ্ছে হয়।

যদু। তুমি আর কি বল্লে?

ঝি। আমি বল্লাম, ওদের হাতীশালায় পাঁচটা হাতী আছে। আর মায়ের সঙ্গে কালীঘাটে গিয়ে বাবুদের যে গল্প শুনে এসেছিলাম, সব বল্লাম।

যদু। বেশ বলেছ। তুমি আজ সকালে কেন এসেছিলে?

ঝি। আজ আমাকে চার আনার পয়সা দিতে হবে; বোনঝিকে রেশমী চুড়ি কিনে দেব বলেছি।

যদু উঠিয়া পকেট হইতে একটি ক্ষুদ্র থলি বাহির করিল, এবং উহার মধ্য হইতে একটি সিকি গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধার দিকে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "নাও।"

বৃদ্ধা সিকিটি শীঘ্র কুড়াইয়া লইয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছিল। দেখিয়া যদু বলিল, "দাঁড়াও আরও কথা আছে।"

ঝি ঘোমটাটা আর একটু টানিয়া, যদুর দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া

লজ্জায় জড়সড় হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা আবার? আমি অন্য কোন কথা শুনতে পারব না।"

যদু। অন্য কোন কথা নয়, ঐ বাবুদেরই কথা।

ঝি। কি কথা?

যদু। তুমি কবে আবার ডেপুটী বাবুর বাড়ীতে বেড়াতে যাবে?

ঝি। কাল হবে না; পশু ছুপরবেলা যাব।

যদু। ভাল; ঐ দিন সৌদামিনীর কাছে বাবুদের হাতীশালার গল্প করবে।

ঝি। বাবুদের হাতীও আছে নাকি?

যদু। আছে; পাঁচ ছ'টা বড় বড় হাতী আছে। তাতে হাওদা বেঁধে বাবুরা বন্দুক নিয়ে শিকার করতে যায়; আর বিজয়াদশমীর দিনে যখন বাজী পোড়ান হয়, তখন ঐহাতীতে চ'ড়ে বাবুরা তা দেখতে যায়।

ঝি। আমি হাতীশালার গল্প বেশ গুছিয়ে বলব। বলব এইসকল কথা কালীঘাটের থেকে শুনে এসেছি; সব সত্যি,—ঠাকুর মন্দিরে এসে দেবতার সমুখে কি কেউ মিথ্যা কথা বলে?

যদু। আর এক কায করতে হবে।

ঝি। কি?

যদু। আমার কাছে ছোট বাবুর একখানি ফটোগ্রাফ আছে।

ঝি। যাকে ফটকের ছবি বলে?

যদু। হ্যাঁ। সেই ছবিখানি কোন কৌশলে সৌদামিনীকে দেখাতে হবে।

ঝি। তা আমি খুব পারব। বলব, কালীঘাট থেকে আমার বোনঝিকে দেখাবার জন্ত বাবুদের ম্যানেজার বাবুর পরিবারের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে এসেছি।

যদু চাপকানের পকেট হইতে সুধীরনাথের একটী প্রতিকৃতি বাহির করিয়া দিল। লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া বৃদ্ধা তাহা গ্রহণ করিল। ঘোমটার ভিতর হইতে যদুকে নিরীক্ষণ করিয়া, হাসিয়া চলিয়া গেল।

বৃদ্ধার প্রস্থানের পর, ভবদেব উকীলের কোচম্যান আসিয়া মদ খাইবার জন্য যদুর নিকট হইতে ছয় আনা পয়সা লইয়া গেল; এবং তৎ-পরিবর্ত্তে উকীলের বাটির সংবাদ দিয়া গেল। তাহার পর আসিল, ডেপুটি বাবুর বাড়ীর নিকটবর্ত্তী একটা মুদির দেকানের এক বালক ভৃত্য। যদু তাহার নিকট হইতে পাড়ার অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিয়া, কাপড়ের জন্য তাহাকে আটআনা পয়সা দিয়া বিদায় করিল। সন্ধ্যার পর আসিল ডেপুটি বাবুর উড়িয়া চাকর চিন্তামণি।

যদু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি সকলে এসেছিলে ?"

চিন্তামণি। এসেছিলাম ; আমার একটা কথা আছে।

যদু। বল।

চিন্তামণি। দেশে মহাজনের দেনা শোধ করবার জন্যে আমার পনের টাকা পাঠাতে হবে। কাল পয়লা আশ্বিন, কাল বাবুর কাছে ভাদ্রমাসের মাহিনার জন্যে দশ টাকা পাব; আর আমার কাছে তিন টাকা আছে। আমার আর ও দু' টাকা দরকার। আপনি যদি দয়া করে আমাকে দু' টাকা ধার দেন।

যদু। ধার কেন ? আমি একবারেই তোমাকে এ টাকা দেবো। কিন্তু তোমার একটু কায করতে হবে।

চিন্তামণি। আজ্ঞে আপনি যা বলেন, তা সবই ত আমি করি।

যদু। কাল বিকালে বাবুকে আদালত থেকে আনবার জন্যে যখন বগী যাবে, তখন তুমি সহিসকে বলে, কোন কৌশলে, আধ ঘণ্টা দেরী

করিয়ে দিও। গাড়ীর জন্যে, ডেপুটি বাবুকে যেন ফুটপাথে আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

চিন্তামণি। দিদিমণি যদি জানতে পারে, আমার দোষে গাড়ী যেতে দেরী হয়েছে, তা'হলে, আমাকে ভারি গাল দেবে।

যদু। তাতে ক্ষতি কি? গাল ত গায়ে ফুটে যাবে না।

চিন্তামণি। আজ্ঞে, গাড়ী যেমন করে পারি দেরীতেই পাঠাব। টাকা দিন।

যদু। দিচ্ছি। আজ তোমার বাবুর কাছে কে কে বেড়াতে এসেছিল?

ইহার উত্তরে চিন্তামণি কি বলিল, তাহা তোমারা বুঝিতে পারিয়াছ; এবং গাড়ী ডেপুটী বাবুকে লইবার জন্য বিলম্বে যাওয়ার কি ফল ফলিয়াছিল তাহা ও পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বিবৃত করিয়াছি। অতএব সেই সকল কথার আলোচনা করিয়া আমরা আমাদের গল্পের বোঝা আরও ভারি করিব না।

চিন্তামণিকে বিদায় দিয়া যদু কিয়ৎকাল চক্ষু মুদিয়া তারার ধ্যান করিল। পরে সেই চক্রান্তের গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া চারিদিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে একটা অশ্বযানে আরোহণ করিল, এবং তারাসন্দর্শন লালসায় উদ্‌গ্রীব হইয়া ভবানীপুরের দিকে ছুটিল।

রাত্রি প্রায় নয়টার সময় যদু আপন বাসাবাড়ীতে নীরবে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে তারা তাহার জন্য রাত্রের আহার সামগ্রী প্রস্তুত ও সজ্জিত করিয়া, উপরের ঘরে অপেক্ষা করিতেছে। তারার অঙ্গলিপ্ত গন্ধ-দ্রব্যের সৌরভে কক্ষ আমোদিত হইয়া রহিয়াছে। তারার শান্ত ও সরল মুখভঙ্গিমা দেখিয়া, যদু সন্দেহ করিতে পারিল না যে, গৃহ মধ্যে সুরা ও সিগারেটের তীব্র গন্ধ ছিল, তাহা নষ্ট করিবার জন্যই তারা অতিরি-

গন্ধদ্রব্যের আমদানি করিয়াছে। তারা নিজে মদ্য পান করিত না, সিগারেটও খাইত না। কিন্তু সুধীরনাথ এই কক্ষে বসিয়া পকেট হইতে ফ্লাস্ক বাহির করিয়া মদ্যপান করিয়াছিল এবং সিগারেটের পর সিগারেট খাইয়া কক্ষ ধূমাচ্ছন্ন করিয়াছিল। সে সন্ধ্যার অনেক পূর্ব্বেই তারাকে ত্যাগ করিয়া মুখ হাত ধুইয়া, বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া এবং সুরাগন্ধ নিবারণের জন্য যথেষ্ট সৌরভ মাখিয়া ল্যাণ্ডো গাড়ীতে চড়িয়া শিয়ালদহ অঞ্চলে বেড়াইতে গিয়াছিল।

যদু বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া খাইতে বসিল। নিদ্রালস আঁখিতে বিলাস মাখিয়া তারা যদুর সম্মুখে বসিয়া রহিল। যদুর আহার হইলে, তারা যদুর ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য খাইল। যদু মনে করিল, তাহার প্রতি তারা যেমন ভক্তিমতী, এই কলিতে পৃথিবীতে এমন আর কোন পতিব্রতা আছে?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটী

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বিপুল বাটীর পশ্চাদ্‌ভাগটা ইংরাজী E অক্ষরের ন্যায়। এই E অক্ষরের দুই পার্শ্বের দুইটি বড় শাখা পশ্চিম দিকের রাস্তা পর্য্যন্ত লম্বিত ছিল। এই শাখা দুইটির মধ্যে, উত্তর দিকের শাখার দ্বিতলের কক্ষগুলিতে চক্রবর্ত্তী মহাশয় মৃত্যুকালে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার শয়ন কক্ষটি ঠিক রাস্তার উপরেই ছিল। ঐ স্থানে রাস্তার পরপারে দশ বার হাত মাত্র ব্যবধানে ডেপুটী বাবুর বাটী।

ঐ E অক্ষরের উত্তর ও দক্ষিণ দিকের শাখা দুইটিকে সংযুক্ত করিয়া, রাস্তার ধারে ধারে একটি উচ্চ প্রাচীর ছিল। ঐ প্রাচীরের মধ্যভাগে, এবং ঐ E অক্ষরের খর্ব্বাকার মধ্য শাখার ঠিক সম্মুখে একটি বড় দরজা ছিল। দরজাটি এত বড় যে উহার মধ্য দিয়া বড় বড় গাড়ী অনন মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত। মধ্য শাখাটির নিম্নতল একটি গাড়ী বারান্দা। এই দরজা হইতে একটি চক্রাকার রাস্তা গাড়ী বারান্দার ভিতর দিয়া পুনরায় এই দরজাতে আসিয়া মিশিয়াছিল। দরজার দুই পার্শ্বে, প্রাচীরের গায়ে কতকগুলি ছোট ছোট কুঠারি ছিল; উহাতে রন্ধনাদি কার্য্য সম্পন্ন হইত, এবং পূর্ব্বে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পত্নীর জীবদ্দশায়, তাঁহার দাসীগণ বাস করিত।

মধ্য শাখার দ্বিতলের ও ত্রিতলের কক্ষগুলিতে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের তৃতীয় পক্ষের পত্নী, তাঁহার জীবিতকালে বাস করিতেন। ঐ কক্ষগুলি চাবি বন্ধ ছিল।

E অক্ষরের মূল অংশটিতে এক সারি ত্রিতল কক্ষ ছিল। এই কক্ষগুলি বড় বড়; এবং বড় বড় গবাক্ষ ও দ্বারাদিতে পরিশোভিত ছিল; এবং ঐ সকল কক্ষের সম্মুখে সুন্দর বারান্দা ছিল।

উপরিউক্ত সমুদয় অংশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীর পশ্চাদ্‌ভাগ; উহা পূর্ব্বে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অন্দর বাটী ছিল। ইদানীন্তন তিনি পত্নীহীন হওয়ায়, এবং তাঁহার বাটীতে অন্য কোন স্ত্রী আত্মীয়া না থাকায়, উহা আর অন্দর বাটীরূপে ব্যবহারের প্রয়োজন হইত না। এই অন্দর বাটী যে রাস্তার ধারে ছিল, তাহার নম্বর অনুযায়ী, উহার পৃথক নম্বর নির্দ্দিষ্ট ছিল; ইদানীং এই পশ্চিম দিকের রাস্তার ঠিকানাতেই চক্রবর্ত্তী মহাশয় পত্রাদি প্রাপ্ত হইতেন;—সদর বাটীর ঠিকানায় পত্র আসিলে, পত্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের হস্তগত হইতে যে বিলম্ব ঘটিত, ইহাতে সে আশঙ্কা ছিল না।

উপরের যে চক্রাকার রাস্তার কথা বলিয়াছি, উহা রক্তবর্ণ কঙ্কর দ্বারা বিরচিত; উহার দুই পার্শ্বে, চীনামাটীর টবে ডেজি, প্যান্সি, ভায়োলেট, কার্ণেশন, পিঙ্ক প্রভৃতি বিলাতী পুষ্পের পুষ্পভারাবনত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপবৃক্ষ সকল শোভা পাইত। ঐ রাস্তা যে চক্রাকার দুর্ব্বাক্ষেত্রকে পরিবেষ্টিত করিয়াছিল, তাহার মধ্যভাগে শ্বেত মর্ম্মর নির্ম্মিত এক জলাধার ছিল; তাহার মধ্যস্থিত বিচিত্র কৃত্রিম উৎস হইতে নির্ম্মল জল উৎসারিত হইয়া ঐ আধারে সঞ্চিত থাকিত; এবং ঐ জলে নানা বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য সকল ক্রীড়া করিত। ঐ মধ্য ক্ষেত্রের দুই দিকে, গোলাকার রাস্তার বহিস্থিত দুই পার্শ্বে, অঙ্গন মধ্যে আরও দুইটি দুর্ব্বাক্ষেত্র ছিল; এই ক্ষেত্র দুইটি খর্ব্বাকার একালিফা বৃক্ষের দ্বারা পরিবেষ্টিত; এবং প্রত্যেকটির মধ্যভাগে এক একটি রক্তপ্রস্তরময় মঞ্চ ছিল; এবং মঞ্চের উপর তূণীরধারী ধনুর্ব্বাণ

"কিউপিড' এবং উলঙ্গিনী অর্দ্ধোপবিষ্টা 'ভীনসের' এক একটি পাষাণ প্রতিকৃতি স্থাপিত ছিল। 'কিউপিডের' ও 'ভীনসের' মঞ্চের চারিদিকে, চুণার হইতে আনীত কয়েকটা বৃহৎ ও বিচিত্র আধারে 'পাম' বৃক্ষ রোপিত ছিল।

এই অন্দর মহলের কক্ষগুলি অতি মূল্যবান ও সুদৃশ্য সজ্জায় সজ্জিত ছিল। কোনটি দেশীয় ভোজনাগার; তাহার হর্ম্ম্যতল ধবল মর্ম্মর মণ্ডিত; তাহার গৃহভিত্তি সকল বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত; তাহার ছাদ মূল্যবান স্ফটিক নির্ম্মিত বৈদ্যুতিক ঝাড়ের দ্বারা অলঙ্কৃত, তাহার গৃহ-প্রাচীরে উৎকৃষ্ট তৈল'চত্র সকল লম্বিত; তাহার প্রাচীর সংলগ্ন কৃষ্ণদারুময় অলৌকিক লোক সকল, অলৌকিক ভাবে যে শ্বেত-প্রস্তর ফলক সকল ধারণ করিয়াছিল, তাহাতে রৌপ্যনির্ম্মিত বিভিন্ন আকারের পান ও ভোজন পাত্র সকল এবং স্ফটিকময় পুষ্পপাত্র সকল সজ্জিত ছিল; তাহার কোণে কোণে নয়নাভিরাম কারুকার্য্য বিশিষ্ট চন্দন কাষ্ঠের টিপয়ের উপর, ইরাণী গালিচার সুকোমল ও সুদর্শন আসন সকল স্থাপিত ছিল; তাহার দ্বারে ও গবাক্ষে, রেশম রচিত মূল্যবান লেসের পর্দ্দা সকল সুবর্ণরঞ্জিত উজ্জ্বল দণ্ডাবলম্বনে ঝুলিতেছিল। কোনটি শয়নাগার; তাহার বৃহৎ দর্পণে, সুকোমল আসনাবৃত বিচিত্র কাষ্ঠাসনে, এবং শুভ্র কোমল শয্যাসহ সুবৃহৎ পালঙ্কে পরিশোভিত ছিল; তাহার গৃহতলে কোমল গালিচা প্রসারিত ছিল; তাহার গৃহভিত্তি সকল সুরঞ্জিত স্যাটিনের দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল; তাহার বৈদ্যুতিক আলোক সকল সূক্ষ্ম পীতাভ রেশমের সুন্দর ও সুকৌশল-সংস্কৃত আবরণে আবৃত ছিল; তাহার পালঙ্ক মধ্যে ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক পাখা সংযুক্ত ছিল; তাহার আলমারী সকল ফ্লোরেন্স নগরের বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত। কোনটি ড্রইং রুম বা সাজ-ঘর; তাহার গৃহতলে নবনীত নিন্দিত

সুকোমল কার্পেট বিস্তৃত ছিল; তাহার ছাদ কাষ্ঠময় চন্দ্রাতপে আবৃত ছিল, এবং তাহা এনামেলের উজ্জ্বল শ্বেতরঙে ও স্বর্ণময় পত্রপুষ্পে চিত্রিত ছিল, এবং ঐ ছাদ হইতে বৈদ্যুতিক আলোকের নির্ম্মল স্ফটিক নির্ম্মিত বড় বড় ঝাড় সকল ঝুলিতেছিল; তাহার বিচিত্র গৃহগাত্রে তৈলচিত্র সকল এবং বৃহদাকার দর্পণ সকল সুবর্ণ বর্ণ ফ্রেমে পরিবেষ্টিত হইয়া লম্বিত ছিল; তাহাতে বিভিন্ন আকারের টেবিলের উপর নানা দেশের দর্শনীয় দ্রব্য সকল সংগৃহীত ছিল, এবং বিভিন্ন গঠনের আসন সকল মূল্যবান ব্রোকেড্ কাপড়ের গদীদ্বারা আচ্ছাদিত ছিল।

বহির্ব্বাটী অন্দর খণ্ডের পূর্ব্বদিকে ঐ E অক্ষরের পৃষ্ঠে সংযুক্ত। ঐ বহির্ব্বাটী দুই খণ্ডে বিভক্ত; ইহার প্রত্যেক বিভাগে এক একটি চত্বর। দক্ষিণ বিভাগের চত্বরের তিনদিকে ত্রিতল কক্ষ সকল, এবং কক্ষের সম্মুখে বারান্দা; অন্যদিকে পূজার দালান। এই দক্ষিণ বিভাগটি প্রায় বন্ধ থাকিত; কদাচিৎ পূজায় পার্ব্বণে খোলা হইত। এ জন্য উহার নাম হইয়াছিল পূজা-বাড়ী।

উত্তর বিভাগের চারিদিকেই ত্রিতল কক্ষ ও বারান্দা ছিল। ইহার নিম্নতলের কক্ষগুলিতে নানা দ্রব্যের গুদাম ছিল, এবং কয়েকটা ঘরে ম্যানেজার ও তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ লেখাপড়ার কার্য্য করিতেন। ইহার দ্বিতলের কক্ষগুলি ভোজনাগার, পুস্তকাগার, বিশ্রামাগার ইত্যাদি রূপে সর্ব্বদা অন্দর বাটীর কক্ষ সকলের ন্যায় মূল্যবান সজ্জায় সজ্জিত থাকিত এবং কদাচিৎ ব্যবহৃত হইত। ইহার তৃতীয় তলটি, চক্রবর্ত্তী মহাশয় আপন পত্নীর বসবাস জন্য ব্যবহার করিতেন। এই অংশকে বৈঠকখানা বাড়ী বলা হইত।

উপরিউক্ত সমুদয় বহির্ব্বাটীর সম্মুখে, পূর্ব্বদিকে এক সারি থাম

ছিল। থামগুলির নিম্নতলে ছাদের উপর হইতে ত্রিতলের ছাদ পর্য্যন্ত লম্বিত ছিল; নিম্নতলে সম্মুখের বারান্দায় থাম ছিল না, কেবল এক সারি গোল খিলান ছিল; এই খিলান গুলিতে লম্বা ও কৃষ্ণবর্ণ লৌহদণ্ড সংযোজিত থাকায়, উহা কারাগৃহের ন্যায় দেখাইত। বহির্ব্বাটীর সম্মুখভাগের ঠিক মধ্যস্থলে, যুগ্ম স্তম্ভসারির দ্বারা বিরচিত, একটি বৃহৎ গাড়ীবারান্দা ছিল। ঐ গাড়ী বারান্দার ছাদের ধারে ধারে, খর্ব্বাকার ও বিচিত্র গঠনের স্তম্ভ সকলের উপর ধবল প্রস্তরের বড় বড় টবে বিবিধ জাতীয় ফার্ণ ও ক্যাক্‌টাস্ বৃক্ষ রোপিত ছিল।

বহির্ব্বাটীর সম্মুখে বিস্তৃত ভূমিতে অতি পরিপাটী পুষ্পবাটিকা ছিল। এই বাগানে কতকগুলি রক্তকঙ্করময় পথ ছিল;—নানা আকারের ক্ষেত্রগুলি ঐ পথদ্বারা বিভক্ত ছিল। ক্ষেত্রমধ্যে নানাস্থানে প্রস্তর বেদিকার উপর শ্বেত শিলামূর্ত্তি সকল স্থাপিত ছিল। কোথাও লৌহ শলাকার ফ্রেমের উপর লতাকুঞ্জ রচিত ছিল; এবং ঐ কুঞ্জ মধ্যে লৌহাসন রক্ষিত হইয়াছিল। কোথাও কূর্ম্মপৃষ্ঠাকার হরিৎ তৃণক্ষেত্রের উপর চীনামাটীর মৃদঙ্গাকার নীল আসন সকল চক্রাকারে সজ্জিত ছিল। কোথাও মর্ম্মর মঞ্চের উপর দারুময় মনোজ্ঞ মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কোথাও কৃত্রিম জলপ্রপাত হইতে জলস্রোত প্রবাহিত হইয়া, পার্শ্বস্থ তড়াগ নির্ম্মল জলে পূর্ণ করিতেছিল। কোথাও শিলাময়ী সুন্দরী, আনতাননে কক্ষস্থিত কলস হইতে, মর্ম্মরাধারে জলধারা ঢালিয়া দিতেছিল। কোথাও রাস্তার উপর, লৌহতারের জাল দিয়া বক্রাকার আচ্ছাদন রচিত ছিল; এবং তাহাতে শতমুখী, তরুলতা প্রভৃতি বল্লরী উঠিয়া শ্যামশোভা বিস্তার ও শীতল ছায়া দান করিতেছিল। কোথাও অপূর্ব্ব দুর্ব্বাক্ষেত্রে বিভিন্ন বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পিত উদ্ভিদ্ দ্বারা মনোরম চিত্র সকল রচিত হইয়াছিল। কোথাও

সোপানাকার লৌহমঞ্চের উপর, নানাবর্ণের ক্ষুদ্র কুসুমবৃক্ষসহ টবগুলি থাকে থাকে স্থাপিত থাকায়, উহা চিত্রিত মন্দির-চূড়ার ন্যায় শোভা পাইতেছিল। কোথাও মল্লিকাকুঞ্জে উল্লাসময়ী মল্লিকাসকল সৌরভময় হাসি হাসিতেছিল; কোথাও গোলাপ সকল সৌরভময় লাবণ্য বিস্তার করিতেছিল।

এই বাগানের পূর্ব্ব সীমায়, রক্তবর্ণ ইষ্টক-ভিত্তির উপর লৌহের বিচিত্র রেলিং ছিল; এবং একটি অতি বৃহৎ ফটক ছিল। রেলিং ও ফটকের বাহিরে রাজপথ; এই রাজপথ, পূর্ব্ববর্ণিত পশ্চাৎ দিকের রাস্তা অপেক্ষা প্রশস্ত।

বাটীর সম্মুখস্থ পুষ্পকাননের উত্তর প্রান্তে ভৃত্য ও দ্বারবানদিগের আবাস-গৃহ, গোশালা ও আস্তাবল ছিল। গোশালায় পাঁচ ছয়টী পয়স্বিনী গাভী রাখা হইত। আস্তাবলে কুড়িটি সুদৃশ্য ও বলবান অশ্ব, এবং বারখানি বিভিন্ন গঠনের গাড়ী থাকিত;—গাড়ীগুলি এত সাবধানতার সহিত পরিষ্কৃত ও পরিমার্জ্জিত হইত যে, উহাদের নবীনত্ব কখনও ক্ষুণ্ণ হইত না। গাভী ও অশ্বগণের গাত্রেও কখনও সামান্য ক্লেদ লক্ষিত হইত না।

চক্রবর্ত্তীমহাশয়ের মৃত্যুর পরদিন রবিবার ছিল। ঐ দিন তারক-বাবু আসিয়া, অনেক লোক লইয়া, ক্ষুদ্রাকারের অনেক গৃহসজ্জা, অন্দরমহলের তৃতীয় তলের কক্ষগুলিতে চাবিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন; এবং যেসকল জিনিষ গুদামে রাখা হইল, তাহার তালিকা প্রস্তুত করাইলেন। পরে বাটীর অন্যান্য কক্ষগুলি তালাবদ্ধ করিলেন; কেবল ম্যানেজার বাবুর আপিস কক্ষগুলি ম্যানেজার বাবুর জিম্বায় রহিল। এই বৃহৎ বাটী রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য আটজন দ্বারবান নিযুক্ত করিলেন। ফলতঃ যাহাতে বাটীর কোনও দ্রব্যের কোনও

অপচয় না ঘটে তারকবাবু তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করিলেন; এবং তাঁহার ব্যবস্থানুযায়ী কার্য্য হইতেছে কি না, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিলেন।

একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। কৃপণ বলিয়া লোকে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নাম করিত না; তাঁহাকে একাদশী চক্রবর্ত্তী বলিত। এই কৃপণ ব্যক্তি অর্থ ব্যয় করিয়া কেন মূল্যবান গৃহসজ্জা সংগ্রহ এবং পরিপাটী পুষ্পোদ্যান রচনা করিয়াছিলেন? যাঁহারা সম্পদশালী কৃপণদের কার্য্য-কলাপ লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, কৃপণেরা আপন বাটীটি লক্ষ্মীর সিংহাসনের ন্যায়, ঐশ্বর্য্য-সম্ভারে সুশোভিত করিতে ভালবাসেন; এবং তাহাতে বহুমূল্য দ্রব্যসকল সঞ্চিত রাখিতে কখনও কার্পণ্য করেন না।—ঐশ্বর্য্যশালী কৃপণেরা ঐশ্বর্য্য সংগ্রহে কখনও ব্যয়কুণ্ঠ হন না। তাঁহারা অধিক মূল্য দিয়া দুষ্প্রাপ্য রত্ন ক্রয় করিয়া অকারণ লৌহ-নির্ম্মিত আধার পরিপূর্ণ করেন; তথাপি দরিদ্র প্রতিবেশীর জন্য ক্ষুদ্র তাম্রখণ্ড ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন। ঐশ্বর্য্যবান কৃপণদের ইহাই স্বধর্ম্ম; তাঁহারা প্রতিবেশীর হাস্যমুখ অপেক্ষা আপন ঐশ্বর্য্যের ঔজ্জ্বল্য দেখিতে অধিক ভালবাসেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

তারক বাবুর রুগ্না গৃহিণী ও মোক্তারাবাদের মহারাজা।

তারক বাবুর স্ত্রী প্রবীণ বয়সে রুগ্না হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমাদের পরিচিত যুবক ডাক্তার তাঁহার চিকিৎসা করিতেছিলেন। রোগ আরোগ্য হইয়াছিল; কিন্তু রোগিণী তখনও দুর্ব্বলা ছিলেন। দুর্ব্বলতা সারিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া ডাক্তার তারকবাবুকে বলিলেন, "পুজোর ছুটি হলে, আপনার কিছু কায কর্ম্ম থাকবে না। সেই অবকাশে আপনি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে একবার দার্জ্জিলিঙ্ থেকে ঘুরে আসুন। সেখানে মাস খানেক থাকলে উনি বেশ সেরে উঠবেন।"

তারকবাবু বলিলেন, "আমি ত প্রতি বৎসর এই পুজোর সময় দার্জ্জিলিঙ গিয়ে থাকি। এ বৎসর যাব বলে স্থির করেছিলাম। একটা বাড়ীও ভাড়া নিয়েছি। কিন্তু বিধাতা এবার আমাদের দার্জ্জিলিঙে যাওয়া কপালে লেখেন নি।

ডাক্তার। কেন?

তারক। তুমি ত জান কেদারেশ্বর চক্রবর্ত্তী মৃত্যুকালে আমার স্কন্ধে কি বিষম ভার চাপিয়ে গিয়েছে। সেই সম্পত্তি নিয়ে আমি এত ব্যতিব্যস্ত হয়েছি যে আমার নিশ্বাস ফেলবারও অবকাশ নেই। সম্পত্তিটা তার ভাইপোর হাতে যতক্ষণ না সমর্পণ কর্ত্তে পারি, ততদিন আমার নিস্তার নেই।

ডাক্তার। তাকে এখানে আসবার জন্যে রঞ্জণঘাটে পত্র লিখুন। সে এলে তার সম্পত্তি তাঁকে বুঝিয়ে দিয়ে, এ ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে, আপনি

আপনার স্ত্রীকে নিয়ে দার্জ্জিলিঙ চলে যান। একমাসের জন্তে বায়ুপরিবর্ত্তন না কল্লে তাঁর দুর্ব্বলতাটুকু যাবে না।

তারক। দেখ ডাক্তার, আমার অসুবিধা কি, তোমায় বুঝিয়ে বলি। আমি আগেই রঙ্গণঘাটের ঠিকানায় কেদারের ভাইপোকে পত্র দিয়েছিলাম।

ডাক্তার। বেশ। তাহলে সে কবে কলিকাতায় আস্‌বে?

তারক। জানি না। আমার দুই খানা পত্রের ভিতর একখানারও উত্তর আমি পাই নি।

ডাক্তার। কেন এ রকম হ'ল? এখন কি কর্ব্বেন, স্থির করেছেন?

তারক। আমি স্থির করেছি যে রঙ্গণঘাটে নিজে গিয়ে তাকে সঙ্গে করে কলিকাতায় নিয়ে আস্‌বো।

ডাক্তার। রঙ্গণঘাট ন'দে জেলার পাড়াগাঁ। সেখানে এই বর্ষার শেষে যাওয়া ত সহজ হবে না।

তারক। কিন্তু যেতে হবে। কর্ত্তব্যের কাছে সুবিধা অসুবিধার কথার বিচার কর্ত্তে গেলে চল্‌বে না। মৃত্যুকালে কেদার আমাকে যে কাষের ভার দিয়ে গেছে, যেমন করে হোক, তা কর্‌তেই হবে।

ডাক্তার। কিন্তু সেই ভাইপো আপনার দু'খানি পত্র পেয়েও কল্‌কাতায় এল না কেন, তার কারণ কি আপনি ভেবে দেখেছেন?

তারক। প্রথম কারণ, হয়ত তার মা তাকে একলা কল্‌কাতায় আসতে দেয় নি। সে কখনও বিদেশে যায় নি; হয়ত মনে করেছে, কল্‌কাতায় গেলে কোন না কোন বিপদে পড়বে। অজানা বিদেশী লোক কল্‌কাতায় এলে এ রকম বিপদ যে প্রায় ঘটে, এ কথা পল্লীগ্রামের লোক জানে। দ্বিতীয় কারণ, হয়ত কোন রকম গোলযোগে আমার দুখানা পত্রই তার হস্তগত হয় নি।

ডাক্তার। তাই সম্ভব। কেন না, পত্র পেলে কোন কারণ বশতঃ কলকাতায় আসতে না পারলেও পত্রের উত্তর দিত।

তারক। তাই আমি নিজে রঙ্গণঘাটে যাব মনে করেছি।

ডাক্তার। কবে যাবেন?

ডাক্তার। পুজার বন্ধ হলেই। মহালয়ার পরদিন।

ডাক্তার। তার পরদিন সেখানে থেকে ফিরতে পার্ব্বেন; আর দু এক দিনের মধ্যে তাকে সব বুঝিয়ে দিয়ে, পুজোর আগেই দার্জ্জিলিঙ যেতে পার্ব্বেন।

তারক। তা সম্ভব নয়। কেদারের প্রকাণ্ড বাড়ীর অন্দর মহলের তেতলার ঘরগুলি, আর বার বাড়ীর তলার ঘরগুলি প্রায় সবই গুদাম। তাতে এত জিনিষ আছে যে ফর্দ্দের সঙ্গে মিল করে তা বুঝিয়ে দিতে প্রায় পনের দিন সময় লাগবে। তার উপর কাছারী খুল্লেই, আবার উইলের প্রবেট নিতে হবে। তাতেও হাঙ্গামা আছে।

ডাক্তার। আচ্ছা, এই সকল কায যদি আপনি দার্জ্জিলিঙ থেকে ফেরৎ এসে একমাস পরে করেন, তা হলে কি কোন ক্ষতি আছে?

তারকবাবু কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। পরে কি বুঝিয়া বলিলেন, "ক্ষতি? তুমি ঠিক বলেছ ডাক্তার, বোধ হয় কোন ক্ষতিই হবে না। এক-মাসে আর কি ক্ষতি হবে? বরং এই একমাসে নব বল সঞ্চয় করে ঐ কায আরম্ভ করবো। এই কয়েকদিনের অতিরিক্ত খাটুনিতে আমার শরীর যেন অবসন্ন হয়ে পড়েছে।"

ডাক্তার যুক্তি দেখাইয়া বলিলেন, "আপনি একটু ভেবে দেখুন একমাস পরে রঙ্গণঘাট গেলে কতগুলি সুবিধা হয়। প্রথম আপনার স্ত্রী আরোগ্য হয়ে যাবেন; তাঁকে নিয়ে আর আপনাকে ব্যস্ত থাকতে হবে না। দ্বিতীয় আপনার অতিরিক্ত পরিশ্রমের অবসাদ একমাসকাল

বিশ্রামে নষ্ট হবে। তৃতীয় রঙ্গণঘাটের রাস্তায় বর্ষার কাদা শুকিয়ে গিয়ে তা কলকাতাবাসীর চলাচলের কতকটা উপযুক্ত হবে।

তারকবাবু উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "ঠিক, একমাস পরে যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত।"

অতএব স্থির হইয়া গেল যে হাইকোর্ট বন্ধ হইলেই, এটর্ণী শ্রীযুক্ত তারকনাথ ভট্টাচার্য্য রুগ্না পত্নীকে লইয়া দার্জ্জিলিঙ যাইবেন; এবং একমাস পরে, অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসের প্রথমে রঙ্গণঘাটে যাইয়া, অক্রূ-কুমারকে কলিকাতায় আনিয়া, মৃত কেদারেশ্বর চক্রবর্ত্তীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি তাহাকে বুঝাইয়া দিবেন।

তারকবাবু রুগ্না গৃহিণীর শয্যাগৃহে যাইয়া তাঁহাকে এই সংবাদ প্রদান করিলেন। শুনিয়া বিদেশে যাইবার আনন্দে গৃহিণীর শরীরের দুর্ব্বলতা অর্দ্ধেক অপনীত হইল। তাঁহাকে প্রফুল্ল দেখিয়া তারকবাবু পুনরপি ভাবিলেন, আপাতত এক মাসের জন্য দার্জ্জিলিঙ যাওয়াই ঠিক। তাঁহার বাটীতে দার্জ্জিলিঙ যাত্রার উদ্‌যোগ পড়িয়া গেল। গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির হইল যে আগামী ৭ই আশ্বিন, রবিবার দিনটা মন্দ নয়,—ঐ দিনই যাত্রা করা ভাল। তিনি তাঁহার দার্জ্জিলিঙের এক বন্ধুকে পত্র লিখিলেন। একটা সেকেণ্ড ক্লাস কম্‌পার্টমেণ্ট (second class compartment) অগ্রিম রিজার্ভ করিবার জন্য জ্যেষ্ঠপুত্রকে উপদেশ দিলেন। ভৃত্যকে ডাকিয়া শীতকালের গরম কাপড়, পোষাক ইত্যাদি রৌদ্রে দিয়া, ঝাড়িয়া, গুছাইয়া রাখিতে আদেশ করিলেন। দর্জ্জিকে ডাকিয়া, গৃহিণীর জন্য আরও কিছু শীত-সজ্জার ফরমাইস দিলেন। দুই এক দিন দোকানে দোকানে ঘুরিয়া নানাবিধ আবশ্যক ও অনাবশ্যক দ্রব্য ক্রয় করিলেন;—কি জানি, যদি দার্জ্জিলিঙে না পাওয়া যায় তাহা হইলে মুস্কিলে পড়িতে হইবে।

দার্জ্জিলিঙে যাইবার উদ্যোগে যখন তারক বাবু অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন, তখন তিনি হঠাৎ একদিন, তাঁহার একজন পশ্চিমদেশ-প্রবাসী বন্ধুর নিকট হইতে এক দীর্ঘ টেলিগ্রাম পাইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলেন। ঐ প্রবাসী বন্ধুটি মোক্তারাবাদের মহারাজা বাহাদুরের প্রধান মন্ত্রীর কায করিতেন। তিনি লিখিয়াছিলেন যে কোন বিশেষ কারণে মোক্তারাবাদের মহারাজা হঠাৎ স্থির করিয়াছেন যে মহারাণী সাহেবাকে লইয়া তিনি শীঘ্রই কলিকাতায় যাইবেন। তাঁহার কর্ম্মচারীরা দুই এক দিন মধ্যে কলিকাতা রওনা হইবে, তিনি আরও দু'চার দিন পরে রওনা হইবেন। অতএব মহারাজা বাহাদুরের এবং মহারাণী সাহেবার বসবাসের উপযুক্ত একটি বড় বাড়ী, দুই মাসের জন্য, অনতি-বিলম্বে ভাড়া লইতে হইবে। বাড়ীটীর মাসিক ভাড়া আড়াই হাজার টাকার অধিক না হয়; এবং বাড়ীর সংলগ্ন বাগান থাকিলে ভাল হয়। কলিকাতাতে ঐ বন্ধুর পরিচিত অন্য কোন উপযুক্ত লোক না থাকায় তারক বাবুকেই ঐ ভার গ্রহণ করিতে হইবে; এবং তিনি তারক-বাবুকে ভার দিয়াই সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

দুই এক দিনের মধ্যে একজন দেশীয় নৃপতির উপযুক্ত সদর অন্দর ওয়ালা একটি বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করা সহজ ব্যাপার নহে। বিশে-ষতঃ তখন দার্জ্জিলিঙ যাইবার দিনস্থির হইয়া গিয়াছিল। তারকবাবু ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি একবার মনে করিলেন, বন্ধুকে প্রত্যুত্তরে একটি টেলিগ্রাম করিবেন যে, তাঁহার দ্বারায় এই কায সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর নহে; কিন্তু আবার ভাবিলেন, একটু চেষ্টা না করিয়া, একজন পুরাতন বন্ধুর এরূপ একটা অনুরোধ, এইরূপে প্রত্যাখ্যান করা, ঠিক বন্ধুর কার্য্য হইবে না।

সুতরাং দার্জ্জিলিঙ যাত্রার উদ্যোগে অবহেলা করিয়া তিনি বাড়ীর

অন্বেষণে জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপন সকল তন্ন তন্ন পরিদর্শন করিয়া তিনি আপন পকেট বহিতে কয়েকটি বাটীর এবং বাটীর মালিকের ঠিকানা লিখিয়া লইলেন। পরে, তাড়াতাড়ি স্নানাহার সমাধা করিয়া, ঐ সকল বাটী দেখিবার জন্য, এবং মালিকদের সহিত দেখা করিবার জন্য, দরজার সম্মুখে দণ্ডায়মান অফিসযানে উঠিতে যাইতেছেলেন। কিন্তু যাওয়া হইল না।

দর্জ্জি আসিয়া বাধা দিল; সেলাম করিয়া বলিল, "গিন্নী মা ঠাকরুণের ফ্লানালের ব্লাউস দু'টা আর কাশ্মীরার ওভার কোটটি এনেছি। একবার গায়ে দিয়ে দেখতে হবে ঠিক হ'ল কি না।"

তারক বাবু রাগিয়া গেলেন; বলিলেন, "এখন আমি একটা কাযে যাচ্ছি; এখন তোমাকে কে আস্‌তে বল্লে?"

দর্জ্জি বলিল, "আজ দশটার সময় আসবার জন্যে আপনি বলেছিলেন।"

তারকবাবু। এখন ত প্রায় সাড়ে দশটা হ'তে চল্ল?

দর্জ্জি। একটু দেরী হয়ে গেছে।

তারকবাবু। ঐ একটু দেরীতেই তুমি আমার সব কায মাটি কল্লে। দাও, কি এনেছ।

দর্জ্জির নিকট হইতে ব্লাউস ইত্যাদি লইয়া, তারকবাবু গৃহিণীর সন্ধানে, দ্বিতলে শয়ন কক্ষে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু সেখানে পত্নীকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি বারান্দায় আসিয়া ভিতর বাটীর উঠানের দিকে মুখ বাড়াইয়া হাঁকিলেন, "কোথায় গেলে গো?"

গৃহিণী নিম্নতলে ভোজনাগার হইতে উচ্চকণ্ঠে উত্তর দিলেন, "কেন? আমি খেতে বসেছি যে।"

তারকবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "এখনও খাওয়া হয় নি?

ডাক্তার যে তোমায় দেরী করে খেতে বারণ ক'রেছে। দর্জ্জি তোমার জামা এনেছে; তা পরে দেখতে হ'বে। একটু শীঘ্রি শীঘ্রি সেরে নাও।"

গৃহিণী কিছুমাত্র ব্যস্ততা না দেখাইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "দাঁড়াও। এই ত খেতে বসলাম; আমার দেরী হ'বে; তুমি দর্জ্জিকে ঘণ্টাখানেক বস্‌তে বল।"

তারক বাবু অধীর হইয়া পড়িলেন। বলিলেন, "এক ঘণ্টা! এক ঘণ্টা ত কম সময় নয়।—আড়াই দণ্ডে, ষাট মিনিটে এক ঘণ্টা হয়।"

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "তা আর আমাকে শেখাতে হবে না। ষাট মিনিটে যে এক ঘণ্টা হয় তা আমি খুব জানি;"

তারকবাবু বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "আবার ষাট সেকেণ্ডে এক একটা মিনিট!"

গৃহিণী তীব্র স্বরে বলিলেন, "তাও আমার জানা আছে। দর্জ্জিকে ঐ এক ঘণ্টাই বসে থাকৃতে হ'বে। দর্জ্জি ত আর নবাব-পুত্র নয়; আর ঘোড়ার উপর জিন দিয়েও আসে নি।"

ইহার পর উচ্চবাক্য কহা মহা প্রলয়ের কারণ হইতে পারে; তাহা দাম্পত্য প্রেমের বিঘ্নকারক। ইহা মনে করিয়া তারকবাবু মৌনাবলম্বন করিলেন। কেবল মনে মনে বলিলেন, "হায়, গৃহিণি! তুমিও বুঝিলে না, যে, আমার ঘোড়া সত্যই সাজ আঁটিয়া গাড়ী লইয়া দরজায় অধীর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তুমি ত বুঝিলে না, যে দর্জ্জিকে একঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিতে হইলে, আমাকেও তদধিক কাল অপেক্ষা করিতে হইবে; এবং মোক্তারাবাদের মহারাজের জন্য বাড়ী খোঁজা আর একদিন স্থগিত রাখিতে হইবে।

তিনি মনের কথা মনে গোপন রাখিয়া, অগত্যা প্রেয়সীর প্রত্যাশায় কক্ষস্থিত একখানি সেটিতে (settee) উপবেশন করিলেন।

পূরা একটি ঘণ্টা পরে গৃহিণী পাণ ও জরদা চিবাইতে চিবাইতে, রক্তাক্ত অধরে মন্থর-গমনে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন ; বলিলেন, "কি, দর্জ্জি অমন হাঁপাচ্ছিল কেন ?"

তারকবাবু। দর্জ্জি হাঁপায় নি ; আমি হাঁপাচ্ছিলাম।

গৃহিণী। হাঁপাবার কারণটা কি ? আমি যে স্থির হ'য়ে দুটো ভাত মুখে দি, এটা কি তোমার সহ্য হয় না ?

তারক। সহ্য আবার হয় না ? এই বুড়ো বয়সে এত যে পরিশ্রম কচ্ছি, কিসের জন্যে ?—কেবল তোমাদের ভাত কাপড়ের জন্যে।

গৃহিণী। আমাদের ভাত কাপড়ের জন্যে, না তোমার কায করবার বাতিক আছে বলে কায কর। যে সময় নিজের কায না পাও, সে সময় পরের কায কর। তোমাকে আমি খুব জানি। এই যে কাযের জন্যে এখন হাঁপাচ্ছ এটাও বোধ হয় পরের কায।

তারক। থাক্। মিছে তর্ক বিতর্ক করে সময় নষ্ট করবার দরকার নেই। এখন জামা গায়ে দিয়ে দেখ ঠিক মাপ মত হয়েছে কি না।

গৃহিণী ব্লাউজ পরিধান করিয়া দেখিলেন যে উহা তাঁহার শরীরের মাপ অপেক্ষা বড় হইয়াছে। দেখিয়া, তিনি জামা খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। কুপিত কণ্ঠে বলিলেন, "ও কিছুই ঠিক হয় নি। আমি বালিসের খোল গায়ে দিয়ে লোকের কাছে বেরুতে পারব না।"

তারক বলিলেন, "তুমি আর একবার গায়ে দাও, আমি দেখি, কোথায় কতটা বড় হয়েছে।"

গৃহিণী বলিলেন, "ওর কিছুই ঠিক হয় নি ; আমার জামার দরকার নেই,—খালি গায়ে থাকবো।"

অনেক সাধ্য সাধনার পর গৃহিণী আবার ব্লাউজ পরিধান করিলেন তাহা পরীক্ষা করিয়া তারকবাবু বলিলেন, "কিন্তু তুমি বুঝছ না, এ গরম কাপড়, কাচলেই ছোট হয়ে যাবে। আর তুমি দার্জ্জিলিঙ যাচ্ছ, সেখানে গিয়ে মোটা হলে ঐ জামাই গায়ে ঠিক হ'বে।" ফলতঃ অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল যে ব্লাউজ দুইটীর পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইবে না। তাহার পর দর্জি বিদায় প্রাপ্ত হইল।

তাহার পর তারকবাবু ঘড়ী খুলিয়া দেখিলেন যে বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে বাড়ীর সন্ধানে যাইতে হইলে আফিসে যাওয়া হয় না। স্থির করিলেন, আফিসে যাইবেন না; বাড়ীর সন্ধানেই যাইবেন। কিন্তু আফিসের কতকগুলি কাযের জন্য কিছু উপদেশ দিবার আবশ্যক ছিল। অতএব তিনি একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিতে বসিলেন। পত্র লিখন সমাপ্ত করিয়া তিনি লোকদ্বারায় উহা আফিসে পাঠাইয়া দিলেন। পরে নিশ্চিন্ত হইয়া বেলা একটার সময় শকটারোহণ করিবার জন্য বাটীর দরজার নিকট আসিলেন; কিন্তু এবারও তাঁহার গাড়ী চড়া হইল না।

দেখিলেন, এক ভদ্রব্যক্তি চোগা চাপকান পরিয়া, তাঁহার চাপরাশীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে বাবু বাটীতে আছেন কি না। তিনি ভদ্র ব্যক্তিকে চিনিলেন,—একাদশী চক্রবর্ত্তীর ম্যানেজার। চিনিয়া তারকবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ম্যানেজার বাবু, এই দু'প'র বেলা কি মনে করে ?"

ম্যানেজার। আমার একটু বিশেষ কায আছে। তাই আপনার আফিসে গিয়েছিলাম। সেখানে আপনার সাক্ষাৎ না পেয়ে বাড়ীতে

তারকবাবু। কি কায? তাই ত, আমায় যে একটুও অবসর নেই।

ম্যানেজার। আমার একটুও বিলম্ব হবে না; দু'কথায় আমার কায শেষ হয়ে যাবে।

তারকবাবু। আসুন, আসুন, চট করে' এই আফিস ঘরে আসুন। আপনার যা বলবার আছে, শীঘ্র বলে ফেলুন।

আফিস ঘরে যাইয়া দুইজনে উপবিষ্ট হইলে, ম্যানেজার বাবু বলিলেন, "আপনি বোধ হয় জানেন যে আমাদের পূজো বাড়ীটা খালি পড়ে আছে।"

তারকবাবু মুহূর্ত্ত মধ্যে মহা উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, "আপনি বোধ হয় জানেন না, যে ঐ কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে, আপনি আমাকে কি বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন। যাক আমার কথা পরে বলবো, আগে আপনার কথাটা কি শুনি।"

ম্যানেজার। পূজার বাড়ীটা একজন লোক এক মাসের জন্যে ভাড়া নিতে চায়; হাজার টাকা ভাড়া দেবে। আমার মতে, একমাসের জন্যে ভাড়া দিলে কোনও ক্ষতি হবে না। বরং হাজার টাকা লাভ হবে।

তারক। অন্দরবাড়ীর একতালার আর দুই তালার ঘরগুলো খালি পড়ে আছে।

ম্যানেজার। কিন্তু তা কোন লোক এখনও ভাড়া নিতে চায় নি।

তারক। তা কেউ ভাড়া নিতে চাইলে, তার কত ভাড়া হওয়া উচিত?

ম্যানেজার। তার ভাড়া দেড় হাজার টাকা হওয়া উচিত।

তারক। তা হ'লে পূজোর বাড়ী আর অন্দর বাড়ীর ভাড়া মোটের

উপর আড়াই হাজার টাকা হয়। বেশ, আমি ঐ ভাড়াতেই দুইমাসের জন্যে নেব।

ম্যানেজার। আপনি?

তারক। হাঁ আমি!

এই বলিয়া তারক বাবু ম্যানেজার বাবুকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিলেন।

ম্যানেজার। মহারাজা বাহাদুর কবে আসবেন?

তারক। আমার বন্ধু তা টেলিগ্রাম করে পরে জানাবেন। আপাততঃ আপনি ঘরগুলি ঝেড়ে ঝুড়ে সাজিয়ে রাখবেন।

ম্যানেজার বাবু চলিয়া গেলে তারকবাবু কোচম্যানকে ডাকিয়া গাড়ী খুলিয়া দিতে বলিলেন; এবং পোষাক ছাড়িয়া, পত্নীর শয়ন কক্ষে যাইয়া তাঁহার অপক্ক নিদ্রায় ব্যাঘাত জন্মাইয়া হাঁকিলেন,—

"ওরে মূর্খ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,—
তা'সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
পরধন-লোভে-মত্ত ইচ্ছিনু ভ্রমণ
পথে পথে................"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

হস্তিপ্রসঙ্গ ও গুম্ফ-শ্মশ্রু সংবাদ

মহালয়ার ছুটি ছিল; ডেপুটী বাবু আদালতে যান নাই। আহারাদির পর বৈঠকখানা ঘরে একাকী বসিয়া ছিলেন। তাঁহার দিদিমণিকে দেখিবার জন্য, এবং বিবাহের সঠিক সংবাদ দিবার জন্য সেই দিন অপরাহ্ণে ঘটকের আসিবার কথা ছিল, ডেপুটী বাবু মুদিত নয়নে তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন।

হঠাৎ কক্ষদ্বারে বৃদ্ধা ঝি আসিয়া ডাকিল, "বাবু!" এই বৃদ্ধাই বাল্যকাল হইতে সৌদামিনীকে প্রতিপালন করিয়াছিল; সৌদামিনীর স্নান ও আহার তাহারই যত্নে সম্পাদিত হইত; সেই সৌদামিনীর বসন-ভূষণের ব্যবস্থা করিত; তাহারই ক্রোড়ে শয়ন করিয়া, তাহার আদরের কথা শুনিতে শুনিতে সৌদামিনী নিদ্রিতা হইত; এবং সৌদামিনীর অত্যাচার সেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সহ্য করিত। আজ সে বসিয়া সজল নয়নে বলিল, "বাবু, আমি আর চাকরী করতে পারব না; আমাকে বিদায় দিন।"

এইরূপ বিদায় চাওয়া নূতন নহে। সৌদামিনী কর্ত্তৃক প্রহৃতা বা অন্যরূপে উৎপীড়িতা হইলেই বৃদ্ধা ডেপুটী বাবুর নিকট আসিয়া বিদায় চাহিত। সান্ত্বনা জন্য ডেপুটী বাবু তাহাকে দুইটা মিষ্ট কথা বলিলে সে কাঁদিয়া ফেলিত, এবং বিদায় লইবার কথা ভুলিয়া যাইত।

ডেপুটি বাবু বৃদ্ধাকে বিগলিতাশ্রু ও সিক্তবদনা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে?"

ঝি বলিল, "আমি কাযকর্ম্ম সেরে একটু শুয়ে ছিলাম; দিদিমণি চুপি চুপি এসে, আমার কাণে এক ঘটি ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়েছে, আমার কাপড় বালিস সব ভিজে গেছে। এত অত্যাচার মানুষ বার মাস কি করে সহ্য করবে, বাবু? আমি আর কায করতে পারব না; আজই চলে যাব।"

ডেপুটী বাবু বলিলেন, "না, ঝি! তুমি রাগ ক'রো না; ছেলেমানুষ, ছেলে বুদ্ধিতে একটা কায করেছে, তাতে কি রাগ করতে আছে? তোমাকে জ্বালাতন করে বটে, কিন্তু তোমাকেই সে ভালবাসে। তুমি চলে গেলে সে কেঁদে কেঁদে একটা অসুখ করে ফেলবে।"

সে চলিয়া যাইলে সৌদামিনীর কি দুর্দ্দশা উপস্থিত হইবে, তাহা ভাবিয়া বৃদ্ধা প্রবলবেগে অশ্রুধারা মোচন করিতে করিতে কহিল, "এত দৌরাত্ম্য আমি কখনও দেখিনি। বালিশটা ভিজে গোবর হয়ে গেছে; রাত্রে কি মাথায় দেব তার ঠিকানা নেই।"

ডেপুটীবাবু প্রতিশ্রুত হইলেন যে, অবিলম্বে তাহাকে একটি নূতন বালিশ কিনিয়া দিবেন। ঝি আশ্বস্ত হইয়া চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ মধ্যে অত্যাচারিণী স্বয়ং কক্ষমধ্যে দ্রুতপদে প্রবেশ করিল। ডেপুটীবাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ঝির বালিশ ভিজিয়ে দিয়েছ কেন? সে রাত্রে কি মাথায় দেবে?"

সৌদামিনী সংক্ষেপে বলিল, "আমি তাকে আমার একটা বালিশ দিয়েছি যে।" এই বলিয়া সে সত্বর তাহার মাথাটি দাদামহাশয়ের কোলে লুকাইল। যেন এইরূপে সে একটা বৃহৎ বিপদ হইতে আপনার মস্তক রক্ষা করিল।

কিন্তু বিপদ তাহাকে ত্যাগ করে নাই;—বামুন ঠাকুর দুধের বাটী হাতে করিয়া, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছিল।

দেখিয়া ডেপুটীবাবু বলিলেন, "ছি দিদিমণি! দুধ খাওনি কেন? উঠে দুধ খাও। তার পর আমার কাছে এসে শুয়ো। আমি তোমাকে একটা রাজার গল্প বলব।"

বামুন ঠাকুরের আনীত দুগ্ধ পান করিবার কোন প্রকার উদ্যোগ না করিয়া সৌদামিনী বলিল, "কি রাজার গল্প বলবে বল।"

ডেপুটীবাবু মিনতির স্বরে বলিলেন, "আগে তুমি দুধ খাও; তারপর বলব।"

সৌদামিনী বলিল, "ও ঠাণ্ডা দুধ আমি খাব না।"

বামুন ঠাকুর হাত বাড়াইয়া দুধের বাটী ডেপুটী বাবুর নিকটে আনিলে, তিনি উহাতে হাত দিয়া দেখিলেন যে উহা গরম আছে। এই পরীক্ষার পর তিনি আবার মিনতির স্বরে কহিলেন, "দুধ ত ঠাণ্ডা হয়নি দিদিমণি; শীগ্‌গির খেয়ে ফেল।"

সৌদামিনী বলিল, "আজ মিছরি দিয়ে দুধ জ্বাল দেওয়া হয়নি। ও দুধ আমি খাব না।"

ডেপুটি বাবু বামুন ঠাকুরের প্রতি প্রশ্নময় দৃষ্টিপাত করিলেন। বামুন ঠাকুর বলিল, "দুধ মিছরি দিয়েই জ্বাল দিয়েছি।"

ডেপুটী বাবু বলিলেন, "তবে দিদিমণি, খাবে না কেন?"

সৌদামিনী বলিল, "না, আমি দুধ খাব না। ও কখনই মিছরি দিয়ে দুধ জ্বাল দেয় নি; সেই মিছরির সরবৎ করে নিজে খেয়েছে।"

ডেপুটী বাবু বলিলেন, "আচ্ছা, আমি নিজে চেকে দেখছি, দুধে মিষ্টি আছে কি না।" এই বলিয়া, বামুন ঠাকুরের হস্ত হইতে দুধের বাটী নিজ হস্তে লইয়া, তিনি তাহার আস্বাদ গ্রহণ করিলেন। দেখিলেন, দুধ মিষ্ট; উহাতে মিছরি দেওয়া হইয়াছে। বলিলেন, "দিদিমণি, দুধ খেয়ে ফেল, আমি চেকে দেখেছি, ওতে মিছরি দেওয়া হয়েছে।"

সৌদামিনী ব'লিল, "আমি ও দুধ খাব না; ওতে তোমার গোঁফ লেগেছে।"

ডেপুটী। তাতে ক্ষতি কি?

সৌদামিনী। আমি গোঁফ দেখতে পারি না; ভারি ঘেন্না হয়।

ডেপুটী। তা' হলে তুমি পুরুষ মানুষকে বিয়ে করবে কেমন করে? সকল পুরুষ মানুষেরই যে গোঁফ আছে।

সৌদামিনী। আমি এমন পুরুষ মানুষকে বিয়ে করব যার গোঁফ দাড়ি থাকবে না;—তুমি আমার জন্যে সেই রকম একটা বর খুঁজে বার করবে।

ডেপুটী। তা' বার করব। কিন্তু তুমি দুধটা খেয়ে নাও। দুধ না খেলে রোগা হয়ে যাবে; বর এলে বলবে, রোগা মেয়ে বিয়ে করব না।

সৌদামিনী। না করুক। আমি রোগাই থাকব; দুধ খাব না।

সৌদামিনীর সহিত বাক্যযুদ্ধে ডেপুটী বাবু পরাস্ত হইলেন। কোন ক্রমে তাহাকে দুধ খাওয়াইতে না পারিয়া, তিনি দুধের বাটী বামুনের হাতে দিয়া বলিলেন, "জলখাবার সময় দিও, এখন নিয়ে যাও।"

বামুন ঠাকুর চলিয়া গেলে পরম নিশ্চিন্তমনে সৌদামিনী বলিল, "এখন সেই রাজার গল্প বল।"

ডেপুটী। আমি ত বলেছিলাম যে তুমি দুধ খেলে, তবে রাজার গল্প বলব। তুমি দুধ খেলে না, আমি গল্প বলব কেন?

সৌদামিনী। তুমি এখন গল্প বল্লে, আমি বিকেলে দুধ খাব।

অগত্যা ডেপুটী বাবু গল্প বলিতে বাধ্য হইলেন। তিনি বলিলেন, "এক রাজা ছিল, তার একটি রাণী ছিল।"

সৌদামিনী। না না দাদামশায়, তুমি ভুল বলছ। রাজার এক রাণী নয়, দুই রাণী ছিল,—দুয়ো আর সুয়ো।

ডেপুটী। না, এ দুয়ো সুয়ো রাণীর গল্প নয়, এ কেবল একটি রাণীর গল্প।

সৌদামিনী। রাজার কি কেবল একটি রাণীই ছিল, আর কি কিছু ছিল না?

ডেপুটী। রাজার রাণী ছিল, হাতীশালায় হাতী ছিল, ঘোড়া…

সৌদামিনী। রাজার হাতীশালায় ক'টা হাতী ছিল?

ডেপুটী। পাঁচ-ছয়টা হ'বে।

সৌদামিনী। মোটে পাঁচ-ছয়টা? ওঃ ভারি ত রাজা! অনেক জমীদারের পাঁচ-ছয়টা হাতী থাকে।

ডেপুটি বাবু জানিতেন না যে, রামতনু বাবুর অবগুণ্ঠনবতী ঝি, যদুর মন্ত্রে দীক্ষিতা হইয়া, তাহার দন্তহীন মুখবিবর হইতে ভ্রমরগুঞ্জন-তুল্য যে হস্তিকাহিনী বিনির্গত করিয়াছিল, তাহা, তাঁহার দিদিমণির হৃদয় মধ্যে অহরহ ঝঙ্কৃত হইতেছিল;—কিশোরীর হৃদয়াকাশে হরিহর-পুরের জমীদারদিগের ঐশ্বর্য্যের কথা, অসংখ্য জ্যোতিষ্কের ন্যায় সর্ব্বদা জ্বল্ জ্বল্ করিতেছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ জমীদারের পাঁচ ছয়টা হাতী আছে?"

সেই দিন গবাক্ষের অন্তরালে থাকিয়া, তাহার দাদামহাশয়ের অজ্ঞাতসারে সৌদামিনী যদি না শুনিত যে, হরিহরপুরের ছোট জমীদার বাবুর সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিবার জন্য, তাহার দাদা-মহাশয় ঘটককে আড়াইশত টাকা পারিতোষিক দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাহা হইলে, সে উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তরে নিঃসঙ্কোচে, হরিহরপুরের জমীদারদিগের নাম করিতে পারিত। কিন্তু

এক্ষণে অন্তরে ঐ জ্ঞান লইয়া সে তাঁহাদিগের নাম মুখে আনিতে পারিল না। কেবল নবোৎপলরাগে গণ্ডস্থল রঞ্জিত করিয়া অবনত মুখে প্রশ্ন করিল, "দাদামশাই, তুমি হাতী চড়েছ?"

নাতিনীর অন্তর মধ্যে যে নিগূঢ় ভাবটি আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, ডেপুটীবাবু তাহার সন্ধান না পাইয়া মনে করিলেন যে তাঁহার দিদিমণি কি চঞ্চল মতি; সে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া, নিজে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল। তিনি বলিলেন, "না দিদিমণি, আমি কখনও হাতী চড়িনি।"

সৌদামিনী। তুমি কখনও হাতী দেখেছ?

ডেপুটী। দেখেছি। তুমি কি হাতী দেখনি?

সৌদামিনী। ছবি দেখেছি, আসল হাতী দেখিনি।

ডেপুটী। কেন, তোমার প্রভাকর দাদার সঙ্গে বগীতে চড়ে তুমি ত অনেকবার আলিপুরের চিড়িয়াখানায় গেছ, সেখানে হাতী আছে, তা কি তুমি দেখ নি?

সৌদামিনী। না; আমরা একদিনও হাতী দেখতে পাই নি। আচ্ছা, দাদামশাই, হাতী ত খুব উঁচু, তার উঁচু পিঠের উপর লোক কেমন করে চড়ে?

ডেপুটী। পিঠে চড়বার সময়, হাতী হাঁটু পেতে বসে; তখন কাঠের সিঁড়ি লাগিয়ে, কখনও বা হাওদা বাঁধার দড়ি ধরে, হাওদার উপর উঠতে হয়।

সৌদামিনী। তুমি একবার গল্প করেছিলে যে, দিল্লীতে একবার ভারি বড় দরবার হয়েছিল। বড়লাট সাহেব আর বড় বড় রাজারা হাতীর পিঠে সোণা রূপোর হাওদা বেঁধে, হাতীকে সোণারূপো হীরা মুক্তো দিয়ে সাজিয়ে, তার উপর চড়ে, সেই দরবারে এসেছিলেন।

হাতী সাজিয়ে, মানুষ রাজপোষাক পরে' যখন তার উপর চড়ে, তখন মানুষকে কত ভাল দেখায়! আমারও হাতী চড়তে ইচ্ছে হয়। তুমি একটা হাতী পোষ না কেন দাদামশাই?

ডেপুটী। হাতীর অনেক দাম। তা ছাড়া, হাতীর খাবার যোগাতে অনেক খরচ। আমি গরীব লোক, আমি তত টাকা কোথায় পাব?

সৌদামিনী। তুমি যদি জমীদার হতে, তা হলে হাতী পুষতে পারতে?

ডেপুটী। সকল জমীদার কি হাতী পুষতে পারে? যে সকল জমীদার হাতী পোষে তাঁরা রাজার মত ধনী। তাদের অনেক টাকা আছে।

সৌদামিনী। যাদের অনেক টাকা আছে, তাদের কি সুখ! তারা হাতী পুষে তাতে চড়ে, কত সুখে বেড়িয়ে বেড়ায়। আমি কখনও একটা সত্যিকার হাতী চক্ষেও দেখিনি; আমার কি দুঃখ! দাদামশাই! তুমি কখনও হাতী চড়' নি বলে, তোমার মনে কি দুঃখ হয় না?

ডেপুটী। না, দিদিমণি, তাতে আমার দুঃখ হয় না;—কারও দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। ভগবান যাকে যা দিয়েছেন, তাতেই তার সুখী থাকা উচিত।

সৌদামিনী। হাতীর গায়ে গহনা পরায় কি করে? তুমি কি কখনও গহনা পরা হাতী দেখেছ দাদামশাই?

ডেপুটী। দেখেছি।—রূপোর ঘুঙুরের মালা গেঁথে হাতীর পায়ে জড়িয়ে দেয়; রূপোর তৈরি ছোট ছোট ঘণ্টার মালা গেঁথে হাতীর গলায় ঝুলিয়ে দেয়; মাথায় সোণার গহনা বেঁধে দেয়; আর কাণে গাছা গোছা মুক্তোর মালা ঝুলিয়ে দেয়; তা ছাড়া একটা সোণা রূপোর কাযকরা দামী কাপড় দিয়ে, তার সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে দেয়; কখন কখনও নানা রকম রঙ দিয়ে তার কপাল আর শুঁড়টী চিত্রিত করে দেয়।

সৌদামিনী। সেই রকম রঙ মেখে সেই রকম গহনা আর মুক্তো পরে, হাতী যখন তালে তালে ঘুঙুর বাজিয়ে চলে, তখন তাকে কেমন চমৎকার দেখায়! সেই হাতীতে চড়লে মানুষের কেমন সুখই হয়! মানুষ যখন ভাল পোষাক পরে' সেই হাতীতে চড়ে, তখন তাকে কি চমৎকার দেখায়। দাদামশাই! তোমার যদি খুব টাকা থাকত, আমি হাতী কিনে, তাকে ঐ রকম সাজিয়ে তার পিঠে চড়তাম। তুমিও চড়তে?

ডেপুটী। হাঁ, চড়তাম।

সৌদামিনী। হাঁ, দাদামশাই, এই কলকাতায় কি সকল লোকই তোমার মত গরীব? এখানে কেউই হাতী পোষে না কেন? এখানে ত একটি হাতী দেখতে পাই নে।

ডেপুটী। কলকাতায় এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা অনেক হাতী পুষতে পারেন। কিন্তু কলকাতাতে হাতী আনলে লোকের বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা। কোন জিনিষ দেখে হাতী যদি ভয় পেয়ে তার প্রকাণ্ড দেহ নিয়ে ছুটতে আরম্ভ করে, তা হলে, তার পায়ের তলায় পড়ে' অনেক প্রাণিহত্যা হবে। আবার হাতীর অদ্ভুত দেহ দেখে ঘোড়াগুলি যদি ভয় পায়, তা হলেও বিপদ; তারা লাফালাফি করে একটা প্রলয় কাণ্ড ঘটাবে।

হাতীর গল্প শুনিতে শুনিতে সৌদামিনী হঠাৎ উঠিয়া বসিল এবং সহসা সৌদামিনী-লীলার ন্যায় অন্তঃপুর মধ্যে অন্তর্হিতা হইল। রাজ-রাণীর যে গল্প ডেপুটী বাবু বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা আর বলা হইল না। রাজরাণীর গল্পের প্রতি বালিকার এই অযথা অশ্রদ্ধা দেখিয়া ডেপুটী বাবু কিছু বিস্মিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, রাজরাণীর গল্প অপেক্ষা বালিকা হাতীর গল্প শুনিতে অধিক ভালবাসে। ভাবিলেন,

কিরূপে হরিহরপুরের ছোট বাবুর সহিত তাঁহার দিদিমণির বিবাহ ঘটাইয়া তাহার হস্তী আরোহণের সাধ পূর্ণ করিবেন। স্নেহের মোহে আচ্ছন্ন হইয়া তিনি ধারণা করিতে পারিলেন না যে, বাঙ্গালা দেশে কোনও জমীদারের নবপরিণীতা কুলবধূই গজারোহণে পথে ভ্রমণ করে না।

ডেপুটী বাবু আরও ভাবিলেন, তাঁহার দিদিমণি এমন একটা বর চায় যে গোঁফদাড়ী রাখে না। তাহার মনে হঠাৎ গোঁফদাড়ীর প্রতি বিরাগ জন্মিল কেন? তাঁহার যে দাড়ীতে আগে সে কতবার আদর করিয়া হাত বুলাইয়া দিয়াছে, তাহা কয়েক দিন পূর্ব্বে তাহারই ইচ্ছায় গতাসু হইয়া বোতল মধ্যে সমাহিত হইয়াছে; আসামীগণের ভীতিপ্রদ তাঁহার গুম্ফেরও জীবনাশা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। তিনি ভাবিলেন, আচ্ছা হরিহরপুরের ছোট বাবু গোঁফদাড়ী রাখে কি? আজ ঘটক আসিলে, সর্ব্ব প্রথমে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। তাঁহার দিদিমণি বোধ হয় তাহাকে ভাল করিয়াই দেখিয়াছে; তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেও বাবুটির গোঁফদাড়ীর সংবাদ পাওয়া যাইবে। অতএব, তিনি সৌদামিনীর সন্ধানে অন্তঃপুর মধ্যে আসিয়া ডাকিলেন, "দিদিমণি! ও দিদিমণি!"

সৌদামিনী তখন, উপরে আপন কক্ষে বসিয়া ভাবিতেছিল যে, কবে সে হস্তিপৃষ্ঠে হাওদার উপর বসিবে। প্রেমের মধুময় আস্বাদ কত মধুর, বালিকা তখনও বুঝিতে পারে নাই; এতটুকু প্রেমের তুলনায় হস্তী অশ্ব সমন্বিত পৃথিবীর যাবতীয় ঐশ্বর্য্য কত তুচ্ছ, সে জ্ঞান তখনও তাহার তরুণ মনে উদিত হয় নাই। তাই সে হরিহরপুরের জমীদার-দিগের ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিয়া এবং তাঁহাদের হস্তী ও অশ্বের কথা ভাবিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। সে মনে করিত, ঐগুলি লাভ করিতে পারিলেই তাহার সমস্ত কামনা পূর্ণ হইবে। হায় বালিকা! সে এখনও বুঝিতে পারে নাই যে কয়েক দিন পরে তাহার হৃদয় ভেদ করিয়া যে প্রবল প্রেম প্রবাহিনী

প্রবাহিত হইবে, তাহাতে পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্য তৃণবৎ ভাসিয়া যাইবে; সেই তরঙ্গিণীর প্রবল তরঙ্গে শকট সহ অশ্ব, এবং হাওদার সহিত হস্তী চূর্ণ হইয়া যাইবে। হায়! বালিকা ভুলিয়া গিয়াছিল যে, সে যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই দেশে প্রেমমুগ্ধা পার্ব্বতী, রাজপুত্রী হইয়াও ভিখারী হরের গলায় বরমাল্য প্রদান করিয়াছিলেন; সেই দেশে রাজকুমারী সীতা, রাজগৃহ ত্যাগ করিয়া বল্কল বসনে বনে বনে পতির অনুগমন করিয়াছিলেন; সেই দেশে, মদ্ররাজসুতা সাবিত্রী বনে যাইয়া আয়ুহীন কাঠুরিয়া স্বামীর পদসেবা করিয়াছিলেন।

ডেপুটী বাবুর আহ্বান শুনিয়া সৌদামিনী ঐশ্বর্য্যচিন্তা ত্যাগ করিয়া শয়নকক্ষ হইতে বারান্দায় বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, দাদামশাই?"

ডেপুটী বাবু উপরে উঠিয়া তাহার শয়নকক্ষে যাইয়া, তাহার শয্যার উপর বসিলেন। সৌদামিনী তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া বলিল, "কি দাদামশাই?"

ডেপুটি বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই বাবুটিকে তুমি কি সেই দিন ভাল করে দেখেছিলে?"

ডেপুটী বাবু কোন বাবুর উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহা চতুরা সৌদামিনী বিলক্ষণ বুঝিয়াছিল; তথাপি কি জানি কেন, সে বলিল, "তুমি কোন্ বাবুর কথা জিজ্ঞাসা করছ?"

ডেপুটী বাবু বলিলেন, "আমি হরিহরপুরের ছোট বাবুর কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম। তাঁর গোঁফদাড়ী আছে কি?"

সৌদামিনী। সে কথা কেন জিজ্ঞাসা করছ?

ডেপুটী। তুমি বলেছ যে গোঁফদাড়ীর সঙ্গে তোমার আড়ি; তুমি গোঁফদাড়ীওয়ালাকে বিয়ে করবে না। আমার ইচ্ছে, তার সঙ্গে তোমার

বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করি ; কিন্তু তার গোঁফদাড়ী থাকলে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না কামায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ সম্বন্ধ স্থির করব না। তুমি কি দেখেছ তার গোঁফদাড়ী আছে কি ? না, নেই ?

অন্যা বালিকা আপন বিবাহের প্রসঙ্গে যেমন লজ্জাসঙ্কুচিতা হইয়া পড়ে, সৌদামিনী সেই প্রকারের ভাব প্রকাশ করিল না। কিন্তু সে ঢোক গিলিয়া বলিল, "তা আমার মনে নেই।"

ডেপুটী। একটু মনে করে দেখ। যাকে বিবাহ করবে, তার রূপের ধ্যান করতে হয়।"

সৌদামিনী। আমার একটুও মনে নেই।

সেই কক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া বৃদ্ধা ঝি সকল কথা শুনিতেছিল। সে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "কেন, সেই 'ফটকপার' খানা দেখাও না, তা হলেই ত সকল সন্দেহ মিটে যাবে।

ডেপুটি বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফটকপার কি ?"

সৌদামিনী কলরোলে হাসিয়া উঠিল। বলিল, "ফটকপার কি জান না ? ঝি ফটোগ্রাফকে ফটকপার বলে।"

ফটোগ্রাফের কথা শুনিয়া ডেপুটী বাবু বিস্মিত ও বিচলিত হইলেন। ভাবিলেন, তাঁহার বালিকা নাতিনী জমীদারদিগের ছোটবাবুর ফটোগ্রাফ কেন সংগ্রহ করিল ; কিরূপে তাহা তাহার হস্তগত হইল। মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার ফটোগ্রাফ কেমন করে পেলে ?"

ঝি বলিল, "সে দিন দুপুর বেলা রামতনু বাবুর ঝি বেড়াতে এসেছিল। সে ঐ ফটকপারখানি এনেছিল। তাঁদের বাড়ীর একজন ঝির সঙ্গে কালীঘাটে রামতনু বাবুর ঝির আলাপ হয়েছিল ; তার কাছে সে ঐ ফটকপার খানা চেয়ে নিয়েছিল। আমাকে দেখাবার জন্যে এনেছিল ; ভুলে ফেলে গিয়েছে, দিদিমণি তুলে রেখেছে।"

ডেপুটি। কৈ সে ফটোগ্রাফ? তা'ত তুমি আমাকে দেখাও নি দিদিমণি?

সৌদামিনী। সে কোথায় রেখেছি, তা মনে নেই। বোধ হয় হারিয়ে গিয়েছে।

ঝি। হারাবে কেন? মাথার বালিশের নীচে আছে।

এই বলিয়া সৌদামিনীর মাথার বালিশের নিম্নে হাত দিয়া ঝি ফটো-খানি বাহির করিয়া ডেপুটী বাবুর হাতে দিল।

ডেপুটি বাবু দেখিলেন, অনিন্দ্যদেহ সুন্দর যুবা রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহার মস্তকের উষ্ণীষে রত্নময় কল্‌গীতে বিচিত্র বিহঙ্গমপুচ্ছ সংযোজিত রহিয়াছে; তাহার মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ শ্মশ্রু-গুম্ফবিহীন!

সৌদামিনীর মাথার বালিশের নিম্ন হইতে ফটোগ্রাফ খানি প্রাপ্ত হওয়ায় ডেপুটীবাবু নাতিনীর অনুরাগের লক্ষণ স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন। অতএব তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, প্রাণপাত করিয়াও তিনি ঐ পাত্রে নাতিনীকে সমর্পণ করিবেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ঘটক ঠাকুর।

অপরাহ্নে ঘটক ঠাকুর আসিয়া বলিলেন, "নমস্কার, নমস্কার ডেপুটি বাবু। আজ একবার কন্যাটীকে দেখে যেতে হবে। আপনার ভৃত্যরা কোথায় গেল? একবার তামাক দেবার জন্যে আদেশ করুন।"

ডেপুটি বাবু চিন্তামণিকে ডাকিয়া তামাক দিতে বলিলেন; এবং রামতনু বাবুকে ডাকিয়া আনিবার জন্য গোপাল খানসামাকে পাঠাইলেন। পরে অন্তঃপুরে যাইয়া সৌদামিনীকে সজ্জিতা করিবার জন্য, বৃদ্ধা ঝিকে যথাযথ উপদেশ প্রদান করিলেন।

অল্পকাল মধ্যে রামতনু বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চিন্তামণি ঘটক ঠাকুরকে তামাক দিয়া, রামতনু বাবুর জন্য পৃথক তামাক আনিয়া দিল। তখন ঘটক ও রামতনু বাবু উভয়ে মিলিয়া, তাম্রকূটধূমে কক্ষমধ্যে কাদম্বিনী রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কক্ষ যখন তাম্রকূট-ধূমে, বৈশাখ-মেঘের কৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করিল, তখন সেই মেঘমধ্যে সৌদামিনীর বিদ্যুৎপ্রভা লাবণ্য জ্বলিয়া উঠিল। সৌদামিনী কিছু অলঙ্কার পরিয়া, তাহার দাদামহাশয়ের পার্শ্বে আসিয়া বসিল।

দেখিয়া, ধূম্রপানে বিরত হইয়া, গজদন্ত প্রকটিত করিয়া ঘটক বলিলেন, "হাঁ, সুন্দরী বটে। এমনি সুন্দরীই তাঁরা চান। তাঁরা যেমনটি চা'ন তেমনিই পাবেন। শাস্ত্রেই বলেছে, যাদৃশী ভাবনা যস্য তাদৃশী সিদ্ধির্ভবতি।"

রামতনু। আমি বৃদ্ধ হয়েছি, অনেক স্থানে—

ঘটক ঠাকুর আবার ধূম্রসেবনে মনোনিবেশ করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু রামতনু বাবুর বাক্য শুনিয়া, তাহা স্থগিত রাখিয়া, উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "হাঃ হাঃ হাঃ। বৃদ্ধত্বং জরসা বিনা! আপনি আবার বৃদ্ধ কোথায়? এ গোলোকবিহারীর অসাধ্য ক্রিয়া নাই;—আপনার মত বয়সের শত শত সৎপাত্রকে পার করেছি।

রামতনু। এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত অনেক দেশ বিদেশ ঘুরেছি; কিন্তু এমন সুন্দরী মেয়ে আমি কোথাও দেখিনি।

ঘটক। আমিও এমন সুন্দরী দেখিনি।

রামতনু। তাঁরা কবে কন্যা দেখতে আসবেন?

ডেপুটি। আপনি আমাদের কথা তাঁদের জানিয়েছিলেন কি?

ঘটক। হাঁ। আমি তাঁদের বাড়ীতে কয়েকদিন ক্রমান্বয়ে যাতায়াত করে' তাঁদের একপ্রকার সম্মত করেছি। তাঁরা বলেছেন যে, কন্যা রূপগুণবতী হলে এবং কোষ্ঠীর মিল হলে উদ্বাহের কোনও বাধা হবে না। তাঁরা স্থির করেছেন, আগামী রবিবারে প্রাতঃকালে কন্যাকে দেখতে আসবেন। কন্যাকে অবলোকন করলেই তাঁদের পছন্দ হবে।

ডেপুটী। তাঁরা আমাদের স্বঘর ত?

ঘটক। তা না দেখে কি এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেছি? এ গোলোকবিহারীকে আপনি সাধারণ কুলাচার্য্য মনে করবেন না। কেন না, শাস্ত্রেই বলেছে, 'অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্মশুভাশুভং;—অর্থাৎ, না জেনে কার্য্য করলে, তার ফলাফল আপনাকেই ভোগ করতে হয়।

ডেপুটি। তাঁদের গোত্র কি?

ঘটক। আপনার নাতিনীর পিতৃকুল শাণ্ডিল্য গোত্রীয়, আর তাঁরা

ভরদ্বাজ গোত্র। নবাবী আমল হতে তাঁরা রায় চৌধুরী নামে পরিচিত হলেও, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ভরদ্বাজ গোত্রীয়, খড়দা মেল, ভগীরথ বঁড়ুয্যের সন্তান, ভঙ্গ কুলীন, তিন পুরুষ,—ঠিক আপনার নাতনীর পিতৃকুলের পাল্‌টী ঘর। তাঁরা কেবলমাত্র নামে কুলীন নন;—'আচারো বিনয়ো বিদ্যা,' কিছুতেই কম না।

রামতনু। পাত্রটী লেখাপড়া কি রকম শিখেছেন?

ঘটক। বি-এ পাস করেছেন;—আমি স্বচক্ষে সার্টবুক দেখেছি। স্বচক্ষে না দেখে, আমি লোকের মুখের কথায় প্রত্যয় করবার পাত্র নই। আগামী রবিবারে সে সার্টবুক এনে আপনাদেরও দেখাব।

ডেপুটি। আমরা লোকমুখে শুনেছি যে তাঁদের জমিদারী রংপুর জেলায়, তবে ঠিক বলতে পারি না। আপনি বোধ হয় ঠিক জানেন?

ঘটক। তা আর জানি না? তাঁদের আদিঅন্ত নাড়ী-নক্ষত্র,—এ গোলোকবিহারী সবই অবগত আছে। তাঁদের কোনও পূর্ব্বপুরুষ, সাত-খানা জাহাজের মত নৌকা বোঝাই করে মুর্শীদাবাদে ব্যবসা করতে এসেছিলেন।

রামতনু। সেই ব্যবসার অর্থেই বোধ হয় জমিদারী কিনেছিলেন?

ঘটক। শুনুন, বলি। এই বাঙ্গালা দেশে, নবাবী আমলে মুর্শীদাবাদেই বাণিজ্যের কেন্দ্র স্থান ছিল। রংপুর হতে আনীত পাট, তামাক প্রভৃতি চারগুণ, পাঁচগুণ মূল্যে বিক্রী হ'তে লাগল। সেই ব্যবসাতে, চার পাঁচ বৎসরের মধ্যে তাঁদের প্রভূত লাভ হল। হবারই কথা; কেন না, শাস্ত্রেই বলেছে, 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ'। সেই অর্থে দেশে জমীদারী কিনে, ক্ষমতাশালী জমীদার হয়ে উঠলেন, সেই সমুদয় জমীদারীই রংপুর জেলায়। সেই অবধি বংশপরম্পরা তাঁরা হরিহরপুরের জমীদার হয়েছেন; এবং নবাবী রায়চৌধুরী উপাধি ধারণ করেছেন।

সৌদামিনী মনোযোগের সহিত ঘটকের কথাগুলি শুনিতেছিল। তামাক ও পাটের কথাটা তাহার মনঃপূত হয় নাই। সে মনে করিয়াছিল, সেই সাত খানা নৌকা, চাঁদ সওদাগরের সাত খানা জাহাজের মত ধনরত্নে পূর্ণ ছিল;—তামাক ও পাটের মত কুদৃশ্য ও দুর্গন্ধময় দ্রব্য সকল কখনও সুদৃশ্য ও সৌরভময় ঐশ্বর্য্যের আদি কারণ হইতে পারে না।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ঘটক জিজ্ঞাসা করিল, "মা লক্ষ্মি! তোমার নাম কি, বলত।

সৌদামিনী। আমার নাম,—শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী।

ঘটক। বেশ, বেশ, এ নাম তাঁদের বেশ পছন্দ হবে। ছোট বাবু যখন সরকার হতে রাজা উপাধি লাভ করবেন, তখন রাণী সৌদামিনী নামটি মন্দ শোনাবে না। যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে শাস্ত্রেই বলেছে।

রামতনু। পাত্রের বয়স কত?

ঘটক। বালক, বালক,—এখনও গোঁফ দাড়ী ওঠেনি।

রামতনু। পাত্র এ বিবাহে সম্মত হয়েছেন?

ঘটক। মৌনং সম্মতি লক্ষণং।—তিনি আর কি বলবেন? যখন তাঁর জ্যেষ্ঠদের সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা হত, তিনি তখন মৌনাবলম্বন করে বসে থাকতেন, তাতেই বোঝা যেত যে তাঁর আপত্তি নেই।

উপরিউক্ত বাক্যের পর, চিন্তামণির নিকট হইতে দ্বিতীয় কলিকা প্রাপ্ত হইয়া, ঘটক ঠাকুর অদ্বিতীয়োপাসকের ন্যায় নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া, কয়েক মুহূর্ত্ত ধূমপানে মনোনিবেশ করিলেন। পরে, মুখবিবর হইতে, তাম্বুলরাগরক্ত গজদংষ্ট্রার পার্শ্ব দিয়া গজশুণ্ড নিক্ষিপ্ত জল-স্রোতের ন্যায়, ধূমস্রোত নির্গত করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "ভাল ডেপুটীবাবু, আপনার নাতিনীর পিতার নামটি কি ছিল? মা লক্ষ্মি? বলত, তোমার বাবার নাম কি?

সৌদামিনী। ৺হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ঘটক। তিনি বিষয় কর্ম্ম কি করতেন ?

রামতনু। পৈতৃক জমীদারী ছিল, তাই দেখতেন।

ঘটক। এক্ষণে এই কন্যাই বোধ হয় সেই জমীদারীর উত্তরাধিকারিণী হয়েছে ?

ডেপুটী। না। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে, আমার জামাতার সমুদয় সম্পত্তি পৈতৃক ঋণের জন্য বিক্রী হয়ে যায়।

ঘটক। থাক্ থাক্, ও কথা আর উত্থাপন করবেন না, গতস্য শোচনা নাস্তি। মা লক্ষ্মি তুমি লেখাপড়া কি রকম শিখছে ?

ডেপুটী। বাঙ্গালা লিখতে পড়তে বেশ জানে। ইংরাজি ও অঙ্ক কিছু কিছু শেখেছে। এ ছাড়া সেলাই ও পশমের কার্য্যও শিখেছে।

রামতনু। আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম—তাঁরা দেনা পাওনা সম্বন্ধে কিছু বলেছেন কি ?

ঘটক। সে সম্বন্ধে আমি কথা উত্থাপন করবামাত্র তাঁরা হেসে উঠলেন ; বল্লেন, নয়টি কুল-লক্ষণের মধ্যে ত পণগ্রহণের কোন উল্লেখ নেই ; 'তপোদানং'ই কুলীনের লক্ষণ ; বিত্তগ্রহণ কুলীনের লক্ষণ নয়।

রামতনু। তাঁদের ত অর্থের অভাব নেই, বিবাহের পণের দ্বারা অর্থসংগ্রহ করবেন কেন ? আর আজকাল অনেকেই ছেলের বিবাহ দিয়ে অর্থ গ্রহণ করেন না। এই নিন্দনীয় প্রথাটা ক্রমেই দেশ থেকে উঠে যাচ্চে।

ঘটক। কথাটা বিশ্বাস করবেন না। অহঙ্কার করব না, কেন না শাস্ত্রেই বলেছে,নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ। কিন্তু এ গোলোকবিহারী এ জীবনে অনেক দেখেছে। মুখে অনেকেই বলেন বটে যে উদ্বাহ কার্য্যে

পণ গ্রহণ করবেন না, কিন্তু কার্য্যের বেলায় বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া—কেহই একটি কপর্দ্দক ছাড়তে চান না। একবার আমাদের প্রজাপতি সম্মিলনীতে একজন নামজাদা লোক বক্তৃতা করেছিলেন। বরপণ প্রথায় দেশের যে কি ভয়ানক অনিষ্ট হচ্ছে, তা চিৎকার করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। শুনে আমার মনে একটা সাহস জন্মাল। আমি জানতাম যে বক্তার ছয় পুত্র, সকলেই অবিবাহিত এবং সুপাত্র। আমার হাতে তখন কয়েকটি অর্থহীনা সৎপাত্রী ছিল। আমি মনে করলাম, প্রজাপতির কৃপায়, বক্তার পুত্রদের সঙ্গে, বিনাপণে তাদের দুই একজনের বিবাহ ঘটাতে পারব। বক্তৃতার পরদিন, আমি বক্তার বাড়ীতে গিয়ে বিবাহের প্রস্তাব করলাম। তিনি বিবাহ দিতে সম্মত হলেন। পাত্রীকে দেখে পছন্দ করলেন। তার পর বল্লেন যে পণস্বরূপ কিছু গ্রহণ করবেন না, তবে এই বিবাহে তাঁর যা খরচ হবে, তা নিজ তহবিল হতে দিতে পারবেন না; কন্যাপক্ষকে তা দিতে হবে। কন্যাপক্ষ সেই খরচের পরিমাণটা জানতে চাইলেন; তিনি বল্লেন, গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করে বলবেন। গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করে বল্লেন, "ছ হাজার সাত শ টাকার এক পয়সা কমে, বিবাহের খরচ কোনমতে সঙ্কুলান হবে না; তবে খরচ যা হবে, তার বেশী ভাগই অলঙ্কার ও বরাভরণ রূপে কন্যা জামাতারই থাকবে। শাস্ত্রে যথার্থই বলেছে যে, এই সকল লোকই প্রকৃতপক্ষে বিষকুম্ভং পয়োমুখং। সুতরাং বক্তার পুত্রের সঙ্গে দরিদ্রা পাত্রীর উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন হল না।"

দীর্ঘ বাক্য সমাধা করিয়া, ঘটক ঠাকুর দেখিলেন যে সন্ধ্যা হইয়াছে। তিনি ডেপুটী বাবুর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। ডেপুটী বাবু তাঁহাকে জলযোগ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সময়াভাব দেখাইয়া, ঘটক ঠাকুর জলযোগ করিলেন না। কেবল ভস্মীভূত তামাকু

হইতে কিঞ্চিৎ ধূম নির্গত করিবার বিফল চেষ্টা করিয়া, চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন যে পরবর্ত্তী রবিবারে কন্যা দেখিতে তাঁহারা ঠিক কয়টার সময় আসিবেন, তাহা জানিয়া পুনরায় সংবাদ দিয়া যাইবেন।

ঘটকের পর, রামতনু বাবুও বাড়ী ফিরিলেন।

সৌদামিনী তাহার দাদামহাশয়ের নিকট নীরবে বসিয়া রহিল। বসিয়া ভাবিতে লাগিল যে, সে যখন রাণী সৌদামিনী হইবে, তখন কি করিবে। ঐশ্বর্য্যময়ী হইয়া, কিরূপ রত্নালঙ্কারের দ্বারা তাহার দেহ সজ্জিত করিবে; কিরূপ উজ্জ্বল মুকুট মাথায় পরিবে; তাহাকে মুকুটপরা রাণী হইতে দেখিলে তাহার দাদামহাশয়ের কত আহ্লাদ হইবে! সে মুকুট পরিয়া, রাণী সাজিয়া, সাজান হাতী চড়িয়া, যখন ঘুরিয়া বেড়াইবে, তখন তাহা দেখিয়া তাহার দাদা মহাশয়ের, তাহার ঝির, তাহার প্রভাকর দাদার, রামতনু ঠাকুরদাদার,—সকলেরই খুব বেশী আহ্লাদ হইবে। তখন তাহাকে সকলে রাণী দিদিমণি বলিয়া ডাকিবে। সে কাহাকেও কিছু দান করিলে, খবরের কাগজে তাহার নাম ছাপা হইবে—লিখিবে রাণী সৌদামিনী অমুককে এত টাকা দিয়াছেন; চোখে চশমা দিয়া তাহার দাদা মহাশয় তাহা পড়িয়া দেখিবেন। কলিকাতার রাস্তায়, সৌদামিনী অনেকবার বিবাহের শোভাযাত্রা দেখিয়াছিল; সে তাহার মধ্যে দুই একটা জাঁকাল শোভাযাত্রার কথা স্মরণ করিয়া ভাবিল, তাহারও বিবাহের সময় বাদকগণ সেইরূপ দলে দলে বাদ্য বাজাইবে; সেইরূপ সারি সারি আলোকগুচ্ছ সকল বরের আগমনপথ আলোকিত করিবে; সেইরূপ বজ্রনাদে বোমা ফুটিয়া বরের শুভাগমন সংবাদ বিঘোষিত করিবে; সেইরূপ সোণা রূপার কায করা সুসজ্জিত ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া, সুসজ্জিত ও সৌরভমাখা বর তাহাকে বিবাহ করিতে আসিবে। সৌদা-

মিনী অনেক কথা ভাবিল; কেবল একটি কথা ভাবিল না—বর তাহাকে কিরূপ ভালবাসিবে; এবং সে বরকে কিরূপে ভালবাসিবে; এ প্রশ্ন একবার মাত্রও তাহার তরুণ মনে উদিত হয় নাই। বালিকা ঐশ্বর্য্য চায়, প্রেম চায় না।—তাহার অস্ফুটন্ত হৃদয় কুসুমে তখনও প্রেমের মধুর গুঞ্জন গুঞ্জরিত হয় নাই।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বিবাহের কথাবার্ত্তা।

ঘটক ঠাকুর ডেপুটী বাবুর নিকট বিদায় লইয়া, আপন বাটীতে ফিরিলেন না, ট্রামগাড়ীতে আরোহণ করিয়া, ভবানীপুরে আসিলেন। সেখানে তিনি হরিহরপুরের জমীদারদিগের বাটীতে প্রবেশ করিলেন।

নিম্নতলের বৈঠকখানা ঘরে তক্তপোষের উপর প্রশস্ত শয্যা বিস্তৃত ছিল। তাহার উপর বসিয়া, ভ্রাতৃত্রয় শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ গোস্বামীর তুলসী-ভক্তি-কাহিনী শ্রবণ করিতেছিলেন।

ঘটক ঠাকুরকে সমাগত দেখিয়া, ললাটে যুগ্ম কর তুলিয়া, জ্যেষ্ঠ কেদারনাথ বলিল, "আসুন আসুন ঘটক মশাই, বসতে আজ্ঞা হোক। ওরে! কে আছিস্ ওখানে? ঘটক মশায়কে তামাক দিয়ে যা।"

মধ্যম অঘোরনাথ কহিল, "নমস্কার ঘটক মশাই! বা-বা! আপনার টিকিটা যেন বন্দুকের মুখে সঙ্গিনের মত খাড়া হয়ে রয়েছে।"

সুধীরনাথ ধীরে ধীরে বলিল, "এ—আমরা এই—আপনারই নাম করছিলাম।"

বিধুভূষণ গোস্বামী সজল নয়নে বলিলেন, "নমস্কার! আপনি বহুকাল বাঁচবেন। তবে হরিই হচ্ছেন মূলাধার। ভক্তিশূন্য জীবন ভবযন্ত্রণা মাত্র। যার হরিপাদপদ্মে অচলা ভক্তি নেই তার মরাই ভাল।"

ঘটক মহাশয় শিখায় হস্তার্পণ করিয়া, উহা অবনত করিবার চেষ্টা করিলেন। বলিলেন, "ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র—কপালে দীর্ঘজীবন থাকিলে দীর্ঘকালই বাঁচতেই হবে।"

কেদারনাথ। আজ আপনার ডেপুটী বাবুর বাড়ীতে যাবার কথা ছিল।

ঘটক। আমি এইমাত্র সেই স্থান হতেই আসছি।

কেদার। আজ বোধ হয়, আপনি কন্যাকে দেখেছেন। কেমন দেখলেন?

ঘটক। অনিন্দ্য সুন্দরী! আমি ত কোনও স্থানে কোনও খুঁৎ খুঁজে পেলাম না;—যেমন বর্ণ, তেমনই নাক চোখ, তেমনই শরীরের গঠন,—সবই সুন্দর—যেন দেবীপ্রতিমা। তবে আপনাদের দেখা দরকার; কেননা শাস্ত্রেই বলেছে, মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ,—আমার ভুলও হতে পারে।

কেদার। দেখতে যাব বই কি। আগামী রবিবার দিন সকালে যাবার কথা ত আপনাকে পূর্ব্বেই বলে দিয়েছিলাম।

ঘটক। রবিবার দিন সকালে ঠিক কটার সময় যেতে পারবেন, তা জেনে ডেপুটি বাবুকে সংবাদ দিব।

কেদার। রবিবার সকালে বারবেলা কখন? বারবেলাটা বাদ দিয়ে যেতে হবে।

ঘটক। রবৌবর্জ্জ্যং চতুঃপঞ্চ,—বেলা দেড় প্রহর, অর্থাৎ সাড়ে দশটার পর বারবেলা।

কেদার। তা হলে আমরা এখান থেকে বেলা সাড়ে সাতটার সময় রওনা হয়ে, বেলা আন্দাজ আটটা সাড়ে আটটার সময় ডেপুটি বাবুর বাড়ীতে পৌঁছব। কেমন, এই সুবিধাজনক হবে ত?

সুধীর। বেলা এই সাড়ে সাতটার সময়, এই—তখন—এই—সকলকারই ঘুম ভাঙ্গবে।

কেদার। আমাদের সঙ্গে যাবেন আপনি, আর এই বিধুবাবু; আর আমরা দু ভাই ত আছিই।

ঘটক। ছোট বাবু নিজে যাবেন কি? এখন অনেক পাত্র নিজে কন্যা দেখতে যান, তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম।

কেদার। আমরা আধুনিক নব্য চাল পছন্দ করি না।—আমরা জ্যেষ্ঠ দুই ভাই যাব, আর আপনি ও বিধুবাবু যাবেন; এই ৪। গেলেই যথেষ্ট হবে।

বিধু। হুজুর আমি একটা কথা নিবেদন করছিলাম। পাত্রী দেখতে যাওয়া রূপ পরম পবিত্র শুভ কর্ম্মের প্রারম্ভে, পূজ্যপাদেশ্বরী মাতাঠাকুরাণী যদি কয়েকটি সচন্দন তুলসীপত্র নিবেদনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহলে সেটা পূর্ব্বাহ্নে জেনে রাখা দরকার। হরি হে! তোমারই ইচ্ছা! জানবেন ঘটক মশাই, দীনবন্ধুর ইচ্ছা ব্যতীত কারও মনে হরিভক্তির উদয় হয় না।

ঘটক। প্রাক্তনং প্রাক্তনং—সকলই পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি সাপেক্ষ।

কেদার। কন্যা দেখতে যাবার পূর্ব্বে, মাতাঠাকুরাণী নিশ্চয় তুলসীপত্র নিবেদনের ব্যবস্থা করবেন।

বিধু। হরি হে! সংসারসাগর পারের তুমিই একমাত্র তরী।

অঘোর। বড়দাদা! ঘটক মশাই রয়েছেন, এই বেলা শুভকার্য্যের একটা দিন স্থির করে ফেল। ও কায আমাদের দ্বারা হবে না। কথায় বলে, যার কায তারে সাজে অন্য লোকে লাঠি বাজে।

ঘটক। তা হলে, একবার পঞ্জিকাটা আনবার জন্যে অনুমতি করুন।

কেদার। এই নিন, আপনার পঞ্জিকা। এই আশ্বিন মাসেই আমাদের বিবাহ দেবার ইচ্ছা।

ঘটক। তা হতে পারে না। কেননা, শাস্ত্রেই বলেছে, যেষ্ঠা ভাদ্রপদে ইষে চ মরণং। অর্থাৎ আশ্বিন মাসে উদ্বাহ হলে মৃত্যু হয়।

কেদার। তা হলে কার্ত্তিক মাসের প্রথমেই একটা দিন স্থির করুন।

ঘটক। রোগান্বিতা কার্ত্তিকে।—কার্ত্তিক মাসে উদ্বাহ হলে, কন্যা রোগান্বিতা হয়।

বিধু। তাতে চিন্তা কি? আমি তুলসীপত্র নিবেদন করে’—

কেদার। রোগের জন্যে আপনি ভাববেন না।—আমাদের ওখানে চিকিৎসার অভাব হবে না। এই দেখুন, ১২ই কার্ত্তিক রবিবার একটা শুভদিন আছে। রবিবার, আবার তার পর, সোম-মঙ্গল দু দিন জগদ্ধাত্রী পূজার ছুটী আছে; বেশ হবে, কারও কিছু অসুবিধা হবে না।

বিধু। গুরুভোজনের পর, দু একদিন বিশ্রাম আবশ্যক।

ঘটক। দেখি দেখি, হাঁ, দিনটা শুভদিন বটে। কিন্তু না, ঐ দিন উদ্বাহ হতে পারে না;—ছোটবাবুর যে সিংহ রাশি।

কেদার। সিংহ রাশি তাতে ক্ষতি কি?

ঘটক। দেখুন, এই লেখা রয়েছে সিংহরাশির ঘাতচন্দ্র।

কেদার। তাতে কি হয়?

ঘটক। ঘাতচন্দ্রে উদ্বাহ হতে পারে না। এ সম্বন্ধে গর্গাচার্য্যের বচন আছে।—

ঘাতচন্দ্রে কৃতা যাত্রা কৃতোদ্বাহাদি মঙ্গলং।
ক্লেশায় মরণায়ৈব গর্গাচার্য্যেন ভাষিতং॥

অঘোর। একে কার্ত্তিক মাসের রোগ; তার উপর ঘাতচন্দ্রের মরণ!—বাবা! এ যেন গোদের উপর বিষফোঁড়া।

সুধীর। এই ভাদ্র মাসে—এই—বিয়ে হবে না; এই আশ্বিন মাসে—এই—বিয়ে হবে না; এই কার্ত্তিক মাসে—এই—বিয়ে হবে না; তা হলে এই—মানুষ—এই—কখন এই বিয়ে করবে?

ঘটক। অগ্রহায়ণ মাসটা বিবাহের পক্ষে প্রশস্ত। ঐ মাসের প্রথমেই একটা দিন স্থির করা যাক। কি বলেন বড়বাবু? কার্ত্তিক মাসে আরও শুভদিন আছে বটে, কিন্তু কন্যাপক্ষ কার্ত্তিক মাসে উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন করতে সম্মত হবেন কি না তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

কেদার। অগত্যা অগ্রহায়ণ মাসেই বিবাহের দিন স্থির করতে হবে। এই সময়টা ভায়ার বিবাহের দিকে সুমতি হয়েছে, তাই আমাদের একটু তাড়াতাড়ি—তা না হলে ছ' মাস পরে বিবাহ হলেও ক্ষতি ছিল না।

অঘোর। বাবা! মন না মতিভ্রম।—ভায়ার মনটা যদি দৈবক্রমে বদলে যায়, তা হলে আর কিছুতেই বিবাহ করবে না।

সুধীর। আমার—এই—মন? কিছুতেই—এই—বদলাবে না। আমি এই বিয়ে—এই—করবই।

ঘটক। এই দেখুন, এই ৭ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার একটা শুভদিন আছে।—ঐদিন, রাত্রি দেড়টার পর সুতহিবুক যোগে কন্যালগ্নে বিবাহ প্রশস্ত।

সকলে যুক্তি পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে ৭ই অগ্রহায়ণই বিবাহ হইবে। কেদারনাথ মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিল যে, তাহার হাতে এখনও যে অর্থ আছে, তাহাতে ততদিন পর্য্যন্ত হরিহরপুরের জমীদারের চালে চলিতে পারে। অঘোরনাথ মনে মনে ঠিক করিয়া লইল যে, ঐ শুভদিনের পর, সে নায়াগ্রার জলপ্রপাতের ন্যায় হুইস্কির ধারা অহরহঃ গলায় ঢালিবে। সুধীরনাথ ভাবিল, ৭ই অগ্রহায়ণের পর, সে এই—এই সব করিবে। বিধুভূষণ গোস্বামী ভাবিলেন যে, ঐ দিন দীনবন্ধুর কৃপায় তিনি ভক্তিগদ্‌গদ চিত্তে একশত আটটি সোণার তুলসীপত্র নিবেদনের ভার প্রাপ্ত হইবেন। ঘটক ঠাকুর ভাবিলেন যে, যখন উদ্বাহের দিন

স্থির হইয়া গেল, তখন—শঙ্কু গৃহমাগতং—পুরস্কারটা করতলগতই হইয়াছে।

হায়, সংসারের মানুষ! তোমরা কবে বুঝিবে যে তোমাদের অন্তরের আকাঙ্ক্ষাগুলি জলবুদ্বুদ অপেক্ষা ক্ষণভঙ্গুর? তাহা কোন এক অজ্ঞানিত শক্তির ক্ষুদ্র ফুৎকারে ভাঙ্গিয়া যায়। তোমাদের কল্পনাগুলি তৃণশীর্ষে শিশিরকণার ন্যায়;—প্রভাত পবনের ক্ষুদ্র আন্দোলনে মাটিতে মিশিয়া যায়। তোমাদের কামনাগুলি প্রবল স্রোতমুখে তৃণখণ্ডের ন্যায়, মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা কোথায় ভাসিয়া যায়। তোমরা মানুষ! তোমরা এ জগতে কিছু কামনা করিও না। পৃথিবীতে যদি শান্তি চাও, নিষ্কাম হইয়া তোমার কৃত কার্য্যের সমস্ত ফল ভগবানের পায়ে অর্পণ কর।

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত ধূমপান করিয়া ঘটক ঠাকুর প্রস্থানের উদ্যোগ করিলে কেদারনাথ তাঁহাকে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিল। ঘটক বলিলেন, "আজ ক্ষমা করুন, বড় বাবু! আজ আর অবসর হবে না, নানাস্থানে যেতে হবে; তা ছাড়া এখনও আহ্নিকাদি হয়নি। হাঃ হাঃ। অদৃষ্টে উপাদেয় ভোজ্য না থাকলে আগর্ষা হস্তে পেয়েও ত্যাগ করতে হয়;—শাস্ত্রেই বলেছে, ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্রং।"

কেদার। আমাদের আর একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে।

ঘটক। কি?

কেদার। তাঁরা কবে পাত্রকে দেখতে আসবেন? কিছু শুনেছেন কি?

ঘটক। সম্মুখে পূজার ছুটি। ছুটির মধ্যেই এক দিন আসবেন। আগামী রবিবার দিন কথাটা উত্থাপন করে দিনটা স্থির করে নিতে হবে।

কেদার। পূজার সময় আমরা কয়েকদিন কলকাতায় থাকব না।

ঐ সময়ে আমাদিকে হরিহরপুর যেতে হবে; সেখানে পূর্ব্বপুরুষদের কীর্ত্তিকলাপ বজায় রেখে দুর্গোৎসবের জন্ত সামান্ত কিছু আয়োজন করতে হয়, সে সময় সেখানে না থাকলে চলে না।

বিধু। আমি নিবেদন করছিলাম হুজুর, যে পূজার মহোৎসবটা এবার কলকাতাতেই সম্পাদন করলে ভাল হত।

কেদার। তা সম্ভব নয়। দেশে প্রতিমাদি প্রস্তুত হয়েছে, কুটুম্বগণ সমাগত হয়েছেন, অন্তান্ত আয়োজনও কতক কতক অগ্রসর হয়েছে, এখন আর এখানে নূতন উত্তোগ করা চলে না। বিশেষতঃ কলকাতাতে এই ক্ষুদ্র বাড়ীতে উৎসবের স্থান কই?

কেদারনাথ জানিত যে, বিধুভূষণ গোস্বামীর কন্তা আসন্নপ্রসবা, সুতরাং তিনি অন্তত্র যাইতে পারিবেন না। তাই সে সাহস করিয়া বলিল, "বিধুবাবু এবার আমরা আপনাকে ছাড়ব না, এবার আমাদের সঙ্গে আপনাকে হরিহরপুরে যেতেই হবে।"

বিধুভূষণ গোস্বামী সজল নয়নে কহিলেন, "দীনবন্ধু হরির কৃপায় হুজুর আমি হরিহরপুরে যাবই; এই বিবাহের পরই যাব। কিন্তু এক্ষণে একটু ঝঞ্চাটে পড়ে গিয়েছি, এক্ষণে যাওয়া ঘটবে না।"

ঘটক। আপনারা কবে ফিরবেন?

কেদার। দশমীর দিন বিসর্জ্জন—একাদশীর

দ্বাদশীর দিন রওনা হয়ে ত্রয়োদশীর দিন সন্ধ্যার সময় কলকাতায় ফিরব।

ঘটক। তা হলে তাঁরা যদি কোজাগর লক্ষ্মীপুজার দিন পাত্র দেখতে আসেন, তা হলে বোধ হয় আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না?

কেদার। না।

ঘটক। তা হলে, আমি তাঁদের বলে সেই ব্যবস্থা করব। এখন বিদায় হই।

কেদার। দাঁড়ান দাঁড়ান, আর একটা কথা আছে।

অঘোর। বড় দাদা! তোমার কথা যে ফুরাতে চায় না। বাবা! যেন অনন্তমূলের শিকড়, যেন দুর্ব্বা ঘাসের জড়।

কেদার। এক কথায় কি বিবাহ হয় ভাই?

সুধীর। এই—লোকে বলে লক্ষ কথার কমে—এই—বিয়ে হয় না।

ঘটক। আপনি কি কথা বলছিলেন?

কেদার। কন্যার কোষ্ঠীটা একবার দেখতে হবে!

ঘটক। অবশ্য অবশ্য, কোষ্ঠীর কথাটা আমি একবারে বিস্মৃত হয়েছিলাম। শাস্ত্রেই বলেছে মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ! নমস্কার নমস্কার, আমি রবিবার প্রত্যুষেই এখানে উপস্থিত হব।

ঘটক ঠাকুর প্রস্থান করিলেন। বিধুবাবু গেলেন না, আহারে তাঁহার নিমন্ত্রণ ছিল। তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, যদি প্রায়শ্চিত্ত জন্য তুলসীপত্রই নিবেদন করিতে হইল, তবে আরও কিছুদিন মাংসাদি উপাদেয় ব্যঞ্জন খাইয়া লওয়াই বাঞ্ছনীয়।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

কন্যা মনোনয়ন।

রবিবার দিন সকালে, হরিহরপুরের ঐশ্বর্য্যশালী জমিদারদিগের শুভাগমনের জন্য, ডেপুটিবাবু যখন ভৃত্যগণের সাহায্যে নিম্নতলের বৈঠকখানা ঘরটি পরিমার্জ্জিত ও সুসজ্জিত করিতেছিলেন, তখন সৌদামিনী আপন শয়নকক্ষে থাকিয়া, জানালার দুইটি লৌহদণ্ডের মধ্যে মুখ রাখিয়া, সম্মুখস্থ রাস্তায় যান ও জন-প্রবাহ নিবিষ্ট চিত্তে লক্ষ্য করিতেছিল। ঐ রাস্তাটি ডেপুটিবাবুর বাটীর পূর্ব্বদিকে। পূর্ব্বদিকে শরতের সুনীল আকাশে সূর্য্য উঠিয়াছিল। সূর্য্যের একটু আলোক চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটী লঙ্ঘন করিয়া সৌদামিনীর সুন্দর মুখে পতিত হইয়াছিল; যেন সরস্বতীর শ্বেত প্রতিকৃতির মুখে আরতির আলো পড়িয়াছিল।

জানালা হইতে সৌদামিনী দেখিল যে, একখানা অশ্বশকট, কয়েকটি পশ্চিমদেশীয়া স্ত্রী আরোহিণী লইয়া, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অন্দরবাড়ীর বড় দরজা দিয়া, ভিতরে প্রবেশ করিল। দেখিল, সেই যানখানি আরোহিণীগণকে ভিতরে রাখিয়া বাহিরে আসিবার পর আর কয়েকখানি শকট সেইরূপ স্ত্রী-আরোহিণীগণকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। ঐ সকল শকট মধ্যে একখানি শকট বৃহদাকার এবং তাহাতে বৃহদশ্ব সংযোজিত ছিল; দূরে এই গাড়ীখানি দেখিয়া সৌদামিনী ভাবিয়াছিল যে, বোধ হয় ঐ শকটে চড়িয়া হরিপুরের বাবুরা তাহাকে দেখিতে আসিতেছে। কিন্তু অল্পকাল পরে, যখন শকটখানি তাহাদের গৃহদ্বার অতিক্রম করিয়া

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অন্দরমহলে প্রবেশ করিল, তখন সৌদামিনীর কৌতূহল অগ্নিশিখার ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

সৌদামিনী জানিত যে ঐ বৃহৎ বাটীতে, একাদশী চক্রবর্ত্তী নামক যে কৃপণ ভদ্রলোকটি বাস করিতেন তিনি আর জীবিত নাই; তাঁহার আত্মীয় স্বজন কেহই এক্ষণে ঐ বাটীতে বাস করে না। আজ হঠাৎ সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে, ঐ বাটীতে বিদেশিনীগণ কে আসিল, তাহা জানিবার জন্য সৌদামিনী অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িল। গৃহমধ্যে বৃদ্ধা ঝিকে দেখিয়া, সে তাহাকে গবাক্ষের নিকট লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঝি, দেখ দেখ, ঐ বড় বাড়ীতে আজ নূতন লোক কারা এল!"

ঝি বলিল, "আমি বামুন ঠাকুরের কাছে শুনেছি যে কোথাকার এক রাজরাণী ঐ বাড়ী ভাড়া নিয়েছেন। আজ বোধ হয় তাঁরাই আসছেন। ঐ বাড়ীতে আগে যিনি ছিলেন, তিনি প্রায় এক মাস আগে মরে গিয়েছেন। শুনেছি, তাঁর আপনার লোক আর কেউ নাই।"

সৌদামিনী। আমি প্রভাকর দাদার মুখে শুনেছিলাম যে, আগে যে ঐ বাড়ীতে ছিল, সে ভারি কৃপণ, একটি পয়সা খরচ কর্‌'ত না; তাই লোকে তার নাম করত না; বলত একাদশী চক্রবর্ত্তী।

ঝি। সকালে তার নাম করিলে, সে দিন আর অন্ন যোটে না, উপবাস করতে হয়।

সৌদামিনী। আজ যাঁরা ঐ বাড়ীতে ভাড়া এলেন, তাঁরা কোথাকার রাজা রাণী, তা কি তুমি বামন ঠাকুরের মুখে শুনেছিলে?

ঝি। শুনেছিলাম, কিন্তু এখন আর তা আমার মনে নেই।

সৌদামিনী। ঐ বড় তোমার দোষ,—তুমি সব কথা ভুলে যাও। যাও এখনই জেনে এস; এসে আমাকে বল।

ডেপুটিবাবু ঝিকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, হরিহরপুরের জমীদার

দিগের বাটীতে তাঁহার দিদিমণির বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে; তাঁহারা সেই দিন সকালে আসিয়া, দিদিমণিকে দেখিবেন; অতএব পূর্ব্ব হইতে তাহার গাত্র মার্জ্জনা করিয়া তাহাকে বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত করিতে হইবে। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ঝি উপরে সৌদামিনীর নিকটে আসিয়াছিল। সুতরাং সৌদামিনী পুনরায় তাহাকে নিম্নে বামুন ঠাকুরের নিকট যাইতে বলায়, সে তাহাতে আপত্তি করিল; বলিল, "তা এর পর তুমি নিজে বামুন ঠাকুরের কাছে শুনো। এখন তোমাকে দেখতে আসবে, তুমি তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে, জামা কাপড় গহনা পরে নাও।"

সৌদামিনী যাহা ধরিবে তাহা ছাড়িবার পাত্রী নহে; সে বলিল, "তুমি আগে বামুন ঠাকুরের কাছ থেকে আমাকে ঐ খবরটা এনে না দিলে আমি জামা কাপড় কিছুই পরব না।"

ঝি অগত্যা নিম্নে গেল এবং অল্পকাল মধ্যে প্রত্যাগতা হইয়া বলিল, "ওরা মোক্তারাবাদের মহারাজা আর মহারাণী, ওদের সঙ্গে প্রায় দেড়শ জন ঝি চাকর এসেছে।"

ঝির নিকট এই সংবাদটুকু সংগ্রহ করিয়া সৌদামিনী বেশ বিন্যাসে মনোনিবেশ করিল। সুগন্ধি সাবানের দ্বারা তাহার হস্ত, পদ ও পদ্মগন্ধ মুখমণ্ডল বিধৌত করিল। বেণীবদ্ধ দীর্ঘকেশ আলুলায়িত করিয়া দিল;—তাহার দাদামহাশয় তাহাই করিতে বলিয়াছিলেন। ঝি বুরুষ লইয়া কেশগুলি ঝাড়িয়া দিল; তাহা নিশার অন্ধকারের ন্যায় তাহার মুখচন্দ্র ঘিরিয়া রহিল। সৌদামিনী তাহার শ্বেতকুসুমদলতুল্য ললিত অঙ্গে সাদা কাপড়ের একটি ক্ষুদ্র অঙ্গরাখা পড়িল; ঝি তাহাকে চুমকির কায করা সাটিনের ব্লাউজ পরিতে বলিয়াছিল; কিন্তু সৌদামিনী একটি ক্ষুদ্র 'দেৎ' বলিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিল যে ঝিয়ের প্রস্তাবটা নিতান্ত অশ্রাব্য ও অকিঞ্চিৎকর। অতঃপর সে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া, একখানি ভ্রমর-

পাড় শাড়ী পরিয়াছে, কিন্তু কাহাকে এমন মনোমোহিনী দেখাইয়াছে? দেখ দেখ, সৌদামিনীর কোকনদ চরণ প্রান্তে, ভ্রমরপাড়ের ভ্রমরগুলা যেন সজীব হইয়া নৃত্য করিতেছে। সৌদামিনীর মণিবন্ধে যে সামান্য স্বর্ণালঙ্কার ছিল, তাহা ছাড়া ঝির বহুমিনতিতেও সে অন্য কোনও অলঙ্কার পরিতে স্বীকৃত হইল না; বুঝি সে বুঝিয়াছিল যে, সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন জন্য সুন্দরী সরোজিনীকে সজ্জিত করিতে হয় না; বুঝি দুষ্টা জানিত যে, অলঙ্কারে তাহার তরুণ অঙ্গের ললিত লাবণ্য কেবলমাত্র আচ্ছাদিত হইবে, বর্দ্ধিত, হইবে না।

এইরূপে সজ্জিত হইয়া হরিহরপুরের জমীদারদিগের আগমন প্রতীক্ষায় সৌদামিনী ঝির সহিত গবাক্ষের নিকট বসিয়া রহিল।

বেলা আটটার কিছু পরে পথিসীমান্তে একখানা বড় ল্যাণ্ডো গাড়ী দেখা দিল। উহাতে দুইটা সুবৃহৎ কৃষ্ণকায় অশ্ব সংযোজিত ছিল। শকটচালক অমল ধবল পরিচ্ছদের উপর সুবর্ণখচিত রক্তবর্ণ কটিবন্ধ পরিধান করিয়াছিল, এবং মস্তকে সুবর্ণখচিত শ্বেত উষ্ণীষ ধারণ করিয়াছিল। সহিসদ্বয়ের পরিচ্ছদও শকটচালকের অনুরূপ, কেবল তাহাদের মস্তকে উষ্ণীষের পরিবর্ত্তে রক্তবর্ণ ফেজ টুপি ছিল। গাড়ীর চর্ম্মনির্ম্মিত ছাদ নিযুক্ত ছিল না; তথাপি সৌদামিনী শকটখানি দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিল যে, উহাতেই হরিহরপুরের জমীদারেরা আগমন করিতেছেন। সে ছোট জমীদারটিকে দেখিয়াছিল; রাজপরিচ্ছদ পরিহিত তাহার চিত্রও অবলোকন করিয়াছিল; কিন্তু সে অপর দুইজন জমীদারকে দেখে নাই। এক্ষণে তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য সে গবাক্ষ পার্শ্বে আপনাকে এরূপভাবে লুকাইত করিল যে, গাড়ী হইতে নামিবার সময় সে তাঁহাদিগকে দেখিবে, কিন্তু তাঁহারা তাহাকে দেখিতে পাইবেন না। কেদারনাথ ও অঘোরনাথকে সৌদামিনী চিনিয়া লইল; তাহাদের মুখভঙ্গিমা সে পছন্দ করিল না;

এরূপ পুরুষগণ বর না হইয়া বরের বড় ভাই হওয়াই ভাল। তাঁহারা সৌদামিনীকে কি প্রশ্ন করিবেন, সৌদামিনী তাহার কি উত্তর দিবে, ইহা ভাবিয়া সে কিছু উৎকণ্ঠিতা হইয়াছিল। কিন্তু তাহার রূপ দেখিয়া তাঁহাদের পছন্দ হইবে কি না এরূপ প্রশ্ন তাহার মনে মোটেই স্থান পান নাই। রূপসী বালিকা জানিত, তাহাকে দেখিলেই সকলে মুগ্ধ হইবে!—সে বাল্যকাল হইতে নিজের রূপের সুখ্যাতি বরাবর শুনিয়া আসিয়াছে।

রামতনু বাবু ও ভবদেব উকীল আটটার কিছু পূর্ব্বে আসিয়া বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া ছিলেন। প্রভাকরও পরিচ্ছন্ন বস্ত্রাদি পরিয়া বৃহৎ বিছানার এক প্রান্তে বসিয়া ছিল। গাড়ী সদর দরজায় আসিবামাত্র সকলেই দ্রুতপদে দরজার নিকট যাইয়া আগন্তুকগণের অভ্যর্থনা করিলেন; এবং পরে তাঁহাদিগকে বৈঠকখানা ঘরে আনিয়া বসাইলেন।

সকলে উপবিষ্ট হইলে, এবং ধূমপায়িগণ তাম্বুল ও তামাকুর দ্বারা পরিতুষ্ট হইলে, ডেপুটি বাবু বিনীত ভাবে বলিলেন, "আমরা সামান্য লোক, সামান্য চাকুরীজীবি মাত্র; মহাশয়েরা বিখ্যাত জমীদার; মহাশয়েরা যে দয়া করে আমাদের সামান্য কুটীরে পদার্পণ করেছেন, সে কেবল আমার পূর্ব্বপুরুষগণের পুণ্যে!"

ডেপুটি বাবুর কথা শুনিয়া কেদারনাথ বিলক্ষণ বুঝিল যে তাহাদের কৌশলজাল বৃথা বিস্তৃত হয় নাই। সে বলিল, "আপনি রাজকর্ম্মচারী—হাকিম—দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা—আপনি সামান্য লোক নন।"

অঘোরনাথ বলিল, "বাবা! এই বিড়ালই বনে গেলে বনবিড়াল হয়।"

ঘটক ঠাকুর কহিলেন, "ডেপুটি বাবু, আমি সত্য কথা বলব।—আপনি রাগ করবেন না। এ গোলোকবিহারীর কাছে ঢাক ঢাক্ গুড় গুড় নেই—অঘোর সব স্পষ্ট কথা; কেন না শাস্ত্রেই বলেছে বিবকুম্ভং

পয়োমুখং। মেঝ বাবু যে কথাটি বল্লেন, তার একবর্ণ মিথ্যা নয়। আপনারা যখন এজলাসে বসেন, তখন আপনাদের আলাদা মূর্ত্তি হয়। তখন আপনাদের সমক্ষে বড় বড় জমীদারেরাও হাতযোড় করে কাঁপতে থাকেন।

রামতনু বাবু হাসিয়া বলিলেন, "হাঃ হাঃ হাঃ! ঘটক মশায় ঠিক বলেছেন। তবে, হাকিমদের প্রতিপত্তি আসামীদের কাছে; আর জমীদারদের প্রতিপত্তি জনসাধরণের কাছে। বিশেষতঃ এই কেদার বাবুর মত জমীদারেরা বাস্তবিকই জনসমাজের উপকারক। অজস্র দানের দ্বারা এবং সৎ দৃষ্টান্তের দ্বারা কেদার বাবু যে জনসমাজের কত উপকার করেছেন, তা আমাদের অবিদিত নেই। আমাদের এই দুঃখী দেশে, কেদার বাবুর মত জমীদার আরও দু' চারজন থাকতেন, তাহলে দেশের অর্দ্ধেক হাহাকার কমে যেত।"

কেদারনাথের সুখ্যাতি শুনিয়া বিধুভূষণ গোস্বামী সজল নয়নে কহিলেন, "আমার একটা নিবেদন আছে, আপনারা প্রণিধান করুন। আমাদের বড় বাবু কেবল মাত্র অসার দাতা নন; তিনি আবার পরম বৈষ্ণব, হরিনাম করতে করতে ওর মুখপদ্মে লালাস্রাব হয়, আমি স্বচক্ষে তা অবলোকন করেছি। হরিনাম যে কত মধুর, তা একমাত্র দীনবন্ধুই অবগত আছেন।"

কেদারনাথ কহিল, "আমি সামান্য ব্যক্তি। দান ধ্যান বা ভগবদ্ ভক্তি আমাদের কিছুই নেই। আপনারা দয়া করে যা বলছেন, বলুন। সামান্য দু' একশ টাকা কোনও দিন কাকেও দিলাম, তা কি আবার দান?"

কেদারনাথ যখন কথা কহিতেছিলেন, তখন রামতনু বাবু তাহার কৃষ্ণশ্মশ্রু-সমাচ্ছন্ন মুখমণ্ডল বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাঁহার প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে সে মুখ তাঁহার অপরিচিত নহে; পূর্ব্বে

তাহা কোথাও দেখিয়াছেন। তাম্রকূট ধূমের দ্বারা অবাধ্য স্মৃতিশক্তির কিঞ্চিৎ আরাধনা করিয়া, তাঁহার মনে পড়িল যে প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি কেদারনাথকে শিয়ালদহ ষ্টেশনে দেখিয়াছিলেন। সেই দিন তাঁহার পুত্র কর্ম্মস্থানে যাইতেছিল; তিনি তাহাকে চাঁদপুর মেলে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন। সেই দিন উজ্জ্বল আলোকে প্লাটফরমের এক-স্থানে তিনি কেদারনাথকে দেখিয়াছিলেন; কেদারনাথ অন্য এক ব্যক্তির সহিত কথা কহিতেছিলেন। বিগত শ্রাবণ মাসে কোন বিবাহের নিমন্ত্রণে বারাকপুর গিয়াছিলেন; ফিরিতে রাত্রি বেশী হইয়া গিয়াছিল। শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে তিনি পদব্রজে বাড়ী ফিরিতেছিলেন; পথে একাদশী চক্রবর্ত্তীর বাটীর সন্মুখের ফটকের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কেদারনাথ উত্তম অশ্বযোজিত একটা বগী হাকাইয়া ফটক অতিক্রম করিয়া বাহিরে যাইতেছে; উচ্চ ফটকস্তম্ভের শীর্ষে যে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছিল, তাহা শকটারোহীর মুখমণ্ডলে পতিত হওয়ায়, তিনি তাহাকে পূর্ব্বদৃষ্ট শিয়ালদহ ষ্টেশনের লোক বলিয়া চিনিয়াছিলেন। এই সকল কথা স্মরণ করিয়া, রামতনু বাবু কেদারনাথকে কহিলেন, "রায়-চৌধুরী মশায়, ইতিপূর্ব্বে আপনাকে দুই একবার দেখেছি।"

কেদারনাথ ভাবিল, সর্ব্বনাশ! তাহাকে এই বুড়োটা কোথায় দেখিল? সে পেচক-ধর্ম্মাবলম্বী—সে ত কখনও দিবাভাগে লোকালয়ে বাহির হয় নাই। একটা প্রচ্ছন্ন ভীতি মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার সমস্ত মন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। রামতনু বাবুর ঈষৎ কৌতুকময় সস্মিত মুখের দিকে চাহিয়া সে আরও উৎকণ্ঠিত হইল। তাহাকে কেদার বাবু না বলিয়া, 'রায় চৌধুরী মশায়' বলিয়া সম্বোধন করায়, তাহার মনে মহৎ সংশয় জন্মিল; ভাবিল উহা একটা ব্যঙ্গ নহে ত। তাহাদের সমস্ত গুপ্ত কৌশল হঠাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়িবার আশঙ্কায় তাহার অন্তর সশঙ্কে

কাঁপিয়া উঠিল। কোনও ক্রমে তাহার ভয় ও উৎকণ্ঠা যথাসম্ভব দমিত করিয়া সে বলিল, "আশ্চর্য্য কি! আমরা প্রায় এ অঞ্চলে বেড়াতে এসে থাকি। কোথায় দেখিছিলেন?"

রামতনু। আপনাকে প্রথম দেখেছিলাম, শিয়ালদহ ষ্টেশনে।

কেদার। শিয়ালদহ ষ্টেশনে? কবে?

রামতনু। প্রায় একবৎসর পূর্ব্বে একদিন রাত্রে।

কেদারনাথ জানিত যে, সে যখন তাহার নৈশ বিহারে বহির্গত হইত, তখন কলিকাতার মদের দোকান সকল বন্ধ হইয়া যাইত; কাযেই মদ সংগ্রহ করিবার জন্য তাহাকে মধ্যে মধ্যে শিয়ালদহ ষ্টেশনে সোরাবজির হোটেলে যাইতে হইত। ঐ সময় কখনও তাহার সহিত তাহার উগ্রা উপ-প্রণয়িনীর এক আত্মীয় আসিত। কিন্তু এই হুইস্কি সংগ্রহের কথা ত সে প্রকাশ করিতে পারে না। সুতরাং সে বলিল, "রাত্রে শিয়ালদহ ষ্টেশনে আমি কখনও গিয়েছিলাম বলে ত আমার স্মরণ হচ্ছে না।"

রামতনু। বেশ করে স্মরণ করে দেখুন; পূজার ছুটির পর।

কেদার। আমার স্মরণ হচ্ছে না।

রামতনু বাবুর অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গে কেদারনাথের দায়িত্বপূর্ণ মস্তিষ্ক যতটা বিচলিত হইয়াছিল, প্রগল্ভ অঘোরনাথের সেরূপ হয় নাই। সুতরাং সে বুদ্ধি চালনার অবসর পাইয়াছিল। দাদাকে কিরূপে এই আকস্মিক বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে, তাহা চিন্তা করিতে করিতে অঘোরনাথের মাথায় একটা বুদ্ধি অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "বড়দাদা, বিষয় কার্য্য নিয়ে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাক কি না, তাই তোমার সকল কথা মনে থাকে না। কাযের ঝঞ্ঝাটে তুমি যেন সমস্ত দিন মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল হ'য়ে থাক। আমাদের কিন্তু সকল কথা মনে থাকে।"

কেদার। ভাই, আমি জানি, বাল্যকাল হতেই তোমার স্মরণশক্তি অত্যন্ত বেশী।

অঘোর। বাবা, আর একটু লেখাপড়া শিখতে পারলে মন্দ সরস্বতী হতে পারতাম।

রামতনু। আপনার স্মরণ আছে কি, আপনার জ্যেষ্ঠ ঐ সময় শিয়ালদ ষ্টেশনে গিয়াছিলেন কি না।

অঘোর। খুব স্মরণ আছে। দেশে দুর্গোৎসবের ধুমধাম শেষ করে সেই দিন দারজিলিং মেলে আমরা কলকাতায় এসেছিলাম। বাড়ীতে পৌঁছে দেখলাম যে আমাদের পাঁচটা লগেজ পাওয়া যায় নি। তার মধ্যে দুটো লগেজে আমাদের সোণারূপার বাসন ছিল। বাবা। অনেক টাকার বাসন—আমি ভাবতে ভাবতে যেন বৃষকাষ্ঠ হয়ে গেলাম। বড়দাদা একট লোক পাঠালে; কিন্তু লোকটা লগেজ উদ্ধার করতে পারলে না। তখন বড়দাদা আমাকে যেতে বল্লে। তখন আমি ব'ল্লাম, বাবা সাত মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না, আমি যাবও না, আর গেলে লগেজ উদ্ধার করতেও পারব না। কাযেই বড়দাদাকে যেতে হয়েছিল। বড়দাদা, এইবার বোধ হয় তোমার সব মনে পড়েছে?

কেদার। হাঁ হাঁ, এইবার আমার স্মরণ হয়েছে।

রামতনু। আপনার সঙ্গে আর একটি লোক ছিল।

কেদার। তার কিরকম চেহারা বলুন দেখি।

রামতনু। লম্বা, রোগা, বেশভূষার তেমন পারিপাট্য নেই।

কেদারনাথ উপরিউক্ত রূপবর্ণনা শুনিয়া বুঝিয়াছিল যে, ঐ ব্যক্তি তাহার গুপ্তা প্রণয়িনীর আত্মীয় ব্যতীত অন্য কেহ নহে।

কিন্তু সে কথা ত ব্যক্ত করা চলে না। অতএব সে অল্পকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "ওঃ! সে আমাদের একজন সরকার।"

রামতনু। তাই হবে। আমি আর একবার আপনাকে দেখেছিলাম গত শ্রাবণ মাসে।—এই সম্মুখের বড় বাড়ীর পূর্ব্বদিকের ফটক দিয়ে আপনি একখানা বগী চড়ে বাহির হচ্ছিলেন।

কেদার। কখন?

রামতনু। রাত্রি প্রায় এগারটার সময়।

উহা কেদারনাথের নিত্য নৈশ ভ্রমণ। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আদেশানুযায়ী শ্যালকত্রয়ের ব্যবহারের জন্য তিনখানি ক্ষুদ্রাকারের বগী গাড়ী নিযুক্ত ছিল। উহারা তাহাতে চড়িয়া নিত্য নৈশভ্রমণে বাহির্গত হইত। ঐ নৈশভ্রমণের জন্য রামতনু বাবুকে কি কৈফিয়ৎ দিবে তাহা মনে মনে ভাবিয়া লইয়া, কেদারনাথ কহিল, "কেদারেশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমার পিতাঠাকুরের বন্ধু ছিলেন; ঐদিন রাত্রে তিনি আমাকে আহারের নিমন্ত্রণ করেছিলেন।"

ডেপুটি। তা হলে, আমরা যাকে একাদশী চক্রবর্ত্তী বলে জানতাম, তাঁর প্রকৃত নাম কেদারেশ্বর। আমরা এতদিন এই নাম জানতাম না।

কেদার। আপনার কি তাঁর সঙ্গে আলাপ ছিল না?

ডেপুটি। আমি তাঁকে কখন চক্ষেও দেখি নি।

রামতনু। আমিও তাঁকে দেখি নি।

ভবদেব উকিল। আমি তাঁকে একবার দূর থেকে দেখেছিলাম, কিন্তু তাঁর নাম যে কেদারেশ্বর তা জানতাম না। এ পাড়ার কোন লোকই বোধ হয় ঐ নাম জানে না।

কেদারনাথ ভবদেবকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়ের নামটি কি?"

ভবদেব। আমার নাম ভবদেব মুখোপাধ্যায়।

কেদার। ওঃ! আপনারই নাম ভবদেব মুখোপাধ্যায়? আপনিই আমাদের পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণীর জীবন রক্ষা করেছিলেন? মহাশয়কে যে আজ এখানে দেখতে পাব এরূপ আশা করি নি। মহাশয়কে দেখে আমরা ধন্য হ'লাম।

অঘোর। শুনেছি আপনি ভয়ানক সাঁতার দিতে পারেন।—বাবা! বেন্ ওয়ার্ক!

ঘটক। ডেপুটী বাবু, কন্যাকে এখানে আনবার জন্যে আপনি একবার সংবাদ দিন। আর বিলম্বের আবশ্যক কি? শাস্ত্রেই বলেছে 'বিলম্বেন অলং।'

ডেপুটি বাবু। আগে একটু জলযোগ করতে হ'বে।

কেদার। না না, সে সব কিছু উদ্যোগ করবেন না; প্রাতে জলযোগ করা আমাদের অভ্যাস নেই।

ঘটক। এখনও সন্ধ্যা আহ্নিক হয় নি।

বিধু। আমি সচন্দন তুলসীপত্র নিবেদন না করে জলগ্রহণ করি নে।

সুতরাং ডেপুটি বাবু সৌদামিনীকে আনিবার জন্য প্রভাকরকে উপদেশ প্রদান করিলেন। সৌদামিনী আসিয়া উপবেশন করিল; এবং শয্যায় মস্তক রাখিয়া, সুকেশিনী সকলকে প্রণাম করিল।

কিছুমাত্র রূপ না থাকিলেও যাহাকে ভ্রাতার বধূরূপে মনোনীত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া কেদারনাথ সেখানে আসিয়াছিল, তাহাকে লোকাতীতা লাবণ্যময়ী দেখিয়া সত্যই তাহার মনে বিলক্ষণ আনন্দ হইয়াছিল।

অঘোরনাথও খুব আহ্লাদিত হইয়াছিল। সে মনে মনে বলিল,

"বাবা! একে দেখলে সুধীর ভায়া একেবারে অধীর হয়ে পড়বে" প্রকাশ্যে বলিল, "হাঁ সুন্দরী বটে, যেন ডানা কাটা পরী।"

কেদারনাথ কহিল, "হুঁা, পাত্রী সুন্দরী বটে; তবে পাত্রীর কোষ্ঠীটা একবার দেখতে হবে।"

ডেপুটী বাবু সৌদামিনীর কোষ্ঠী বাহির করিয়া দেখাইলেন। দেখিয়া ঘটক ঠাকুর বলিলেন, "উত্তম উত্তম, পাত্রের নরগণ—স্বজাতৌ পরমা প্রীতিঃ; পাত্রের ক্ষত্রিয়বর্ণ, কন্যার বৈশ্যবর্ণ—কন্যার বর্ণটা একটু নরম থাকা ভাল; পাত্রের সিংহরাশি কন্যার কুম্ভ রাশি। দেখি দেখি,—সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ এই সাত—সমসপ্তক হচ্ছে, বাঃ বাঃ! একবারে রাজযোটক! এরকম মিল দেখা যায় না।"

কেদার। বিবাহ সম্বন্ধে আমাদের আর কোনও আপত্তি নেই। আপনারা কবে পাত্র দেখতে যাবেন?

ডেপুটি। পাত্রকে আমরা একপ্রকার দেখেছি; তথাপি একদিন যাব। সেই দিনই আশীর্ব্বাদ ক'রে আসব। কবে যা'ব তা পরে আপনাদিকে জানাব।

ঘটক। কোজাগর লক্ষ্মীপূজার দিন গেলেই বাবুদের সুবিধা হয়। কেন না' পূজার ক'টাদিন বাবুরা এখানে থাকবেন না, দেশে দুর্গোৎসব, দেশে যাবেন। ওঃ! একটা কথা বিস্মৃত হচ্ছিলাম। বড় বাবু, ছোট বাবুর বি-এ পাশের সার্টিফিকটা?

কেদার। হাঁ হাঁ, আপনার কথামত তা ডেপুটি বাবুকে দেখা'বার জন্যে এনেছি।—এই দেখুন, ডেপুটী বাবু।

ডেপুটি। ও আর দেখতে হবে না। হরিহরপুরের জমীদারের মুখের কথাই যথেষ্ট।

ডেপুটি। বাবুর নিষেধ সত্ত্বেও কেদারনাথ বি-এ পাশের সার্টিফিকেট খানা এবং উহার সহিত এণ্ট্রেন্স ও এফ-এ পরীক্ষার সার্টিফিকেট দুই খানা পকেট হইতে বাহির করিয়া শয্যায় স্থাপন করিল; উহা কিয়ৎকাল ডেপুটি বাবুর সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত: আসামীর ন্যায় পতিত থাকিবার পর, রামতনু বাবু অন্যমনস্কভাবে উহা ধীরে ধীরে উঠাইয়া লইলেন এবং আপন মনে পাঠ করিয়া দেখিলেন। পরে উহা কেদারনাথকে ফিরাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সার্টফিকেটে নামটা লিখেছে, কেবল সুধীরনাথ রায়। 'রায় চৌধুরি' লেখেনি কেন?"

কেদার। তাঁরা আমার লম্বা নাম পছন্দ করতেন না। বলেন ঐ লেজুরগুলো না থাকাই ভাল। আমার স্বর্গীয় পিতা-ঠাকুর মহাশয়ও লম্বা নাম পছন্দ করতেন না। একবার লক্ষ টাকা ব্যয় করে, তিনি একটা খাল কাটিয়ে দিয়েছিলেন; তাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাজাবাহাদুর উপাধি দিয়েছিলেন; তিনি তা নিতে স্বীকৃত হননি।

ঘটক। বাবুরা উদ্বাহের একটা দিন স্থির করেছেন।

রামতনু। এই আশ্বিন মাসে বা কার্ত্তিক মাসে ত বিবাহের দিন নেই; সেই অগ্রহায়ণ মাসেই বিবাহ দিতে হবে।

বিধু। মার্গশীর্ষ মাসটা বিবাহের পক্ষে বড়ই প্রশস্ত। ফুলকপি, মটরশুটী, কমলালেবু, কাবুলী মেওয়া—জনার্দ্দনের কৃপায় তখন কিছুরই অভাব থাকে না; সবই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। হরি হে তুমিই সত্য! অহো দামোদর! মানুষের কি ক্ষুদ্র উদরই তুমি নির্ম্মাণ করেছ!—এরূপ সমারোহে মানুষ যে কিঞ্চিৎ খায়, সেটা কি তোমার অভিপ্রায় নয়, পীতবন্ধো?

ডেপুটী। অগ্রহায়ণ মাসে কবে আপনারা বিবাহের দিন স্থির করেছেন ?

কেদার। ঘটক মহাশয় পাঁজী দেখে বলছেন যে, ৭ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার, রাত্রি দেড়টার পর বিবাহের একটা উত্তম লগ্ন আছে।

ডেপুটি। বেশ, ঐ দিন বিবাহ দিতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই। কি বলেন রামতনু বাবু ?

রামতনু। বেশ ত,—উদ্যোগের যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়।

বিবাহের দিন স্থির হইলে, ডেপুটী বাবু আর একবার অনুরোধ করিলেন যে সামান্য কিছু জলযোগ করিতে হইবে ; কিন্তু কেহই তাহাতে সম্মত হইলেন না। কেবল অঘোরনাথ ডিবা হইতে একটা পাণ লইয়া তাহা মুখে দিয়া আপন মনে বলিল, "বাবা ! নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল।"

অতঃপর কেদারনাথ ভ্রাতাকে ও বিধুবাবুকে লইয়া ল্যাণ্ডো চড়িয়া চলিয়া গেল। ঘটক ঠাকুর গেলেন না, বলিলেন যে, ডেপুটি বাবুর বাটী হইতে একবারে আপন বটিতে যাইবেন।

এত সহজে এমন একটী সুপাত্র প্রাপ্ত হওয়ায়, ডেপুটী বাবু অত্যন্ত পুলকিত হইয়াছিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন যে আকাশের চাঁদ তাঁহার করতলগত হইয়াছে,—তাঁহার দিদিমণির জন্য তিনি সাগর সিঞ্চন করা রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং ঘটক ঠাকুর যখন তাঁহাকে নিভৃতে পাইয়া পুরস্কার প্রাপ্তির কথাটা পাকা করিয়া লইলেন, তখন তিনি বলিলেন, 'বিবাহের রাত্রে যে আড়াই শ' টাকা দেব বলেছি, তাত দেবই। তা ছাড়া আপনাকে একশ টাকা দিচ্ছি। আপনার কার্য্য কুশলতায় আমাদের বড়ই আনন্দ হয়েছে।"

ঘটক ঠাকুর টাকা পাইয়া মহানন্দে চলিয়া গেলেন। তাহাদের আকিল

কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। সৌদামিনী ভিতর বাটিতে উঠিয়া গেল।

তখন ডেপুটী বাবু রামতনু বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেমন বুঝলেন ?

রামতনু। ভালই বুঝলাম। তবে, পাত্রের বয়স যতটা কম মনে করেছিলাম, তা' নয়। পাত্রের আটাশ বৎসর বয়স হয়েছে।

ডেপুটী। আপনি কার কাছে শুনলেন যে পাত্রের বয়স আটাইশ বৎসর বয়স হয়েছে।

রামতনু। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেটগুলি মিলিয়ে নিয়ে দেখলাম যে সে ১৯০৫ সালে বি-এ পাশ করেছে; আর তখন তার বয়স ছিল বাইশ বৎসর; কাজেই এই ১৯১১ সালে তার বয়স হ'য়েছে আটাশ বৎসর।

ডেপুটী। আটাশ বৎসর তেমন বেশী নয়।

রামতনু। আর একটা বিষয় আমার পছন্দ হয় নি।

ডেপুটি। কি ?

রামতনু। মধ্যম ভ্রাতার কথাগুলো। আমার বড়ই বেয়াড়া মনে হয়েছিল। কোন ভদ্র বংশের লোক যে ও রকম কথা কইতে পারে, আমি জানতাম না। আপনি প্রবীণ লোক, আপনাকে বনবিড়াল বল্লে; নিজের বড় ভাইকে পাগল কুকুর বল্লে; ভবদেব অপরিচিত ভদ্রলোক, তাকে শুশুক বল্লে; আর দুদিন বাদে যে তার ভ্রাতৃবধূ হবে, তাকে ডানা কাটা পরী বল্লে। কি অসভ্য !

ডেপুটী। বড় বড় জমীদারের ঘরে এক একটা ছেলে সময় সময় ঐ রকম বেয়াড়া হয়ে যায়। কিন্তু বড় ভায়ের কথাবার্ত্তা বেশ; খুব অমায়িক; অত বড় জমীদার—অহঙ্কারের লেশমাত্র নাই।

এই সময় সৌদামিনী আসিয়া সংবাদ দিল যে আহারের সময়

হইয়াছে, আর বিলম্ব করিলে চলিবে না। শুনিয়া, রামতনু বাবু চলিয়া গেলেন। ডেপুটি বাবু ভিতর বাটিতে প্রবেশ করিতে করিতে সৌদামিনীকে কহিলেন, "দিদিমণি, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করে তোমাকে ঠকিয়ে দেব।"

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা?

ডেপুটি। আমাদের বাড়ীর সম্মুখে, রাস্তার ওপারে যে প্রকাণ্ড বাড়ী আছে, ওটা যার, তাকে লোকে একাদশী চক্রবর্ত্তী বলত; তার ঠিক নাম কি বল দেখি? তুমি নিশ্চয়ই সে নাম বলতে পারবেনা।

সৌদামিনী। কেন পারব না?—তার নাম কেদারেশ্বর চক্রবর্ত্তী; সে এই ভাদ্রমাসে মরে গেছে।

ডেপুটী। তুমি ত এতদিন ঐ নাম আমাকে বল নি।

সৌদামিনী। আমি কি আমার সকল কথা তোমাকে বলি?

দ্বিতীয় ভাগ

প্রেম।

"Love is indestructible:
Its holy flame for ever burneth;
From Heaven it came, to Heaven returneth."

—*Robert Southey.*

"When pains grow sharp, and sickness rages,
The greatest love of life appears"

—*Mrs. Thrale.*

প্রথম পরিচ্ছেদ

রঙ্গণঘাটে প্লেগের ভয়।

ঐশ্বর্য্যের মোহে মুগ্ধ হইয়া, হরিহরপুরের জমীদার সাজিয়া, কেদারনাথ ভ্রাতৃদ্বয়কে লইয়া একটা ভুল পথে ছুটিয়াছিলেন। বালিকা সৌদামিনী প্রবঞ্চিতা হইয়া ঐশ্বর্য্যের উজ্জ্বল স্বপ্ন দেখিতেছিল। নাতিনী ঐশ্বর্য্যময়ী হইবে, ইহা ভাবিয়া ডেপুটী বাবুও মোহিত হইয়াছিলেন। ঘটক ঠাকুর আপন ক্ষুদ্রাকাঙ্ক্ষা লইয়া ভাবিতেছিলেন যে ডেপুটী বাবুর নাতিনীর 'উদ্বাহ' উপলক্ষে সার্দ্ধ দ্বাদশ শত মুদ্রা লাভ করিয়া, তিনি মহা ঐশ্বর্য্যবান হইবেন। যদু খানসামা ভাবিতেছিল যে, বাবুদের নিকট হইতে দশ হাজার টাকা পাইলে, সে তাহার মনোমোহিনী তারাকে ঐশ্বর্য্যময়ী করিতে পারিবে। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ গোস্বামী সজল নয়নে ভাবিতেছিলেন যে, কালক্রমে সুবর্ণনির্ম্মিত পবিত্র তুলসীপত্র নিবেদন দ্বারা তিনি ঐশ্বর্য্যবান হইতে পারিবেন।

এস, সকলকে ঐশ্বর্য্যমোহে মুগ্ধ রাখিয়া, আমরা দুই চারি দিনের জন্য স্থানান্তরে প্রস্থান করি। এস একবার বঙ্গপল্লীর দরিদ্র-দ্বারে দাঁড়াইয়া দারিদ্র্যের মধ্যে পবিত্রতার মধুর মূর্ত্তি অবলোকন করি; এস, প্রাচীরের পর প্রাচীর অতিক্রম করিয়া, জন-যান-কোলাহল পরিত্যাগ করিয়া, পূতিগন্ধময় গন্ধবহ বর্জ্জন করিয়া, এস আমরা শান্ত, নির্ম্মল, শ্যামল শস্যক্ষেত্রে প্রবেশ করি।

তোমরা কখনও পল্লীগ্রামে যাইয়া, শরতের শস্যক্ষেত্র দেখিয়াছ কি? মূর্ত্তিমতী কবিতার ন্যায়, হরিৎ সরিৎপতির ন্যায়, দিগন্তব্যাপী বিপুল মরকত

মণির ন্যায়, সে অপূর্ব্ব শ্যাম শোভায়, এস, আমরা আমাদের নয়ন সার্থক করি। ক্ষেত্রের পরে ক্ষেত্র;—মাতা অন্নপূর্ণা যেন পৃথিবীর লোককে আহারে আহ্বান করিয়া, শ্যামবর্ণ কদলীপত্রগুলি বিছাইয়া রাখিয়াছেন।

ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া, আমরা পল্লীসীমান্তে প্রবেশ করিলাম। সেখানে, বর্ষার জলে পূর্ণা, দীর্ঘ দীর্ঘিকাতে পল্লীবাসিগণের পানীয় জল সঞ্চিত আছে। দীর্ঘিকার পার্শ্ব দিয়া, বংশবৃক্ষ সকলের মধ্য দিয়া অপ্রশস্ত কর্দ্দমময় পথ পল্লীমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

এই পল্লীগ্রামের নাম রঙ্গণঘাট। রঙ্গণঘাট নাম তোমাদের অপরিচিত নহে। রঙ্গণঘাটে অশ্রুকুমার তাহার মাতার সহিত বাস করে। গ্রামটি আকারে নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে; তাহাতে শতাধিক ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ আছে; মৃত্তিকানির্ম্মিত তৃণাচ্ছাদিত গৃহের সংখ্যা দুইশতের কম হইবে না। গ্রামের মাঝে মাঝে আম কাঁঠালের বাগান, বাঁশবন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে। পুষ্করিণীর ধারে কাঁটাগাছের জঙ্গল, তথাপি পুষ্করিণী গুলি এই শরৎ কালে, বর্ষার জলে পূর্ণ থাকায় কতকটা সুন্দর দেখাইতে-ছিল; কিন্তু বৎসরের অন্যান্য সময়, উহা রোগবীজপূর্ণ, মল-মূত্রময়, শৈবাল মলিন জলকুণ্ডের আকার ধারণ করে। গ্রামের একটা স্থান অত্যন্ত পঙ্কিল ও অপরিচ্ছন্ন;—ঐ স্থানটাকে বাজার বলা হয়। ঐ স্থানে চারি পাঁচখান দোকান ঘর আছে।—একখানি ময়রার দোকান; তাহাতে চিড়া, মুড়ি, মুড়কি, বাতাসা, পাটালী, ও বেশমের ফুলারি ইত্যাদি পাওয়া যায়; কখন কখন পর্ব্বোপলক্ষে, ময়রা সর্ষপ তৈল নামক অজ্ঞানিত স্নেহপদার্থের দ্বারা ভর্জ্জিত জিলাপী ও গজা বিক্রয় করে, পল্লীশিশুগণ তাহা সানন্দে উদরস্থ করিয়া, মাতাপিতাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে; বিবাহোপনয়নাদি উপলক্ষে, ফরমাইস মত, ময়রা কদাচিৎ ছানা ও শর্করাদি সংগ্রহ করিয়া, সন্দেশ রসগোল্লাদি প্রস্তুত করিয়া নিজের

পারদর্শিতা প্রদর্শন করে। ময়রার দোকানের পার্শ্বে দুইখানি মুদীর দোকান আছে; সেখানে চাল, ডাল, মসলা, লবণ, তৈল এবং মৃৎপাত্র ও ইন্ধনাদি বিক্রীত হয়। মুদীর দোকানের উত্তর দিকে পোষ্ট অপিস; রঙ্গণঘাটে একটি ব্রাঞ্চ পোষ্ট অপিস আছে। ময়রার দোকান, মুদীর দোকান ও পোষ্ট অপিসের সম্মুখে কতকটা কর্দ্দমময়, পরিশুষ্ক ও পলিত-তৃণময় ভূমি আছে; ঐ ভূমির উপর চারিটা বটবৃক্ষ এবং একখানা বড় আটচালা আছে; এই স্থানটাকে বারইয়ারী তলা বলা হয়। চণ্ডীমণ্ডপে, বৎসরে একবার করিয়া চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার পূজা হয়; তখন বটতলায় দিবা-ভাগে মেলা বসে; রাত্রে যাত্রাভিনয় হয়। বৎসরের অন্যান্য সময়, গুরু-মহাশয় চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া, পল্লীবালকগণকে বিদ্যাদান করিতে চেষ্টা করেন। শনিবারে ও মঙ্গলবারে, বটচ্ছায়ায় হাট বসে। হট্ট ভূমির উত্তর দিকে আরও দুইখানা দোকান ঘর আছে; তাহার একটি মনো-হারীর দোকান; তাহাতে বাল্তি, কড়া, হাতা, বেড়ী, কাগজ, কলম, কালী, কাপড়, গামছা, জামা, সূচ, সূতা, দিয়াশলাই, সোডা, কুইনিন, ডিঃগুপ্ত ইত্যাদি যাবতীয় আবশ্যক দ্রব্য পাওয়া যায়; অন্য দোকানটিতে আফিম, গাঁজা ও সিদ্ধি বিক্রীত হয়।

আফিমের দোকানের সম্মুখে, সেই দিন এক দীর্ঘাকার বালক দাঁড়াইয়া ছিল। সুপরিপক্ক ফুটি ফাটিয়া গেলে, তাহার ভিতর হইতে যে আভা নির্গত হয়, তাহার সহিত ঐ বালকের গাত্রবর্ণের তুলনা করা যাইতে পারিত। এই বালক বা যুবকই আমাদের অক্রুকুমার।

আফিম বিক্রেতা গ্রামেরই লোক। সে অক্রুকুমারকে জিজ্ঞাসা করিল, "কতটুকু আফিম দেবো?"

অক্রুকুমার বলিল, "বোধ হয়, দু'পয়সার আফিম হলেই চলবে।"

আঃ বিক্রেতা। আফিম কে খাবে?

অক্রুকুমার। কেউ খাবে না।

আঃ বিক্রেতা। তবে কিনছ কেন?

অক্রুকুমার। আমার মার গাল গলা ফুলেছে। মা বল্লেন, ধুতুরা পাতার রসে আফিম গুলে তা গরম করে দু'তিন বার ফুলার উপর মাখিয়ে দিলে, ফুলা ও ব্যথা দুই কমে যাবে।

আঃ বিক্রেতা। তার সঙ্গে একটু সমুদ্রের ফেণা ঘষে দিতে পারলে আরও ভাল হয়।

অক্রুকুমার। সমুদ্রের ফেণা এই রঙ্গণঘাটে কোথায় পাব?

আঃ বিক্রেতা। সমুদ্রের ফেনা অনেকের বাড়ীতেই আছে; আমাদের বাড়ীতেও আছে; যাবার সময় নিয়ে যেও।

অক্রুকুমার চিন্তিত হইল; কোথায়, কতদূরে সমুদ্র, তাহার ফেণা রঙ্গণঘাটে আসিল কিরূপে? সে তাহার বড় বড় চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রঙ্গণঘাটে সমুদ্রের ফেণা এল কি করে?"

আফিম বিক্রেতা কহিল, "সে ফেণা নয় সে ফেণা নয়; এ সমুদ্রের ফেণা; তা কি তুমি কখনও দেখ নি? যারা সমুদ্র-স্নান করবার জন্যে পুরী যায়, তারা সকলেই দু চার টুকরো সমুদ্রের ফেণা নিয়ে আসে। আমার বোধ হয়, সেগুলো কোনও রকম মোটা ঝিনুকের টুক্‌রো,—সমুদ্রের লোনা জলে জ'রে ঐ রকম হয়ে যায়। আমাদের বাড়ীতে দু তিন টুক্‌রো আছে, তুমি যাবার সময় এক টুক্‌রো নিয়ে যেও।"

অক্রুকুমার বাড়ী ফিরিবার পথে, আফিম বিক্রেতার বসত বাড়ীতে যাইয়া, তাহার স্ত্রীর নিকট সমুদ্রের ফেনা চাহিল।

সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

অক্রুকুমার। আমাদের বি শ্যামার মার গাল গলা ফুলেছে।

সে। গাল্‌গলা ফুলেছে? সর্ব্বনাশ। তবে উপায়? জ্বর হয়েছে নাকি?

অক্রুকুমার। জ্বরও হয়েছে; জ্বরের ঔষধ দেওয়া হয়েছে, সেরে যাবে।

সে। জ্বর হয়ে গাল্‌গলা ফুল্লে, তা কি আর সারে? ও যে সেই ভয়ানক রোগ,—প্লেগ! গয়লাপাড়ার নন্দঘোষের ছেলের হয়েছিল, একদিনে মারা গেল। প্লেগ রোগ ভারি ছোঁয়াছে; যে প্লেগরোগীকে ছোঁয়, তারও ঐ রোগ হয়।

অক্রুকুমার। তা আমি জানি; কিন্তু আমাদের শ্যামার মার প্লেগ রোগ হয় নি।

সে। তুমি তাকে ছুঁয়ো না। কি জানি, যে দিনকাল পড়েছে, ছোঁয়া লেপা করলে তোমারও হয়ত ঐ হতে পারে। সাবধান! তুমি তোমার মার একটি মাত্র ছেলে,—তুমি তার আঁচলের ধন,—তোমাকে হারালে, সে কাঁদতে কাঁদতে মরে যাবে।

মাতার সেই দুঃখের কথা মনে করিয়া অক্রুকুমারের চক্ষুর্দ্বয় জল-ভারাক্রান্ত হইল। বস্ত্রপ্রান্তে চক্ষু মুছিয়া, সমুদ্রের ফেনা লইয়া, সে শীঘ্র পথে বাহির হইল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া গ্রামের এক ভদ্রব্যক্তির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "অক্রু, কোথায় গিয়েছিলে?" তাঁহার প্রশ্ন স্নেহপূর্ণ; গ্রামের সকল ব্যক্তিই অক্রুকুমারকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। যেমন সুশীল, শান্ত, সুন্দর বালকই জগতের সমস্ত স্নেহের অধিকারী।

প্রশ্ন শুনিয়া, অক্রুকুমার তাঁহাকে সকল কথা বলিল।

তিনি বলিলেন, "সাবধান! যা বল্লে তাতে ওটা প্লেগ বলেই আমার

মনে হচ্ছে। সাবধান! যেন ছোঁয়া লেপা করো না। সংক্রামক রোগ; আর, একবার হলে আর রক্ষে নেই। তোমার মাকেও ছোঁয়া লেপা করতে দিও না। যার হয়েছে সে ত নিশ্চয় মারা যাবে, কেউ তাকে রক্ষে করতে পারবে না। তার সঙ্গে আবার তোমরা কেন মারা পড়?"

অশ্রুকুমার চিন্তিত হইল। শ্যামার মাকে তাহারা না ছুঁইলে, তাহার সেবা করিবে কে? তাহার ত আত্মীয় স্বজন আর কেহ নাই! কে তাহাকে ঔষধ খাওয়াইবে? কে তাহার গলায় ঔষধ লাগাইয়া দিবে? আজীবন সে তাহাদের সেবা করিয়াছে; এখন তাহার মৃত্যুকালে, তাহারা কি তাহাকে ত্যাগ করিবে? তবে, ভগবান মানুষের মনে কেন করুণা দিয়াছেন? কেন কর্ত্তব্যবোধ দিয়াছেন? তাহাদের পীড়া হইলে শ্যামার মা তাহাদের সেবা করিয়াছে; এখনও, যদি শ্যামার মার ঐ রোগ না হইয়া, তাহাদেরই ঐ রোগ হইত, তাহা হইলে শ্যামার মা কি করিত? মূর্খা, বর্ণজ্ঞানহীনা স্ত্রীলোক কি করিত? নিশ্চয় সে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিত না; আপনার প্রাণ তুচ্ছ করিয়া, তাহাদের সেবা করিত। আজ তাহারা কি তাহাকে পরিত্যাগ করিবে? তবে তাহারা বিদ্যার্জ্জন করিতেছে কেন?—বিদ্যা অসহায়কে ত্যাগ করিতে ত উপদেশ প্রদান করে নাই। বিদ্যাগৌরব লইয়া, ভদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, তাহারা কিরূপে তাহাদের চিরাশ্রিতাকে বিনা সেবায় মরিতে দিবে? বর্ণজ্ঞানহীনা স্ত্রীলোক যাহা পারে না, বিদ্যাশিক্ষা করিয়া বলিষ্ঠ যুবক কিরূপে তাহা করিবে? মাথার উপর ভগবান্ আছেন; তিনি সকলের সকল কার্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করিতেছেন। তাহাদের এই নীচ নির্দ্দয়তায় কি তিনি পরিতুষ্ট হইবেন? তিনি দয়াময়, দয়ার সাগর; তাঁহার সৃষ্ট মানুষকে নির্দ্দয় হইতে দেখিলে, তিনি নিশ্চয় আনন্দিত হইবেন না।

উপরিউক্ত কথাগুলি, আপন মনোমধ্যে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, পথদৃষ্ট গ্রামবাসীকে অক্রূকুমার ধীরে ধীরে বলিল, "মশাই, আমরা তাকে না দেখলে, কে তাকে দেখবে?"

গ্রামবাসী বলিলেন, "তা সত্যি বটে। কিন্তু সাবধান! তাকে ছুঁয়ো না; তফাৎ থেকে ওষুধ ঢেলে দিও। তোমার মাকেও সাবধান হতে ব'লো।" এই বলিয়া গ্রামবাসী তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। তিনি আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, অক্রূকুমার শ্যামার মাকে স্পর্শ করিয়া ঔষধাদি খাওয়াইতে যাওয়ায়, নিশ্চয় সেই রোগের বীজ তাহার দেহেও সংক্রামিত হইয়াছে; অতএব তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া অধিক ক্ষণ কথোপকথন করা সুবিবেচনার কার্য্য হইবে না।

অক্রূকুমার বাটী ফিরিয়া, অন্দরে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, "মা!" সে বাহির হইতে আসিয়া যখনই বাটীতে প্রবেশ করিত, তখনই আকুল কণ্ঠে ডাকিত,—"মা।" শুনিয়া, তাহার মার মনে কি হইত, তাহা মা ছাড়া আর কেহ বুঝিতে পারিবে না। সন্তানের এই ক্ষুদ্র আহ্বান, ক্ষীরসমুদ্রের সুধামাখা ঊর্ম্মির ন্যায়, মাতার মনোমধ্যে কি মধুর আন্দোলনের ঢেউ তুলিত, প্রস্ফুট প্রসূন সমূহের ন্যায়, তাঁহার হৃদয়োদ্যানে কি সৌরভময় আনন্দের সৃষ্টি করিত, তাহা আমরা কিরূপে বুঝাইব? মাতৃহৃদয়ের সেই আনন্দময় আন্দোলনের তুলনা পৃথিবীতে আর কোথায় পাইব?

অক্রূকুমারের পিতা ও পিতামহগণ রঙ্গণঘাটের জমীদার ছিলেন বলিয়া, লোকে তাহাদের বাটীর নাম রাখিয়াছিল জমীদার বাটী। পাড়ের সমস্ত তালগাছ কাটিয়া ফেলিলেও তালপুকুরের নাম যেমন তালপুকুরই থাকিয়া যায়, অন্ধ হইয়া যাইলেও, পদ্মলোচনের নাম যেমন পদ্মলোচনই থাকিয়া যায়, জমীদারী না থাকিলেও, অক্রূকুমারের বাটীর সেই রূপ,

'জমীদার বাটী' নামটাই থাকিয়া গিয়াছিল। ইহাও বলিতে হইবে, যে, ঐ বাটী গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বাটী।

পুত্রের আহ্বানে মাতা শ্যামার মার শয়ন কক্ষ হইতে বারান্দায় বাহির হইয়া, পুত্রের প্রতি স্নেহাকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "আফিম এনেছ কি? দাও।"

অশ্রুকুমার মাতার অনুমতি লইয়াই আফিম আনিতে গিয়াছিল। মাতার অনুমতি ব্যতীত, সে কখনও বাটীর বাহির হইত না। সে বলিল, "হাঁ, এনেছি। তা ছাড়া, আর একটা জিনিষ এনেছি।"

"কি?"

"সমুদ্রের ফেনা।"

"বেশ করেছ। ধুতরাপাতার রসের সঙ্গে আফিম গুলে আর সমুদ্রের ফেনা ঘষে দিলে, খুব উপকার হবে। তুমি যখন খুব ছোট, তখন তোমার একবার খুব জ্বর হয়; আর তার সঙ্গে গালগলাও ফুলেছিল। তোমার জ্যেঠা মহাশয়, তখন আমাদের টাকা পাঠাতেন না; তখন আমাদের ভারি অর্থকষ্ট; কখন ঘটী বাটি বিক্রি করে, কখন বা বাগানের গাছ বিক্রি করে আমি সংসার খরচ চালাতাম। সেই সময়, তোমার সেই অসুখ হওয়ায়, আমার বড় ভাবনা হল। আমার হাতে এমন পয়সা ছিলনা যে, কৃষ্ণনগর থেকে ভাল ডাক্তার এনে, তোমার চিকিৎসা করাই। আমাকে ভাবনায় অস্থির দেখে, শ্যামার মা আমাকে সাহস দিয়ে বল্লে,—'ভয় কি? আমি এমন ঔষধ দেব যে, এক দিনেই সেরে যাবে।' সে ধুতুরাপাতার রসে, আফিম ও সমুদ্রের ফেনা মিশিয়ে, তা গরম করে, তোমার গালে দুই তিন বার লাগিয়ে দিলে। তুমি আর কাঁদলে না; শান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়লে। পরদিন সকালে তোমার জ্বর ছেড়ে গেল, আর ফুলোটাও দু চার দিনের মধ্যে কমে

গেল। সেই অবধি আমি শ্যামার মার কাছে ঐ ওষুধ শিখে রেখেছি।"

হায়, এই শ্যামার মারই শুশ্রূষা করিতে, লোকে অক্রুকুমারকে নিষেধ করিয়াছে। সে আপন মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যদি পৃথিবীর সমস্ত লোক খড়্গ লইয়া তাহাকে নিষেধ করিতে আসে, তাহা হইলেও, সে শ্যামার মার শুশ্রূষা করিবে; যদি জন্ম জন্ম তাহাকে ঐ রোগযন্ত্রণা সহ্য করিয়া মরিতে হয়, তাহা হইলেও সে শ্যামার মার সেবা করিবে। জগদীশ্বর মানুষকে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার মনে কি অকৃতজ্ঞতার বীজ রোপণ করিয়াছেন? ভগবৎ-কল্পিত কল্পনা লইয়া, মানুষ কি অকৃতজ্ঞ হইতে পারে?

এই বিষয়ে তাহার মাতার কি অভিপ্রায় হইবে, তাহা অক্রুকুমার বিলক্ষণ জানিত। সে জানিত, তাহার মাতা তাহাকে কখনও নির্দ্দয় বা অকৃতজ্ঞ হইতে উপদেশ দিবেন না। তথাপি লোকে তাহাকে যাহা বলিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য সে বলিল, "মা, তোমাকে আমি একটা কথা বলব; কিন্তু এখানে সে কথা বলা হবে না। তুমি ওষুধ গরম করবার জন্যে রান্নাঘরে চল; আমি কথাটা সেখানে তোমাকে বলব।"

মাতাপুত্র একত্রে রান্নাঘরে চলিল।

পাকশালায় উপনীতা হইয়া, মাতা পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে কি বলবে অক্রু?"

অক্রু। আমার মুখে শ্যামার মার অসুখের কথা শুনে সকলে বলছে ওর প্লেগ হ'য়েছে, ও বাঁচবে না।

মাতা। না না, ওর সে ব্যারাম হয় নি। সে ব্যারাম হলে আমি শুনেছি খুব বেশী জ্বর হয়, আর রোগী প্রলাপ ব'কে থাকে। আমি এখনই শ্যামার মার গায়ে হাত দিয়ে দেখছি, ওর জ্বর সামান্য। এ

সে ব্যারাম নয়। আর যদি সেই ব্যারামই হয়ে থাকে, তা হলেও আমরা ওকে মরতে দেব কেন? কৃষ্ণনগর থেকে ভাল ডাক্তার এনে ওর রীতিমত চিকিৎসা করাতে হবে।

অশ্রু। সকলে বলছে যে প্লেগ সংক্রামক রোগ।

মাতা। তাই ত শুনেছি।

অশ্রু। শ্যামার মাকে ছুঁতে সকলে আমাদিকে বারণ করছে। তুমি কি বল?

মাতা। আমি ত ওকে ছোঁবই। ওকে ছুঁতে তোমাকেও নিষেধ করব না। তুমি আমার একটি মাত্র ছেলে; তোমাকে আমি বড় কষ্টে মানুষ করেছি; তুমি আমার স্বামীর বংশের একমাত্র বংশধর; তবু কর্ত্তব্য পালনের জন্যে মৃত্যুমুখে যেতেও তোমাকে আমি নিষেধ করব না। আমি তোমার পিতার সহধর্ম্মিণী; তিনি জীবন উৎসর্গ করে, আমাকে যে ধর্ম্মপথ দেখিয়ে গিয়েছেন, আমিও তোমাকে কেবলমাত্র সেই পথই দেখাব। পরসেবায় জীবন উৎসর্গ করতে হয়, করবে; কিন্তু কখনও পরসেবা ত্যাগ করবে না। তোমার বাবা মহাপুরুষ ছিলেন; তিনি পরের জন্যে সর্ব্বস্বদান করে, নিজে অর্থাভাবে বিনা চিকিৎসায় মরেছিলেন। উপযুক্ত পুত্র হ'য়ে তুমি সেই মহাপুরুষের ধর্ম্ম পালন কর, তাঁর আশীর্ব্বাদে তোমার ধর্ম্মপথ নিষ্কণ্টক হবে।

কথা কহিতে কহিতে স্বামীর স্মৃতি মনোমধ্যে জাগরিত হওয়ায়, অশ্রুকুমারের মাতার চক্ষু দুইটি জলপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া, অশ্রুকুমারও অশ্রুবর্ষণ করিল। এই অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া, মাতা পুত্র পবিত্র পরসেবাব্রত গ্রহণ করিল।

মাতা ঔষধ উত্তপ্ত করিয়া দিলেন; অশ্রুকুমার তাহা সযত্নে শ্যামার মার গণ্ডে ও গলদেশে লাগাইয়া দিল। কিন্তু দ্বিপ্রহরে তাহার জ্বর

আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। তাহা দেখিয়া, মাতার অনুমতি লইয়া, অক্রুকুমার তিন ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণনগরে ডাক্তার আনিতে গেল। সে কৃষ্ণনগরের ডাক্তার আনিতে যাওয়ায়, গ্রামমধ্যে সহজেই প্রচারিত হইল যে শ্যামার মা বাঁচিবে না, তাহার প্লেগ হইয়াছে।

মহা আতঙ্কে কেহ জমীদার বাটীতে পদার্পণ করিল না। একজন প্রতিবেশিনী বিধবা অক্রুকুমারের মাতাকে যথেষ্ট স্নেহ করিত; বহু বৎসর পূর্ব্বে, সে ভুবনেশ্বরের দ্বারা বিশেষ উপকৃতা হইয়াছিল। স্বামিপুত্রহীনা হইয়া, আপন প্রাণের প্রতি বিধবার বিশেষ মমতা ছিল না। দিবাবসান কালে, কেবলমাত্র সেই জমীদার বাটীতে প্রবেশ করিল। এই বিধবা জাতিতে ব্রাহ্মণী, এজন্য অক্রুকুমারের মাতা তাহাকে বামুনদিদি বলিতেন; অক্রুকুমার তাহাকে বামুন মাসী বলিয়া সম্বোধন করিত। আমরা তাহাকে বামুন মাসীই বলিব।

বামুন মাসী শ্যামার মার কক্ষের দরজার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।

অক্রুকুমারের মাতা শ্যামার মার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিলেন; বামুন মাসীকে দেখিয়া, তিনি বাহিরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বামুন মাসী সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিল, "আহা আহা! কথাবার্ত্তা কি একে একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে?"

মাতা। না না, কথাবার্ত্তা বন্ধ হবে কেন? বেশ কথাবার্ত্তা কইছে। তা ছাড়া, দুপ'র বেলা জ্বরটা যেমন বেড়েছিল, এখন আর তেমন নেই। আমার মনে হয়, এ কোনও শক্ত ব্যায়াম নয়।

বামুন মাসী। তুমি বল কি ভাই? প্লেগ আবার শক্ত ব্যারাম নয়! ও ব্যারাম হ'লে কি কারও রক্ষে আছে? হায় হায়

লোকটা বড়ই ভালমানুষ ছিল। ওর আপনার লোক কেউ আছে কি? তাদের খবর দেওয়া হয়েছে কি?

মাতা। ওর আপনার লোক কেউ নেই; কাকে খবর দেব?

বামুন মাসী। যদি এদিক ওদিক কিছু হয়?

মাতা। আমাদের সে ভয় নেই।

বামুন মাসী। যদির কথা কিছু বলা যায় না, ভাই! যদি মারা যায় তখন কে ওর সৎকার করবে?

মাতা। আমাদের অদৃষ্টক্রমে যদি না বাঁচে, তা হলে,—ও জাতিতে গোয়ালা—গোয়ালা-পাড়ায় খবর দেব। আমরা খরচ দেব; গোয়ালারা এসে ওর সৎকার করবে।

বামুন মাসী। এই শক্ত ব্যারামের কথা শুনলে তারা কি কেউ আসবে? পরের জন্যে কে প্রাণ দিতে যাবে ভাই?

মাতা। না আসে,—আমার অক্রুর গায়ে বল আছে—সে একা ওকে কাঁধে করে গঙ্গাতীরে নিয়ে যাবে।

গঙ্গাতীর রঙ্গণঘাটের পশ্চিম দিকে, প্রায় দুই ক্রোশ দূরে। কিন্তু শ্যামার মার মৃত দেহ লইয়া, অক্রুকুমারকে গঙ্গাতীরে যাইতে হয় নাই। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে কৃষ্ণনগর হইতে ডাক্তার আসিয়াছিলেন। তিনি শ্যামার মাকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে তাহার রোগ কঠিন নহে, সামান্য সর্দ্দিজ্বর মাত্র; দুই চারিদিন ঔষধ খাইলে সহজেই সারিয়া যাইবে; কোনও ভয়ের কারণ নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অক্রুকুমারের কলিকাতা যাত্রা।

শ্যামার মা আরোগ্য লাভ করিল। কিন্তু শ্যামার মার চিকিৎসার জন্য অক্রুকুমারের নিকট যে সামান্য অর্থ ছিল, তাহা সমস্তই খরচ হইয়া গেল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় অক্রুকুমারকে মাসে মাসে যে অর্থ পাঠাইতেন, ইদানীং তাহা অক্রুকুমারের মাতার নিকট থাকিত না; তাহা অক্রুকুমারের নিকটেই থাকিত। অক্রুকুমার তাহা একটা বাক্সের মধ্যে রাখিত এবং মাতার অনুমতি লইয়া আবশ্যকমত ব্যয় করিত। এক্ষণে তাহার বাক্সের সমুদয় অর্থ নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ায়, সে তাহার মাতার নিকট আসিয়া বলিল, "মা, আর ত আমাদের একটিও টাকা নেই। এইবার কেমন করে খরচ চল্‌বে ?"

মাতা কহিলেন, "কেন ? তোমার জ্যেঠা মশায় এ মাসে যে টাকা পাঠিয়েছেন, তা সব খরচ হ'য়ে গেছে নাকি ?"

অক্রু। মা, তোমাকে এত দিন বলি নি। কিন্তু এই দু' মাস জেঠা মহাশয়ের কাছ থেকে কোন টাকা আসে নি। ভাদ্র মাসের টাকা আশ্বিন মাসের প্রথমেই পাবার কথা, তা ত পাই-ই নি; আজ কার্ত্তিক মাসের ৭ই হল, ভাদ্র মাসের বা আশ্বিন মাসের কোনও টাকাই এ পর্য্যন্ত আসে নি। মাসে মাসে খরচ চালিয়ে আমার হাতে পঞ্চাশ ষাট টাকা জমেছিল; মনে করেছিলাম, তাই দিয়ে কিছু কাপড় চোপড় কিনে, পুজোর সময় কাকেও কাকেও

দিতে পারব। তা ত হল না। জ্যেঠা মহাশয়ের কাছ থেকে টাকা না পাওয়ায়, তাতেই আশ্বিন মাসের খরচ, আর কৃষ্ণনগর থেকে এই ডাক্তার আনার খরচ চলেছে। আর ত কিছু নেই মা, এইবার কি করে খরচ চল্‌বে? জ্যেঠামশায় টাকা পাঠালেন না কেন বুঝতে পারছি নে। তিনি দশ এগার বৎসর ধরে টাকা পাঠাচ্ছেন, কখনও এমন হয় নি; কখনও পর মাসের দুই তিন দিনের বেশী দেরী হয় নি। আমি কি তাঁকে চিঠি লিখব?

মাতা। না, তাঁকে চিঠি লেখবার আবশ্যক নেই। এখন তুমি বড় হ'য়েছ, লেখাপড়া শিখেছ, এখন তুমি নিজে অর্থোপার্জ্জন করতে আরম্ভ কর। আপাততঃ তুমি কৃষ্ণনগরে গিয়ে কলেজে, বা আদালতে, বা অন্য কোথাও কোনও কায খালি আছে কি না, তার সন্ধান কর। গ্রামের সকলকেই বলে রাখ; সকলেই তোমাকে ভালবাসেন; তাঁরাও তোমার জন্যে কাযের সন্ধান করবেন। আপাততঃ আমার কাছে যে দশটি টাকা আছে, তাতেই আমাদের খরচ চল্‌বে। আর, এক কায কর, সদর বাড়ীর সমুখে যে কাঁঠাল গাছটা আছে, তা বিক্রি কর; মস্ত গাছ, তাতে কুড়ি পঁচিশ টাকা পাওয়া যেতে পারে।

মাতার উপদেশ মত, অক্রুকুমার দুই তিন দিন কৃষ্ণনগরে আনাগোনা করিল, গ্রামের সমস্ত লোককে বলিল, এবং দুই একটা চাকুরীরও সন্ধান পাইল; কিন্তু কোনও চাকুরীতে নিযুক্ত হইতে পারিল না। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সার্টিফিকেট না থাকায়, অতি সামান্য চাকুরীতেও কেহ তাহাকে গ্রহণ করিল না, কারণ কোনও চাকুরীতে প্রবেশ করিতে হইলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের টিকিট দেখাইবার নিয়ম সকল ভদ্র আফিসেই প্রচলিত আছে।

অকৃতকার্য্য হইয়া অক্রুকুমার তাহার মাতার নিকট আসিয়া বলিল,—"মা, চাকুরী ত কোথাও পেলাম না। সকল আফিসেরই কর্ত্তারা বলেন যে আমি চাকুরীর উপযুক্ত বিদ্যা শিক্ষা করতে পারি নি; আমি চাকুরী পাব না। এখন কি করব?"।

মাতা। দেখছি তোমার জেঠামশাইকে চিঠি লেখা ছাড়া আর অন্য উপায় নেই। তাঁকেই চিঠি লেখ।"

অক্রু। চিঠি লেখার চেয়ে, আমি যদি নিজে কলকাতায় যাই, তা হ'লে, বোধ হয় আরও ভাল হয়। সেখানে গিয়ে, জেঠামশাইকে বল্লে, তিনি হয়ত কোনও জমীদারের বাড়ীতে আমার কোনও চাকরী করে দিতে পারেন। হয়ত, অনেক বড় বড় জমীদারের সঙ্গে তাঁর আলাপ আছে।

মাতা। তুমি কখনও কলকাতায় যাও নি; সে প্রকাণ্ড সহর; তুমি কি একলা সেখানে যেতে পারবে?

অক্রু। কেন পারব না? আমি বড় হ'য়েছি। আমার চেয়ে কম বয়সে কত ছেলে, বড় বড় সমুদ্র পার হয়ে বিলাতে যায়; আমি—এক বেলার পথ—এই কলকাতায় যেতে পারব না? আমি শুনেছি, শিয়ালদহ ষ্টেশন থেকে জেঠামশায়ের বাড়ী বেশী দূর নয়। আমি রাস্তার লোকের কাছে সন্ধান নিয়ে অনায়াসে তাঁর বাড়ী খুঁজে নিতে পারব।

মাতা। তাঁর বাড়ীর ঠিকানা কি, তা ত তুমি জান না।

অক্রু। তা মাষ্টার মশায় জানেন; তা মাষ্টার মশায়ের কাছে জেনে নেব।

গবর্ণমেণ্টের পেন্সন প্রাপ্ত যে ভদ্রলোকটি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট বার্ষিক বৃত্তি পাইয়া অক্রুকুমারকে শিক্ষাদান করিতেন, তাঁহার নাম ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; অক্রুকুমার তাঁহাকে মাষ্টার মহাশয়

বলিত। এই মাষ্টার মহাশয়ের নিকটেই, চক্রবর্ত্তী মহাশয় অক্রূকুমারের টাকা মাসে মাসে পাঠাইতেন। মাষ্টার মহাশয় টাকা পাইলেই অক্রূকুমারকে তাহা প্রদান করিতেন।

পুত্রকে একাকী কলিকাতায় পাঠাইতে মাতার মনে নানা প্রকার আশঙ্কা উপস্থিত হইল। কিন্তু অক্রূকুমারের মাতা সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায়, দুর্ব্বল-চিত্তা ছিলেন না। তিনি মনের আশঙ্কা দমিত করিয়া ভাবিলেন যে, বৃথা ভয়ে পুত্রের উন্নতির পথে বাধা দেওয়া, কোন কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-সম্পন্না মাতার কর্ত্তব্য নহে। আপন উপার্জ্জনের পথ অন্বেষণ করিবার জন্য, পুত্র যখন স্বেচ্ছায় কলিকাতায় যাইতে চাহিতেছে, তখন মোহে অভিভূত ও কাল্পনিক ভয়ে ভীত হইয়া, কোনও মাতার তাহাতে বাধা দেওয়া উচিত নহে। সুতরাং তিনি বলিলেন, "তোমার মাষ্টার মশায়ের কাছ থেকে ঠিকানা জেনে তাঁর উপদেশ নিয়ে, একটা ভাল দিন দেখে, তুমি কলকাতায় যেও। আমি ভেবে দেখলাম, তোমার কলকাতায় যাওয়াই ভাল।"

কলিকাতা যাইবার জন্য মাতার অনুমতি পাইয়া, অক্রূকুমার মহা আনন্দিত হইল। সে মাষ্টার মহাশয়ের নিকট যাইয়া, তাহার জ্যেঠা মহাশয়ের বাটীর ঠিকানা জানিয়া লইল। তিনি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অন্দর বাটীর ঠিকানাটি বলিয়াছিলেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ইদানীং চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঐ ঠিকানাতেই পত্রাদি প্রাপ্ত হইতেন। মাষ্টার মহাশয় কেবল মাত্র ঠিকানাটি বলিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; রাস্তা সম্বন্ধে, কলিকাতায় পৌঁছিয়া কি কি সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে নানারূপ উপদেশ প্রদান করিলেন। স্থির হইল যে, আগামী ১৫ই কার্ত্তিক বুধবার বেলা আটটার পর যাত্রা শুভ, ঐ দিন যাওয়াই ভাল।

সদর বাটীর কাঁঠাল গাছটি বিক্রয় করিয়া, অক্রুকুমার বাইশ টাকা পাইয়াছিল। কলিকাতা যাত্রার দিন, ঐ টাকা হইতে পথ খরচের জন্য দুই টাকা মাত্র লইয়া, বাকী কুড়ি টাকা, অক্রুকুমার তাহার মাতাকে দিল। মাতা আরও কিছু টাকা লইবার জন্য পুত্রকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু অক্রুকুমার আর টাকা লইল না; বলিল যে কলিকাতায় বেশী টাকা পকেটে রাখা নিরাপদ নহে; সেখানে গাঁইটকাটা ও পকেট চোরের বড়ই প্রাদুর্ভাব। তাহা ছাড়া, একবার জ্যেঠা মহাশয়ের বাড়ীতে পৌঁছিতে পারিলে, তাহার আর কিছুই আবশ্যক হইবে না। মাতা বুঝিলেন, যে কথাটা যুক্তিযুক্ত বটে।

অতঃপর, তিনি তাড়াতাড়ি উনান জ্বালিয়া, পুত্রকে ভাত রাঁধিয়া দিলেন। অক্রুকুমার তাহা খাইয়া, এবং মাতার পদধূলি গ্রহণ করিয়া, কলিকাতা যাত্রা করিল।

মাতা কিয়দ্দূর পুত্রের অনুগমন করিয়া, বারংবার বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রুজল মুছিতে মুছিতে, পুত্রশূন্য গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, পৃথিবী তাঁহার চক্ষে শূন্য হইয়া গিয়াছে; আকাশে সূর্য্যালোক কেবল একটা অন্ধকারময় মহাশূন্য দেখাইয়া দিতেছে; হেমন্তের প্রভাতবায়ু দীর্ঘনিশ্বাসের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে; গৃহস্থিত জলপাত্র সকল যেন নয়ন জলে পূর্ণ রহিয়াছে। তিনি স্বামিহীনা, অর্থহীনা, সহায়হীনা, হইয়া, সেই একটি মাত্র শান্ত সুন্দর সন্তানকে, এক একটি তৈজস বিক্রয় করিয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন; তিনি জীবনে কখনও তাহাকে নয়নের অন্তরাল করেন নাই; আজ তিনি সেই সন্তানকে বিদেশ যাত্রায় বিদায় দিয়াছেন। আজ তাঁহার যে মনঃপীড়া উপস্থিত হইয়াছে তাহা অপরিমেয় এবং কল্পনাতীত;—যিনি সেইরূপ স্নেহময়ী ও কর্ত্তব্যময়ী মা হইতে, এবং সেইরূপ পুত্র গর্ভে ধারণ করিতে না

পারিয়াছেন, কেবল তিনিই অক্রুকুমারের মাতার হৃদয়ব্যথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। যিনি পুত্রকে বিদায় দিয়া, সেইরূপ গৃহে প্রবেশ না করিয়াছেন, তিনি বুঝিবেন না, অক্রুকুমারের মাতার হৃদয় কি মহাশূন্যে পরিণত হইয়াছিল। বাটীর অঙ্গনমধ্যে ধূলিতে উপবেশন করিয়া মাতা বর্ষার বৃষ্টিধারার ন্যায় অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য, শ্যামার মা তাঁহার নিকটে আসিয়া বসিল; কিন্তু তাহার মুখ হইতে একটিও সান্ত্বনাবাক্য বাহির হইল না। সেও অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়া গেল। সেদিন অক্রুকুমারের মাতা কিছু আহার করিতে পারিলেন না। শ্যামার মা, তাঁহার অনুরোধে বেলা তৃতীয় প্রহরে আহারার্থ উপবেশন করিয়াছিল বটে, কিন্তু একটি অন্নও উদরস্থ করিতে পারে নাই; কেবল অন্নপাত্র অশ্রুসিক্ত করিয়া অভুক্ত অবস্থায় উঠিয়া পড়িয়াছিল।

অক্রুকুমার একটি গামছাতে একখানি অতিরিক্ত বস্ত্র ও এক যোড়া চটি জুতা বাঁধিয়া লইয়াছিল; এবং মস্তকের উপর ছত্রটি ধরিয়া, মাতার ম্লান মুখ মনে করিতে করিতে কৃষ্ণনগরের রেল ষ্টেশনের দিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছিল। বেলা সাড়ে দশটার সময় সেখানে পৌঁছিয়া দেখিল যে রাণাঘাট-অভিমুখী গাড়ী ছাড়িতে তখনও প্রায় এক ঘণ্টা কাল বিলম্ব আছে।

অক্রুকুমার পূর্ব্বে কখনও রেলগাড়ীতে চড়ে নাই। কিন্তু সে অনেকবার কৃষ্ণনগর রেলষ্টেশনে বেড়াইতে আসিয়া, রেলপথ ও রেলগাড়ী সম্বন্ধীয় সমুদয় জ্ঞাতব্য তথ্য সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ভাবে জানিয়া লইয়াছিল। কিরূপে টিকেট বিক্রয় করা হয়, কিরূপে উহাতে বিক্রয়ের তারিখ মুদ্রিত হয়, কিরূপে বিক্রীত টিকিটের হিসাব প্রস্তুত হয়, তাহা সে সমস্তই জানিত; লাল, সাদা, সবুজ নিশান বা আলোক প্রদর্শনের

অর্থ কি; রেল পথের সহিত টেলিগ্রাফের তারের সম্পর্ক কি, কিছুই তাহার অবিদিত ছিল না। ষ্টেশন মাষ্টার, টিকিট বাবু, মাল বাবু এবং ষ্টেশনের অন্যান্য লোকের কাহার কি কায করিতে হয়, সবই সে বুঝিয়া লইয়াছিল। রেলপথ, এঞ্জিন বা গাড়ী সকল কোথায় কিরূপে প্রস্তুত হয়, ড্রাইভার, গার্ড এবং অন্যান্য শকট ভৃত্যগণ কি কি কার্য্য করিয়া থাকে, সিগ্‌নাল সকলের পতনোত্থান কিরূপে ঘটে, একটা হইতে অন্য পথে গাড়ী কিরূপে ফিরাইতে হয়, কিছুই সে অনবগত ছিল না। সুতরাং ষ্টেশনে আসিয়া, একটা নুতনত্বের আবেগে তাহার শান্ত হৃদয় কিছুমাত্র আন্দোলিত হয় নাই। সে টিকিট খানি ক্রয় করিয়া, গাড়ীর প্রতীক্ষায়, সম্পূর্ণ উদ্বেগশূন্য হৃদয়ে বসিয়া ছিল। কেবল মাতার কথা চিন্তা করিয়া এক একবার বিমর্ষ হইতেছিল।

যথা সময়ে গাড়ী আসিয়া প্লাটফরমের সম্মুখে দাঁড়াইল। অক্রুকুমার একখানি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিল; ছত্রটি ও পুটুলিটি পার্শ্বে রাখিয়া, জুতা খুলিয়া বেঞ্চের উপর পা উঠাইয়া উপবেশন করিল। চলন্ত গাড়ী হইতে, দুই পার্শ্বের শস্য ক্ষেত্র ও নানা প্রকার দৃশ্য দেখিতে দেখিতে, তাহার মনের বিমর্ষভাব কতকটা অপনীত হইল। রাণাঘাটে আসিয়া, সে গাড়ী হইতে অবতরণ করিল; এবং যাবৎ কলিকাতামুখী গাড়ী না আসিল, তাবৎ ষ্টেশনের ভিতরে ও বাহিরে পরিভ্রমণ করিয়া ষ্টেশনটিকে উত্তম রূপে চিনিয়া লইল।

বেলা দেড়টার সময়, রাণাঘাটে গাড়ীতে চড়িল। বেলা তিনটার সময় গাড়ী শিয়ালদহ ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দারজিলিঙে তারকবাবু।

কার্ত্তিক মাসের প্রথমে, তারকবাবু দারজিলিঙ্ হইতে কলিকাতায় ফিরিতে পারেন নাই। তাহার কারণ ছিল।

শুভ বিজয়া দশমীর দিন, দারজিলিঙে, জুবিলি সেনিটেরিয়মের হলে, বাঙ্গালীদের এক সান্ধ্যসম্মেলনী হইয়াছিল। তাহাতে দারজিলিঙের তাবৎ পুরুষ বাঙ্গালী এবং দুই চারিজন ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী আহুত হইয়াছিলেন। তাহাতে নানা গান, বাজনা ও অভিনয়াদির উদ্যোগ হইয়াছিল। তাহাতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া, আগন্তুকগণের আহারের উত্তম ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই সকল কার্য্যের প্রধান উদ্যোগকর্ত্তা হইয়াছিলেন তারকবাবু।

সান্ধ্যসম্মেলনীর কার্য্য রাত্র দুইটার পর শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিবার জন্য তারকবাবু তাড়াতাড়ি একখানা রিকস' গাড়ীতে উঠিতে যাইতে-ছিলেন; অতি ব্যস্ততার জন্য, তিনি পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। ইহাতে তিনি তাঁহার বামহস্তে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। রিক্স-চালক ভুটিয়া কুলিদের সাহায্যে, তিনি অতি কষ্টে রিক্স'তে উঠিতে পারিলেন; এবং বাটীর দ্বারে উপনীত হইয়া তাহাদেরই সাহায্যে অব-তরণ করিলেন। ভৃত্যেরা তাঁহাকে ধরিয়া, অতি কষ্টে তাঁহার শয়নকক্ষে লইয়া গেল।

স্বামীকে খঞ্জের ন্যায় শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, গৃহিণী 'তেলে বেগুনে' জ্বলিয়া গেলেন। শয্যায় উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "খোঁড়াচ্ছ কেন? পা-টা ভেঙ্গে এসেছ বুঝি?"

তারকবাবু। একেবারে ভাঙে নি।

গৃহিনী। দুঃখ থাকে কেন? একেবারে ভেঙে এস; আমিও নিশ্চিন্ত হই; তুমিও নিশ্চিন্ত হও।—তোমার ঘুরঘুরণী ভেঙে যায়!

তারক বাবু। আমার পা না থাকলে তুমি আমার পদসেবা করবে কি ক'রে?

গৃহিনী। যাও, আর রসিকতা করতে হবে না। আমার যেন মাথামুড় খুঁড়ে মরতে ইচ্ছা যাচ্ছে।

তারক বাবু। না, না, এমন কায কোর না;—অনেক টাকা ব্যয় করে তোমাকে বাঁচিয়েছি। আর মাথা খুড়লে মাথাটা ফুলে উঠবে দেখতে ভাল হবে না।

গৃহিণী। তুমি পরের বেগার খাটতে খাটতেই প্রাণটা দেবে। দেখি, কি হয়েছে! এই রাত্রে কোথায় ডাক্তার পাব জানি নে।

এই বলিয়া গৃহিণী লেপের ভিতর হইতে বাহির হইয়া, একখানা গাত্রাবরণ মুড়ি দিয়া আপন শয্যাত্যাগ করিয়া, তারক বাবুর শয্যার নিকটে আসিলেন। তারক বাবু আপন খট্টাঙ্গের পার্শ্বে বসিয়া, বেশ পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিতেছিলেন। গৃহিণী তাঁহার সাহায্য করিলেন; পরে তাঁহার দোদুল্যমান পদপ্রান্তে, কার্পেটের উপর বসিয়া, তাঁহার বাম পদের মুজা খুলিবার চেষ্টা করিলেন।

তারক বাবু কাতর স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"উঃ, উঃ, আঃ, গেলাম, গেলাম! পায়ের হাড় বোধ হয় একেবারে গুঁড়ো হয়ে গেছে।"

গৃহিণী বলিলেন, "দাঁড়াও, আমি আস্তে আস্তে মোজাটা খুলে দেখি, কি হয়েছে।"

তারক বাবু বলিলেন, "দেখো যেন একবারে মেরে ফেল না; খুব আস্তে আস্তে খুলো।"

স্বামীর কষ্টে গৃহিণীর চক্ষে জল আসিয়াছিল; গাত্রাবরণে সেই জল মুছিয়া, তিনি কহিলেন, "তোমার কোনও ভয় নেই, আমি এমন আস্তে আস্তে খুলে দেব যে তুমি জানতেও পারবে না।"

তিনি মোজা খুলিয়া দিলেন; এবং নিকটে একটি আলো আনিয়া দেখিলেন যে গুল্‌ফ প্রদেশ ফুলিয়া উঠিয়াছে। হাঁসপাতালের ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিবার জন্য, তিনি চিঠি লিখিয়া একজন ভৃত্যকে পাঠাইয়া দিলেন; তারক বাবুকে ধরিয়া বিছনায় শোয়াইলেন এবং চিমনিতে কয়েকখানি কাষ্ঠ দিয়া, তাহার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিলেন।

বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও ডাক্তারকে আসিতে না দেখিয়া, গৃহিণী নিজেই একটা চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। একটা পাত্রে লবণ, হরিদ্রা বাঁটা ও চূণ একত্র করিয়া, চিমনির আগুনে তাহা গরম করিলেন; এবং বেদনা স্থানে তাহার প্রলেপ দিয়া, কাপড়ের লম্বা ফলি লইয়া, পা-টি উত্তম রূপে বাঁধিয়া দিলেন; এবং স্বামীর চরণপ্রান্তে শুইয়া অবশিষ্ট রাত্র অতিবাহিত করিলেন।

সকালে ডাক্তার আসিয়া, তারক বাবুর ব্যথাপ্রাপ্ত পদ গরম জলে ধৌত করিয়া দিলেন; এবং ঐস্থান পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে অস্থিসকল অক্ষুণ্ণ আছে; কিন্তু মাংসপেশী ও শিরা সকল আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ায় বিলক্ষণ বেদনার সঞ্চার হইয়াছে। তিনি বলিলেন যে তারক বাবুর খঞ্জ হইবার কোনও আশঙ্কা নাই; কিন্তু বেদনা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইতে কিছু বিলম্ব ঘটিবে। ডাক্তার প্রলেপের ও পানের ঔষধ লিখিয়া দিয়া এবং পা-টি কিরূপে বাঁধিতে হইবে, তাহার উপদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন।

গৃহিণী ঔষধ আনিতে লোক পাঠাইয়া বলিলেন, "বাঁচলাম; এখন কিছু দিনের জন্য ঘুরঘুরণি থামবে।"

তারক বাবু বলিলেন, "এবার সত্যই তুমি স্বামীর পদসেবা করতে পাবে। আমার শ্রীচরণে তুমিই ওষুধ লাগিয়ে দেবে; তুমিই তা কাপড় দিয়ে বেঁধে দিবে—তুমি বেশ আস্তে আস্তে বাঁধতে পার, আমার কষ্ট হয় না।"

কার্ত্তিক মাসের প্রথম সপ্তাহেও তারক বাবুর পায়ের বেদনা সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় নাই। ডাক্তার বলিলেন যে সেরূপ বেদনা লইয়া দারজিলিঙ হইতে কলিকাতায় যাওয়া বিপজ্জনক হইতে পারে। অতএব তারক বাবু স্থির করিলেন যে কার্ত্তিক মাসের শেষে কলিকাতায় ফিরিবেন।

দেখ, অতি সামান্য ঘটনায় পৃথিবীর কার্য্যস্রোতের গতির কত অসম্ভব পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে! মৃত্যুকালে রাজা দশরথ, রাম-জননী কৌশল্যার নিকট এক মুনিকুমারের গল্প করিয়াছিলেন। মুনিকুমার অন্ধ মাতাপিতাকে গৃহে রাখিয়া, উষার অন্ধকারে সরযূ নদীতে পানীয় জল আহরণ করিতে আসিয়াছিল। জল-কুম্ভ পূর্ণ করিবার সময় একটা শব্দ উঠিয়াছিল। সেই শব্দটাকে, জলক্রীড়ারত বনহস্তীর গর্জ্জন মনে করিয়া, রাজা দশরথ শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করিলেন! মুনিকুমার বাণবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। পুত্রশোকাকুল অন্ধ পিতা, রাজা দশরথকে এক অভিসম্পাত প্রদান করিলেন যে, পুত্রশোকে তাঁহারও মৃত্যু ঘটিবে। ঋষির অমোঘ অভিসম্পাতের ফল ফলিবে বলিয়া, বৃদ্ধ পুত্রহীন দশরথের পুত্র জন্মিল,—রামাবতার হইলেন। বাল্মীকি রামচরিত্র বর্ণনাছলে সপ্তকাণ্ড রামায়ন রচনা করিলেন। দেখ, এই সাত কাণ্ড রামায়ণের মূল কারণ, সেই জলকুম্ভের সেই শব্দটুকু। দেখ,

সেই শব্দটুকু না শুনিলে, দশরথ শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করিতেন না, মুনিকুমার মরিত না, অন্ধমুনি রাজাকে অভিসম্পাত করিতেন না, মুনির অভিসম্পাত সফল করিবার জন্য, পুত্রহীন বৃদ্ধ রাজার পুত্র হইত না, রামের জন্ম হইত না, সপ্তকাণ্ড রামায়ণের সৃষ্টি হইত না। দেখ, সেই এতটুকু শব্দ জগতের কার্য্যস্রোতের গতিতে কি মহা আবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছিল।

দেখ, তারকবাবুর সেই সামান্য পদস্খলন আমাদের আখ্যায়িকার গতির কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন করিয়া দিল। তাঁহার পদস্খলন না হইলে, তিনি পদে আঘাত প্রাপ্ত হইতেন না; আঘাত প্রাপ্ত না হইলে, তিনি কার্ত্তিক মাসের প্রথমেই কলিকাতায় আসিতে পারিতেন এবং অক্রুকুমারকে কলিকাতায় আনিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সমুদয় সম্পত্তি তাহাকে সমর্পণ করিতে পারিতেন। তাহা হইলে, চাকুরীর প্রত্যাশায় অক্রুকুমারকে কৃষ্ণনগরে আনাগোনা করিতে হইত না; কাঁঠাল গাছ বিক্রয় করিয়া, কলিকাতায় আসিতে হইত না; এবং অন্যান্য যে সকল ঘটনা আমরা পরে বিবৃত করিব, তাহাও ঘটিত না। অতএব তোমরা সাবধান হইও; দেখিও যেন তোমাদের পদস্খলন না ঘটে,—একটা পদস্খলনে, তোমাদের জীবনের গতির, সংসারের গতির অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। আর সাবধান! নিঃশব্দে কার্য্য করিও! একটা ক্ষুদ্র শব্দে সাতকাণ্ড রামায়ণ হইয়া যায় দেখিয়াছ ত?

ক্রমে কার্ত্তিক মাস শেষ হইতে চলিল; তারক বাবুর খঞ্জপদ সুস্থ হইল এবং দার্জিলিঙের শীতের হাওয়া ক্রমে গৃহিণীর পক্ষে অসহ্য হইয়া দাঁড়াইল; এবং কলিকাতা হইতে আগত জনসংখ্যা ক্রমে অদৃশ্য হওয়ায়, কথা কহিবার সঙ্গিনীরও অভাব হইল। একদিন গৃহিণী বলিলেন, "আর কেন, তোমারও পা ভাল হয়েছে, আমিও মোটা হয়েছি,

এইবার চল কলকাতায় ফিরে যাই। সেখানে ছেলেরা একলা কি করছে, ভগবান জানেন।"

তারক বাবু বলিলেন, "হাঁ, এইবার দেশে ফিরতে হবে। এখানে তোমার সঙ্গে গল্প করবার লোকের বড়ই অভাব হয়ে পড়েছে।"

গৃহিণী কুপিতা হইলেন বলিলেন, "তুমি আমাকে কেবল গল্প করতেই দেখ?"

তারক বাবু। কখন কখনও ঘুমোতেও দেখি।

গৃহিণী। বটে, আমি কেবল ঘুমাই আর গল্প করি? বল তোমার মনে যা আছে সব বলে নাও।

তারক বাবু। আমার মনে যা আছে, তা ক্রমে সময় মত বলব। আপাততঃ যে দুটি কথা বলেছি, তাই যথেষ্ট। এখন, এস দেশে ফেরবার একটা শুভদিন স্থির করে ফেলি।

গৃহিণী। পাঁজিটা এনে দেব?

তারক। দাও।

গৃহিণী টেবিল হইতে পাঁজি আনিয়া দিলেন।

তারক। চসমা?

গৃহিণী চসমা আনিয়া দিলেন।

তারক বাবু নাকে চসমা লাগাইয়া পাঁজি খুলিয়া দেখিলেন, এবং কহিলেন, "এই দেখ, এই ১৬ই কার্ত্তিক, রবিবার একটা ভাল দিন আছে। কেমন? ঐ দিনই যাবে ত?

গৃহিণী। বেশ ত, ঐ দিনই যাব। এই তিন দিনের মধ্যে গুছিয়ে নিতে পারবে ত?

তারক। আমার জন্যে ভেব না। আমি তিন দিনের মধ্যে

দারজিলিঙের যাবতীয় জিনিষ গুছিয়ে নিয়ে কলকাতায় নামতে পারি। তুমি কি কি নিয়ে যাবে ?

গৃহিণী। যা এনেছিলাম, তাই নিয়ে যাব।

তারক। এখানকার কোনও জিনিষ নেবে না ?

গৃহিণী। কি আর নেব ? এখানে কি ছাই আছে ? কিছুই নেব না।

তারক। কিছুই নয় ?

গৃহিণী। কিছুই নয়। কেবল সের দশেক মাখন নিয়ে যেতে হবে, এখানকার মাখন খুব ভাল, আর সস্তা। এমন সস্তা ও ভাল মাখন কলকাতায় পাওয়া যায় না।

তারক। আর ?

গৃহিণী। আবার কি ? আর কিছু নেব না। তবে শুনেছি, এখানে ভাল মধু পাওয়া যায়। তুমি লুচি দিয়ে মধু খেতে ভালবাস। সের পাঁচেক মধু নিয়ে যেতে হবে। কলকাতায় সব গুড় মিশান মধু; তার পচা গন্ধে ভূত পলায়।

তারক। আর ?

এইরূপে গৃহিণী ক্রমে ক্রমে ক্রমে জানাইলেন, কিছু মটরশুটি, কিছু রাই শাক, স্কোয়াস, খয়রা মাছ দিয়া ভাজিয়া খাইবার জন্য কিছু ঠন্‌ঠনের ডাঁটা, ডুবকা নামক কাঁসার পাত্র, এদেশের লোকে খুন্তীর পরিবর্তে যে "পুলি" ব্যবহার করে দুইটা তাহা, চারিখানা তোজালিয়া, চারিখান লেপচা চাদর বিছানা ঢাকিবার জন্য, আধমণ ভাল চা,—এই সকল জিনিষ লইয়া যাইবেন।

তারক। আর ?

গৃহিণী। যাও! তুমি ঠাট্টা করছ। আমি যেন কিছু বুঝি না। যাও আমি কিছুই নিয়ে যাব না।

তারক। আমার কথা বিশ্বাস কর গিন্নী, আমি একটুও ঠাট্টা করিনি। তুমি যা যা বল্লে, আমি সমস্তই নিয়ে যাব। এর জন্তে যদি একখানা ওয়াগন ভাড়া করিতে হয়, তাও করব।

গৃহিণী। আলাদা মালগাড়ী যদি ভাড়া কর, তা হলে আরও কিছু জিনিষ নিয়ে যাই।

তারক। তুমি যা বল্লে, তা ছাড়া দারজিলিঙে আরও কিছু জিনিষ আছে নাকি ?

গৃহিণী। আছে বই কি !

তারক। কি ? দারজিলিঙের পাথর, কাগঝোরা থেকে তাও খানকতক নিয়ে যাবে নাকি ?

গৃহিণী পোড়া কপাল ! পাথরে কি হবে ? আমি মনে করেছি খানকতক ভুটিয়া কম্বল নিয়ে যাব ;—খুব সস্তা ! শীত আসছে ;—চাকর বাকরদের এবার লেপ না দিয়ে এই কম্বল দিলেই চ'বে।

তারক। বেশ, কম্বল নিও। আর কি নেবে ?

গৃহিণী। আর পদম্ গাছের একটা ডাল নিতে হবে। তাতে একটা লাঠি তৈরি করায়। শুনেছি পদম ডালের লাঠি হাতে থাকলে সাপের ভয় থাকে না।

তারক। কলকাতায় ঐ লাঠির দরকার কি ? কলকাতায় ত সাপের ভয় নেই।

গৃহিণী। তুমি বোঝ না। সাপের ভয় না থাকুক তবু লাঠি থাকা ভাল।

তারক। বাবু তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে চিনিতেন। জানিতেন, যে সেই প্রবীণার প্রাণ, কর্কশ ত্বগাচ্ছাদিত নারিকেলাম্বুর ন্যায়, মধুর ও পবিত্র প্রেমে পরিপূর্ণ। তাই তিনি গৃহিণীর কোন অনুরোধ অপূর্ণ রাখিতেন না। তিনি গৃহিণীর কথামত দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিয়া,

তাহা প্যাক করিয়া, এবং কলিকাতা হইতে যে সকল বড় বাক্স আসিয়াছিল, তাহা বোঝাই করাইয়া, একদিন পূর্ব্বে রেল পার্শ্বেল যোগে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন, এবং পরদিনের জন্য একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করিলেন; এবং পুত্রকে টেলিগ্রাম পাঠাইলেন।

২৬শে কার্ত্তিক রবিবার, তারক বাবু গৃহিণীকে লইয়া দারজিলিং ত্যাগ করিলেন এবং পর দিন বেলা এগারটার সময় কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রঙ্গণঘাটে তারক বাবু।

তারক বাবু ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে কলিকাতা প্রত্যাগমনের দিনই অপরাহ্ণে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে যাইয়া ম্যানেজার বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করেন; কিন্তু সেটা ঘটিয়া উঠে নাই। সেদিন স্নানাহার সম্পন্ন করিতে বেলা একটা বাজিয়া গেল; তাহার পর পথশ্রমের ক্লান্তিতে অবশ হইয়া, তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন; বেলা পাঁচটার পর, তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া, বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া, জলযোগ করিতে করিতে ছয়টা বাজিয়া গেল। গৃহিণী বারণ করিলেন; বলিলেন, "এই কার্ত্তিক মাসের হিমে, এই ক্লান্ত দেহ নিয়ে আজ আর সন্ধ্যার পর বাইরে যেও না, অসুখ করবে।" সুতরাং তারক বাবু সেদিন আর ম্যানেজার বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলেন না; বাটীতে থাকিয়া গৃহিণীর আজ্ঞা পালন করিলেন।

পরদিন সকাল সকাল আহার করিয়া তারক বাবু কোচম্যানকে গাড়ি প্রস্তুত করিয়া আনিবার জন্য আদেশ করিলেন; এবং বেলা এগারটার পূর্ব্বে বাটী হইতে বাহির হইয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কাছারী বাটীতে যাইয়া ম্যানেজার বাবুর সাক্ষাৎ পাইলেন।

ম্যানেজার বাবু গাত্রোত্থান করিয়া, তারক বাবুকে সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

পূজার পর এই প্রথম সাক্ষাৎ হওয়ায় তারক বাবু ম্যানেজার বাবুর সহিত কোলাকুলি করিলেন এবং তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

পরে আসন গ্রহণ করিয়া ম্যানেজার বাবুকে প্রশ্ন করিলেন, "মোক্তারাবাদের মহারাজ আর কতদিন এখানে থাকবেন?"

ম্যানেজার বাবু বলিলেন, "তাঁদের কর্ম্মচারীদিগের মুখে যেমন শুনছি তাতে বোধ হয়, তাঁরা ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি দেশে ফিরিবেন। মহারাজ বাহাদুর আরও এক মাসের বাড়ীভাড়া পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

তারক বাবু। তাঁরা থাকুন' বা যান, তাতে আমাদের কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না। এই কাছারী বাড়ীর দোতালা আর তিনতালার যে ঘরগুলি আছে, তাতেই কেদারের উত্তরাধিকারী এসে অনায়াসে বাস করতে পারবে।

ম্যানেজার বাবু। তিনি কবে আসবেন?

তারক। কাল বা পর্শু। আপনি ঘরগুলিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়ে রাখবেন। তার জন্যে একজন ঝি আর একজন পাচিক নিযুক্ত করতে হবে।

ম্যানেজার। তিনি কি স্ত্রীলোক?

তারক বাবু। না, সে একটি বালক;—কেদারের খুব নিকট আত্মীয়। তার সঙ্গে তার মা আসবেন; সেই জন্যেই ঝি আর পাচিকা নিয়োগের কথা বলছিলাম।

ম্যানেজার বাবুকে অন্যান্য উপদেশ দিয়া তারক বাবু আপনার আফিসে চলিয়া গেলেন। সেখানে নানারূপ বাকী কার্য্য সম্বন্ধে আপন কর্ম্মচারিগণকে নানারূপ উপদেশ প্রদান করিলেন। পরে, বেলা চারিটার সময় বাড়ী ফিরিয়া, কৃষ্ণনগর যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

স্থির করিলেন যে পরদিন প্রত্যুষে রওনা হইবেন। তাহা হইলে বেলা নয়টার পূর্ব্বেই কৃষ্ণনগর পৌছিতে পারিবেন; এবং কৃষ্ণনগর হইতে একখানা ঘোড়ার গাড়ী লইয়া, বেলা সাড়ে দশটার সময় রজপঘাটে

পৌঁছিবেন। সেখানে পৌঁছিয়া অক্রুকুমারের বাটীতে স্বচ্ছন্দে স্নানাহার করিতে পারিবেন; এবং সেইদিনই সেই গাড়ীতে অক্রুকুমার ও তাহার মাতাকে লইয়া কৃষ্ণনগরে আসিয়া, বেলা ৫টার গাড়ী ধরিতে পারিবেন। এইরূপ করিলে, সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় ফেরা চলিবে, প্রবাসে রাত্র যাপন করিতে হইবে না। তিনি একটা হাতব্যাগে কিছু বস্ত্র ও স্নানোপকরণ গুছাইয়া লইলেন। কিন্তু একটা কঠিন সমস্যায় তাঁহাকে বড় চিন্তিত করিয়া তুলিল। বিদেশে যাত্রার প্রস্তাব তিনি গৃহিণীর নিকট কিরূপে উপস্থিত করিবেন? একদিন মাত্র দেশে ফিরিয়া, আবার বিদেশে যাইবার কথা তুলিলে, গৃহিণী অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিয়া উঠিবেন—হয়ত তাঁহার রঙ্গণঘাট যাওয়া একেবারে রহিত করিয়া দিবেন।

অনেক চিন্তার পর তাঁহার মস্তকে একটা সুকৌশলের উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, যে, গৃহিণীর নিকট একটা অর্থ প্রাপ্তির আশা দেখাইতে পারিলে বিশেষ সুফল ফলিতে পারে। রাত্রে আহার করিতে বসিয়া সম্মুখোপবিষ্টা গৃহিণীকে কহিলেন, "একটা তদন্তে যেতে পারলে কিছু টাকা করতে পারা যেত।"

গৃহিণীর মন-মৎস্য তৎক্ষণাৎ টোপ গিলিল। তিনি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত টাকা?"

তারক বাবু। তিন হাজার টাকার কম নয়; হয়ত তারও বেশী পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু টাকাটা পেতে হলে, কালই কৃষ্ণনগরে যাত্রা করতে হয়।

গৃহিণী। কৃষ্ণনগর ত খুব কাছে; দু তিন ঘণ্টার রাস্তা; যেদিন যাবে সেই দিনই সন্ধ্যার সময় ফিরে আসতে পারবে।

তারক বাবু। তা সেই দিনই ফিরে আসতে পারা যায় বটে; কিন্তু—

গৃহিণী। এতে আবার কিন্তু কি?

তারক বাবু। কাল দারজিলিং থেকে ফিরেছি, আবার কালই কৃষ্ণনগরে যেতে পারব কি?

গৃহিণী। দেখ, নিজে বুঝে দেখ; যা ভাল বুঝবে তাই করো। কিন্তু আমি ভেবে দেখলাম, একদিনের জন্যে কৃষ্ণনগরে গেলে তোমার বিশেষ কিছু অসুবিধা হত না।

তারক বাবু। আমার কষ্ট হবে না বটে, কিন্তু তোমার ত কষ্ট হবে।

গৃহিণী। কেন? আমার কিসে কষ্ট হবে।

তারক বাবু। আমার বিরহে।

গৃহিণী। যাও যাও, বুড়োবয়সে আর রসিকতা করতে হবে না। সত্যি কাল সকালে তা হলে কৃষ্ণনগর যাবে?

তারক। তোমার যখন বিরহের ভয় নেই, তখন গেলেও ক্ষতি নেই; বরং তিন হাজার টাকা লাভ।

গৃহিণী। ঐ টাকা থেকে আমাকে পাঁচশো টাকা দিতে হবে।

তারক। তা' দিব। কিন্তু টাকা নিয়ে তুমি কি করবে?

গৃহিণী। তা আমি এখন তোমাকে বলব না।

তারক বাবুর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। কাযেই টাকায় গৃহিণীর কি প্রয়োজন আছে, তাহা জানিবার জন্ত, আরও উচ্চ বাচ্য করিলেন না। তিনি পরিতৃপ্তির সহিত আহার সমাপ্ত করিয়া, নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রার উপাসনা করিলেন।"

পরদিন প্রত্যূষে একজন ভৃত্য সঙ্গে লইয়া, এবং হাতব্যাগটি লইয়া তিনি শিয়ালদহ ষ্টেশনে আসিয়া, রাণাঘাটমুখী গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে, তিনি রাণাঘাটে পৌঁছিলেন, এবং

রাণাঘাটে কৃষ্ণনগরমুখী গাড়ীতে চড়িয়া, আরও এক ঘণ্টা পরে কৃষ্ণনগরে আসিয়া পৌঁছিলেন।

সেখানে এক অশ্বযান চালককে নিকটে ডাকিয়া, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখান থেকে রঙ্গণঘাট গ্রাম কতদূরে? তোমার ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে, সখানে পৌঁছিতে কতক্ষণ লাগবে?"

সে বলিল, "হুজুর! রঙ্গণঘাট এখান থেকে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে; সেখানে যেতে প্রায় একঘণ্টা লাগবে।"

তারক। তুমি কখনও সেখানে গিয়েছ?

সে। অনেকবার গিয়াছি। এই অল্পদিন আগে, ডাক্তার বাবুকে নিয়ে জমীদার বাড়ীতে গিয়াছিলাম।

তারক বাবু। জমীদার বাড়ী? সে জমীদারের নাম কি, তুমি বলতে পার?

সে। তা' আর পারি নে হুজুর? ভুবনেশ্বর বাবুর নাম, এ অঞ্চলে কে না জানে? তিনি প্রায় বিশ বছর আগে মারা গিয়াছেন; কিন্তু এখনও আমরা কেউই তাঁকে ভুলিনি। আমাদের এ অঞ্চলে এমন লোক নেই যার তিনি উপকার করেন নি। একবার—সে পঁচিশ বৎসরের কথা বলছি—আমাদের এই অঞ্চলে ভারি ঝড় হয়। তাতে অনেক গাছপালা পড়ে গিয়েছিল; অনেক ঘর বাড়ী ভেঙ্গে গিয়েছিল; অনেক গরু বাছুর মারা গিয়েছিল; অনেক লোক সর্ব্বস্বান্ত হয়েছিল; লোকের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। ভুবনবাবু সেই সময় অনেক লোককে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দিয়াছিলেন, খেতে দিয়েছিলেন। ঐ ঝড়ে আমাদেরও ঘর পড়ে গিয়েছিল। আমার বাবা তখন বেঁচে ছিল। বাবা লোকের মুখে ভুবন বাবুর নাম শুনে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কাছে গেল। ভুবন বাবু তখনই তাকে একশো টাকা দিলেন;

আমাদের ঘর বাড়ী হল;—আমরা ভেসে বেড়াচ্ছিলাম, আমাদের আবার দাঁড়াবার স্থলকুল হল। তিনি শুধু আমাদেরই বাড়ী করবার টাকা দেন নি; সেবার তিনি কত লোককে যে বাড়ী করবার টাকা দিয়াছিলেন, তার ঠিকানা নেই।

তারক বাবু। আমি রঙ্গণঘাটে তাঁদেরই বাড়ীতে যাব।

সে। চলুন আমিই আপনাকে নিয়ে যাব।

তারক বাবু। শুধু নিয়ে গেলে চলবে না; দুই তিন ঘণ্টা সেখানে অপেক্ষা করে, আবার আমাকে এই ষ্টেশনে নিয়ে আসতে হবে।—কত ভাড়া নেবে বল?

সে। যা দয়া করে দেবেন, তাই নেব।

তারক বাবু। সে কোন কাযের কথা হল না। ঠিক কত নেবে আগে বলতে হবে। তা জেনে আমি তোমার গাড়ীতে চড়ব।

সে। শুনুন, আমার বাবা মরবার সময় আমাকে কি বলে গিয়েছিল শুনুন। বাবা বলেছিল যে, যখনই কেউ রঙ্গণঘাটের জমীদার বাড়ী যাবার জন্যে আমাদের গাড়ী ভাড়া নিতে চাবে, আমরা সব কায ফেলে তখনই সেই কায নেব; আর ভাড়া সম্বন্ধে কখন কোন চুক্তি বা জেদ করব না; যিনি ভাড়া নেবেন, তিনি অনুগ্রহ করে' যা দেবেন, তাই আমরা মাথা হেঁট করে নেব। এই রকম করায় আমার কখনও কোন ক্ষতি হয়নি; বরং অনেক সময় লাভই হয়েছে। সেই জন্যে আমি আপনার সঙ্গে ভাড়ার কোন চুক্তি করব না। এখন আসুন, হুজুর, আপনি আমার গাড়ীতে এসে বসুন। আমি খুব শীঘ্র আপনাকে জমীদার বাড়ীতে পৌছে দেব।

শকট চালকের কথা শুনিয়া তারক বাবু অবাক হইয়া গেলেন। তিনি বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু

কখনও কোন স্থানে এইরূপ সাধু গাড়োয়ান নয়নগোচর করেন নাই। এরূপ পিতৃভক্ত ও কৃতজ্ঞহৃদয় গাড়োয়ান আমাদের এই পৃথিবীর সামগ্রী নহে। তাহার পর, পরের সদাশয়তার এই সরল নির্ভর—কি মধুর, কি চমৎকার। এই নিরক্ষর ব্যক্তির হৃদয়ে এই সাধুতা কিরূপে স্থান লাভ করিল? তারক বাবু স্থির করিলেন যে, তাঁহার যে সদাশয়তার উপর এই সরল কৃতজ্ঞ ও পিতৃভক্ত ব্যক্তি নির্ভর করিয়াছে, তাহার মূল্য পঁচিশ টাকার কম নহে। ইহা স্থির করিয়া তিনি গাড়ীতে যাইয়া উপবেশন করিলেন।

বেলা দশটার কিঞ্চিৎ পরেই তারক বাবু রঙ্গপথাটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। জমীদার বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া দেখিলেন,—সর্ব্বনাশ। বৃহৎ সদর দরজা বাহির হইতে তালাবদ্ধ রহিয়াছে। দেখিয়া তিনি আপন চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। দরজার নিকটে যাইয়া তালা ধরিয়া টানিলেন; তালা খুলিল না, তাহা সত্যই বন্ধ ছিল। তাঁহার ভৃত্য ও গাড়োয়ান তাহা ধরিয়া টানিল; কিন্তু তাহাদের চেষ্টাও বিফল হইল। তিনি মনে করিলেন যে, তাহারা বোধ হয় বহির্ব্বাটী চাবি বন্ধ রাখিয়া, অন্দর বাড়ীতে বাস করিতেছে। অতএব তিনি গাড়োয়ান ও ভৃত্যকে লইয়া বাড়ীর পশ্চাৎ দিকের রাস্তায় আসিয়া খিড়কির দরজা খুঁজিয়া লইলেন। কিন্তু তাহাও ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। তাহা দেখিয়া, তাহারা সকলে মিলিয়া উচ্চস্বরে ডাকিতে লাগিলাগিলেন,"কে আছ গো—বাড়ীতে কে আছ গো?" কেহ উত্তর দিল না।

সেই রাস্তা দিয়া একজন লোক যাইতেছিল; সে বলিল, "এই বাড়ীতে কেউই নেই; আজ তিন চারদিন হল তাঁরা কোথায় গেছেন।"

তারক বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বলতে পার তাঁরা কোথায় গিয়েছেন?"

সে বলিল, "আমি ঠিক খবর আপনাকে দিতে পারলাম না। ঐ ডানদিকে ছোট একতালা বাড়ীটি দেখেছেন, ওখানে একজন ব্রাহ্মণী বাস করেন। তিনি ঐই জমীদার বাড়ীর সকল খবরই বলতে পারবেন। আপনি ঐ ব্রাহ্মণীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন, সমস্ত সঠিক খবর পাবেন।"

ঐ বাড়ীতে আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা বামুনমাসী বাস করিত। তারক বাবু সেই বাড়ীর দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন।

বামুন মাসীর নিকট তারক বাবু সংবাদ পাইলেন যে, প্রায় পনের দিন পূর্ব্বে অক্রুকুমার তাহার জ্যেঠামহাশয়ের নিকট যাইবে বলিয়া একাকী কলিকাতা যাত্রা করিয়াছিল, তথা হইতে তাহার পৌঁছান সংবাদ না পাইয়া, তাহার মাতা শ্যামার মা নাম্নী এক গোয়ালিনীর সহিত পুত্রের অনুসন্ধানে কলিকাতায় গিয়াছেন।

তারক বাবু আপনাকে ধিক্কার দিলেন। মনে করিলেন, তাঁহারই দীর্ঘসূত্রতার জন্য এই অভাবনীয় গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি যদি দার্জ্জিলিং যাইবার পূর্ব্বে রূপগঘাটে আসিতেন, তাহা হইলে কখনই এই মহা গোলযোগ ঘটিত না। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, এই গোলযোগ বিদূরিত করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে অক্রুকুমার ও তাহার মাতা কোথায় গেল, তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। কিন্তু কিরূপে তিনি তাহাদের সন্ধান পাইবেন? এই গ্রামে তাহাদিগের সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সকল অবগত হইয়া, কলিকাতায় রীতিমত সন্ধান লইতে হইবে। কলিকাতা যাইয়া, তাহারা যদি চক্রবর্ত্তীর বাটিতে যাইত, তাহা হইলে, ম্যানেজার বাবু তাহা জানিতেন, জানিয়া তিনি নিশ্চয়ই সে সংবাদ তাঁহাকে প্রদান করিতেন। কিন্তু ম্যানেজার বাবু ত সে সংবাদ তাঁহাকে দেন নাই অতএব ইহা এক প্রকার নিশ্চিন্ত যে, তাহারা সেখানে যায় নাই। তবে

তাহারা কোথায় গেল? তিনি কিছুক্ষণ আপন মনে চিন্তা করিয়া বামুন মাসীকে প্রশ্ন করিলেন, "তুমি বলতে পার, অক্রুকুমার যাঁর কাছে লেখাপড়া শিখ্‌ত, ভগবতী বাবু, তিনি কোন বাড়ীতে থাকেন?"

বামুনমাসী। তাঁর বাড়ী বেশী দূরে নয়; ঐ সমুখের রাস্তাটা ধরে একটু গেলেই বাঁ দিকে আর একটা রাস্তা পাবেন। ঐ রাস্তার ধারেই তাঁর বাড়ী।

তারক বাবু। গত ভাদ্র মাসে আমি অক্রুকুমারকে দুখানা চিঠি লিখেছিলাম। তুমি বলতে পার, সে সেই চিঠি দু'খানা পেয়েছিল কি না?

বামুন মাসী। আমি তা বলতে পারি নে। সে খবর ডাকঘরে গিয়ে ডাক হরকরাকে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারবেন।

তারক বাবু প্রথমে ডাকঘরে গেলেন। সেখানে ডাক হরকরার সন্ধান পাইয়া, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে গত চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যে কখনও অক্রুকুমারকে কোন চিঠি সে বিলি করে নাই। তিনি অবাক হইয়া গেলেন; তাঁহার পত্র দুইখানা গেল কোথায়?

পোষ্ট আফিস হইতে ফিরিয়া তিনি ভগবতীচরণে বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে গেলেন। তখন বেলা এগারটা বাজিয়া গিয়াছিল, তখন মাষ্টার মহাশয় ভিতর বাড়ীতে আহারে বসিয়াছিলেন। তাঁহার ছোট নাতিনীটি আসিয়া তারক বাবুকে সংবাদ দিল যে দাদামহাশয় খাইতে বসিয়াছেন। কাজেই বহির্ব্বাটীর ঘরে তাঁহাকে কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিতে হইল। আহারাদি সম্পন্ন করিয়া মাষ্টার মহাশয় বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। তিনি তাঁহাকে নমস্কার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি অক্রুকুমার সম্বন্ধে কোনও সংবাদ অবগত আছেন?"

মাষ্টার মহাশয় এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের নাম কি? কোথা থেকে আসা হয়েছে?"

তারক বাবু আপন পরিচয় প্রদান করিলেন।

তখন মাষ্টার মহাশয় তাঁহাকে নমস্কার করিয়া, আবার প্রশ্ন করিলেন, "মহাশয়ের বোধ হয় স্নানাহার হয়নি?"

তারক বাবু বলিলেন, "কোন আবশ্যক নেই; একেবারে কলকাতায় ফিরে স্নানাহার করব। আপনি তার জন্যে ব্যস্ত হবেন না।"

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "এটা সম্ভব নয়, তারক বাবু। আপনি আহার কালে গৃহস্থের বাটীতে এসে অভুক্তাবস্থায় ফিরে গেলে, আমরা গ্রামে মুখ দেখাতে পারব না। আপনি জামা কাপড় খুলে তেল মাখুন, অক্রুকুমার সম্বন্ধে আমি আপনাকে সকল কথা বলব। আপনি তামাক খান কি?

তারক বাবু বলিলেন, "না, আমি তামাক খাই নে।"

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "তবে তেল মেখে স্নান করে ফেলুন। আপনার আহারের জন্যে আমি বাড়ীতে বলে আসি।"

তারক বাবু অগত্যা ভৃত্যকে ডাকিয়া হাত ব্যাগ খুলিয়া স্নানের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইলেন।

মাষ্টার মহাশয় ভিতর বাটী হইতে প্রত্যাগত হইয়া বলিলেন, "এইবার অক্রুকুমার সম্বন্ধে যা জানি, তা আপনাকে বলব। আপনি বোধ হয় জানেন যে অক্রুকুমার তার জেঠামহাশয়ের কাছ থেকে তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে মাসে পঞ্চাশ টাকা হিসাবে পেত। ঐ টাকা বরাবর মণিঅর্ডার যোগে আমার কাছে আসত। আমি পেয়ে অক্রুকুমারকে দিতাম। প্রায় দশ বৎসর কাল এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয় নি। কিন্তু এই আশ্বিন মাস থেকে টাকা আসা বন্ধ হয়েছে। গত ভাদ্রমাসের প্রথমে অক্রুকুমার যে টাকা পেয়েছিল, তার পর কেদারেশ্বর আর তাকে টাকা পাঠান নি। সুতরাং কার্ত্তিক মাসের

প্রথমে অক্রুকুমারের অত্যন্ত অর্থাভাব ঘটল। সে তার মার সঙ্গে পরামর্শ করে' একটা চাকরীর সন্ধানে কয়েকদিন ঘুরে বেড়ালে; কিন্তু কোনও জায়গায় কোনও চাকরী খুঁজে পেলে না।"

তারক বাবু তখন মনে মনে ভাবিলেন, হায় হায়! তাঁহারই বুদ্ধির দোষে, ক্রোরপতি, অর্থাভাবে চাকুরীর অন্বেষণ করিয়া পথে পথে ঘুরিল! তিনি মনে মনে অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া, মাথায় তৈলমর্দ্দন করিতে লাগিলেন। তৈলমর্দ্দন করিতে করিতে তিনি একবার ভাবিলেন যে, অক্রুকুমারের টাকা না পাইবার প্রকৃত কারণ মাষ্টার মহাশয়কে বিদিত করেন; কিন্তু পরক্ষণে ভাবিলেন যে না, সে সংবাদ দেওয়া হইবে না; একজনের মৃত্যুসংবাদ দিয়া, সেই অসময়ে গৃহস্থ বাটীতে একটা অশান্তির সৃষ্টি করা কর্ত্তব্য হইবে না।

মাষ্টার মহাশয় বলিয়া যাইতে লাগিলেন,—"যখন সে কোনও জায়গায় চাকরী পেলে না, তখন সে মনে ভাবলে, তিনি চেষ্টা করে একটা সুবিধাজনক চাকরী করে দিতে পারবেন। এই মনে করে সে তার মার সঙ্গে ও আমার সঙ্গে পরামর্শ করে, ১৫ই কার্ত্তিক বুধবার কলকাতা যাত্রা করেছে। কথা ছিল সে কলকাতায় পৌঁছেই তার মাকে ও আমাকে চিঠি লিখবে। কিন্তু তার কোন চিঠিই পাওয়া গেল না। এতে আমরা বড়ই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। তার মা রাত্রিদিন কাঁদতে লাগলেন, কেউ তাঁকে কোন প্রকার সান্ত্বনা দিতে পারলে না। অবশেষে পুত্রের অদর্শন সহ্য করতে না পেরে, তিনি মহা উৎকণ্ঠিত হয়ে, তাঁর পুরোনো দাসীকে সঙ্গে নিয়ে ছেলের অনুসন্ধানে আপনি কলকাতা যাত্রা করলেন। আমরা তাঁকে নিবারণ করতে চেষ্টা করেছিলাম; প্রস্তাব করেছিলাম যে তাঁর পরিবর্ত্তে, আমরা কলকাতায় গিয়ে অক্রুকুমারের অনুসন্ধান করব; কিন্তু ছেলের জন্যে উৎকণ্ঠিত

মাকে নিবারণ করা সহজ নয়। তিনি পাগলিনীর ন্যায় প্রত্যহ ডাক হরকরার সন্ধানে পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন; আর প্রত্যহ পত্র না পেয়ে নিরাশ হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরতেন। শুনেছি, তিনি রাত্রে নিদ্রা যেতেন না; বাড়ীময় ঘুরে বেড়াতেন।"—মাষ্টার মহাশয় আর বলিতে পারিলেন না; তাঁহার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

তারক বাবু বাষ্পাকুল লোচনে ভাবিলেন, এই দুঃখের ও কষ্টের তিনিই একমাত্র কারণ। তিনি মনে করিলেন, কলিকাতায় যাইয়া, অবিলম্বে ইহার প্রতিকার করিতে না পারিলে, তিনি কখনও মনে শান্তিলাভ করিতে পারিবেন না। তিনি তাড়াতাড়ি স্নানাহার সমাধা করিয়া, সেই অশ্বযানেই কৃষ্ণনগরে প্রত্যাগমন করিলেন; এবং গাড়োয়ানকে তাহার সততার জন্য ২৫ টাকা পুরস্কার প্রদান করিয়া, কলিকাতাভিমুখী গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। সন্ধ্যা ছয়টার সময় তিনি কলিকাতায় আসিয়া পৌছিলেন।

কলিকাতায় পৌছিয়া, তারক বাবু প্রথমেই ম্যানেজার বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ীতে আসিলেন। কিন্তু সেখানে ম্যানেজার বাবুর সাক্ষাৎ পাইলেন না। তিনি তখন আপন বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছিলেন। একজন কর্ম্মচারীর নিকট ম্যানেজার বাবুর বাড়ীর ঠিকানা জানিয়া লইয়া, তিনি ম্যানেজার বাবুর বাড়ীর-দিকে ছুটিলেন।

ম্যানেজার বাবু তাঁহাকে সসম্মানে অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার নূতন প্রভু এসেছেন কি?"

তারক বাবু বলিলেন, "সর্ব্বনাশ হয়েছে! তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সকলে বলছে যে সে কলকাতায় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ীতে আসবার জন্যে আপন বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল। আপনি

ভাল করে মনে করে দেখুন, কোনও দিন কোনও সুন্দর যুবক ঐ বাড়ীতে এসেছিল কি না।”

ম্যানেজার। যুবক কিংবা বৃদ্ধ, সুন্দর কিংবা কুৎসিত কোনও আগন্তুকই ঐ বাড়ীতে আসে নি, তা আমি জোর করে বলতে পারি। এলে আমি অবশ্যই জানতে পারতাম।

তারক বাবু। তার-পর, চার পাঁচদিন পূর্ব্বে ঐ বাড়ীতে কোনও বিধবা স্ত্রীলোক এসে তাঁর অক্রুকুমার নামক পুত্রের অনুসন্ধান করেছিলেন কি?

ম্যানেজার। না; করলে তা আমার অবিদিত থাকত না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সৌদামিনীর অপরাধ।

তারক বাবু ত অক্রুকুমারের কোন সন্ধানই পাইলেন না। এখন এস, আমরা তাহার সন্ধান লই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে গত ১৫ই কার্ত্তিক বুধবার দিন, বেলা এটার সময় সে শিয়ালদহ ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। বলিয়াছি যে, সে জুতা খুলিয়া বেঞ্চের উপর পা গুটাইয়া রাখিয়াছিল। গাড়ী থামিলে, গাড়ী হইতে নামিবার জন্য, সে জুতা পায়ে দিতে গিয়া দেখিল যে যথাস্থানে জুতা নাই। তখন গাড়ী হইতে অন্যান্য আরোহিগণ সকলেই নামিয়া গিয়াছিল; সে সমস্ত গাড়ী অন্বেষণ করিয়া দেখিল, কিন্তু তাহার পাদুকার কোন চিহ্ন কোন স্থানে দেখিতে পাইল না। তাহার পাদুকার এই অভাবনীয় অন্তর্দ্ধানে সে একটু বিমর্ষ ও অন্যমনস্ক হইল। কিন্তু পাদুকার পুনঃপ্রাপ্তি সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া, অগত্যা সে পুটলি হইতে চটিজুতা বাহির করিয়া পরিধান করিল; এবং তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল।

মানসিক অবসাদের সময়, মানুষ প্রায় একটা না একটা ভ্রমে পতিত হয়। জুতা হারাইয়া, অক্রুকুমার মনে যে অবসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তজ্জন্য সে আর একটা ভুল করিয়া ফেলিল। গাড়ী হইতে নামিয়া প্লাটফরমে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই, তাহার মনে পড়িয়া গেল যে, গাড়ী হইতে সে তাহার ছাতাটী লইয়া আসে নাই। সে তৎক্ষণাৎ গাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যথাস্থানে তাহার

ছাতাটী দেখিতে পাইল না। সে গাড়ীর বাহিরে আসিয়া ভাবিল, হয়ত, ভ্রমবশতঃ সে অন্য এক গাড়ীতে তাহার ছাতার অনুসন্ধান করিয়াছে। এজন্য সে দুই পার্শ্বের অন্যান্য গাড়ীর কামরা গুলিও অনুসন্ধান করিয়া দেখিল; কিন্তু ছাতাটীও তাহার জুতার ন্যায়ই অদৃশ্য হইয়াছিল।

পাদুকাহীন ও ছত্রহীন হইয়া, সে ষ্টেশনের বাহিরে আসিল। বাহিরে আসিয়া, সে রাজপথের অসম্ভব চাঞ্চল্য দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। সেখানে কিছুই সুস্থির নহে; সকলেই যেন ভূতগ্রস্ত হইয়া, মহা চাঞ্চল্যের স্রোতে ঝম্প প্রদান করিতেছে; সকলই যেন একটা মহা উন্মাদনায় অস্থির হইয়া রহিয়াছে। সেখানে যেন সকলেই, পুরস্কারের লোভে, পরস্পরকে অতিক্রম করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে;—মানুষ মানুষকে পশ্চাৎপদ করিবার জন্য মহা বেগে ধাবিত হইয়াছে; অশ্বযান, সম্মুখবর্ত্তী অশ্বযানকে ধরিবার জন্য প্রাণপণ শক্তিতে ছুটিয়াছে; মোটরগাড়ী মোটরগাড়ীকে দ্রুতগামিত্বে পরাভূত করিবার জন্য বিদ্যুৎ বেগে অগ্রসর হইয়াছে। পুরাতন শাব্দিকগণ পৃথিবীকে সুস্থিরা দেখিয়া, তাহার নাম দিয়াছিলেন, স্থিরা; পুরাতন কবিগণ ধরণীকে ধীরা দেখিয়া, তাহাকে ধৈর্য্যশালিনীগণের উপমাস্থল করিয়াছিলেন। অক্রুকুমার ভাবিল, এই সুস্থিরা ধীরা ধরণীর এই মহানগরী এত চঞ্চল, এত অস্থির কেন?

অক্রুকুমার ফুটপাথের উপর দিয়া, তাহার মাষ্টার মহাশয়ের উপদেশানুযায়ী কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, এক ব্যক্তি হীনবেশে তাহার সম্মুখীন হইয়া, আপন উদরে হস্তার্পণ করিয়া কহিল, "মশাই, দু দিন আমার কিছুই খাওয়া হয় নি। আমি পেটের জ্বালায় অস্থির হয়েছি। খাবার কেনবার জন্যে, আপনি যদি

আমাকে কিঞ্চিৎ ভিক্ষা দেন, তা হলে আমার প্রাণ রক্ষা হয়।" সেই ব্যক্তির কথা শুনিয়া, ও তাহার কাতরতা দেখিয়া, অশ্রুকুমারের সরল হৃদয় করুণায় আর্দ্র হইয়া গেল। সে তাহার পকেট হইতে টাকার ক্ষুদ্র ব্যাগটি বাহির করিল, এবং তাহা হইতে একটি দু'আনি গ্রহণ করিয়া প্রার্থনাকারীকে অর্পণ করিল। সে তাহা আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়া, অশ্রুকুমারের মস্তকে অজস্র আশীর্ব্বাদ-ধারা বর্ষণ করিল; এবং অনতিকাল মধ্যে, নিকটবর্ত্তী দেশীয় মদ্যের দোকানে প্রবেশ করিল।

দূর হইতে এক "খঞ্জ", অশ্রুকুমারকে মুক্তহস্ত হইতে দেখিয়া, খঞ্জের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব দ্রুত গমনে, তাহার নিকট আসিয়া লাঠিতে ভর দিয়া দাঁড়াইল; এবং ললাটে হস্তার্পণ করিয়া আপন দুরবস্থার কথা জানাইয়া কহিল, "হুজুর, আমি আগে একজন ভাল রাজমিস্ত্রি ছিলাম; বড় বড় লোকের বাড়ীতে কায করে' মাসে ত্রিশ চল্লিশ টাকা রোজগার করেছি। কিন্তু অদৃষ্টের দোষে, একদিন ভারা ছিঁড়ে পড়ে গেলাম; পা ভেঙ্গে গেল। অনেক কষ্টভোগ করে, শেষে প্রাণে বাঁচলাম বটে, কিন্তু জন্মের মত খোঁড়া হয়ে রইলাম; আর রাজমিস্ত্রির কায করতে পারলাম না। বাড়ীতে বুড়ো মা, স্ত্রী ও তিন চারটি ছেলে মেয়ে,—তাদের প্রতিপালন করবার জন্যে, এই খোঁড়া পা নিয়ে, শেষে রাস্তায় ভিক্ষা করে বেড়াতে হল।" এই বলিয়া, সে উচ্চস্বরে কাঁদিতে লাগিল। দেখিয়া অশ্রুকুমারের হৃদয় করুণায় গলিয়া গেল। সে তাহার ক্ষুদ্র অর্থাধার হইতে একটি সিকি লইয়া খঞ্জকে প্রদান করিল।

এক অন্ধ দূরে ফুটপাথের ধারে বসিয়া হাত পাতিয়া ভিক্ষা চাহিতেছিল। তাহার অন্ধ চক্ষের উপর এক খণ্ড ছিন্ন বস্ত্র বাঁধা

ছিল। সেই ছিন্ন বস্ত্রের ভিতর হইতে সে তীক্ষ্ণকটাক্ষ সঞ্চালন করিয়া, অক্রুকুমারের দানশীলতা অবলোকন করিল। কিঞ্চিৎ প্রাপ্তির আশা মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। সে তাহার পার্শ্বোপবিষ্টা বালিকাকে সঙ্কেত করিল। বালিকা তাহার সঙ্কেত বুঝিল, এবং তাহার যষ্টি ধারণ করিয়া, তাহাকে অক্রুকুমারের নিকট লইয়া আসিল। অন্ধ কহিল,—"বাবা! আমি জন্মান্ধ! আমাকে দয়া কর; ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন। বাবা, তোমরা না দিলে, এ দীন হীন অন্ধের আর কোনও উপায় নেই, বাবা!"

অক্রুকুমার ভাবিল, হায় হায়! এই সমৃদ্ধিশালিনী মহানগরীর মধ্যে, পদে পদে এত দুঃখ, এত দৈন্য কেন? অক্রুকুমার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিল, ভগবানের কোনও ত্রুটী নাই;—তিনি দৈন্যের অপেক্ষা অনেক বেশী সমৃদ্ধি দিয়া এই মহানগরীকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। তিনি মানবের দুঃখাপেক্ষা মানব মনে অনেক বেশী করুণার সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সমৃদ্ধি, এই করুণা, দীননাথ দীন দুঃখীদের জন্ম মানবের হাতে ন্যস্ত করিয়াছেন। দরিদ্রেরা সহজে উপকৃত হইবে বলিয়া দয়াময় দরিদ্রগণকে এই সমৃদ্ধির মধ্যে রাখিয়াছেন; তাহাদের দেখিয়া মানব মনে সহজে করুণার উদয় হইবে বলিয়া তিনি তাহাদিগকে অঙ্গহীন বা বিকলেন্দ্রিয় করিয়াছেন। অক্রুকুমার জানিত যে অঙ্গহীনতা বা বিকলেন্দ্রিয়ত্ব অঙ্গহীনাদির পক্ষে মনোদুঃখের কারণ নহে; ভগবানের বিধানে, তাহারা ও অন্যান্যের ন্যায় যথেষ্ট মানসিক সুখ উপভোগ করে। নিজে সুখী থাকিয়া, অন্য লোকের মনে করুণার সঞ্চার করিবার জন্যই ভগবান তাহাদিগকে ঐরূপ করিয়াছেন।

অক্রুকুমার তাহার টাকার ব্যাগ হইতে একটি সিকি লইয়া অন্ধকে দিল। তাহার পর, তাহার নিকট আর একজন ভিক্ষুক আসিল।

কিন্তু অক্রূরকুমারের ব্যাগে আর একটি পয়সাও ছিল না। সুতরাং সে তাহাকে কিছু দিতে পারিল না। কিন্তু আর একজন ভিক্ষুক অক্রূরকুমার হস্তস্থিত গামছার পুঁটালির মধ্যে বস্ত্রের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া উহার দিকে লোলুপ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল; এবং কাতর কণ্ঠে উহা প্রার্থনা করিল। অক্রূরকুমার তাহার কাতরতায় অতিশয় কাতর হইয়া গামছা সহ বস্ত্র খানি প্রদান করিল।

এই রূপে সঙ্গের অর্থ ও বস্ত্র নিঃশেষে ভিক্ষুকগণকে বিলাইয়া দিয়া, রিক্তহস্তে অক্রূরকুমার পথ চলিতে লাগিল।

যদি চক্রবর্ত্তী মহাশয় সে সময় জীবিত থাকিতেন, এবং অক্রূরকুমারের এই দানের কথা শুনিতেন, তাহা হইলে, তিনি তাঁহার স্তিমিত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিতেন যে, হাঁ, অক্রূরকুমার তাঁহার ভ্রাতা ভুবনেশ্বরের উপযুক্ত পুত্র বটে; তাহার পিতার ন্যায়, তাহার দানেও এতটুকু ভবিষ্যৎ চিন্তা নাই।

রাস্তার লোককে প্রশ্ন করিতে করিতে করিতে অক্রূরকুমার আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইল; এবং এক অনতিপ্রশস্ত রাস্তার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ঐ রাস্তার প্রথম বাটীর গাত্রে, রাস্তার নাম পাঠ করিয়া সে উহার মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার পর সে সেই পথে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অন্দর বাটীর বৃহৎ দরজার সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল। দরজার পার্শ্বে, বাটীর নম্বর দেখিয়া, উহা তাহার জ্যেঠা মহাশয়ের বাটী বলিয়া সে অনুমান করিতে পারিল। কিন্তু তাহার জ্যেঠা মহাশয়ের বাটী যে এত বড়, পূর্ব্ব হইতে তাহার সে ধারণা ছিল না। এ জন্য তাহার মনে কিছু সন্দেহ উপস্থিত হইল। সে মনে করিল, একজন লোককে জিজ্ঞাসা না করিয়া, সহসা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করা সুবিবেচনার কার্য্য হইবে না। অতএব একজন

লোকের সন্ধানে রাস্তার চারিদিকে দৃষ্টিসঞ্চালন করিল। দেখিল, অদূরে, রাস্তার পরপারে একটী বাটীর দরজায় দাঁড়াইয়া, একটি বালিকা, তাহার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া, অনন্যমনে কি নিরীক্ষণ করিতেছে।

এই বালিকা সৌদামিনী। সে প্রভাকরকে কিছু জলখাবার আনিবার জন্য পাঠাইয়া, তাহার প্রত্যাগমন পথ চাহিয়া একাগ্র মনে তাহার দাদা মহাশয়ের বাটীর দরজায় দাঁড়াইয়া ছিল।

অক্রূকুমার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য, তাহার নিকটে যাইয়া, দেবীপ্রতিমাসদৃশ তাহার অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। কোনও বালিকা যে এমন সুন্দরী হইতে পারে, সে কখনও তাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই। অক্রূকুমার নিকটে দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল; তাহার চক্ষু দুইটা বালিকার সুকুমার সৌন্দর্য্য যেন আকণ্ঠ পান করিয়া, বৃহত্তর হইয়া উঠিল। সে অপরূপ রূপতরঙ্গে তাহার তরুণ হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তাহার কণ্ঠে, অত্যন্ত বিস্ময়ের জন্য, কোন বাক্যস্ফূরণ হইল না; সে সহসা সৌদামিনীকে কোনও প্রশ্ন করিতে পারিল না। সৌদামিনী তাহার সামীপ্য অনুভব করিতে না পারিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

হঠাৎ অক্রূকুমারের রুদ্ধকণ্ঠে কি একটা অস্ফুটধ্বনি উত্থিত হইল। তাহা শুনিয়া ত্রস্তা কুরঙ্গীর ন্যায় সৌদামিনী চমকাইয়া উঠিল; এবং পশ্চাৎ ফিরিয়া নিকটে অক্রূকুমারকে দেখিয়া এবং তাহার বিশাল, আগ্রহময় চক্ষুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, সে কতকটা ভীতা হইয়া পড়িল; এবং হৃদয় মধ্যে একটা চাঞ্চল্য অনুভব করিল। কোন পুরুষকে দেখিয়া, সে আর কখনও এরূপ ভয় বা চাঞ্চল্য অনুভব করে নাই; অক্রূকুমারের নয়নালোকে, আজ যেন প্রথম সে তাহার

নগ্ন নারীহৃদয়ের দুর্ব্বলতা দেখিতে পাইল। কিন্তু অল্পকাল মধ্যে, সে এই দুর্ব্বলতা দমন করিতে পারিল। সে ভাবিয়া দেখিল যে, এই অপরিণতবয়স্ক যুবক—দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ হইলেও, তাহাকে দেখিয়া ভীতা ও বিচলিতা হইবার কোন কারণ নাই; ডেপুটী বাবুর নাতিনী, আবার দুইদিন পরে হরিহরপুরের জমিদার-গৃহিণী হইবে, সে পথের সামান্য পথিককে দেখিয়া কেন হৃদয়-চাঞ্চল্য অনুভব করিবে? অতএব সে হৃদয়ে সাহস সংগ্রহ করিয়া, এবং মুখে সাধ্যমত ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া প্রশ্ন করিল, "তুমি—তুমি কে? এখানে আমার কাছে কি চাও? আমাদের বাড়ীর দরজার কাছে, বোকার মত দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন?"

অক্রুকুমার সৌদামিনীর প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। সস্মিত মুখে দাঁড়াইয়া, একাগ্র নয়নে তাহার মুখশোভা অবলোকন করিতে লাগিল; তাহার কৃষ্ণপক্ষ্ম-সমাকুল নয়নদ্বয় মধুপানরত ভ্রমরযুগলের ন্যায় সৌদামিনীর মুখপদ্মে নিবদ্ধ হইয়া রহিল।

তাহা দেখিয়া সৌদামিনীর হৃদয় আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল; কি একটা অজ্ঞানিত আবেগে তাহার বক্ষ বাত্যাসন্তাড়িত সরোবরের ন্যায় তরঙ্গিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে তাহা অগ্রাহ্য করিয়া ভাবিল এ কি স্পর্দ্ধা! দাদামহাশয় একজন বৃদ্ধ হাকিম হইয়া চিরকাল তাহার সামান্য প্রশ্নের উত্তর অবিলম্বে প্রদান করিয়াছেন; আর অসংস্কৃত কেশ, সামান্যবেশ তুচ্ছ পথিক সামান্য চটিজুতা পরিয়া, (সৌদামিনী তখন অবনত নয়নে অক্রুকুমারের পায়ের চটিজুতাই দেখিতেছিল) তাহার প্রশ্ন অগ্রাহ্য করিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আবার অবজ্ঞার হাসি হাসিল! কি দুঃসাহস! সৌদামিনী

মনে করিল, এরূপ ধৃষ্টতার জন্য উপযুক্ত দণ্ডবিধান করা উচিত। কিন্তু কিরূপে সে তাহা করিবে?

সহসা অক্রুকুমারের মনে জ্ঞান জন্মিল যে, সেইরূপ একজন অপরিচিতা বালিকার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকা ভদ্রোচিত নহে। অতএব সে তাহার দৃষ্টি সংযত করিল; এবং জিজ্ঞাসা করিল "তুমি বলতে পার—"

অক্রুকুমারের দৃষ্টি সৌদামিনীর মুখ হইতে অপসৃত হওয়ায় সৌদামিনীর সাহস বাড়িয়া গিয়াছিল। এক্ষণে অক্রুকুমার তাহাকে 'তুমি' সম্বোধন করায়, সে পদাহতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল।—কি! এতবড় স্পর্দ্ধা! এই তুচ্ছ পথের পথিক তাহাকে—ডেপুটী বাবুর নাতিনীকে, হরিহরপুরের ভাবী জমিদার গৃহিণীকে,—'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিতে সাহস করিল! সে ধমক দিয়া বলিল, "খবর্দ্দার! সাবধানে কথা কও; আমাকে 'তুমি' বলো না। ভদ্রলোককে 'আপনি' বলতে হয়, তা কি তুমি জান না?—তুমি কোথাকার অসভ্য লোক? তোমার কোন দেশে বাড়ী?"

কুপিতা বালিকার এই মুখভঙ্গি দেখিয়া, অক্রুকুমার হাসিল; হাসিয়া বলিল, "আমি তোমাকে…"

আবার হাসি, আবার "তুমি" সম্বোধন! সৌদামিনী জ্বলিয়া উঠিল; হাত তুলিয়া কহিল, "ফের, ফের 'তোমাকে' বলছ?"

অক্রুকুমার পুনরায় হাসিয়া কহিল, "না, আমি আপনাকে আপনিই বলব।"

সৌদামিনী। এখন আমি যা জিজ্ঞাসা করছি, তার উত্তর দেও। বল তোমার কোন দেশে বাড়ী।

অক্রুকুমার। আমার বাড়ী মদনঘাটে।

সৌদামিনী। সে কোথায় ?

অক্রুকুমার। কৃষ্ণনগরের কাছে।

সৌদামিনী। যে কৃষ্ণনগর থেকে সরভাজা আসে ?

অক্রুকুমার। হাঁ, সেই কৃষ্ণনগর।

সৌদামিনী। তোমার নাম কি ?

অক্রুকুমার। আমার নাম শ্রীঅক্রুকুমার চক্রবর্ত্তী।

সৌদামিনী। কি বিশ্রী নাম! তোমার নাম অক্রুকুমার চক্রবর্ত্তী না হয়ে, বিশ্রীকুমার চক্রবর্ত্তী হওয়া উচিত ছিল।

অক্রুকুমার হাসিল; জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, আমি কি বড় বিশ্রী দেখতে ?"

সে সত্যই বিশ্রী কিনা তাহা দেখিবার জন্য, সৌদামিনী একবারমাত্র অক্রুকুমারের মুখের দিকে চাহিল। তাহার মুখ দেখিতে গিয়া, তাহার চক্ষুর সহিত চক্ষু মিলিত হওয়ায়, সৌদামিনীর বক্ষের মধ্যে আবার সেই আবেগ-তরঙ্গ উত্থিত হইল; তাহার চক্ষু আনত হইয়া পড়িল। সে অবনত মুখে ভাবিল, তেমন তেজোময় মুখ, তেমন জোতির্ম্ময় দৃষ্টি কখনও কোথাও দেখিয়াছে কি ? তাহাতে কুসুমের লাবণ্য নাই বটে, কিন্তু বিদ্যুতের দীপ্তি আছে; তাহাতে সুধাকরের স্নিগ্ধতা নাই বটে, কিন্তু প্রভাকরের প্রভা আছে। আপনাকে একটু সংযত করিয়া সে ধীরে ধীরে বলিল, "তুমি বিশ্রী কি ভাল, সে কথা হচ্ছে না; আমি বলছিলাম যে তোমার নামটা বড় বিশ্রী।"

অক্রুকুমার। তুমি জান না...

সৌদামিনী। ফের 'তুমি' ?

অক্রুকুমার। আপনি জানেন না যে, ঐ নামটা আমার মা আমাকে দিয়েছেন; যা মার দেওয়া, তা কখন বিক্রী হতে পারে না।

সৌদামিনী। তোমার মা আছেন?

অক্রুকুমার। আছেন।

সৌদামিনী। কোথায় আছেন?

অক্রুকুমার। রূপণ ঘাটে আমাদের বাড়ীতে আছেন। আপনি আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন। এইবার আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করব। আপনার নাম কি?

সৌদামিনী। আমার নাম সৌদামিনী; কিন্তু কেউই আমাকে সৌদামিনী বলে ডাকে না; সকলেই আমাকে দিদিমণি বলে। আমরা বামুন। আমার দাদা মশায় হাকিম।

অক্রুকুমার। কি,—ম্যাজিষ্ট্রেট?

সৌদামিনী। না, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্। তুমি ইংরাজি জান?

অক্রুকুমার। জানি

সৌদামিনী। কি পাস করেছ?

অক্রুকুমার। পাস করিনি। আমি স্কুল বা কলেজে পড়িনি, বাড়ীতে পড়েছি।

সৌদামিনী। ওঃ! তা হলে, তুমি এই আমার মত, একটু একটু ইংরাজি জান।

অক্রুকুমার। আপনার বাবা কি করেন?

সৌদামিনী। আমার বাপ নাই, মাও নাই।

এই প্রগল্‌ভা বালিকাকে পিতৃমাতৃহীনা জানিয়া অক্রুকুমারের মন কিছু ব্যথিত হইল। সে কিয়ৎ কাল নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহাকে নীরব দেখিয়া, সৌদামিনী প্রশ্ন করিল, "তুমি আমার কাছে কেন এসেছ? কি চাও?"

অক্রুকুমার। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম যে, সমুখের এই বড় বাড়ীটা কেদারেশ্বর চক্রবর্ত্তীর বাড়ী কিনা।

সৌদামিনী। হাঁ, ওটা কেদারেশ্বর চক্রবর্ত্তীর বাড়ী।

অক্রুকুমার। তুমি বলতে পার, এখন তিনি বাড়ীতে আছেন কিনা?

আবার 'তুমি'!

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মৃত্যুর কথা সৌদামিনী জানিত। সৌদামিনী জানিত যে এক্ষণে মোক্তারাবাদের মহারাজ ও মহারাণী আসিয়া ঐ বাটীতে বাস করিতেছেন। কিন্তু সৌদামিনী সে কথা বলিল না। সেই তুচ্ছ পথিক তাহাকে পুনরায় 'তুমি, বলিয়া সম্বোধন করায়, তাহার মাথায় দুষ্ট বুদ্ধির উদয় হইল। সে মনে করিল যে মিথ্যা বলিয়া, এই অভদ্র পথিককে সে লাঞ্ছিত করিবে; সে পথিকের দীর্ঘ, সরল ও সবল দেহ দেখিয়া, তাহাকে ভয় করিবে না। মুহূর্ত্ত মধ্যে এই সকল কথা ভাবিয়া, সে উত্তর করিল, "তিনি বাড়ীতেই আছেন। তুমি ঐ দরজা দিয়ে, ভিতরে যাও; তা হলেই তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।"

সৌদামিনীর উপদেশ মত, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অন্দর বাটীর দরজার নিকট অক্রুকুমার আসিয়া তাহা ধীরে ধীরে ঠেলিল। সেখানে নিম্ন-তলের বারান্দায় আসিয়া, সে কতকগুলি পশ্চিম দেশীয়া রমণীর ভয় বিস্ফারিত নয়ন দেখিয়া বিস্মিত হইল। রমণীরা রাজাবরোধে হঠাৎ একজন অপরিচিত যুবককে দেখিয়া, মহা কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিল।

তাহাদের কোলাহল শুনিয়া, দ্বারবানগণ ছুটিয়া আসিল; এবং অক্রূরকুমারকে ধরিয়া, ও প্রহার করিয়া শিয়ালদহ থানায় টানিয়া লইয়া চলিল।

অক্রূরকুমারকে মিথ্যা সংবাদ প্রদান করিয়া, কি মজা হয়, তাহা গবাক্ষ হইতে দেখিবার জন্য, সৌদামিনী ছুটিয়া উপরে উঠিল; এবং আপন শয়ন কক্ষে যাইয়া, খোলা জানালার লৌহশলাকা ধরিয়া, আগ্রহপূর্ণ নয়নে দাঁড়াইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ কাল পরে সে দেখিল যে, রাস্তায় তিন চারিজন দ্বারবান, অক্রূরকুমারকে রজ্জুবন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া, তাহারই গবাক্ষের নিম্ন দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। তাহার পায়ে আর সেই চটি জুতা নাই, তাহার বসন ও অঙ্গরাখা ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে; তাহার মুখমণ্ডলে প্রহারের রক্তাক্ত ক্ষত দেখা যাইতেছে। অক্রূরকুমার সৌদামিনীকে দেখিতে পাইবার প্রত্যাশায়, ঊর্দ্ধনেত্রে গবাক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিল;—সৌদামিনী দেখিল সেই স্বর্গীয় শান্ত দৃষ্টিতে ক্ষমা বিরাজ করিতেছে।

কৈ, এ দৃশ্যে ত সৌদামিনী কোন মজা দেখিতে পাইল না! অক্রূরকুমারের সেই দুর্দ্দশা, সেই রক্তাক্ত মুখ দেখিয়া, তাহার শতদল নয়নে মূর্ত্তিমতী ক্ষমা দেখিয়া, সৌদামিনীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বর-জর্জ্জরিত রোগীর ন্যায় থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, তাহার হৃৎপিণ্ড ধরিয়া কে যেন টানাটানি করিতে লাগিল। সে আর দাঁড়াইতে পারিল না, কাঁপিতে কাঁপিতে গৃহতলে বসিয়া পড়িল। তাহার পর, তাহার চক্ষু হইতে ধারার পর ধারা নয়নজল বিগলিত হইতে লাগিল। এমন কান্না সে জীবনে কখনও কাঁদে নাই।

বেলা সাড়ে পাঁচটার সময়, ডেপুটি বাবু বাটী আসিয়া, নাতিনীর মুখ মলিন দেখিয়া বিচলিত হইয়া পড়িলেন। জলযোগ করিতে বা চা পান করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি রহিল না; তিনি নাতিনীর শয়নকক্ষে যাইয়া,

তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া, স্নেহপূর্ণ বচনে তাহার বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

সৌদামিনী কিয়ৎকাল ক্রন্দনে বিরতা হইয়াছিল; কিন্তু তাহার দাদামহাশয়ের স্নেহপূর্ণ বচনে, আবার কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "দাদা মশাই, আজ আমি একটা এমন অন্যায় কায করেছি, যা শুনলে, তুমি আমাকে কখনও ক্ষমা করবে না।"

ডেপুটীবাবু। তুমি তোমার দাদামশায়কে চেন না দিদিমণি! তুমি এমন কোনও অপরাধ করতে পার না, যার জন্যে, আমি তোমার অপরাধ কি শোনবার আগেই তোমাকে ক্ষমা করে রাখিনি।

সৌদামিনী। না দাদা মশাই, আমি সত্যিই মহা অপরাধী। বল তুমি আমাকে সত্যিই ক্ষমা করবে?

ডেপুটি বাবু। নিশ্চয়ই করব।

সৌদামিনী। শুধু ক্ষমা নয়। আমি যে অন্যায় কায করেছি, বল তুমি তার প্রতিকার করবে।

ডেপুটিবাবু। নিশ্চয় করব। এখন তুমি বল কি করেছ।

সৌদামিনী তখন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বলিল।

ডেপুটিবাবু। সর্ব্বনাশ! এদিকটা যে অন্দর—এদিকে যে মহারাণী থাকেন।

সৌদামিনী। সেই জন্যেই ত আমি তাকে বাড়ীর মধ্যে পাঠিয়েছিলাম। আমি জানতাম, মহারাণীর অন্দরের মধ্যে অপরিচিত পুরুষকে দেখলে, রাজার পাহারাওয়ালা তাকে ঘাড় ধরে বার করে দেবে। কিন্তু তারা তাকে কেবল বাড়ীর বার করে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। তারা তাকে খুব মেরেছে; আর বেঁধে থানায় নিয়ে গিয়েছে। একজন নিরীহ লোককে অকারণ এ রকম লাঞ্ছিত করায় আর মার খাওয়ানতে আমার

ভয়ানক অপরাধ হয়েছে। রাজার অন্দরবাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ করেছিল; নিশ্চয় তার সাজা হবে।—দাদামশাই, তুমি আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর যে, যেমন করে পার, তুমি তাকে উদ্ধার করবে।

ডেপুটি বাবু। তার জন্যে তোমার কোনও ভাবনা নেই; আমি যেমন করে পারি, তাকে উদ্ধার করব; তার কোন সাজা হবে না। কিন্তু দিদিমণি, তোমাকেও একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

সৌদামিনী। কি?

ডেপুটি বাবু। তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে, জীবনে আর কখনও তুমি এমন কায করবে না।

সৌদামিনী। দাদামশাই! এই আমি তোমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করছি যে, জীবনে আর কখনও কোনও অন্যায় কায করব না।

এই বলিয়া, সৌদামিনী দুই হাতে তাহার দাদা মহাশয়ের পা জড়াইয়া ধরিল; এবং তাহাতে মুখ লুকাইয়া অশ্রুজলে সিক্ত করিয়া দিল।

ইহার পর সৌদামিনী মনে কতকটা শান্তিলাভ করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অক্রুকুমার কোথায় গেল ?

বিচারার্থ পুলিশ যখন অক্রুকুমারকে শিয়ালদহ পুলিশ আদালতে হাজির করিল, তখন অক্রুকুমার দেখিল যে সে নিতান্ত সহায়হীন নহে। তাহার পক্ষে একজন উকীল নিযুক্ত আছেন এবং একজন প্রবীণ ব্যক্তি তাহার পক্ষে মকর্দ্দমার তদ্বির করিতেছেন। এই প্রবীণ ব্যক্তি, ডেপুটী বাবু স্বয়ং, আর এই উকিল আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত শ্রীযুক্ত ভবদেব মুখোপাধ্যায়। তাঁহাদিগকে দেখিয়া, অক্রুকুমার ভাবিল, ইঁহারা কি কারণে তাহার পক্ষাবলম্বন করিলেন ? তাহাকে সহায়হীন জানিয়া, তাহার সাহায্যের জন্ত, কে তাঁহাদিগকে আদালতে পাঠাইল ? তাহার মনে বিশ্বাস জন্মিল যে, সেই দুষ্ট বালিকা ব্যতীত, এ কার্য্য অন্ত কেহ করে নাই ; কারণ সে ছাড়া তাহার এই দুরবস্থার কথা অন্ত কেহ অবগত ছিল না।

সেই দুষ্ট বালিকার দুষ্টামীর কথা ভাবিয়া কি জানি কেন, অক্রুকুমারের মনে একটা আনন্দের তরঙ্গ উঠিল। তাহার জন্ত সে যে এতটা কষ্ট পাইয়াছিল, সে কথা সে একেবারে ভুলিয়া গেল। তাহার হৃদয়ের আনন্দতরঙ্গে সৌদামিনীর সুধাপূর্ণ মুখখানি, বিকচ শতদলের ন্যায় দুলিতে লাগিল ; তাহার কর্কশ কথাগুলা বারবার, স্বপ্নশ্রুত কিন্নরীর গানের ন্যায় তাহার কাণের কাছে ধ্বনিত হইতে লাগিল।

সে আদালতে অল্পকাল উপস্থিত হইবার পরই তাহার মকর্দ্দমা উঠিল। পুলিশপক্ষ কহিল, "এই মকর্দ্দমার প্রধান সাক্ষী মোক্তারাবাদের

মহারাজার দ্বারবানগণ। কিন্তু তাহারা কেহই এ পর্য্যন্ত হাজির হয় নাই; অতএব সাক্ষীদের হাজির করিবার জন্ত মকর্দ্দমা সাতদিন মুলতবি রাখা হউক। এই সাতদিন আসামীকে হাজতে রাখিবার অনুমতি দেওয়া হউক।"

ভবদেব বাবু আপত্তি করিলেন; বলিলেন, "ইহা হতেই পারে না। এই বালকের বিপক্ষে এতটুকু সাক্ষ্য প্রমাণ নেই; এই মকর্দ্দমা চলতেই পারে না।"

বিচারক ডেপুটি বাবুকে চিনিতেন; তিনি তাঁহাকে ভবদেব বাবুর নিকট দেখিয়া বলিলেন, "আপনার কি কোন কায আছে?"

ডেপুটী বাবু বলিলেন, "এই আসামী যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী আমি সেই কথা বলতে এসেছিলাম। আপনি কি আমার সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন?"

বিচারক অক্রুকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "না, সাক্ষ্যের কোন আবশ্যক হবে না। আমি প্রমাণ অভাবে আসামীকে মুক্তি দিলাম।"

মুক্তি পাইয়া, অক্রুকুমার ভবদেব বাবুকে ধন্তবাদ প্রদান করিল; বলিল, "আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার পক্ষাবলম্বন না করলে, আমার দুর্দ্দশার সীমা থাকত না।"

ভবদেব বাবু বলিলেন, "আমি ধন্তবাদের যোগ্য নই। আমি ব্যবসায়ী মাত্র; পয়সা নিয়ে কায করেছি। যিনি পয়সা খরচ করে, আমাকে নিযুক্ত করেছেন, তাঁকে ধন্যবাদ প্রদান কর।"

অক্রুকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কোথায়?"

ভবদেব বাবু ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া কহিলেন, "এই যে ডেপুটী বাবুও এইখানেই ছিলেন; কোথায় গেলেন?"

ডেপুটী বাবু তখন তাহার বগীতে চড়িয়া, সৌদামিনীকে সংবাদ দিতে

আসিয়াছিলেন যে অক্রূকুমার মুক্তিলাভ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কাজেই অক্রূকুমার ও ভবদেব বাবু তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইলেন না।

অক্রূকুমার আদালত গৃহের বাহিরে আসিয়া ভাবিতে লাগিল, এই-বার সে কি করিবে, কোথায় যাইবে? এই অজানিত ও প্রকাণ্ড লোকারণ্য মধ্যে কোথায় সে আশ্রয় পাইবে? যেটাকে সে তাহার জ্যেঠা মহাশয়ের বাড়ী মনে করিয়াছিল, সেটা ত তাঁহার বাটী নহে। হয়ত মাষ্টার মহাশয়ের নিকট হইতে ঠিকানা লিখিয়া লইতে সে একটা কিছু ভুল করিয়াছে। হয়ত তিনি অন্য বাড়ীতে থাকেন; একবার ঐ রাস্তার অন্যান্য বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে হইবে। কিন্তু যদি সে তাহার জ্যেঠামহাশয়ের বাড়ী খুঁজিয়া না পায়, তাহা হইলে, এই কপর্দ্দকহীন অবস্থায়, সে কলিকাতার মধ্যে কোথায় আশ্রয় পাইবে, কোথায় আহার পাইবে? একবার সে মনে করিল যে, জ্যেঠা মহাশয়ের বাড়ীর জন্য বৃথা অন্বেষণে সময়ক্ষেপ না করিয়া, বরং শিয়ালদহ ষ্টেশনে যাইয়া খোঁজ করিলে হয়ত তাহাদের গ্রামের কোনও লোকের সাক্ষাৎ পাইবে; তাহাদের গ্রামের অনেক লোক ত কলিকাতায় আছেন, এবং তাঁহারা মাঝে মাঝে দেশেও যাইয়া থাকেন। আজ যদি এইরূপ কোনও ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তবে অক্রূকুমার তাহার অনুগ্রহে দেশে ফিরিতে পারিবে। অতএব অক্রূকুমার তাহার জ্যেঠামহাশয়ের বাটীর সন্ধান না করিয়া, শিয়ালদহ ষ্টেশনে যাইয়া, প্রত্যেক যাত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু সে কোথাও একটি পরিচিত মুখ দেখিতে পাইল না।

ক্রমে দিবাবসান হইল, রাত্রি আসিল। ষ্টেশনের উজ্জ্বল আলোক সকল চারিদিকে উজ্জ্বল কিরণ বর্ষণ করিতে লাগিল। সে আলোক-রশ্মিতে যাত্রী সকল, বাহকগণ ও দ্রব্যবিক্রেতারা পতঙ্গের ন্যায় ছুটাছুটি

করিতে লাগিল ; কিন্তু তাহাদের মধ্যে অক্রূরকুমার একটিও গ্রামের লোক দেখিল না। অনাহারে ও পরিশ্রমে, ক্রমে তাহার দেহ অবসন্ন হইতে লাগিল ; সে আর ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিল না ; একখানা বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িল। রাত্রি একটা পর্য্যন্ত জাগরিত থাকিয়া, ক্রমে সে বেঞ্চের উপর শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুমাইয়া সে স্বপ্ন দেখিল। দেখিল, যেন সৌদামিনী তাহার পার্শ্বে আসিয়া, তাহার অবসন্ন দেহে হাত বুলাইয়া দিতেছে। সেই কুসুমোপম স্পর্শে যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গে স্বর্গীয় সুধা বর্ষিত হইতেছে ; সেই স্বপ্নময় স্পর্শে যেন তাহার প্রত্যেক অঙ্গের শিরায় শিরায় সুধাস্রোত প্রবাহিত হইতেছে ; সেই দেবদুর্ল্লভ স্পর্শে, কে যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গে দেবোপভোগ্য সামগ্রী সকল অনুলিপ্ত করিয়া দিতেছে ; সেই সৌরভময় স্পর্শ চন্দনানু-লেপনের ন্যায়, তাহার গাত্র স্নিগ্ধ করিয়া দিতেছে। দেখিল, সৌদামিনী যেন তাহাকে স্মিতমুখে বলিতেছে, "তুমি এস, আমার কাছে এস ; আমি তোমাকে আশ্রয় দিব, আহার দিব, তোমার সেবা করিব।"

প্রভাত হইলে অক্রূরকুমার অবসন্ন দেহে সেই বেঞ্চের উপর উঠিয়া বসিল, এবং রাত্রের সেই স্বপ্নের কথা ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাহার মনে উদিত হইল যে, বিদেশে অনাহারে মরিয়া যাওয়া অপেক্ষা, সৌদামিনীর নিকট যাইয়া আশ্রয় ভিক্ষা করাই ভাল। সে অবশ্যই তাহাকে আশ্রয় দিবে ; অথবা তাহাকে কিছু অর্থ প্রদান করিয়া, তাহার রজপঘাটে ফিরিবার উপায় করিয়া দিবে। সে যখন তাহাকে পুলিশের কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, তখন নিশ্চয়ই তাহার জন্য আরও কিছু টাকা খরচ করিতে কাতর হইবে না।

ইহা মনে করিয়া, অক্রকুমার ধীরে ধীরে বেঞ্চ ত্যাগ করিয়া উঠিল। নিকটবর্ত্তী এক কলের জলে মুখ হাত ধুইল, ছিন্ন বসনখানি ঝাড়িয়া, ভাল করিয়া পরিধান করিল এবং নগ্নপদে ধীরে ধীরে সৌদামিনীর সাহায্য পাইবার আশায় অগ্রসর হইল।

সেইদিন প্রত্যূষে সৌদামিনী শয্যাত্যাগ করিয়াই তাহার প্রভাকর দাদার নিকট আসিয়াছিল। সেদিন তাহার মনটা অত্যন্ত প্রফুল্ল ছিল;—কেন, সে তাহা জানিত না। সে প্রভাকরের নিকটে আসিয়া বায়না লইল, "চল, আজ একবার গাড়ী হাঁকাব।"

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম যে, লেখাপড়া ছাড়া, প্রভাকর সৌদা-মিনীকে আর একটা বিদ্যাদান করিত;—সেটা শকটচালনা বিদ্যা। প্রভাকর আড়গড়ায় কার্য্য করিবার সময় শকটচালনা উত্তমরূপ শিক্ষা করিয়াছিল। সে অবকাশ মত সেই বিদ্যা সৌদামিনীকে প্রদান করিত। প্রভাতে বা সন্ধ্যাকালে সে বগী চড়িয়া, সৌদামিনীকে লইয়া, ময়দানের দিকে বেড়াইতে যাইত। সেখানে সে অশ্বের রশ্মি সৌদামিনীর হস্তে প্রদান করিত; এবং অশ্বচালনা সম্বন্ধে তাহাকে উপদেশ প্রদান করিত। এইরূপে বালিকা সৌদামিনী কতকটা গাড়ী চালাইতে শিখিয়াছিল। কিন্তু ইদানীং সৌদামিনী কিছু বড় হওয়ায়, প্রভাকর তাহাকে বড় একটা বাহিরে লইয়া যাইত না। আবার এক্ষণে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হওয়াতে তাহাকে বগী গাড়ীতে চড়াইয়া বাহিরে লইয়া যাওয়াটা সে অবিবেচনার কার্য্য বলিয়া মনে করিত। অতএব সৌদামিনী যখন তাহার নিকটে আসিয়া আব্দার করিয়া গাড়ী হাঁকাইতে চাহিল, তখন সে বলিল, "ছি দিদিমণি! এখন তুমি বড় হয়েছ, এখন কি তোমার গাড়ী হাঁকাতে আছে?"

কিন্তু সৌদামিনী একবার জেদ ধরিলে তাহাকে নিবৃত্ত করা সহজ

নহে। সে বলিল, "কৈ বড় হয়েছি? এখনও ত আমার বিয়ে হয়নি; বিয়ের আগে গাড়ী হাঁকাতে দোষ নেই।"

প্রভাকর কহিল, "তোমার বিয়ে না হোক, কিন্তু তোমার বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেছে। যাঁদের বাড়ীতে তোমার বিয়ে হবে, এখন তাঁরা যদি দৈবক্রমে তোমাকে গাড়ী হাঁকাতে দেখেন, তা হ'লে তোমার ভারি নিন্দে হবে; হয় ত, আর বিয়ে দিতে চাবেন না।"

সৌদামিনী বলিল, "তা আমার বিয়ে না হ'ক, তাতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু আজ আমি গাড়ী হাঁকাব। আর, আমরা যদি ময়দানের দিকে না গিয়ে বেলেঘাটার দিকে যাই, তা হলে ত তাদের সমুখে পড়বার ভয় নেই। তুমি বুঝছ না প্রভাকর দাদা! আমার বিয়ে হলে ত আর গাড়ী চালাতে পাব না। আজকের মত তুমি আমার কথা শোন;—আমি আর কখনও তোমাকে এ অনুরোধ করব না। আমার বিয়ে হলে, আমি শ্বশুরবাড়ী চলে যাব; তখন ত আমি তোমাকে অনুরোধ করতে আস্‌ব না।"

সৌদামিনী চিরকালের মত শ্বশুরবাড়ীতে চলিয়া যাইবে, এবং আর কখনও গাড়ী হাঁকাইতে পাইবে না, ইহা মনে করিয়া প্রভাকরের মন একেবারে গলিয়া গেল; সে আর সৌদামিনীর অনুরোধ রক্ষা না করিয়া থাকিতে পারিল না। বলিল, "চল যাই; কিন্তু শীগ্‌গির ফিরে আসতে হবে।"

গাড়ীতে উঠিয়াই সৌদামিনী প্রভাকরের হস্ত হইতে লাগাম কাড়িয়া লইল, এবং বেলেঘাটার দিকে গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

কি আনন্দ! প্রভাতের মৃদু বায়ুতে সৌদামিনীর অলকগুচ্ছ, চঞ্চল অলিকুলের ন্যায় উড়িতে লাগিল; প্রভাতের সূর্য্যের প্রথম আলোক তাহার মুখ-কমল চুম্বন করিল; তাহার দুগাছি নাসারন্ধ্র

নির্ম্মল বায়ুর আঘ্রাণ পাইয়া ঈষৎ স্ফীত হইয়া উঠিল। তাহার প্রাণের মধ্যে একটা মহানন্দ ক্রীড়া করিতে লাগিল। তাহার আবেগপূর্ণ হস্তের সঙ্কেতে, অশ্বও প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল; সে নিজের পদশব্দে নিজে মোহিত হইয়া গ্রীবা বক্র করিয়া ছুটিয়াছিল। কিন্তু সৌদামিনী ও ঘোটক বেশীক্ষণ সে আনন্দ ভোগ করিতে পারিল না।

অল্পকাল পরেই প্রভাকর কহিল, "আর নয়, অনেক দূর এসে পড়েছি; এইবার বাড়ী ফিরতে হবে।"

সৌদামিনী মিনতি করিল, "আর একটু, আর একটু, প্রভাকর দাদা, তার পর ফিরব। আর একটু গেলে কিছু ক্ষতি হবে না।"

সৌদামিনী আরও দূরে যাইয়া গাড়ী ফিরাইল।

প্রভাকর বলিল, "এইবার আমার হাতে লাগাম দাও, আমি গাড়ী চালাব।"

সৌদামিনী তাহাতে স্বীকৃতা হইল না।

প্রভাতের বায়ুতে ছুটিয়া, অশ্বিনীপুত্র অত্যন্ত প্রফুল্ল ও উৎসাহিত হইয়াছিল; সে বায়ুবেগে শিয়ালদহের দিকে ছুটিল। বালিকা সৌদামিনী তাহার সমস্ত বল প্রয়োগ করিয়া, রশ্মি টানিয়া ধরিল; কিন্তু তাহার উদ্দাম উৎসাহ দমিত করিতে পারিল না; অশ্ব পূর্ব্ববৎ মহানন্দে ছুটিল। এই সময় প্রভাকর সৌদামিনীর হস্ত হইতে অশ্বরশ্মি গ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইল; কিন্তু তাহা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

কোনও সুবুদ্ধি বালক প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়াই ঘুড়ি উড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার ন্যায় আর এক সুবুদ্ধি বালক ঘুড়ি

উড়াইয়া, তাহার সূতার ঘর্ষণে পূর্ব্বোক্ত ঘুড়ির সূতা কাটিয়া দিল। ছিন্নসূত্র ঘুড়িখানা টলিতে টলিতে, সৌদামিনীর দ্বারা চালিত দুর্দ্দমনীয় ও দ্রুতগামী অশ্বের সম্মুখে আসিয়া রাস্তায় পতিত হইল। দেখিয়া, ঘোড়া লম্ফপ্রদান করিয়া গাড়ী লইয়া ফুটপাতে উঠিয়া এক পথিকের ঘাড়ের উপর যাইয়া পড়িল। পথিক পতিত হইল; পর মুহূর্ত্তে শকটচক্র তাহার দেহ অতিক্রম করিল।

আর এক মুহূর্ত্ত পরে, প্রভাকর অশ্বরশ্মি নিজ হস্তে গ্রহণ করিল; এবং একটা পুলিশ হাঙ্গামার ভয়ে, এবং পাছে সেই হাঙ্গামায় সৌদামিনীও বিজড়িত হয় সেই আশঙ্কায়, সে দ্রুতবেগে সেই স্থান হইতে পলায়ন করিল। পাছে কোনও পাহারওয়ালা তাহাদের অনুধাবন করিয়া, তাহাদের বাটীর সন্ধান পায়, এ জন্য, সে কৌশলাবলম্বন করিয়া একেবারে সোজাপথে বাটী না যাইয়া, অন্য দুই একটা রাস্তা ঘুরিয়া, বাটী পৌঁছিল।

যে ভূপতিত ব্যক্তির উপর দিয়া শকটচক্র চালিত হইয়াছিল, সৌদামিনী শকট হইতে মুখ বাড়াইয়া চাহিয়া দেখিল যে, সে অন্য কেহ নহে; সে সেদিনকার তৎকর্ত্তৃক-নিগৃহীত পল্লিবাসী পথিক—অক্রুকুমার! অক্রুকুমার একবার উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিয়া, সৌদামিনীর দিকে কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। সৌদামিনী দেখিল, আজও সেই দৃষ্টিতে দেবদুর্লভ ক্ষমা বিরাজিত রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া, বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায়, তাহার অন্তরে অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল; বাতপ্রকম্পিত অশ্বত্থ পত্রের ন্যায় তাহার তরুণ অবয়ব কাঁপিয়া উঠিল; মহাকষ্টে, বাণবিদ্ধ পক্ষিণীর ন্যায়, তাহার হৃৎপিণ্ড ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

বাড়ী ফিরিয়া, প্রভাকর যখন তাহাকে গাড়ী হইতে নামাইবার জন্য

চেষ্টা করিল, তখন সে রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "না না, প্রভাকর দাদা, আমি গাড়ী থেকে নামব না। তুমি আমাকে আবার সেইখানে নিয়ে চল। তাকে বাঁচাতে হবে। চল, আমরা তাকে এই গাড়ীতে তুলে, কিম্বা ধরাধরি করে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে আসি; এনে দাদামশায়কে বলে বড় ডাক্তার ডেকে তার চিকিৎসা করাই।" সৌদামিনী কাঁদিয়া ফেলিল; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "চল প্রভাকরদাদা; আমি তোমার পায়ে পড়ছি, আর একটুও দেরী করো না; এখনই চল।"

সৌদামিনীর কান্না দেখিয়া, ও কথা শুনিয়া, প্রভাকরের চক্ষেও জল আসিয়াছিল। সে সজল নয়নে কহিল; "তুমি বাড়ীতে থাক, দিদিমণি। আমি একলা গিয়ে তাকে নিয়ে আসবো। তোমার যাবার দরকার নেই।"

সৌদামিনী কাতর কণ্ঠে বলিল, "না না, আমায় যেতেই হবে। তুমি বুঝছ না, প্রভাকর দাদা; তুমি ত একলা তাকে গাড়ীতে ওঠাতে পারবে না। তাকে খুব সাবধানে গাড়ীতে তুলতে হইবে;—তার সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা, হয়ত কত হাড় ভেঙ্গে গেছে। চল, আর দেরী কোর না।"

প্রভাকর অগত্যা সৌদামিনীকে লইয়া, সঙ্কটস্থানের দিকে গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

পথে সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "সে বেঁচে আছে ত, প্রভাকর দাদা? যদি সেখানে গিয়ে, আমি কেবল মাত্র তার মৃতদেহ দেখতে পাই, উঃ! তা হলে, কি হবে প্রভাকর দাদা? তা হলে সে আমাকে ক্ষমা করেছে বটে, কিন্তু আমি কখনও আমাকে ক্ষমা করব না; এই মহাপাপের সমস্ত সাজা নিয়ে মরে যাব।"

প্রভাকর তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "না না, দিদিমণি! তোমার কোনও ভয় নেই; তার প্রাণের কোনও আশঙ্কা নেই। আমাদের

বগীখানা খুব হাল্‌কা, এর তলায় পড়লে, মানুষের মারা যাবার ভয় নেই।"

সৌদামিনী বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষের জল মুছিয়া বলিল, "তুমি তাই বল প্রভাকরদাদা! আমরা যেন সেখানে গিয়ে তাকে জীবিত দেখতে পাই।"

কিন্তু, যে স্থানে অক্রুকুমার শকটতলে পতিত হইয়াছিল, সেই স্থানে পৌঁছিয়া, তাহারা অক্রুকুমারের কোনও চিহ্ন দেখিতে পাইল না। দেখিল সেখানে কেবল দুই চারি বিন্দু রক্তের দাগ মাত্র রহিয়াছে। তাহারা তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে সকল দেখিল, নিকটবর্ত্তী দোকানের লোকদিগকে এবং পথিক ও পাহারাওলাগণকে জিজ্ঞাসা করিল; কিন্তু তাহার কোনও সন্ধানই প্রাপ্ত হইল না।

তখন সৌদামিনী প্রভাকরের সহিত মলিন মুখে পুনরায় বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল।

বাড়ীতে ফিরিয়া সৌদামিনী উন্মাদিনীর ন্যায় তাহার দাদামহাশয়ের নিকট ছুটিয়া গেল। তিনি তাহার আলুথালু বেশ, কম্পিত দেহ, রক্তবর্ণ সজল নয়ন, ও নীলিমাপ্রাপ্ত মুখ দেখিয়া আবেগপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে? কি হয়েছে, দিদিমণি? তোমার চোখে জল কেন?"

সৌদামিনী কম্পিতাধরে ও সজল নয়নে কহিল, "শোন দাদামশাই, আমি আবার কি করেছি, শোন। আমি সেদিন তোমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করেছিলাম যে জীবনে আর কখনও কোনও অন্যায় কায করব না; কিন্তু আবার আমি মহা অন্যায় করেছি; হয়ত লোকটাকে প্রাণে মেরেছি। আমার কি হবে, দাদামশাই?"

ডেপুটি বাবু তাহার চোখের জল মুছিয়া দিয়া, তাহার গণ্ডে হাত বুলাইয়া কহিলেন, "অত ব্যাকুল হয়ো না। কি হয়েছে আমাকে বল।"

প্রভাকর সৌদামিনীর পশ্চাতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, সে ডেপুট বাবুর নিকট সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিল।

শুনিয়া ডেপুটি বাবু বলিলেন, "এ দৈবাধীন ঘটনা; এতে তোমার কোনও দোষ নেই, দিদিমণি।"

সৌদামিনী। সে লোকটা কোথায় গেল, দাদা মশাই? আমরা তখনই সেখানে ফিরে গিয়ে তাকে ত খুঁজে পেলেম না।

ডেপুটবাবু। আমি তার অনুসন্ধান করব।

সৌদামিনী। সে যদি মরে গিয়ে থাকে?

ডেপুটি বাবু। তা সম্ভব নয়। মারা গেলে, তোমরা সেখানে গিয়ে তার মৃত দেহ দেখতে পেতে; মরা মানুষ উঠে চলে যেতে পারে না। আমি জোর করে বলিতে পারি, সে কখনই মারা যায় নি। মারা গেলে সেখানে কত গোল হত, পুলিশ আসত, এবং একটা মহা হাঙ্গামা হত; তোমরা সহজেই ঐ স্থানের লোকের কাছে তার সংবাদ পেতে।

ডেপুটি বাবুর কথায় সৌদামিনী কতকটা আশ্বস্ত হইয়া, বাটীর ভিতর গেল।

আপিস যাইবার সময় হইলে, ডেপুটি বাবু স্নান করিয়া আহার করিতে বসিলেন; এবং সৌদামিনীকে আপনার কাছে বসাইয়া কিঞ্চিৎ আহার করাইলেন।

ডেপুটি বাবু আদালতে চলিয়া গেলে, সৌদামিনী তাহার চিরপ্রিয় গবাক্ষের নিকট উপবেশন করিয়া, অনন্যমনে অক্রুকুমারের কথা ভাবিতে লাগিল। তাহার সরল সুদীর্ঘ গৌর দেহ, তাহার মানসচক্ষে প্রতিভাত হইয়া উঠিল। তাহার হৃদয় সরোবরে অক্রুকুমারের মার্জ্জনাচর্চ্চিত চক্ষু দুইটি, রাজীবযুগলের ন্যায় ক্রীড়া করিতে লাগিল। অক্রুকুমারের মুখ-নিঃসৃত কথাগুলি, ক্ষীরসমুদ্রের উর্ম্মির ন্যায় তাহার বক্ষোমধ্যে আন্দোলিত

হইতে লাগিল। হায় হায়! এমন দেবতার সে কেন অপমান করিল? তাহার কি হইবে? বিধাতার ভাণ্ডারে কি এমন দণ্ড আছে, যাহা তাহার পাপের পক্ষে যথেষ্ট? হায় হায়! এমন দেবতাকে সে কেন বিশ্রী বলিয়াছিল? তাহাকে 'আপনি' বলিয়া সম্মান দেখায় নাই বলিয়া সে কেন তাহাকে অভদ্র বলিয়াছিল? সে কবে আবার তাহাকে দেখিতে পাইবে?

অশ্রুকুমারের কথা চিন্তা করিতে করিতে, সৌদামিনীর মন ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িল। তাহার আর চিন্তা করিবার সামর্থ্য রহিল না। সে অবশ দেহে মেঝেতে লুটাইয়া পড়িল। ঝি আসিয়া তাহাকে অতি কষ্টে বিছানায় উঠাইয়া শোয়াইল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে ডেপুটি বাবু বাড়ী ফিরিয়া, তাহার ললাট স্পর্শ করিয়া দেখিলেন যে তাহা অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার জ্বর হয়েছে, দিদিমণি?"

সৌদামিনী অস্পষ্ট স্বরে তাঁহার প্রশ্নের কি উত্তর করিল, তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন। সৌদামিনী বলিল, "সে পুণ্য আমি পাপ, সে মহৎ আমি নীচ, সে স্বর্গ আমি নরক, সে কেন আমাকে 'আপনি' বলবে?"

ডেপুটি বাবু বুঝিলেন, সৌদামিনী প্রলাপ বকিতেছে। তিনি তাড়াতাড়ি প্রভাকরকে ডাকিয়া ডাক্তার আনিতে পাঠাইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিধুভূষণ গোস্বামীর প্রেমলীলা।

যদুখানসামার বাসাবাটী যে গলির ভিতর অবস্থিত ছিল, সেই গলির ভিতর একজন গৈরিক-বসনধারী পশ্চিমদেশীয় লোক প্রবেশ করিল। সে আপন হিন্দিভাষা ছাড়া, বাঙ্গালা ও ইংরেজী ভাষাতেও মোটামুটি কথা কহিতে পারিত। সে গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া, কোনও লোকের সাক্ষাৎ পাইল। তাহাকে যদুখানসামার বাটী দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঐ বাড়ীতে কে থাকেন, আপনি বলিতে পারেন?"

"শুনেছি কোনও জমীদারের এক ম্যানেজার থাকেন।"

কোথাকার জমিদার, ম্যানেজার বাবুর চেহারা কিরূপ ইত্যাদি যদুখানসামা সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া, পশ্চিমদেশীয় গৈরিকধারী ব্যক্তি যদুর বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিল। যেখানে, যদু আহারাদির পর পায়জামা ও চাপকান পরিধান করিয়া, একটু বিশ্রাম করিতেছিল, সে গৃহ মধ্যে গৈরিক বেশী উষ্ণীষধারী আগন্তুককে দেখিয়া, সে বিস্মিত হইল; এবং তাহার অভিপ্রায় কি জানিবার জন্য তাহার মুখের দিকে চাহিল।

আগন্তুক ইংরাজিতে কহিল, "Good morning sir, I am a fortune teller, sir; can tell your past, present and future. Palmistry is ancient art of the great Hindu sages." (নমস্কার মহাশয়! আমি অদৃষ্ট-দর্শক; আপনার ভূত ভবিষ্যৎ ও

বর্ত্তমান বলিতে পারি। করাঙ্ক পরীক্ষা, বড় বড় হিন্দু ঋষিদিগের সনাতন বিদ্যা।"

যদু বিপদে পড়িল। সে গণকের ইংরাজি বাক্য বুঝিতে পারিল না। সে তাহার কি উত্তর দিবে তাহা বুঝিতে না পারিয়া, অনিশ্চিতের ন্যায়, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

তাহার চাহনি দেখিয়া, গণক এক মুহূর্ত্তে গণিয়া ফেলিল যে যদুর সংকীর্ণ উদর মধ্যে ইংরাজিবিদ্যা স্থানলাভ করিতে পারে নাই। সে তখন বাঙ্গালায় বলিল, "আমি হাত দেখে সকলের অদৃষ্ট গণনা করতে পারি। আমি রাজা, মহারাজা, জমীদার, আর বড় বড় সাহেব বিবির হাত দেখে, তাদের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্ত বলে দিয়েছি। এই দেখুন তার সার্টিফিকেট—প্রশংসা-পত্র।" এই বলিয়া সে তাহার লম্বা গৈরিক পাঞ্জাবী জামার পকেট হইতে কতকগুলি জীর্ণ হস্তলিখিত কাগজ বাহির করিয়া যদুকে দেখাইল।

যদু সেই কাগজগুলির মধ্য হইতে একখণ্ড কাগজ নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া, এমন মুখ ভাঙ্গিমা দেখাইল, যেন সে তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিয়াছে। কাগজখানি গণকের হাতে প্রত্যার্পণ করিয়া সে বলিল, "আপনার সার্টফিকেট ঠিক বটে। কিন্তু আমি কখনও নিজের অদৃষ্ট পরীক্ষা করাই না; আমি হাত দেখাব না।"

সে বলিল, "যাদব বাবু আপনি ভুল করলেন।"

যদু ভাবিল, এই বিদেশী ব্যক্তি তাহার নাম জানিল কিরূপে? এই গণক কি সত্যই গণনা করিয়া তাহার নাম জানিতে পারিয়াছে? সে বিস্মিত হইয়াছিল; কিন্তু মনের বিস্ময় মনে গোপন রাখিয়া, সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, আমি ভুল করলাম কিসে?"

সে বলিল, "আপনি অদৃষ্ট পরীক্ষার এমন সুযোগ আর পাবেন না। আমি সর্ব্বদা লোকালয়ে আসি না। দশ বৎসর পরে আমার গুরুদেবের আদেশে আমি একমাসের জন্যে কলকাতায় এসেছি। এবার ফিরলে আর কখনও আসব না; হিমালয়ের মাথার উপর বসে চিরজীবন যোগসাধনা করব। তখন শত চেষ্টা করলেও, আপনার অদৃষ্টে কি আছে, তা জানতে পারবেন না।"

গণকের কথায় যদুর মন টলিল; কিন্তু তখনও তাহার মন গণকের অদ্ভুত শক্তি সম্বন্ধে দ্বিধাশূন্য হয় নাই। সে গণকের পরীক্ষা করিবার জন্য নিজের দক্ষিণ করতল প্রসারিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা বলুন দেখি, আমার কয় কন্যা ও কয় পুত্র।"

গণক যদুর করতল আপন হস্তে গ্রহণ করিয়া, কিছুক্ষণ তাহা পরীক্ষা করিল। পরে পকেট হইতে কাগজ পেন্‌সিল বাহির করিয়া, কাগজের উপর যদুর নয়নগোচরে একটি চতুষ্কোণ চিহ্ন আঁকিল, পরে ঐ চতুষ্কোণ মধ্যে একটি গোলাকার চিহ্ন অঙ্কিত করিল, পরে আবার ঐ গোলাকার চিহ্নটি বারো ভাগে বিভক্ত করিল। সে ঐ দ্বাদশভাগে কতকগুলি অক্ষর ও অঙ্ক লিখিয়া যদুকে শুনাইয়া ধীরে ধীরে বলিল, "এই দেখুন, এই পাঁচ আর সাতে বারো; আর এদিকে হচ্ছে তিন আর চার, তিন-চারে বারো; বারো থেকে বার নিলে শূন্য থাকে। এই দেখুন, আপনার পুত্র কন্যার ঘরে শূন্য; আপনার পুত্রকন্যা নেই।

গণকের গুণপনা সম্বন্ধে যদুর আর কোন সন্দেহ রহিল না।

তথাপি সে তাহাকে আর একটু পরীক্ষার জন্য প্রশ্ন করিল, "আপনি বলতে পারেন, আমার কয় বিয়ে?"

গণক যদুর একটি পত্নীর কথাই অবগত ছিল। কিন্তু এই পত্নীকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে তাহার আর এক স্ত্রী ছিল কি না, তদ্বিষয়ে তাহার কোনও জ্ঞান ছিল না। এজন্য সে যদুর প্রশ্নের উত্তর একটু কৌশলে প্রদান করিল—"দেখি আপনার হাতটা; এই—এই দুটো রেখা একটাও স্পষ্ট নয়। আপনার বিবাহ রেখা বড়ই অস্পষ্ট; আপনার জন্মের লগ্ন জানতে পারলে আমি ঠিক বলতে পারব।"

কিন্তু গণক যাহা বলিয়াছিল, যদু তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়াছিল; তারার সহিত তাহার বিবাহটা সত্যই ত অস্পষ্ট। এই বিবাহের গণনায় গণকের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইল।

এই সময় বাড়ীর ভিতর হইতে ঝি আসিয়া যদুকে সংবাদ দিল যে মা ঠাকুরাণী তাঁহাকে একবার আহ্বান করিয়াছেন। যদু তৎক্ষণাৎ বাটীর ভিতর গেল। সেখানে তারা গণক ঠাকুরের শুভাগমনের কথা অবগত হইতে পারিয়াছিল। সে যদুকে আব্দার করিয়া বলিল যে, সে একবার গণক ঠাকুরকে হাত দেখাইয়া, তাহার কপালে কি লেখা আছে, জানিয়া লইবে। তারাগত-প্রাণ যদু সহজেই সে প্রস্তাব অনুমোদন করিল।

গণকঠাকুর যদুর সহিত বাটীর মধ্যে আসিলে, তারা ভক্তিপূর্ব্বক তাহার পদে দুইটি টাকা রাখিয়া প্রণাম করিল; এবং তাহার হস্তে আপন বাম করতল সমর্পণ করিয়া, নিজের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া রহিল। গণক তাহার হস্তরেখা সকল বহুক্ষণ পরীক্ষা করিল; এবং কাগজে নানাপ্রকার চিহ্ন ও অঙ্ক স্থাপন করিয়া, অস্পষ্ট স্বরে নানাপ্রকার গণনা করিল; পরে কহিল, "মা জী! আপনার

ভাগ্য বড়ই প্রসন্ন! অতি সত্বর আপনার অর্থলাভ হবে। আর আপনার পতিভাগ্য অতি উত্তম। আর আপনার ভাগ্যে একটী পুত্রসন্তান রয়েছে; দু'বছর পরে হবে।"

তারা গণকের গণনায় অত্যন্ত সন্তুষ্টা হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি ঠিক করে বলুন দেখি, আমার কোনও ফাঁড়া আছে কি না?"

গণক বলিল, "এই একটু সামান্য ফাঁড়া আছে; সামান্য দেহকষ্ট, একটু রক্তপাত। এই ফাঁড়া, সামান্য দৈবকর্ম্ম করলেই যাবে!"

তারা জিজ্ঞাসা করিল, "প্রাণের আশঙ্কা নেই ত?"

গণক বলিল, "না। কিন্তু দৈবকর্ম্ম করা আবশ্যক। দেবতা ও গ্রহগণ তুষ্ট থাকিলে কোন বিপদই ঘটে না।"

দৈবকর্ম্ম ও গ্রহশান্তির জন্য তারা ও যদু উভয়েই গণককে আরও অর্থ প্রদান করিল। সে তাহা গ্রহণ করিয়া অন্য শিকারের অন্বেষণে প্রস্থান করিল।

গণক প্রস্থিত হইলে, যদু তাহার মুখবিবর ঈষৎ উদ্ভিন্ন করিয়া, তাহার দন্তশ্রেণী দেখাইয়া, তারাকে বলিল যে তাহাদের বিবাহটা যে অস্পষ্ট, তাহা গণক ঠাকুর গণিয়া বলিয়াছেন।

তারা ভাবিল, তাহার সম্বন্ধে গণকঠাকুর যাহা গণিয়া বলিয়াছেন, তাহা ত একবর্ণও মিথ্যা নহে; সত্যই ত সে প্রসন্নভাগ্য; সত্যই ত শীঘ্র অর্থলাভ করিবে;—আর কয়েকটা দিন মাত্র বাদে যদু যখন বাবুদের নিকট হইতে দশ হাজার টাকা পাইবে, তখন সে সমস্ত অর্থই ত তাহার হস্তগত হইবে। তারা মনে মনে হাসিয়া ভাবিল, তাহার পতিভাগ্য যথার্থই অতি উত্তম; যদু যদি দৈবক্রমে মরিয়া যায়, তাহা হইলেও সে পতিহীনা হইবে না; কারণ তখনও তাহার অঞ্চলে দুই একটি উত্তম পতি বাঁধা থাকিবে। কিন্তু গণক ঠাকুর যে সামান্য ফাঁড়াটার কথা

বলিয়া গিয়াছেন, ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে তাহা তারার মনে বড় বিশাল আকার ধারণ করিল; খাঁড়ার মত সেই ফাঁড়ার করাল মূর্ত্তি দেখিয়া, তারা অত্যন্ত ভীতা হইয়া পড়িল; সেই কুপিতা ফাঁড়ার কবলে পড়িয়া, যদি তাহার প্রাণনষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার অর্থভাগ্য, পতিভাগ্য ও পুত্রভাগ্য—সকল সৌভাগ্যই বৃথা হইবে। দৈবকর্ম্ম ও গ্রহশান্তির জন্ত যদিও গণকঠাকুরকে টাকা দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু সে যদি মনোযোগী হইয়া তাহা না করে, তবে তাহার দশায় কি হইবে? সে ভাবিল, তাহার নিজের কিছু দৈবকর্ম্ম করা আবশ্যক। সে কি করিবে?

হঠাৎ তাহার বিধুভূষণ গোস্বামীর নাম মনে পড়িয়া গেল। তারা বাবুদের বাটীতে বেড়াইতে যাইয়া তাঁহার নাম শুনিয়াছিল যে, তিনি পরম বৈষ্ণব; তিনি সচন্দন তুলসীপত্র নিবেদন করিয়া, সকল গ্রহের শান্তি করিতে পারেন, তাহাতে সমস্ত ফাঁড়া কাটিয়া যায়। অতএব ভক্তিমতী তারা সন্ধ্যাকালে যদুর পার্শ্বে বসিয়া তাহার 'বুদ্ধির গোলকে' হাত বুলাইয়া, তাহার মনটা খুব নরম করিয়া কহিল, "তুমি গোস্বামী ঠাকুরকে একবার আমাদের বাড়ীতে ডেকে এনো; আমার ফাঁড়ার শান্তির জন্তে, আমি তাঁকে দিয়ে তুলসীপত্র নিবেদন করাব। গণককে দৈবকর্ম্মের জন্তে টাকা দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু তিনি যদি ঠিক মত কায না করেন! আমি বাবুদের বাড়ীর ঝিয়ের মুখে শুনেছি যে, গোস্বামী ঠাকুরের তুলসীপত্র নিবেদনে বড় বড় ফাঁড়া কেটে যায়।"

যদু কখনও তারার কথা অবহেলা করে নাই; আজও করিল না। বিশেষতঃ তারার অমঙ্গল আশঙ্কায়, সে নিজেও বিশেষ ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। সে বলিল, "আমি কালই গোস্বামী ঠাকুরকে তোমার কাছে ডেকে নিয়ে আসব। আমিও তাঁর তুলসীপত্র নিবেদনের কথা

শুনেছি। তুমিই তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে, ব্যবস্থাটা ঠিক করে নিও। বুড়ো মানুষ, তাঁর সঙ্গে কথা কইতে দোষ কি?"

হায়! যদু ধূর্ত্ত বটে; কি সে নিজে জানিত না যে, ছাপান্ন বৎসর বয়সেও সজল লোচন বিধুভূষণ গোস্বামীর লোচন হইতে অহরহ প্রেমাশ্রু বিগলিত হইয়া থাকে।

তারা তাহার সুগোল বাহু দ্বারা যদুর সেই নাসিকাকণ্ঠ বেষ্টন করিয়া কহিল, "ছি ছি! আমি পুরুষ মানুষের সমুখে বার হয়ে, তার সঙ্গে কথা কইতে পারব না। ছি ছি! আমি লজ্জায় মরে যাব।"

পরপুরুষের প্রতি বিরাগিনী তারাকে আদর করিয়া যদু কহিল, "দূর পাগলী! এতে কোন দোষ নেই। বুড়ো মানুষের সঙ্গে কথা কইতে দোষ কি?"

পরদিন প্রত্যূষেই যদু পায়জামা, চাপকান ও টুপি পরিয়া বিধুভূষণ গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিল; এবং যুগ্মহস্ত ললাটে তুলিয়া, উর্দ্ধশিরে তাঁহাকে নমস্কার করিল।

যদুর নিকট সকল কথা শুনিয়া, বিধুভূষণ গোস্বামী ভাবিলেন, প্রেমময়ের কৃপায় আবার একটা প্রেমমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে। তাঁহার সজল নয়ন আনন্দাশ্রুতে আপ্লুত হইল। কারণ বিধুবাবুর গৃহিণী কালীঘাটে যাইয়া, ম্যানেজার গৃহিণীকে দেখিয়া, বাড়ী ফিরিয়া, তাহার রূপ ও বয়সের যে বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা মধুর বলিয়াই বিধুবাবুর ধারণা জন্মিয়াছিল। তিনি প্রেমগদ্‌গদকণ্ঠে কহিলেন, "দয়াময়! এ ভব পারাবারের তুমিই একমাত্র কর্ণধার! ম্যানেজার বাবু, আমি এখনই এই শুভকার্য্যের জন্যে আপনার বাড়ীতে যাব কি?"

যদু কহিল, "আমি এখন বাড়ীতে থাকব না। আপনি দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর গেলেই ভাল হয়।"

অতএব, বিধুবাবু, সেই দিন দ্বিপ্রহরে, প্রেমতরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে ম্যানেজার বাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যদু তাঁহাকে তারার নিকট লইয়া গেল। তারা একটু ঘোমটা টানিয়া, রক্তাধরে একটু হাসি মাখিয়া, গললগ্নীকৃতাঞ্চলে, তাঁহার পদধূলি আপন ললাটে গ্রহণ করিল। তাহার সুগঠিত বর্ত্তুল দেহসৌষ্ঠব দেখিয়া, বিধুভূষণ গোস্বামীর হৃদয় প্রেমরসে কানায় কানায় পূর্ণ হইল। তিনি কহিলেন, "আহা আহা! থাক্, থাক্! আমি অমনই আশীর্ব্বাদ করছি। দীর্ঘজীবিনী হয়ে, বেঁচে থাক। আহা, ম্যানেজার বাবু, ভগবান হরির কৃপায় আপনার স্ত্রী এখনও বালিকা। আহা! এই বালিকা বয়সে তোমার এই অতুলনীয় তুলসীভক্তি দেখে আমি প্রেমাশ্রু সম্বরণ করিতে পারছি না। তুমি ক'খানি তুলসী পত্র নিবেদন করতে ইচ্ছা করেছ?"

তারা আর একটু ঘোমটা টানিয়া এবং কলকণ্ঠে সঙ্গীতের সৃষ্টি করিয়া কহিল, "এই দেখুন, আমার এই হাত দেখে, একজন খুব বড় গণকঠাকুর বলেছেন যে আমার অদৃষ্টে একটা বড় ফাঁড়া আছে।"

বিধু বাবু পরস্ত্রীর হস্তধারণের সুযোগ পাইয়া বলিলেন, "কৈ দেখি, তোমার হস্তটা একবার নিরীক্ষণ করে দেখি। দীনবন্ধু হরির কৃপায় আমি করকোষ্ঠী গণনায় অপারগ নই।" এই বলিয়া তিনি তারার অলক্তকরঞ্জিত উন্নত হস্ত আপন হস্ত মধ্যে গ্রহণ করিলেন; এবং যদুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "তাই ত ম্যানজার বাবু, আমি চশমা খানা আনতে ভুলে গেছি; আপনার চশমাখানা যদি দেন, তা হলে আমি সূক্ষ্ম রেখা কয়টা নিরীক্ষণ করে বুঝি যে গণক ঠাকুরের কোনও ভুলভ্রান্তি হয়েছে কি না।"

যদু চশমা আনিবার জন্য বহির্ব্বাটীতে গেল।

বিধুভূষণ তারার সুকোমল হস্ত নিষ্পীড়ন করিয়া, মৃদুস্বরে

কহিল, "আহা! হাতটি যেন নবনী গঠিত। আহা দীনবন্ধু হরি! তুমি কি প্রেমপূর্ণ কুসুমকোমল সামগ্রীই প্রস্তুত করেছ!"

তারা তাহার নিষ্পীড়িত হস্ত টানিয়া লইল না। আজীবন প্রেমদান করিয়া, সে কি আজ অপ্রেমিকার মত কার্য্য করিতে পারে? আর তত বড় একজন গোস্বামী ঠাকুরকে সে অসন্তুষ্ট করিতে পারে? সে তাহার করতল গোস্বামী ঠাকুরের করতল মধ্যে বিন্যস্ত রাখিয়া, তাঁহার মুখের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া কেবল একটু হাসিল।

সে হাসি দেখিয়া বিধুবাবু বুঝিলেন, ম্যানেজার বাবুর গৃহিণী সহজেই তাঁহার বশীভূতা হইবে। যোদ্ধা প্রথম বিজয়লাভের উল্লাসে যেমন পুনরায় নূতন বিজয়ের সন্ধানে প্রধাবিত হয়, বিধুবাবুও সেইরূপ হস্তবিজয়ের চেষ্টায় কৃতকার্য্য হইয়া, আর একটা জয়ের আশায় প্রধাবিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যদুর নিঃশব্দ পুনরাগমনে, তারা নয়নেঙ্গিতে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিল। তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়া, যদুর নিঃশব্দ আবির্ভাব দেখিয়া কিছু বিচলিত হইলেন।

যদু তাঁহাকে তারার নয়নেঙ্গিত লক্ষ্য করিতে পারে নাই; লক্ষ্য করিতে চেষ্টাও করে নাই। যে তারা সতীত্বে সাবিত্রীকে লঙ্ঘন করিতে পারে, তাহার কি কখনও দুশ্চারিণী হওয়া সম্ভব? সে ধারণা যদুর মনের গুহ্যাদপি গুহ্য কোণেও স্থান পাইত না। সে বিধুবাবুকে চশমাখানি প্রদান করিয়া কহিল, "বাইরে একজন ভদ্রলোক এসেছেন, তাঁর কি কথা বলবার আছে। ফাঁড়াটা কি রকম, আর তার শান্তির জন্যে কখানি তুলসী নিবেদন করা আবশ্যক, আর তুলসীপত্র নিবেদনের জন্যে

কি কি উদ্যোগ করতে হবে, তা স্থির করে, আপনি বারবাড়ীতে আসবেন।” এই বলিয়া যদু প্রস্থান করিল।

বিধুভূষণ গোস্বামী তারাকে নির্জ্জন কক্ষে পাইয়া, পুনরায় তাহার পাণিতল নিপীড়িত করিয়া কহিলেন, “হরি হে তুমিই সত্য! এই, যে আমি ম্যানেজার মহিষীর পাণিপীড়ন করতে সক্ষম হলেম, এ তোমারই মহিমা! সুন্দরি! তুমি কি সুকোমল করতলেরই অধিকারিণী! আমি ভক্তিগদ্‌গদ্ চিত্তে তুলসীপত্র নিবেদনের দ্বারা তোমার সমস্ত ফাঁড়া বিদূরিত করব। তবে প্রেমময় হরিই মূলাধার; আমরা উপলক্ষ্য মাত্র।”

তারা বিস্তৃত নয়নতারা বিঘূর্ণিত করিয়া হাসিয়া কহিল, “আমার হাত দেখে আপনি কি বুঝলেন?”

বিধুভূষণ প্রেমবিজড়িত কণ্ঠে কহিলেন, “আহা, সুন্দরি! তুমি কি মধুময়ী কথাই কইলে! তোমার কণ্ঠে যেন প্রেমময় হরি স্বয়ং বিরাজ করছেন। তোমার সুকোমল পদ্মহস্তে এই যে রেখাটী দেখছ, সুন্দরি, এইটিই তোমার ফাঁড়া; এই ফাঁড়ার জন্যে তোমার কমনীয় অঙ্গে কিঞ্চিৎ রক্তপাত ঘটতে পারে। কিন্তু আমি এমন তুলসীপত্র নিবেদন করব যে, রক্তপাত দূরের কথা গোলোকবিহারী হরির কৃপায় তোমার একটি লোমপাতও হবে না। তুমি আমার আরও কাছে এসে বস।”

বিধুভূষণ গোস্বামী তারার প্রেমপূর্ণ করতল আপন হস্ত মধ্যে রাখিয়া, তাহা নিঙড়াইয়া প্রেম-রস বাহির করিতেছিলেন। এক্ষণে তিনি চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, নিপীড়িত হাতটী তাঁহার মুখের কাছে তুলিয়া ধরিলেন; এবং তাহা সাদরে চুম্বিত করিয়া, সেই নিষ্কাসিত প্রেমরসের মধুর আস্বাদ গ্রহণ করিলেন, এবং সজল

নয়নে উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "হরি হে, তুমিই সত্য!"

আপন অলক্তকরঞ্জিত হস্তের আদর দেখিয়া, আদরিণী তারা মহা আনন্দিতা হইল। সে গোস্বামী ঠাকুরের দিকে আনন্দোজ্জ্বল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া, আবার মধুর হাসি হাসিল।

বিধুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের এই বাড়ী, ভগবৎকৃপায় কখন জনশূন্য থাকে?"

তারা কহিল, "উনি বেলা তিনটার সময় আপন কাযে বেরিয়ে যান, আর রাত আটটার পর বাড়ী ফিরে থাকেন। উনি সকালেও বাড়ী থাকেন না; কিন্তু সে সময় আমার রান্না বান্না কর্‌তে হয়, আর সে সময় ঝি থাকে।"

বিধু বাবু পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "ঝি কোন সময় থাকে?"

তারা কহিল, "ঝি সকালে আসে, আর কাযকর্ম্ম সেরে বেলা দুটোর সময় ভাত নিয়ে চলে যায়; আর আসে না।"

আনন্দে বিধুবাবুর নয়নে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইল। তিনি কহিলেন, "তা হলে প্রেমময়ের কৃপায়, প্রেমারাধনার জন্যে প্রত্যহ চার পাঁচ ঘণ্টা সুযোগ অনায়াসে পাওয়া যাবে।"

তারা হাসিল; কিন্তু মিনতি করিয়া কহিল, "আজ- আসবেন না; একটি দিন আমাকে ক্ষমা করতে হবে।"

বিধুভূষণ গোস্বামীর হৃদয় প্রেমতরঙ্গে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল; একদিন বিলম্ব করা তাহার অসহ বোধ হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলে, "কেন প্রেমময়ি! আজ প্রেমদানের বাধা কি?"

তারা জানিত যে, সেদিন সুধীরনাথের আসিবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং সে বলিল, "না, আজ আসবেন না। আজ

বিকালে আমার সই
সেই প্রণয়নাশি
বিধুভূষণ বুঝিলেন যে
প্রেমলীলা স্থগিত রা
নিঃশব্দে পদসঞ্চারের
স্বামী আসছেন।"
ঘোমটা টানিয়া বসিল।

বিধুভূষণ বাবুও মনে
"তা হলে, পতিতপাবন হ
তণ্ডুল, বাতাসা পাঁচছটাক,
করবার জন্যে সওয়া পাঁচ আনা
পুষ্প দূর্ব্বা ইত্যাদি আবশ্যক; আ
থাকবেই।"

যদু কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দা
লজ্জা সঙ্কোচে তাহার দেহ উত্ত
আননে নিশ্চল ভাবে বসিয়া রহি
ঠাকুর ভগবৎ পূজার বন্দোবস্ত ক
দুর্লভ পবিত্রতা বিরাজিতা রহিয়াছে

যদুকে দেখিয়া বিধুবাবু বলিলেন
দীনবন্ধু হরিই এই ভবপারাবারের
জগতে মানবেরও কিছু করণীয় আ
সুশীলা স্ত্রীর গ্রহশান্তির জন্যে আ
নিবেদনের ইচ্ছা করেছি। এই ভু
পত্নীর সমস্ত অশুভগ্রহের শান্তি

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মিনীর প্রলাপ ও অদ্ভুত স্বপ্ন।

আসিয়া সৌদামিনীকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন
ক উত্তেজনায় তাহার মেনিন্‌জাইটিস্‌ রোগের
ত্যন্ত সতর্কতার সহিত তাহার চিকিৎসা
পারিলে রোগ ক্রমে সাংঘাতিক আকার ধারণ
বিশেষ ভয়ের কারণ নাই।

বাবু সৌদামিনীর রোগশয্যার পার্শ্বে
নিজে কথা কহিতে না পারিয়া
কে চাহিলেন।

বলিলেন, "এই রোগীর চিকিৎসার
ণ করেছি; আর শুশ্রূষার ভার
টি বাবু ও আমি উভয়ে পর্য্যায়
সর্ব্বদা রোগীর সেবায় ও পথ্যের

লেন, প্রভাকর বগীতে চড়িয়া
ক ঔষধ সেবন করান হইল।
হইল। কিন্তু তাহার জ্ঞান
বে চাহিয়া রহিল; কখনও রক্তবর্ণ
প্রলাপ বকিল।

র শয্যাপার্শ্বে বসিয়া জিজ্ঞাসা
চ্ছ দিদিমণি?"

নয়নে উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "হাঁ :করবেন ?"
সত্য !"
.তদিন আছে,
আপন অলক্তকরঞ্জিত হস্তের আদর দেখিয়া,ই সত্য ! আমার
মহা আনন্দিতা হইল। সে গোস্বামী ঠাকুরের
কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া, আবার মধুর হাসি হাসিনিবেদন করতে কত
বিধুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের এই
কখন জনশূন্য থাকে ?"
চসিকা খরচ করতে
তারা কহিল, "উনি বেলা তিনটার সময়সম্পন্ন হয়ে যাবে।"
যান, আর রাত আটটার পর বাড়ী ফিরে উপরের ঘরে গেল; তারা
বাড়ী থাকেন না; কিন্তু সে সময় হৃদয়ে তারার ধ্যান করিতে
হয়, আর সে সময় ঝি থাকে।" করিতে করিতে আপন গৃহে
বিধু বাবু পুনরায় প্রশ্ন করিলে
তারা কহিল, "ঝি সকালে অংশের সহিত এই পরিচ্ছেদবর্ণিত
ছটোর সময় ভাত নিয়ে চলে যায়।আমরা এই কদর্য্য পরিচ্ছেদটি
আনন্দে বিধুবাবুর নয়নে প্রেক্ষবর্গ ক্ষমা করিবেন ।
কহিলেন, "তা হলে প্রেমময়ের কৃ
চার পাঁচ ঘণ্টা সুযোগ অনায়াসে
তারা হাসিল; কিন্তু মিনতি ক
না; একটি দিন আমাকে ক্ষমা ক
বিধুভূষণ গোস্বামীর হৃদয় প্রেম
একদিন বিলম্ব করা তাহার অসহ্য
করিলে, "কেন প্রেমময়ি ! আজ
তারা জানিত যে, সেদিন শু
আছে। সুতরাং সে বলিল, "না,

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সৌদামিনীর প্রলাপ ও অদ্ভুত স্বপ্ন।

ডাক্তার ওয়াটসন আসিয়া সৌদামিনীকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, মস্তিষ্কের অতিরিক্ত উত্তেজনায় তাহার মেনিন্‌জাইটিস্ রোগের সূত্রপাত হইয়াছে। অত্যন্ত সতর্কতার সহিত তাহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিতে না পারিলে রোগ ক্রমে সাংঘাতিক আকার ধারণ করিতে পারে। তবে এখন বিশেষ ভয়ের কারণ নাই।

ডেপুটি বাবু ও রামতনু বাবু সৌদামিনীর রোগশয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন। ডেপুটী বাবু নিজে কথা কহিতে না পারিয়া কাতর নয়নে রামতনু বাবুর দিকে চাহিলেন।

রামতনু বাবু ওয়াটসন সাহেবকে বলিলেন, "এই রোগীর চিকিৎসার ভার আমরা আপনার হস্তে সমর্পণ করেছি; আর শুশ্রূষার ভার আমরা স্বয়ং গ্রহণ করব। ডেপুটি বাবু ও আমি উভয়ে পর্য্যায়-ক্রমে রাত্রিদিন উপস্থিত থেকে সর্ব্বদা রোগীর সেবার ও পথ্যের ব্যবস্থা করব।"

ডাক্তার ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন, প্রভাকর বগীতে চড়িয়া ঔষধ লইয়া আসিল, সৌদামিনীকে ঔষধ সেবন করান হইল। তাহার মাথায় বরফ প্রয়োগ করা হইল। কিন্তু তাহার জ্ঞান জন্মিল না। সে স্থির নয়নে নীরবে চাহিয়া রহিল; কখনও রক্তবর্ণ চক্ষু চারিদিকে বিঘূর্ণিত করিয়া প্রলাপ বকিল।

রামতনু বাবু সৌদামিনীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি কষ্ট হচ্ছে দিদিমণি?"

সৌদামিনী রামতনু বাবুর মুখের দিকে দৃষ্টি সন্নিবেশ করিল, কিন্তু কথা কহিতে পারিল না।

ডেপুটী বাবু তাহার চিবুক ধরিয়া সজল নয়নে ডাকিলেন, "দিদিমণি!"

কিন্তু সে তাঁহার দিকে তাকাইল না! আপন মনে বলিতে লাগিল, "ক্ষমা! কে তুমি? বল কেন ক্ষমা করলে? তোমার পায়ে ধরে ক্ষমা চাই নি, তবু ক্ষমা? তোমার অপমান! কে করলে? তোমার অপমান করলাম। দাদামশাই!"

ডেপুটি বাবু তাহার মুখের কাছে মুখ আনিয়া, আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন দিদিমণি?"

সৌদামিনী রামতনু বাবুর মুখের দিকে পূর্ব্ববৎ দৃষ্টি স্থির রাখিয়া বলিতে লাগিল, "অপমান, নির্য্যাতন, রক্তপাত—কত রক্ত! দেখ কত রক্ত! প্রভাকর দাদা! —ঝি ও ঝি! জানালার নীচে কে ও? কি ভয়ানক! ওকে কে মারলে? ঝি ও ঝি! দাদা মশাই! তোমার গাড়ীর নীচে ও কে? উঃ উঃ। কি যন্ত্রণা। আমার বুকের হাড় ভেঙ্গে গেছে।" বলিতে বলিতে সৌদামিনী যেন অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া, মুখ বিকৃত করিল।

রামতনু বাবু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি কষ্ট হচ্চে দিদিমণি?"

সৌদামিনী রামতনু বাবুর প্রশ্ন বুঝিল না। সে কক্ষের চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া কহিল, "অপমান, নির্য্যাতন, রক্ত-পাত। শেষ বুকের হাড় ভেঙ্গে দিলাম, তবু ক্ষমা করলে! কে সেই? বিশ্রীকুমার! ঐ ঐ—আমার দেবকুমার হাসছে। সত্যি সে ক্ষমা করতে জানে। কি প্রশান্ত চোখ! প্রশান্ত চোখে,

দেখ কি শান্ত ক্ষমা। দাঁড়াও, দেবতা, দাঁড়াও। আমি তোমার পূজা করি।" ইহার পর সৌদামিনী একটু শান্তভাব ধারণ করিল; এবং চক্ষু অর্দ্ধ মুদিত করিয়া নীরবে শুইয়া রহিল।

তাহাকে কিছু শান্ত দেখিয়া রামতনু বাবু ডেপুটি বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদিমণি এই যে প্রলাপ বলছে, এর অর্থ কি আপনি কিছু বুঝতে পারছেন? না, ওটা অর্থশূন্য প্রলাপ মাত্র?"

ডেপুটি বাবু অক্রুকুমার ঘটিত সমুদয় সংবাদ রামতনু বাবুকে প্রদান করিলেন।

শুনিয়া, রামতনু বাবু বলিলেন, "তা হলে আমার বিবেচনায়, দিদিমণিকে সুস্থ করতে হলে, সর্ব্বাগ্রে অক্রুকুমারকে জীবিতাবস্থায় খুঁজে বার করা, এবং তাকে রোগীর নিকট উপস্থিত করা দরকার। তাকে দেখলেই বোধ হয় দিদিমণি মানসিক শান্তিলাভ করে একদিনে ভাল হবে উঠবে।"

ডেপুটি বাবু। আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু কোথায় তার সন্ধান পাব, আমি ভেবে ঠিক করতে পারছি নে।

রামতনু বাবু। কাল সকালেই তার সন্ধান নিতে হবে। ইত্যবসরে উপযুক্ত চিকিৎসা ও সেবার দ্বারা আমরা দিদিমণির প্রাণরক্ষা করতে প্রাণপণে চেষ্টা করব।

আটদিন ধরিয়া, ডাক্তার ওয়াটসন সৌদামিনীর চিকিৎসা করিলেন। আটদিন ধরিয়া ডেপুটী বাবু ও রামতনু বাবু, প্রভাকর ও ঝিকে লইয়া প্রাণপণে তাহার শুশ্রূষা করিলেন। কিন্তু রোগের কোনও উপশম দেখা গেল না; রোগিণী অজ্ঞানাবস্থায় প্রলাপ বকিয়া, এই আট দিন অতিবাহিত করিল।

আট দিন ধরিয়া থানায়, চিকিৎসালয়ে, এবং সহরের নানা স্থানে

অক্রুকুমারের অন্বেষণ হইল, কিন্তু কোন স্থানে তাহার চিহ্ন মাত্র দেখা গেল না। ডেপুটি বাবু রঙ্গণঘাটে কোনও লোক পাঠাইতে পারেন নাই। কারণ, বহু চেষ্টা করিয়াও, ঐ গ্রামের নাম তাঁহার স্মরণপথে উদিত হইল না। ডেপুটি বাবু মনে করিলেন যে, সৌদামিনী আরোগ্য না হইলে, ঐ গ্রামের নাম জানিবার উপায় নাই। ডেপুটি বাবু মনে করিলে শিয়ালদহ আদালতের কাগজ পত্র দেখিয়া, রঙ্গণ ঘাটের নাম সংগ্রহ করিতে পারিতেন; কিন্তু নাতিনীর পীড়ার জন্য তাঁহার মাথার ঠিক ছিল না, সে বুদ্ধি তাঁহার মাথায় প্রবেশ করিল না।

নবম দিবস প্রাতে, ডাক্তার ওয়াট্‌সন বলিয়া গেলেন যে, আজ রোগের একটা পরিবর্তন ঘটিবে। আজ রোগটা হয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, নয় উপশমের দিকে ফিরিবে। আজ বিশেষ সতর্কতার সহিত রোগীর প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

ডাক্তারের কথানুযায়ী ডেপুটি বাবু ও রামতনু বাবু অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। বেলা তিনটার সময়, তাঁহারা রোগীর মুখে হঠাৎ একটা ভাবান্তর দেখিলেন। সে সহজ ভাবে চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, তাহার দাদামহাশয়কে দেখিল। তাহার পর, ধীরে ধীরে কহিল, "দাদামশাই, ঝিকে একবার ডেকে দাও, আমার দরকার আছে।"

ডেপুটি বাবু আনন্দে লাফাইয়া উঠিলেন। ছুটিয়া বারান্দায় যাইয়া ডাকিলেন, "ঝি! ও ঝি, শীঘ্র উপরে এস; দিদিমণির জ্ঞান হয়েছে; তোমাকে ডাকছে।"

ঝি ছুটিয়া উপরে আসিয়া, সৌদামিনীর শয্যার পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইল।

সৌদামিনী তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "ঝি, এই জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখ, রাস্তায় কি কোন লোক যাচ্ছে?"

রামতনু বাবু ও ডেপুটি বাবু ভাবিলেন, আবার প্রলাপ আরম্ভ হইল নাকি?

ঝি গবাক্ষ হইতে রাস্তায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "দু'জন মেয়েমানুষ এই জানালার নীচে দিয়ে যাচ্ছে।"

সৌদামিনী কহিল, "তুমি রাস্তায় গিয়ে, তাঁদের আমার কাছে ডেকে আন। তাঁরা যদি সহজে আসতে না চান, তুমি তাঁদের পায়ে ধরে' মিনতি কোর, তাঁরা আসবেন।"

ঝি তাঁহাদিগকে ডাকিবার জন্য নিয়ে গেল।

রামতনু বাবু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁরা কে? তাঁরা এখানে কি করবেন?"

সৌদামিনী বলিল, "তুমি জান না রামতনুদাদা, আমি স্বপ্ন দেখেছি, তাঁরা আমার সব!—তাঁরা আমার আত্মীয় স্বজন, তাঁরা আমার বাপ মা, তাঁরা আমার ঠাকুর দেবতা; তাঁরা এসে আমার মাথায় পায়ের ধুলো দিয়ে, আমার রোগ ভাল করে দেবেন। দাদামশাই, শোন, তুমি তাঁদিকে আমাদের বাড়ীতে থাকতে দিও। আমি স্বপ্ন দেখেছি, তিনি তাঁর ঝিকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর ছেলেকে খুঁজতে এসেছেন। ছেলেকে খোঁজবার জন্যে, তিনি কেদারেশ্বর বাবুর বাড়ীতে যেতেন। সেখানে গেলে, বিপদে পড়তেন। তাই, আমি তাঁকে আমার কাছে ডেকে আনছি। আমি উঠতে পারলে আমি নিজেই তাঁদিকে আনতে যেতাম।"

ডেপুটী বাবু ও রামতনু বাবু উভয়েই ভাবিলেন, এই স্ত্রীলোক দুইজন সত্যই কি স্বপ্নদৃষ্ট?

অশ্রুকুমারের মাতা চিন্তিত মনে, শ্যামার মা ও ঝির সহিত সৌদামিনীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি সেখানে ডেপুটি বাবু ও রামতনু বাবুকে দেখিয়া, দরজার নিকট সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইলেন।

তাহা লক্ষ্য করিয়া সৌদামিনী চির-পরিচিতার ন্যায় কহিল, "ওঁরা আমার দাদামশায় হন, আপনি ওঁদের লজ্জা করবেন না। আপনি আমার কাছে আসুন। এসে আমার মাথায় পায়ের ধুলো দিন; তাহলেই আমার সমস্ত রোগ একদিনে সেরে যাবে। আসুন আপনি, আমার দাদামশায়কে লজ্জা করবেন না।"

এই অপরিচিতা বালিকার অদ্ভুত প্রার্থনা ও তাহার মিষ্ট কণ্ঠস্বর শুনিয়া অশ্রুকুমারের মাতার মনে মমতার সঞ্চার হইল। তিনি শীঘ্র সৌদামিনীর নিকটে যাইয়া, তাহার অপূর্ব্ব মুখশ্রী দেখিয়া, নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের কথা ভুলিয়া গেলেন। অষ্টাহ ভয়ানক রোগে যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও, সেই প্রতিমাসদৃশী মুখকান্তি কিছুমাত্র মলিন হয় নাই। তিনি বলিলেন, "মা, আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করছি, তুমি শীঘ্র ভাল হয়ে উঠবে; আজই তোমার জ্বর ছেড়ে যাবে।"

সৌদামিনী কহিল, "আমিও বামুনের মেয়ে, আমি আপনাকে মা বলে ডাকব। আপনি আমার মাথায় আপনার পায়ের ধুলো দিন।"

অশ্রুকুমারের মাতাকে পদধূলি প্রদানে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া, ঝি তাঁহার পায়ে হাত দিয়া, সেই হাত সৌদামিনীর ললাটে স্পর্শ করিল। সৌদামিনী আপনার যুগ্মকর ললাটে তুলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তাহার পর, সে কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া,

আপনার ছিন্ন বিছিন্ন চিন্তাসূত্র সকল গুছাইয়া লইল। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, "মা, আমি ভয়ানক পাপ করেছি; আর সেই পাপের ফলে, এই ভয়ানক রোগে পড়েছি। কিন্তু আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করেছেন। আপনার আশীর্ব্বাদের বলে, আমি আবার ভাল হব; ভাল হয়ে আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করব।"

অক্রূ-মাতা। মা, তুমি ছেলেমানুষ, তোমার আবার পাপ কি? ভগবান ছেলেমানুষের অপরাধ গ্রহণ করেন না।

সৌদামিনী। আপনি যদি আমার অপরাধটা কি তা আগে শুনতেন, তা হলে কখনই আমাকে আশীর্ব্বাদ করতেন না; বরং অভিসম্পাত করতেন।

অক্রূমাতা। আমি কখনও কাউকে অভিসম্পাত করি না। আমার স্বামী বলতেন, তোমার একমাত্র পুত্রের হত্যাকারীকেও তুমি কখনও অভিশাপ প্রদান করবে না।

সৌদামিনী। শুনুন আমার পাপটা কি, আপনাকে বলি।

অক্রূমাতা। তা আমার শোনবার আবশ্যক নেই।

সৌদামিনী। তা শোনবার জন্যেই ত আপনি রঙ্গণঘাটে থেকে কলকাতায় এসেছেন।

অক্রূমাতা। আমি রঙ্গণঘাট থেকে এসেছি, তা তুমি কি করে জানলে?

সৌদামিনী। আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম যে, আপনি আপনার ছেলের সন্ধানে কলকাতায় এসেছেন।

অক্রূমাতা। আশ্চর্য্য স্বপ্ন। আমি সত্যিই আমার ছেলের সন্ধানে এসেছি। অক্রূ তার জ্যেঠামশায়ের কাছে এসে, আমাকে আর কোনও সংবাদ দেয় নি।

এই সময়, ডেপুটী বাবু বিস্ময়ের আবেগে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "তা হলে আমার দিদিমাণর স্বপ্ন সত্য! আপনি—তুমি সত্যই অশ্রুকুমারের মা! শোন মা, তুমি আমার মেয়ের মত, আমার মাতৃহীনা নাতিনীর মা হয়ে, আমাদের বাড়ীতে বাস কর; তার পর, তোমার ছেলের সন্ধান পেলে, তাকে নিয়ে বাড়ী যেও। আমার নাতিনীর অনুরোধে, অষ্টাহ আমরা তোমার ছেলের অনুসন্ধান করেছি; কিন্তু এখনও তাকে খুঁজে পাই নি। তোমার অশ্রুকুমার কেদারেশ্বর চক্রবর্ত্তী মশায়ের বাড়ীতে নেই। কেদারেশ্বর চক্রবর্ত্তী মশায়ও জীবিত নেই; তিনি গত ভাদ্র মাসে মারা গিয়েছেন; এখন সেই বাড়ীতে মোক্তারাবাদের মহারাজা ও মহারাণী বাস করছেন।"

সৌদামিনী। তা জেনে, আমি আপনার ছেলেকে ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলাম।

অশ্রুমাতা। তা হলে, তুমি আমার অশ্রুকে দেখেছ?

সৌদামিনী। দেখেছি, কথা কয়েছি, পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছি; তার পর, শুনুন মা, আমি তাঁর অপমান করেছি। আমার মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করে' তিনি ঐ মহারাজার অন্দর বাড়ীতে ঢুকে মার খেয়েছেন। আমার কি হবে, মা?

অশ্রুমাতা। তার জন্যে তোমায় কোনও চিন্তা নেই। আমি আমার ছেলেকে জানি। সে তোমার অপরাধ নেবে না; সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাকে ক্ষমা করবে।

সৌদামিনী। তিনি আমাকে ক্ষমা করেছেন। কিন্তু, মা, আমি ত আমাকে ক্ষমা করতে পারি নি।

অশ্রুমাতা। তার পর তুমি অশ্রুকে আর দেখেছিলে?

সৌদামিনী। আর একদিন দেখেছিলাম।

অক্রুমাতা। কোথায়?

সৌদামিনী। রাস্তায়, আমার গাড়ীর তলায়।

অক্রুমাতা। কি?—কি?—আমার অক্রু—আমার অক্রু গাড়ী চাপা পড়ে মারা গিয়েছে?

ডেপুটি বাবু বহুকষ্টে আপনার অশ্রুবেগ সম্বরণ করিয়া, অক্রুকুমারের মাতাকে বলিলেন, "তুমি উতলা হয়ো না মা। আমি জোর করে বলছি, তোমার ছেলে নিশ্চয় বেঁচে আছে। যেখানে সে গাড়ীর তলায় পড়েছিল, আমার নাতনী তৎক্ষণাৎ সেখানে ফিরে গিয়ে তাকে দেখতে পায়নি। এতে মনে হয়, বেশী আঘাত না লাগায় সে উঠে অন্যত্র যেতে পেরেছে। যে গাড়ীর তলায় সে পড়েছিল তা ভারি গাড়ী নয়, হাল্‌কা বগী গাড়ী; তাতে আঘাত গুরুতর হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। অথবা হয়ত কোনও দয়ালু ব্যক্তি তাকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে, নিজের বাড়ীতে রেখে তার চিকিৎসা করছেন। মা, এই কলকাতায় জীবিত লোক লুকিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু মৃত ব্যক্তি লুকিয়ে থাকতে পারে না, অল্পকাল মধ্যে পুলিশ তাকে হস্তগত করে। পুলিশের হস্তগত হলে আমরা তার খোঁজ পেতাম; আমরা সকল থানায় তার খোঁজ নিয়েছি। আমরা নানাস্থানে তার অন্বেষণ করেছি। আমার মনে হয় দুই একদিনের মধ্যে নিশ্চয় তার সন্ধান পাব। যতদিন সন্ধান না পাই, ততদিন মা তোমাকে আমাদের বাড়ীতেই থাকতে হবে।

অক্রুকুমারের মাতা ডেপুটি বাবুর আশ্বাসবাক্যে কতকটা আশ্বস্ত হইলেন এবং সৌদামিনীর কাতর অনুরোধে, যাবৎ অক্রুকুমারের

সন্ধান না পাওয়া যায়, তাবৎ তাহাদের বাড়ীতে বাস করিতে সম্মত হইলেন। শ্যামার মাও ডেপুটি বাবুর বাটীতে রহিল।

রামতনু বাবু বাটী ফিরিবার সময় ডেপুটি বাবুকে বলিলেন, "আর আমি দিদিমণির আরোগ্য সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ করি না। এখন সে জ্ঞানলাভ করেছে, মনে কতকটা শান্তি পেয়েছে; তা ছাড়া তার যত্ন নেবার জন্যে যথার্থ একজন স্বর্গের দেবী এসেছেন।"

"পরদিন প্রাতে ডাক্তার ওয়াটসন আসিয়া সৌদামিনীকে পরীক্ষা করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। বলিলেন, "রোগ উপশম হতে আর বিলম্ব নেই। বোধ হয় দুই একদিনের মধ্যেই রোগী উঠে বসতে পারবে। আমি এই বালিকাকে এত শীঘ্র আরোগ্য করতে পারব তা আগে আশা করতে পারি নি।"

নবম পরিচ্ছেদ

আলেক্‌জান্দ্রা।

ডাক্তার বি, কে, দত্ত—বসন্তকুমার দত্ত—জাতিতে সুবর্ণবণিক এবং বিলক্ষণ পিতৃধনের অধিকারী। অন্য দিকে তিনি একজন বড় ডাক্তার;—বিলাত হইতে এম, ডি পাস করিয়া আসিয়াছিলেন।

দীর্ঘকাল বিলাতে অবস্থান কালে, অর্থস্বচ্ছলতা লইয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, রমণী-প্রেম জগতে নিতান্ত সুলভ পদার্থ। মানুষ সুলভ পদার্থের আদর করে না; তাঁহার নিকটও রমণীপ্রেমের আদর ছিল না। এজন্য চল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি বিবাহ করেন নাই।

চল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি বুঝিলেন যে, রমণীপ্রেম সুলভ নহে। সে বয়সে প্রেমিকারা আর তাঁহার দিকে কটাক্ষপাত করিত না। প্রেম যৌবনলিপ্সু, মাথায় দুই গাছা পক্ক কেশ দেখিলে, প্রেম আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। চল্লিশ বৎসর ও মাথার দুই গাছা পক্ক কেশ লইয়া, ডাঃ বি, কে, দত্তের পক্ষে প্রেম অত্যন্ত দুর্লভ হইয়া পড়িল। এই দুর্লভ পদার্থের অন্বেষণ করিয়া, তিনি বিলাতপ্রত্যাগত বা ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী বন্ধু-বান্ধবদিগের বাড়ী বাড়ী ঘুরিলেন; বেশ-বিন্যাসে যথেষ্ট পারিপাট্য দেখাইলেন। কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া কোনও যুবতীরই প্রাণে স্ফুর্ত্তি জন্মিল না।

জ্যোতিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাল্যকালে ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন; কিন্তু হিন্দু পিতামাতার শাসনাধীনে থাকিয়া, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে

পারেন নাই। পরে এম, এ পাস করিয়া তিনি এক কলেজে ইংরেজীর প্রফেসর হইয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার পিতা মাতা পরলোকগত হওয়ায়, তিনি সপরিবারে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং পত্নীকে ও কন্যাকে জুতা মোজা পরাইয়া স্ত্রীস্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন। প্রফেসর বন্দ্যোপাধ্যায় সর্ব্বদা ইংরাজি পোষাক পরিতেন ও ইংরাজিতে কথা কহিতেন। তাঁহার এক কন্যা ও দুই পুত্র। কন্যাটিই বড়—সপ্তদশ বর্ষীয়া যুবতী। পিতামহ নাত্নীর নামকরণ করিয়াছিলেন, 'অলোকসুন্দরী'। কিন্তু এক্ষণে ইংরাজী পোষাক পরা ইংরাজীর প্রফেসরের কন্যার পক্ষে, এই 'অলোকসুন্দরী' নামটা তাঁহার শোভন বলিয়া মনে হইত না; তাই তিনি সে নামের পরিবর্ত্তন করিয়া, তাহার একটি ইংরাজী ভাবাপন্ন নূতন নাম রাখিয়াছিলেন। অলোকসুন্দরী এক্ষণে মিস আলেক্‌জান্দ্রা বানার্জ্জি নামে পরিচিতা হইতেন।

প্রফেসরের বানার্জ্জি বাল্যকালে ডাঃ দত্তের সহপাঠী ছিলেন। এখনও উভয়ে উভয়ের বাটীতে বেড়াইতে যাইতেন।

সুকুমার দত্ত একদিন প্রফেসর বানার্জীর বাটীতে বেড়াইতে যাইয়া, মিস্ আলেকজান্দ্রাকে একটু বিশেষ ভাবে দেখিলেন। তাহার পর, তাহাদের বাটীতে প্রত্যহ বেড়াইতে আসিয়া, তাহার সহিত আবেগময় ভাষায় গল্প করিলেন। সে পিয়ানো বাজাইতে থাকিলে, আবশ্যকমত তাহার স্বরলিপি পুস্তকের পাতা উল্টাইয়া দিলেন, এবং গান শুনিয়া তাহার নাইটিংগেলনিন্দিত সুকণ্ঠের ভূয়সী প্রসংসা করিলেন। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে বেড়াইবার জন্য তাঁহার মোটরগাড়ী পাঠাইয়া দিতেন; কোনও দিন সুরঞ্জিত পুস্তক, কোনও দিন সুন্দর কুসুমগুচ্ছ, কোনও দিন জন্মদিনোপলক্ষে রজত রচিত পুষ্পাধার উপহার দিলেন;—এইরূপে তাহার মনোবিনোদনের নানাবিধ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সহসা কৃতকার্য্য

হইতে পারিলেন না। মিস্ আলেক্জান্ড্রা তাঁহার পুষ্প, পুষ্পাধার, পুস্তক ও মোটরগাড়ী হাসিমুখে গ্রহণ করিল; কিন্তু তাঁহার দিকে প্রেমদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল না।

মিস্ আলেক্জান্ড্রার অন্তরমধ্যে প্রেমাগ্নি প্রদীপ্ত না হইবার দুইটি বিশেষ কারণ বিদ্যমান ছিল। একটি কারণ, বয়সের অসামঞ্জস্য। অন্য কারণটি শুনিলে তোমরা হাসিবে, আমার কথায় প্রত্যয় করিবে না; কিন্তু কথাটা খুব সত্য। মিস্ আলেক্জান্ড্রা পিতার সদুপদেশে উপদিষ্টা হইয়া, আহারে বিহারে জাতিগত পার্থক্য মানিত না বটে, কিন্তু বিবাহের বেলায় তাহার অন্তরের অন্তরতম কোণে জাতিভেদের সেই প্রাচীন কুসংস্কারটা জাগিয়া উঠিত। হাজার ব্রাহ্ম হউক, কিন্তু ব্রাহ্মণকন্যা ত! ব্রাহ্মণকন্যা কেমন করিয়া ব্রাহ্মণেতর জাতির পাণিগ্রহণ করিবে, তাহা সে ভাবিয়া উঠিতে পারিত না।

বুদ্ধিমান প্রফেসর বানার্জ্জি কিন্তু বুঝিয়াছিলেন যে, ডাক্তার দত্ত যখন কন্যার রূপের ফাঁদে পড়িয়াছেন, তখন তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া সদ্বিবেচনার কার্য্য হইবে না; কন্যার পক্ষে তেমন একটা অর্থশালী, বিদ্বান্ ও প্রতিষ্ঠাবান পাত্র সমুদয় ব্রাহ্মসমাজ ওলটপালট করিলেও পাওয়া যাইবে না।

এইরূপ সদ্বিবেচনা করিয়া তিনি কন্যাকে নানারূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বুঝাইলেন। ক্রমে সে বুঝিল।

অতএব অষ্টাদশ বৎসর বয়সে, মিস্ আলেক্জান্ড্রা বানার্জ্জি, মিসেস্ আলেক্জান্ড্রা দত্ত হইল। স্বামিগৃহে আসিয়া, সে আরও স্বাধীনতা লাভ করিল এবং অতুল সম্পদের অধিকারিণী হইল। কিন্তু বিবাহিত জীবনের প্রথম উচ্ছ্বাসটা প্রশমিত হইতে না হইতেই সে আপনার মহাভ্রম বুঝিতে পারিল। বুঝিল যে, এই বিবাহে তাহার জীবনের শান্তি নষ্ট

হইয়াছে ; বুঝিল যে তাহার স্বামীর প্রতি তাহার জাতিগত ঘৃণা, সে তাহার মন হইতে কোন মতেই অপনীত করিতে পারিবে না। স্বামীর প্রত্যেক আদরে সে আপনাকে উত্তরোত্তর কলুষিতা মনে করিতে লাগিল। চিত্তের এই মহা ব্যাধি গোপন করিবার জন্য সে বিলাস সাগরে ডুব দিল ; মহার্ঘ বস্ত্রে ও উজ্জ্বল অলঙ্কারে মানসিক ঘৃণা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিল।

স্বামীর ঘৃণ্য সঙ্গ হইতে আপনাকে যতদূর সম্ভব দূরে রাখিবার জন্য সে বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিতা হইয়া, ভ্রাতৃদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া মোটর গাড়ী চড়িয়া সর্ব্বদা নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত। ডাক্তার দত্ত তাহার জন্য তাহার মনোমত একখানা পৃথক মোটর গাড়ী কিনিয়া দিয়াছিলেন।

একদিন ভ্রাতাদিগের সহিত প্রভাতভ্রমণে বহির্গত হইয়া, আলেকজান্দ্রা, সৌদামিনীর গাড়ীর তলায় অক্রূকুমারকে পতিত হইতে দেখিল। অক্রূকুমারকে ফেলিয়া প্রভাকর গাড়ী লইয়া পলায়ন করিবার অব্যবহিত পরেই আলেকজান্দ্রার মোটর, সে স্থানের নিকটবর্ত্তী হইল। মানুষের বিপদ দেখিয়া রমণীসুলভ করুণায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল। সে মোটর-চালককে গাড়ী থামাইতে বলিল ; এবং ভ্রাতাদের বলিল, "দেখ, লোকটা মারা গেল কি না।"

বালকদ্বয় গাড়ী হইতে নামিয়া, অক্রূকুমারের দেহ পরীক্ষা করিয়া বলিল, "না, এখনও মারা যায় নি ; কিন্তু অজ্ঞান হয়ে রয়েছে। বোধ হয়, একটু যত্ন করলে বাঁচতে পারে।"

আলেকজান্দ্রা বলিল, "চল আমরা ওকে কোনও হাঁসপাতালে নিয়ে যাই।"

তখন সকলে মিলিয়া অক্রূকুমারকে গাড়ীতে উঠাইল ; এবং তাহাকে আপনাদের আসনে শয়ন করাইয়া আপনারা দাঁড়াইয়া রহিল।

চালক গাড়ী চালাইবার হুকুম প্রার্থনা করিল।

আলেকজান্দ্রা চালককে হুকুম দিবার পূর্ব্বে একবার অরুকুমারের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। ছদ্মবেশী রাজপুত্রের ন্যায় সেই সুন্দর মুখ দেখিয়া, তাহার মনোমধ্যে একটা অব্যক্ত ভাবের উদয় হইল। সে ভাবিল, "ইহাকে হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া হইবে না; সেখানে হয়ত ইহার উপযুক্ত যত্ন হইবে না। আমি ইহাকে আপন বাটীতে লইয়া যাইয়া, আমার স্বামীর দ্বারা ইহার চিকিৎসা করাইব। তাহার পর কিছু সুস্থ হইলে, উহার আত্মীয় স্বজনের নাম জানিয়া, তাহাদিগকে ডাকাইয়া, উহাকে তাহাদের হাতে সমার্পণ করিব।" এই ভাবিয়া সে মোটরচালককে হুকুম দিল,—"কোঠি।"

আলেকজান্দ্রা বাড়ীতে ফিরিয়া দেখিল যে ডাক্তার দত্ত তখনও ডাকে বাহির হন নাই। বাড়ী ফিরিয়া বাড়ীতে স্বামীকে দেখিয়া এই প্রথম সে আনন্দ অনুভব করিল; আগে বাড়ী আসিয়া, যদি সে কখনও দেখিত যে স্বামী বাড়ীতেই আছেন, তাহা হইলে, ঘৃণায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিত। আজ সে তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দে তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিল।

চিরবিমর্ষ পত্নীকে আজ অল্পকাল মধ্যে গৃহে প্রত্যাগতা ও পুলকিতা দেখিয়া, ডাক্তার দত্ত মনোমধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব শান্তি অনুভব করিলেন। তিনি সস্নেহে পত্নীর হাত ধরিয়া আদরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তোমরা কোথায় গিয়েছিলে?"

তাঁহার হস্ত হইতে আপন হস্ত মুক্ত করিয়া আলেকজান্দ্রা বলিল, "না, না, এখন হাত ধোর না! চল চল, শীঘ্র বাইরে গাড়ী বারান্দায় চল। এস দেখবে আজ গাড়ী করে' তোমার জন্যে একজন রোগী এনেছি। এখনও নামাই নি। তুমি দেখলে তবে নামাব। রোগী অজ্ঞান অবস্থায় আছে।"

ডাক্তার দত্ত দাঁড়াইয়া উঠিলেন। ফলাহারের নাম শুনিলে ফলাহার-ভোজী ব্রাহ্মণের মন যেমন মহানন্দে নাচিয়া উঠে, রোগীর সন্ধান পাইলে ডাক্তার দত্তের মন তেমনই নাচিয়া উঠিত। ইহা প্রাপ্তির আশা নহে; ইহা চিকিৎসকের চিকিৎসার নেশা। বলা বাহুল্য ডাক্তার দত্ত কলিকাতার মধ্যে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উৎকৃষ্ট চিকিৎসক। তিনি পত্নীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গাড়ীবারান্দায় আসিয়া, গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া অশ্রুকুমারের সংজ্ঞাহীন দেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "পাঁজরের একখানা হাড় ভেঙ্গে গেছে; আর কিছু অনিষ্ট হয়েছে বলে বোধ হচ্ছে না। তবে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল; বোধ হয় বহুক্ষণ কিছু আহার করে নি। তুমি একে কোথায় কি করে পেলে?"

আলেকজান্দ্রা সমস্ত ঘটনা সংক্ষেপে স্বামীর নিকট বিবৃত করিল।

শুনিয়া ডাক্তার দত্ত বলিলেন, "একে কোনও হাঁসপাতালে পাঠাতে পারলেই ভাল হত। কিন্তু তুমি যখন একে এনেছ, তখন বাড়ীতে রেখে আমি এর চিকিৎসা করব। একটা লোক পাঠিয়ে পুলিশে সংবাদ দিলেই চলবে।"

আলেকজান্দ্রা বলিল, "না না, পুলিশে সংবাদ দেওয়া হবে না। তারা এসে রোগীকে নিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে ওকে এমন ব্যতিব্যস্ত করবে যে ওর প্রাণ বাঁচান শক্ত হয়ে পড়বে। কেন, পুলিশে খবর না দিলে ক্ষতি কি?"

ডাক্তার দত্ত বলিলেন, "ক্ষতি আছে বৈকি। প্রথম ক্ষতি এই অপরাধী ধরা পড়বে না, আর তার উপযুক্ত সাজা হবে না।"

আলেকজান্দ্রা কহিল, "কেউ ইচ্ছা করে ওকে গাড়ীর তলায় ফেলে নি। দৈবক্রমে যে ঘটনা ঘটেছে, তার জন্মে নাহয় কেউ দণ্ডিত হল।"

ডাক্তার দত্ত বলিলেন, "আরও ক্ষতি আছে। এর আত্মীয় স্বজন এর কোন সংবাদ পাবে না। একে না পেয়ে তারা ব্যাকুল হয়ে পড়বে। পুলিসের আছে সন্ধান নিতে এসে কোন সন্ধানই পাবে না।"

আলেকজান্দ্রা কহিল, "সেজন্যে তোমার কোনও চিন্তা নেই। লোকটার চৈতন্য হলেই আমরা এর নাম ধাম জেনে নিতে পারবো; আর এর আত্মীয় স্বজনকে আমরা নিজেই সংবাদ দিতে পারব। সম্ভব হলে একে তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতেও পারি। এখন তুমি একে গাড়ী থেকে নামিয়ে এর চিকিৎসা আরম্ভ করে দেও। তোমার লেবরেটারির পাশে যে ছোট ঘরটি আছে, আমার বোধ হয়, একে সেখানে রাখলেই তোমার চিকিৎসার সুবিধা হবে; আর আমরাও সর্ব্বদা দেখাশুনা করতে পারব।"

ডাক্তার দত্তের ইহাতে আপত্তি ছিল না। তিনি লেবরেটারীর কম্পাউণ্ডারকে ও অন্যান্য ভৃত্যগণকে আহ্বান করিয়া, তাহাদের সাহায্যে অরুণকুমারকে পূর্ব্বোক্ত কক্ষে বহন করিলেন। এবং তাহাকে কক্ষস্থিত শয্যায় শায়িত করিয়া, তাহাকে বলকারক ঔষধ ও পথ্য পান করাইলেন। পরে ঔষধানুলিপ্ত করিয়া, তাহার দেহ সযত্নে বাঁধিয়া দিলেন। অরুণকুমার প্রথমে ঔষধাদি সহজে গলাধঃকরণ করিতে পারে নাই; কিন্তু শেষে সহজে ঔষধ ও পথ্য সেবন করিতে পারিল; এবং ক্রমে সে চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল।

বেলা দশটার সময় ডাক্তার দত্ত বাড়ী ছিলেন না, তখন আলেকজান্দ্রা তাহাকে দেখিতে আসিল।

অরুণকুমার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে?"

আলেকজান্ড্রা কহিল "তোমার কোনও ভাবনা নেই। আমরা তোমার আত্মীয়। তুমি শীঘ্র ভাল হয়ে উঠবে। এখন বেশী কথা করো না। এই ঔষধটুকু খেয়ে একটু ঘুমাবার চেষ্টা কর।" এই বলিয়া আলেকজান্ড্রা তাহাকে কিছু সুরুয়া পান করাইল। সুরুয়ার নাম না করিয়া ঔষধ বলিবার একটু কারণ ছিল। ডাক্তার দত্ত অক্রুকুমারের দেহে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার সময়, তাহার স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত দেখিয়াছিলেন, এবং সে কথায় আলেকজান্ড্রা বুঝিয়াছিল যে, আহত ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, এবং হয়ত সুরুয়া পান করিতে তাহার আপত্তি থাকিতে পারে। তাই সে সুরুয়া না বলিয়া ঔষধ বলিল।

সুরুয়া পান করিয়া অক্রুকুমার মুদিত নয়নে পড়িয়া রহিল। আলেকজান্ড্রা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কি শান্ত সুন্দর মুখ। প্রশস্ত ললাট যেন দেবী বীণাপাণির ক্রীড়াভূমি। ভ্রূ দুইটী যেন পঞ্চশরের শরাসন! মুদিত চক্ষু দুইটি যেন রক্তকমলের দুইটী কলি! আলেকজান্ড্রা কি মনে করিয়া তাহার শীতল ও কোমল করতল দ্বারা সেই প্রশান্ত ও প্রশস্ত ললাট স্পর্শ করিল। দেখিল যে তাহা উত্তপ্ত—অক্রুকুমারের জ্বর হইয়াছিল। আলেকজান্ড্রা ধীরে ধীরে তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার মস্তকে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

বেলা তিনটার সময় ডাক্তার দত্ত ডাকে বাহির হইতেছিলেন। বাহিরে যাইবার পূর্ব্বে, তিনি অক্রুকুমারকে দেখিতে আসিলেন, তাহাকে পরীক্ষা করিয়া ঔষধের কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। আলেকজান্ড্রাও ডাক্তার দত্তের সহিত অক্রুকুমারকে দেখিতে আসিয়াছিল। ডাক্তার দত্ত তাহাকে বলিলেন যে পথ্য যেন রীতিমত প্রদান করা হয়।

আলেকজান্ড্রা বলিল, সে নিজে রোগীকে পথ্য প্রদানের ব্যবস্থা করিবে। এই কথা বলার পর, সে মনে করিল যে রোগীর

কক্ষে সর্ব্বদা প্রবেশ করিবার যথেষ্ট অধিকার সে প্রাপ্ত হইয়াছে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে আলেকজান্দ্রা আবার অক্রুকুমারকে দেখিতে আসিল ; স্বহস্তে তাহাকে পথ্য প্রদান করিল ; আবার তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সযত্নে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিল। দেখিল, এখন তাহার ললাট আরও উত্তপ্ত হইয়াছে। আলেকজান্দ্রা তাহার মুখ অক্রুকুমারের মুখের নিকট অবনত করিয়া সকরুণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কেমন আছ ? কি অসুখ করেছে ?"

অক্রুকুমার কথা কহিতে পারিল না। কেবলমাত্র উদ্‌ভ্রান্ত নেত্রে আলেকজান্দ্রার মুখের দিকে চাহিল। আলেকজান্দ্রা দেখিল, সে চক্ষু জবাফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ।

দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। ডাক্তার দত্ত বারবার পরীক্ষা করিয়া, এবং তাঁহার সমস্ত বিদ্যা প্রয়োগ করিয়া অক্রুকুমারের ঔষধের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। আলেকজান্দ্রা দিবারাত্র বাটীর সমস্ত দাসদাসীকে লইয়া তাহার রোগের সেবা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার রোগের উপশম হইল না ; তাহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। একাদশ দিন চিকিৎসা করিয়া, ডাক্তার দত্ত বুঝিলেন যে, এ রোগীর জীবনরক্ষা করা সহজ হইবে না। তিনি মহা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন ; বুঝিলেন যে, পত্নীর কথা শুনিয়া পুলিশে সংবাদ না দেওয়াটা ভাল হয় নাই,—অত্যন্ত অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে। এখন রোগী মারা গেলে অত্যন্ত বিপদে পড়িতে হইবে। কিন্তু আলেকজান্দ্রার নির্ব্বুদ্ধিতার কথা তিনি তাহাকে বলিতে সাহস করিলেন না ; সেই বারুদের গাদায় কে অগ্নি নিক্ষেপ করিবে ?

অন্যান্য দিবসের ন্যায় একাদশ দিবসের সকালেও আলেকজান্দ্রা

অক্রুকুমারকে দেখিতে আসিয়াছিল। সে রোগীকে দেখিয়া, স্বামীর নিকট আসিয়া বলিল, "আজ আমি লোকটীকে অনেকটা ভাল দেখছি। আজ তার চোক তত রাঙা নয়; আর চাওনিও অনেক সহজ। রোগী ভাল আছে, তুমি কি বল ?"

ডাক্তার দত্ত বলিলেন, "ভাল আছে, কি মন্দ আছে তা বুঝতে পারছি না; কিন্তু বেঁচে থাকতে থাকতে ওর আত্মীয়স্বজনকে সংবাদ দিতে পারলে ভাল হত। ওর আত্মীয়স্বজন যে কারা তা ত আমরা জানিনা; কি করে' তাদের খুঁজে বার করব ?"

স্বামীকে ব্রাহ্মণেতর জানিয়া, তাঁহার সেবা করিতে আলেক্জান্দ্রার কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে একটা ঘৃণার উদয় হইত। কিন্তু অক্রুকুমার ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণের শুশ্রূষা করিতে তাহার মনে ঘৃণার উদয় হইত না; বরং তাহাতে একটা অতিরিক্ত উৎসাহ জন্মিত। সে এই কয়েক দিন ধরিয়া যথাসাধ্য তাহার শুশ্রূষা করিয়াছিল। এই দীর্ঘ শুশ্রূষা-কালে সে অক্রুকুমারের সুন্দর মুখ বারবার অবোলোকন করিয়াছিল। ইহার ফলে, অক্রুকুমারের দিকে তাহার মনে একটা প্রবল আকর্ষণ জন্মিয়াছিল। এক্ষণে স্বামীর মুখে তাহার মরণাশঙ্কার কথা শুনিয়া, তাহার করুণ মন অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল; তাঁহার চক্ষু দুইটি জলভারে পূর্ণ হইল। সে গদ্গদ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি ভয় করছ যে লোকটি আমাদের এত যত্নেও বাঁচবে না ?"

অক্রুকুমারের সরল সুন্দর মুখ ডাক্তার দত্তেরও মনে মমতার সৃষ্টি করিয়াছিল; পত্নীর কাতরতা দেখিয়া তাঁহার মনও ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি বিষণ্ণ মুখে বলিলেন, "রোগ যে রকম কঠিন, আর রোগী যে রকম দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে, তাতে কি হবে কিছুই বলা যায় না। আমি মনে করছি, আজ অন্য কোনও ডাক্তার ডেকে, ওকে পরীক্ষা করাবো; তাঁর

পরামর্শ নেব। আপাততঃ ওর আত্মীয়স্বজনকে সংবাদ দেবার একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। তুমি ত বুঝতে পারছ যে যদি ওর মা বাবা থাকে, তবে তারা এই এগার দিন কি দুঃখময় অশান্ত জীবন যাপন করছে।"

আলেকজান্দ্রা হস্তস্থিত ক্ষুদ্র রুমালে তাহার নয়ন মার্জ্জিত করিয়া কহিল, "কিন্তু কি উপায়ে তাদিকে সংবাদ দেবে? তারা কে, কোথা থাকে, তা ত এখনও পর্য্যন্ত জানতে পারলাম না। এই এগার দিন মধ্যে ওর একবারও এমন জ্ঞান হলনা যে, আমরা ওর কোনও পরিচয় জেনে নিই।

ডাক্তার দত্ত বলিলেন, "আমি বুঝে উঠতে পারছি না যে কি করে ওর আপনার লোককে খবর দেবো। কিন্তু এখন খবর দেওয়ার দরকার হয়েছে।"

আলেকজান্দ্রা কহিল, "তবে এক কায কর। লোকটির চেহারার বর্ণনা করে, বাঙ্গালা ও ইংরাজি সকল খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দাও। লেখ যে এইরকম আকারের ও বয়সের একটি বালক পীড়িত হয়ে অজ্ঞান অবস্থায় আমাদের বাটীতে বাস করছে। এ রকম সুন্দর চেহারা সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। চেহারার বিবরণ দেখলেই, তার আত্মীয়স্বজনেরা অনায়াসে বুঝতে পারবে; আর আমাদের বাড়ীতে এসে ওর সন্ধান নেবে।"

পত্নীর সৎপরামর্শে ডাক্তার দত্ত আনন্দিত হইয়া কহিলেন, "তুমি ঠিক বলেছ। সকল সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়াই উত্তম যুক্তি। আমি আজই কতকগুলি বিজ্ঞাপন লিখে সংবাদপত্রের আফিসে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

অল্পকালমধ্যে বিজ্ঞাপন লিখিয়া, সংবাদপত্রের আফিসগুলিতে পাঠা-ইয়া দেওয়া হইল।

অপরাহ্নে পরামর্শগ্রহণ করিবার জন্য ওয়াট্‌সন্ সাহেবকে ডাকিয়া আনা হইল। তিনি রোগীকে বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে চিকিৎসার পরিবর্ত্তন করিবার আবশ্যক হইবে না; সেই দিন রাত্রি কাটিয়া গেলে, প্রভাত হইতে রোগী আরোগ্যের দিকে ফিরিবে; সেইদিন রাত্রে, কিছু সতর্কতার সহিত রোগীর দিকে লক্ষ্য রাখিলেই চলিবে।

লেবরেটারির কম্পাউণ্ডার সারারাত জাগিয়া, অত্যন্ত সতর্কতার সহিত ঔষধ খাওয়াইল। ভোর না হইতে রোগী শান্তভাবে ঘুমাইয়া পড়িল। প্রভাতে আলেকজান্দ্রা আসিয়া দেখিল, রোগী সুস্থভাবে নিদ্রা যাইতেছে। দেখিয়া সে অত্যন্ত পুলকিত হইল; এবং কম্পাউণ্ডারকে পুরস্কৃত করিল।

আরও কিছু পরে ডাক্তার দত্ত আসিয়া, রোগীকে দেখিয়া বলিলেন, "যাক্ এইবার বিপদের আশঙ্কাটা কেটে গেছে। এইবার শুশ্রূষা ও পথ্যের ব্যবস্থাটা রীতিমত চল্লেই রোগী দু এক দিন মধ্যে উঠে বসতে পারবে।"

শুনিয়া আলেকজান্দ্রা মনে মনে বলিল, সে ব্যবস্থা সে খুব করিতে পারিবে।

প্রাতরাশের পর, ডাক্তার দত্ত ডাকে বাহির হইয়া গেলেন। আলেক-জান্দ্রা ধীরে ধীরে রোগীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিল। অজয়কুমার তাহাকে চাহিয়া দেখিল। ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কোথায়, কার বাড়ীতে আছি?"

আলেকজান্দ্রা। আমাদের বাড়ীতে,—ডাক্তার বি, কে, দত্তের বাড়ীতে আছ। এখানে তোমার চিকিৎসা হচ্ছে।

অজয়কুমার। আপনি কে?

আলেকজান্দ্রা। আমি ডাক্তার বি, কে, দত্তের স্ত্রী।

অক্রুকুমার। আপনারা আমার জীবন রক্ষা করেছেন। জীবন দিয়েও আমি আপনাদের এ ঋণ কখনও পরিশোধ করতে পারব না।

আলেক্জান্দ্রা। ভগবান তোমার জীবন রক্ষা করেছেন। আমাদের কাছে থেকে তুমি যে আরোগ্য লাভ করতে পেরেছ, এর জন্যে আমরা ভগবানকে ধন্যবাদ দিই। তুমি এত দিন অজ্ঞান অবস্থায় ছিলে, সেই জন্যে তোমার নাম কি, বাড়ী কোথায়, তা জানতে না পারায়, এখনও আমরা তোমার আত্মীয় স্বজনকে সংবাদ দিতে পারি নি। কেবলমাত্র, তোমার আকৃতির বিবরণ লিখে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েছি।

অক্রুকুমার সংক্ষেপে নিজ পরিচয় দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কতদিন অজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম ?"

আলেকজান্দ্রা। বারো দিন।

অক্রুকুমার। এত দিন ? আমি চৌদ্দ দিন আগে বাড়ী থেকে বার হয়েছিলেম ; এই চৌদ্দ দিন আমার কোনও চিঠি না পেয়ে মা কি করছেন, ভগবান জানেন। আপনি আমাকে কালী কলম ও একখানি পোষ্ট কার্ড দিন, আমি এখনই মাকে পত্র লিখব।

আলেকজান্দ্রা। কিন্তু তুমি ত উঠে বসতে পারবে না। তার চেয়ে, বরং আমি তোমার মাকে পত্র লিখি।

অক্রুকুমার। আপনি আমার মাকে জানেন না ; আমার হাতের অক্ষর না দেখলে, মা কিছুতেই স্থির থাকতে পারবেন না। কেউ যদি আমার মাথাটা একটু তুলে ধরে, আমি শুয়ে শুয়েই পত্র লিখতে পারব।

আলেক্জান্দ্রা কক্ষান্তরে যাইয়া, একটি ফাউণ্টেন পেন, একখানি পোষ্ট কার্ড ও একটি ক্ষুদ্রাকার ব্লটিং প্যাড্ লইয়া আসিল। অক্রুকুমারের হাতে উহা প্রদান করিয়া, নিজে শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিল ; এবং কৌশলে আপন বাম বাহুটি ধীরে ধীরে অক্রুকুমারের স্কন্ধতলে রাখিয়া,

অগ্ন আনত হইয়া তাহার মস্তক আপন বক্ষে গ্রহণ করিল। অশ্রুকুমার বিস্তৃত নয়নে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল; এবং পোষ্ট কার্ড খানি লইয়া মাতাকে পত্র লিখিতে লাগিল।

রুগ্ন অশ্রুকুমারের দৃষ্টিতে কি ছিল জানি না; কিন্তু সেই দৃষ্টিপাতে আলেক্‌জান্দ্রার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। আপন হৃদয়াবেগ দেখিয়া, সে মনে মনে হাসিল; হাসিয়া মনে মনে বলিল, "যদি স্বামী এসে আমাকে এই অবস্থায় দেখেন, তা হলে কি মনে করবেন?"

দশম পরিচ্ছেদ

প্রেমের অঙ্কুর।

যে দিন অক্রুকুমার আলেকজান্দ্রার বক্ষে মস্তক রাখিয়া মাতাকে পত্র লিখিতেছিল, সেই দিন ঠিক সেই সময় সৌদামিনী তাহার দাদা মহাশয়ের পার্শ্বে বসিয়া, দুই খানি সুজির রুটী মাগুর মাছের ঝোল দিয়া খাইতেছিল। খাইতে খাইতে সে কহিল, "দাদা মশাই, তোমরা তাঁকে উদ্ধার করবার জন্যে কি কি করেচ, তা আমাকে বল।"

ডেপুটি বাবু জানিতেন যে, যেদিন অক্রুকুমার রাজার দ্বারবান কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়াছিল, সেই দিন হইতে সৌদামিনী অক্রুকুমারের নাম গ্রহণ করিত না; তিনি তাঁহাকে তাঁহার ইত্যাদি সম্মানসূচক সর্ব্বনাম পদের দ্বারা তাহার উল্লেখ করিত। ইহার কারণ কি, তিনি তাহা কখনও বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই। নাতিনীর প্রশ্ন শুনিয়া তিনি বলিলেন, "আমরা প্রত্যেক থানায় সংবাদ দিয়েছি। শেয়ালদহ, বেলিয়াঘাটা ও হাওড়া ষ্টেশনে খোঁজ নিয়েছি। সকল হাঁসপাতালে অনুসন্ধান করেছি। বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে লোকের হাতে হাতে বিতরণ করেছি।"

সৌদামিনী আহারে বিরত হইয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত তাহার দাদামহাশয়ের উত্তরটা শুনিল। তাহার পর বলিল, "কিন্তু একটা কায বাকী আছে। এই কলকাতায় যত বড় বড় ডাক্তার আছেন, তাঁদের কাছে গিয়ে কি তাঁর সন্ধান নিয়েছিলে? যদি তাঁকে দেখে কোন বড়লোকের দয়া হয়ে থাকে,—তাঁকে দেখলে দয়া হবারই কথা,—আর যদি সেই বড়লোক তাঁকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে থাকেন, তিনি

তাঁর চিকিৎসার জন্যে নিশ্চয়ই একজন বড় ডাক্তারকে নিযুক্ত করেছেন।”

ডেপুটীবাবু প্রীত হইয়া বলিলেন, “তুমি কথাটা ঠিক বলেছ, দিদিমণি। এ বুদ্ধি ত এতদিন আমাদের কারও মাথায় প্রবেশ করে নি। আমরা কাল থেকে একে একে সকল ডাক্তারের বাড়ীতে গিয়ে সন্ধান নিতে আরম্ভ করব।”

সৌদামিনী বলিল, “কাল থেকে কেন? তুমি ত আজই কতকটা ...ান আরম্ভ করতে পারবে। তোমার মনে আছে, আজ বিকেলে ...ন্ সাহেব আমাকে দেখতে আসবেন। তুমি ত প্রথমে তাঁকে ...া করতে পারবে। তা ছাড়া, তুমি তাঁর নিকট থেকে অনেকগুলি ডাক্তারের ঠিকানাও লিখে নিতে পারবে।”

সেই দিন অপরাহ্নে ওয়াটসন সাহেব আসিয়া সৌদামিনীকে দেখিয়া ...মুখে বাঙ্গালায় বলিলেন, “টুমি ভাল হইয়াছে ডিডিমণি, আড় আমি টোমাকে ডেখিটে আসিবে না।”

ডেপুটীবাবু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার চিকিৎসাধীন এমন কোনও রোগী আছে, যে দশ বারোদিন আগে গাড়ীর তলায় পড়ে আঘাত পেয়েছিল? সে বাঙ্গালী হলেও সম্পূর্ণ গৌরবর্ণ; তার বয়স কুড়ি একুশ বৎসর হবে। তার মাথায় কাল কোঁকড়ান চুল।”

ওয়াটসন সাহেব ললাট কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, “আপনাকে আর বলতে হবে না। ঐ রকম এক যুবককে আমি গত কল্য দেখেছি।”

পূজায় উৎসর্গীকৃত যূপবদ্ধ পশুর স্কন্ধে ঘাতকের খড়্গ পতিত হইবার পূর্ব্বে বাদকগণের বাদ্যোদ্যম একবার থামিয়া, খড়্গাঘাতের পরক্ষণেই যেমন আবার মহারোলে ধ্বনিত হইয়া উঠে, ওয়াটসন সাহেবের ইংরাজী

বাক্যের মর্ম্মগ্রহণ করিয়া, সৌদামিনীর হৃদয়ের ঘাত প্রতিঘাত তেমনই একবার বন্ধ হইয়া, পুনরায় মহাবেগে স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

ডেপুটীবাবু অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ওয়াটসন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় দেখেছেন ?"

ওয়াটসন সাহেব সকল অবস্থা বলিলেন।

ডেপুটীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ঐ যুবকের নাম শুনেছেন কি ?"

সাহেব বলিলেন, "না, তাহার নাম বলতে পারি না। আজও আমি সেখানে যাব। যদি আপনার আবশ্যক হয়, তা হলে আজই তা জেনে, রাত্রে আপনাকে লিখে পাঠাব।"

ডেপুটিবাবু ওয়াটসন সাহেবকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া কহিলেন, "না, তার আবশ্যক হবে না। তা জানবার জন্যে আমরা এখনই ডাক্তার দত্তের বাড়ীতে লোক পাঠাব।"

ওয়াটসন সাহেব চলিয়া গেলে, ডেপুটীবাবু প্রভাকরকে ডাকিয়া বলিলেন, "বগী জুড়ে এখনই যাও; পার্কষ্ট্রীটে—নম্বর বাড়ীতে অরুণকুমার চক্রবর্ত্তী নামক কোনও যুবক আছে কি না এখনই জেনে এস। একটুও দেরী করো না।"

সৌদামিনী ডেপুটীবাবুর হাত আগ্রহের সহিত ধরিয়া বলিল, "দাদা-মশাই, আমিও প্রভাকর দাদার সঙ্গে সেখানে যাব ?"

ডেপুটীবাবু বলিলেন, "আগে প্রভাকর জেনে আসুক, তারপর আমরা সকলেই যাব।"

সৌদামিনী আর জেদ করিল না। এই কয়েক দিনে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছিল। এখন আর সে কোন বিষয়ে জেদ করিত না। তাহার দাদামহাশয় যাহা বলিতেন, বিনা প্রতিবাদে, সে তাহা

পালন করিত। সে আর কিছু না বলিয়া, অশ্রুকুমারের মাতার নিকট গেল।

তিনি একটি নির্জ্জন কক্ষে বিষণ্ণ মুখে বসিয়া ছিলেন। অশ্রুকুমারের কথা ভাবিয়া, তিনি হৃদয় মধ্যে মহা ব্যথা অনুভব করিতেছিলেন; এক একবার তাঁহার চক্ষু দুইটি জলভারে পূর্ণ হইতেছিল; এক একবার মনে হইতেছিল, কলিকাতার সমস্ত রাস্তায় ছুটিয়া বেড়াইয়া পুত্রের অনুসন্ধান করেন। কিন্তু মনের অস্থিরতার মধ্যে, সৌদামিনীকে দেখিলে তিনি একটু শান্তিলাভ করিতেন; পুত্রকে পুনঃ প্রাপ্ত হইবার আশা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিত। এই আশারূপিণী সৌদামিনীকে সমাগতা দেখিয়া মাতা বলিলেন, "বাছা, তোমার শরীর এখনও খুব দুর্ব্বল রয়েছে; এত ঘুরে বেড়ান ভাল নয়।"

সৌদামিনী তখন অশ্রুকুমারের সংবাদ পাইয়াছিল; মহাহর্ষে তাহার হৃদয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছিল; সে বলিল, "না মা, আজ আর আমার শরীর দুর্ব্বল নেই, খুব বল পেয়েছি। কাল আমি ভাত খাব।"

অশ্রুকুমারের মাতার বিমর্ষ মুখে বর্ষাকালের রৌদ্রের ন্যায় একটু হাসি দেখা গেল। তিনি বলিলেন, "মা, তুমি কাল ভাত খাবে, আর আজ সবল হলে কি করে? ভাত খাবার আগেই কেমন করে বল পেলে?"

সৌদামিনী জানিত, কি সংবাদে, তাহার সর্ব্বাঙ্গে সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করিতে সে একটা সঙ্কোচ অনুভব করিল; তাহার হৃদয়-নিহিত আনন্দের সন্ধান দিতে, তাহার মনে লজ্জা হইল। বুদ্ধিমতী আরও ভাবিল, তাঁর যে সন্ধান পাওয়া গেছে, তা কি এখনই মাকে জানাব? কিন্তু পরে যদি সংবাদটা মিথ্যা

হয়, তা হলে, মাতার হৃদয়ে কি মহা শেলই বিদ্ধ হবে! না, এখনও বলা হবে না। আগে প্রভাকর দাদা ফিরে আসুক; আগে তার মুখে শুনি যে তিনি সত্যিই ডাক্তার দত্তের বাড়ীতে আছেন; তারপর বলব। ইহা ভাবিয়া সে বলিল, "ভাত খাই নি বটে, কিন্তু রুটী ত খেয়েছি। কেন, রুটীতে আর মাগুর মাছের ঝোলে কি শরীরে বল হয় না? তবে রোগা লোককে ঐ সব খেতে দেয় কেন?"

মাতা বলিলেন, "তোমার যে শক্ত রোগ হয়েছিল, তাতে একদিন রুটী খেলেই কি শরীরে বল পাবে?"

সৌদামিনী বলিল, "কিন্তু আমি ত, মা, শরীরে খুব বল পেয়েছি। দেখবেন, কাল ভাত খেয়ে, পরশু থেকে আপনাকে ভাত রেঁধে দিতে পারব। আপনি আমাকে রান্না শিখিয়ে দেবেন, আর আমি রাঁধব।"

অক্রুকুমারের মাতা সৌদামিনীর অদ্ভুত অভিলাষের কথা শুনিয়া, কোনও কথা কহিলেন না; কেবল একটু ম্লান হাসি হাসিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "হায়! আমার অদৃষ্ট কি কখন প্রসন্ন হবে? আবার কি অক্রুকুমার এসে আমাকে মা বলে ডাকবে? এ জীবনে, এই সৌদামিনীর মত পুত্রবধূ এসে কখনও কি আমাকে রেঁধে খাওয়াবে? এই চিরদুঃখিনীর অদৃষ্টে কি ভগবান সে সুখ লিখেছেন?" এই কথা ভাবিতে ভাবিতে তিনি সৌদামিনীকে প্রশ্ন করিলেন, "আজ কি তোমার দাদা মশায় অক্রুর কোনও সন্ধান করেছিলেন?"

সৌদামিনী বলিল, "তাঁর সন্ধান আমরা সর্ব্বদা করছি। এই এখনই প্রভাকর দাদা তাঁরই সন্ধানে বেরিয়েছে।"

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার সন্ধানে কোথায় গিয়েছে?"

সৌদামিনী বলিল, "এই কলকাতায় একটা রাস্তা আছে, তাহার নাম পার্ক ষ্ট্রীট; প্রভাকর দাদা সেই পার্ক ষ্ট্রীটে গিয়েছে। অল্পক্ষণ

বাদেই খবর নিয়ে ফিরে আসবে। আমরা আজ ডাক্তার সাহেবের কাছে এখনই শুনলাম যে, কতকটা তাঁর মত একজন রোগীকে, সেখানকার একজন বড় বাঙ্গালী ডাক্তার আপনার বাড়ীতে রেখে চিকিৎসা করছেন। তাই দাদা মশায় প্রভাকর দাদাকে সন্ধান নিতে পাঠিয়েছেন।"

সন্থ পিঞ্জরাবদ্ধ বন্য বিহঙ্গের ন্যায়, মাতার হৃৎপিণ্ড পঞ্জরমধ্যে ধড়ফড় করিয়া উঠিল। একটা অপ্রত্যাশিত ও অবর্ণনীয় আশা তাঁহার হৃদয়মধ্যে আন্দোলিত হইয়া উঠিল। তিনি আগ্রহের সহিত বলিলেন, "সেখানে তোমার প্রভাকর দাদা নিশ্চয় তার সন্ধান পাবে। আবার আমি বাছার মুখ দেখতে পাব। মধুসূদন! তোমার দয়াময় নাম বৃথা হবে না।"

সৌদামিনী দেখিল, তাহার বাক্যে মাতার মনে যে আশা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা কিছু প্রশমিত করিতে হইবে। সুতরাং সে বলিল, "সেখানে হয়ত তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ না ঘটতেও পারে। প্রভাকর দাদা না ফিরলে, ঠিক কিছুই বলতে পারা যাবে না।"

এই সময় সৌদামিনীর কর্ণ বাহিরে প্রভাকরের বাক্যের শব্দ শুনিতে পাইল। সে ছুটিয়া বাহিরে আসিল। দেখিল, প্রভাকর, দাদা মশায়কে কি বলিতেছে। সে দাদামশায়ের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার তৃষ্ণাতুর কর্ণ প্রভাকরের মধুময় কথাগুলি যেন পান করিতে লাগিল। বুঝিল যে সত্যই অশ্রুকুমারকে পাওয়া গিয়াছে; এবং সে জীবিত আছে। মলয়ান্দোলিত স্বর্ণলতার ন্যায় তাহার সর্ব্বশরীর আনন্দাবেগে কাঁপিতে লাগিল। সে মনে মনে শত শত বার দেব দেবীকে প্রণাম করিতে লাগিল;—তাঁহারাই কৃপা করিয়া অশ্রুকুমারকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। সে তাহার অসহ্য আনন্দবেগ কতকটা প্রশমিত করিয়া,

কম্পিত কণ্ঠে তাহার দাদা মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদামশাই, খবরটা কি এখনই মাকে জানাব? শুনলে, তাঁর দেহে প্রাণ আসবে।"

ডেপুটীবাবু জানিতেন যে অক্রূকুমারের মাতা তাঁহাদের বাটীতে আসা অবধি সৌদামিনী তাঁহাকে মা বলিয়াই সম্বোধন করে। তিনি বলিলেন, "খবরটা হঠাৎ শুনলে, হয়ত আনন্দবেগ সহ্য করতে না পেরে তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বেন। তুমি খুব সাবধানে সংবাদটা দেবে।"

সৌদামিনী বলিল, "দাদামশাই, ওঁকে আজই আমাদের বাড়ীতে নিয়ে আসবে ত?"

ডেপুটী বাবু বলিলেন, "যদি তার ওঠবার সামর্থ্য থাকে তা হলে আজই আনবো।"

সৌদামিনী বলিল, "তবে তুমি একখানা ভাড়াটে গাড়ী আনতে বল। আমি, আমার মা, আর উনি তাতে চড়ে যাব। আর তুমি প্রভাকরদাদাকে নিয়ে বগীতে চড়ে, আগে আগে যেও।" এই বলিয়া, সে অক্রূকুমারের মাতার নিকট গেল।

তিনি সৌদামিনীকে পুনরায় তাঁহার নিকট প্রফুল্ল মুখে আগতা দেখিয়া, আশাপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় গিয়েছিলে, মা? তোমার প্রভাকর দাদা কি ফিরেছে?"

সৌদামিনী বলিল, "ফিরেছে।"

মাতা বলিলেন, "ফিরেছে? সে আমার অক্রূকুমারকে দেখেছে?"

সৌদামিনী বলিল, "না, দেখেনি; কিন্তু তিনি কোথায় আছেন, তা জেনে এসেছে। তার সঙ্গে আমরা এখনই সেখানে যাব, আপনিও যাবেন। গিয়ে, আমরা তাঁকে এখানে নিয়ে আসব।"

তাহা হইলে, মাতা আবার অক্রূকুমারকে দেখিতে পাইবেন। পুত্রহারা হারানিধি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া আবার তাহাকে বক্ষে ধারণ করিবেন।

তিনি সৌদামিনীর দিকে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "মা, তোমাদের চেষ্টাতেই, আমি আমার অশ্রুকে আবার খুঁজে পেলাম।"

কথাটা শুনিয়া, কি জানি কেন, সৌদামিনীর চক্ষে জল আসিল। সে উহার কোনও উত্তর দিতে পারিল না। অল্পকাল মধ্যে দরজার সম্মুখে একখানা গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। সৌদামিনী মহা উৎসাহের সহিত অশ্রুকুমারের মাতা ও শ্যামার মাকে লইয়া তাহাতে আরোহণ করিল। প্রভাকর ডেপুটীবাবুর সহিত বগী হাঁকাইয়া অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিল।

গাড়ি থামিবামাত্র, মহা উত্তেজনাবেগে সৌদামিনীর রোগ-দুর্ব্বল দেহ কাঁপিতে লাগিল; সে সহসা গাড়ি হইতে নামিতে পারিল না। শ্যামার মা ও অশ্রুকুমারের মাতা গাড়ী হইতে অবতরণ করিলে, ডেপুটীবাবু আসিয়া সৌদামিনীর হাত ধরিয়া তাহাকে গাড়ী হইতে নামাইলেন। কিন্তু ডাক্তার দত্তের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে হইতে প্রতি পদক্ষেপে তাহার পদদ্বয় জড়াইয়া যাইতে লাগিল। সে অতিকষ্টে বাটীর মধ্যে যাইয়া, হলের একখানা চেয়ারে উপবেশন করিল।

ডেপুটীবাবুর আগমন বার্ত্তা শুনিয়া ডাক্তার দত্ত হলমধ্যে আসিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অতিশয় ভদ্রতার সহিত বলিলেন, "আপনারা অনুগ্রহ করে এইখানে একটু অপেক্ষা করুন, আমি রোগীর কাছে গিয়ে, ধীরে ধীরে আপনাদের আসার কথা বলে' আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে তাকে প্রস্তুত করে নেব।"

ডেপুটী বাবু বলিলেন, "আমাদের সঙ্গে তার মা এসেছেন, সে কথাও তাকে বলবেন।"

ডাক্তার দত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের সঙ্গে রোগীর কি সম্বন্ধ?"

ডেপুটী বাবু বলিলেন, "আমারই বগীর তলায় পড়ে, রোগী আঘাত-প্রাপ্ত হয়েছিল; এজন্য আমিই তার আরোগ্যের জন্য দায়ী। তা ছাড়া, রোগীর মা, পুত্রের অনুসন্ধানে কলিকাতায় এসে, দৈবক্রমে আমাদের সঙ্গে পরিচিতা হয়েছেন, আর আমাদেরই বাড়ীতে আছেন। রোগের অবস্থা এখন কি রকম দাঁড়িয়েছে?"

ডাক্তার দত্ত বলিলেন, "রোগ অত্যন্ত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল; কিন্তু গতকল্য থেকে ভালর দিকে ফিরেছে। আমার মনে হয়, দু চার দিনের মধ্যে রোগী উঠে বসতে পারবে; এবং আরও সাতদিন পরে, সে শয্যাত্যাগ করে, বেড়াতে পারবে।" এই বলিয়া ডাক্তার দত্ত অক্রূকুমারের নিকট চলিয়া গেলেন।

অক্রূকুমার আপন শয্যায় শয়ন করিয়া নিমীলিত নেত্রে, তাহার মাতার কথা ভাবিতেছিল। ভাবিতেছিল, তাহার সংবাদ না পাইয়া না জানি মাতা কতই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। ভাবিতেছিল, হয়ত তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া মরণাপন্ন হইয়াছেন; হয়ত সে বাটীতে ফিরিয়া তাঁহাকে মৃত্যুশয্যায় দেখিবে। ভাবিতে ভাবিতে তাহার মুদিত নয়ন হইতে অশ্রুজল বিগলিত হইতেছিল। সহসা কক্ষমধ্যে পদশব্দ শুনিয়া, সে শয্যাপার্শ্ব হইতে তোয়ালে লইয়া চক্ষু মুছিল এবং চাহিয়া দেখিল, তাহার শয্যার নিকট ডাক্তার দত্ত দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

ডাক্তার শয্যা-পার্শ্বস্থ আসনে উপবেশন করিয়া তাহার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "এখন তোমার জ্বরটা একবারে ছেড়ে গিয়েছে। আমার মনে হয়, আর তোমার জ্বর হবে না। তোমার অসুখ ভাল হলে তুমি কোথায় যাবে?"

অক্রূকুমার। বাড়ীতে মার কাছে যাব।

ডাক্তার দত্ত। আমি শুনলাম, তোমার মা তোমার অনুসন্ধানে

কলকাতায় এসেছেন। আমরা সংবাদপত্রে তোমার বিষয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম, হয়ত তা দেখে তিনি আজ এখানেও আসতে পারেন। যদি তিনি এখানে আসেন?

অশ্রুকুমার। তা হলে, আমার আর ঔষধ খাবার দরকার হবে না; তাঁকে দেখলেই আমি একদিনে সুস্থ হব। তাঁর জন্যে আমি ভাবনায় অস্থির হয়েছি।

ডাক্তার দত্ত। আমি যে রকম শুনেছি, তাতে বোধ হয়, তিনি আজই তোমাকে দেখতে আসবেন।

অশ্রুকুমার। মা আজই আসবেন? কখন আসবেন? কার সঙ্গে আসবেন?

ডাক্তার দত্ত। তুমি একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটকে জান? তাঁর গাড়ীর তলায় তুমি পড়েছিলে।

অশ্রুকুমার। জানি, তিনি একবার আমাকে মহা বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

ডাক্তার দত্ত। সেই ডেপুটী বাবুর সঙ্গে দৈবক্রমে তোমার মার পরিচয় হয়েছে; তোমার মা তাঁর বাড়ীতেই আছেন। সেই ডেপুটী বাবুর সঙ্গে হয়ত তোমার মা এখনই তোমাকে দেখতে আসবেন। তাঁরা এলে আমি তাঁদিকে তোমার কাছে নিয়ে আসব।

এইরূপে অশ্রুকুমারকে প্রস্তুত করিয়া, ডাক্তার দত্ত ডেপুটীবাবুর নিকট আসিয়া সকলকে আহ্বান করিলেন।

সকলেই অশ্রুকুমারকে দেখিতে যাইবার জন্য অগ্রসর হইল। কিন্তু সৌদামিনী আপন আসন হইতে উঠিতে পারিল না; হৃদয়ের ঘাত প্রতিঘাতে তাহার হস্তপদ কম্পিত হইতেছিল; হৃদয়ের কি এক গুরুভারে তাহার উত্থান শক্তি রহিত হইয়া গিয়াছিল।

তাহার দাদামহাশয়ের আহ্বানে সে ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল, "না দাদামশাই, আমি তাঁর সমুখে যেতে পারব না। তোমরা যাও।"

ডেপুটীবাবু সৌদামিনীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া ভীত হইলেন; সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কোনও অসুখ হয় নি ত, দিদিমণি?"

সৌদামিনী তাহার কণ্ঠস্বর কিছু দৃঢ় করিয়া বলিল, "না না, আমার কোনও অসুখ হয় নি। তোমরা যাও। আমি এইখানে বসে থাকব।"

অগত্যা ডেপুটী বাবু, পশ্চাতে শ্যামার মা ও অক্রুকুমারের মাতাকে লইয়া, ডাক্তার দত্তের নির্দেশানুযায়ী অগ্রসর হইলেন। রোগীর কক্ষ-দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা দণ্ডায়মান হইলেন। ডাক্তার দত্ত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া রোগীকে সতর্ক করিয়া আসিলেন। পরে তাঁহারা কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

মাতাপুত্রের মিলনে কি প্রবল অশ্রুপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা আমরা বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইব না। কিয়ৎকাল পরে অশ্রুবেগ প্রশমিত হইলে অক্রুকুমার কহিল, "আজ সকালেই আমি তোমাকে চিঠি লিখেছি। তখন ত জানতাম না যে তুমি আমাকে খুঁজতে কলকাতায় এসেছ, আর আজই, তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে।"

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এত দিন আমাকে পত্র দাওনি কেন?"

অক্রুকুমার কহিল, "এতদিন ত, মা, আমার জ্ঞান ছিল না; মোটে আজ সকালে আমার জ্ঞান হয়েছে; জ্ঞান হবার পরই তোমাকে ...ছি।" বলিয়া এ কয়দিনের ইতিহাসও সংক্ষেপে সে মাতার ...ল। এবং ডেপুটী বাবু কিরূপে তাহাকে পুলিশের হাত ...র করিয়াছিলেন তাহাও বলিল।

...লিলেন, "যিনি বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন, দৈবক্রমে তাঁরই ...াড়ী তোমার ঘাড়ে পড়েছিল!"

অশ্রুকুমার বলিল, "মা তুমি তাকে ক্ষমা কোর; সে ইচ্ছা করে কখনও এমন কায করে নি।"

ডেপুটী বাবু বলিলেন, "তুমি বলবার আগেই তোমার মা তাকে ক্ষমা করেছেন। সে আমাদের সঙ্গে এখানে এসেছে।"

অশ্রুকুমার পুলকিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "সৌদামিনী এসেছে? কোথায় সে?"

ডেপুটীবাবু বলিলেন, "হল ঘরে বসে আছে। তোমার সমুখে আসবে না। তোমাকে দেখবার জন্মে বাড়ী থেকে মহা উৎসাহে বার হয়েছিল; কিন্তু এখানে পৌঁছে কেমন জড়সড় হয়ে গেছে; তোমার কাছে আসতে চাচ্ছে না।"

অশ্রুকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "এর কারণ কি?"

ডেপুটীবাবু নাতিনীর হৃদয়ের গোপন রহস্য অবগত ছিলেন না; তিনি কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া কহিলেন, "কেন এল না বুঝতে পারছি না; বোধ হয় দুর্ব্বল শরীরে এসে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।"

অশ্রুকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "তার শরীরর দুর্ব্বল হল কেন?"

ডেপুটী বাবু বলিলেন, "সেই যেদিন তুমি গাড়ীর তলায় পড়েছিলে, তোমার জন্মে ভেবে ভেবে সেই দিন থেকে তার খুব অসুখ হয়েছিল। নয় দশ দিন অজ্ঞান অবস্থায় ছিল; তোমার মা আমাদের বাড়ীতে আসার পর সে ভাল হয়েছে। আজও ভাত পায় নি।"

তাহারই জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া সৌদামিনীর অসুখ হইয়াছিল! তবে সৌদামিনী অশ্রুকুমারের কথা ভাবে! ইহা চিন্তা করিয়া অশ্রুকুমারের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল। সে তাহাকেই দেখিবার জন্য দুর্ব্বল দেহ লইয়া এতটা আসিয়াছে; অশ্রুকুমারের আনন্দ আরও বর্দ্ধিত হইল। কিন্তু এতটা যদি আসিল, তবে সাক্ষাৎ করিল না কেন? অশ্রুকুমারের

মনে একটু অভিমানের উদয় হইল। কিন্তু সে পরক্ষণেই ভাবিল, সৌদামিনী তাহার কে যে, সে তাহার উপর অভিমান করিবে? সে সৌদামিনীর কথা আর উত্থাপন না করিয়া অন্য কথা পাড়িল। ডাক্তার দত্ত ও তাঁহার স্ত্রী কত যত্নে তাহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিতেছেন, সে মাতাকে তাহা শুনাইল; কতদিন বাদে আবার রজপঘাটে ফিরিয়া যাইতে পারিবে, তাহার আলোচনা করিল। তাহার নিরাশ্রয়া মাতাকে আশ্রয় প্রদান করায় ডেপুটী বাবুকে ধন্যবাদ দিল। তাহার অনুসন্ধান জন্য ডেপুটীবাবু যে যত্ন করিয়াছেন, তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইল। কিন্তু তাহার মনে সৌদামিনীর প্রতি যে ক্ষুদ্র অভিমান সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহা বিদূরিত হইল না;—কেন সে নির্দ্দয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল না?

অক্রুকুমারের কৃতজ্ঞতার কথা শুনিয়া ডেপুটীবাবু বলিলেন, "না, আমরা কেহই তোমার কৃতজ্ঞতা পাবার অধিকারী নই। এতদিন আমাদের সকল চেষ্টাই বিফল হয়েছিল; আজ আমার নাতিনীর বুদ্ধি অনুযায়ী কায না করলে, আজও তোমার মার সঙ্গে তোমার দেখা হত না।"

শুনিয়া অক্রুকুমারের মন হইতে সেই ক্ষুদ্র অভিমানটুকু, প্রবল কৃতজ্ঞতা স্রোতে ভাসিয়া গেল।

প্রায় একঘণ্টা কাল ডেপুটীবাবু ও অক্রুকুমারের মাতা রোগীর কক্ষে অবস্থিতি করিবার পর, ডাক্তার বলিলেন, "আজ আর নয়, এইবার রোগীকে বিশ্রাম করতে দিন। আবার কাল এসে আপনারা ওর সঙ্গে কথা কবেন।"

ডেপুটীবাবু বলিলেন, "আপনার অনুমতি হলে আমরা আজই রোগীকে বাড়ী নিয়ে যেতাম।"

ডাক্তার দত্ত বলিলেন, "তা সম্ভব নয়! আরও তিন চার দিন রোগীকে স্থানান্তরিত করা চলবে না।"

অশ্রুকুমার তাহার মাতাকে বলিল, "মা, তুমি আমার জন্মে ভেব না। তোমার সঙ্গে যখন আমার দেখা হয়েছে, তখন আমি নিশ্চয়ই ভাল হয়ে উঠব। ভাল হয়ে চারদিন পরে, ডেপুটীবাবুর বাড়ীতে তোমার কাছে যাব। আমার মা আর তুমি রোজ এক একবার এসে আমাকে দেখে যেও।"

মাতা অশ্রুকুমারে ললাট স্পর্শ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। ডেপুটীবাবু বাহিরে আসিলেন। তাঁহারা হলঘরে আসিয়া দেখিলেন, সৌদামিনী কক্ষগাত্র-সংলগ্ন ছবিগুলি দেখিয়া, সজীব ও সচল ছবির ন্যায়, ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

ডেপুটী বাবু বলিলেন, "চল আমরা বাড়ী ফিরে যাই।"

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি যাবেন না?"

ডেপুটীবাবু বলিলেন, "সে এখনও তিন চার দিন শয্যা ত্যাগ করতে পারবে না।"

সৌদামিনী মাতার সহিত গাড়ীতে উঠিল। গাড়ীতে উঠিবার আগে, সন্ধ্যার অন্ধকারে কখন তাহার চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহা কেহ দেখিতে পায় নাই। আমরা জানি, সেই অশ্রুবিন্দুতেই তাহার হৃদয়মধ্যস্থিত প্রেমাঙ্কুর সজীব হইয়া উঠিয়াছিল। সেই অঙ্কুরিত প্রেমই একদিন পুষ্পিত বৃক্ষের আকার ধারণ করিয়া সৌদামিনীর হৃদয় অধিকার করিয়াছিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

দিন পরিবর্ত্তন।

তিনদিন পরে, একদিন অপরাহ্নে ডেপুটীবাবুর সাক্ষাৎ পাইয়া রামতনু বাবু বলিলেন, "দেখছি ফৌজদারী আসামী না হতে পারলে, আর আপনার সাক্ষাৎ পাওয়ার উপায় নেই। আপনি ত আজকাল সমস্ত দিন রাতই আদালতে থাকেন। বাড়ীতে আজ চারদিন আপনার সাক্ষাৎ পাই নি। চাকরদের জিজ্ঞাসা করলে বলে, এখনও আদালত থেকে ফেরেন নি। আমি মনে করছিলাম, একটা খুন জখম করে আদালতে গিয়ে একেবারে কাটগড়ায় দাঁড়িয়ে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। একটা গুরুতর প্রয়োজনে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের অত্যন্ত দরকার হয়ে পড়েছে।"

ডেপুটী বাবু। একটা কাযে পড়ে—

রামতনু বাবু। আপনার কাযের কথা পরে শুনব। এখন আমার প্রয়োজনটা কি, তা শুনুন। ওরে কে আছিস, একবার গড়গড়াটা আন, বাবা।

ডেপুটী বাবু। আপনার হাতে ঐ কাগজের টুকরা দুটো কি?

রামতনু বাবু। দুখানা খবরের কাগজের দুখানা বিজ্ঞাপন আমি কেটে রেখেছি, এই দুখানা বিজ্ঞাপন পড়ে দেখুন দেখি।—এই বলিয়া রামতনু বাবু হস্তধৃত কাগজখণ্ড দুইটি ডেপুটী বাবুর সম্মুখে ধরিলেন।

ডেপুটী বাবু তাহা পাঠ করিয়া বুঝিলেন যে উহা ডাক্তার দত্তের প্রদত্ত অক্রূকুমার সম্বন্ধে দুইখানি বিজ্ঞাপন মাত্র। তাহা দেখিয়া তিনি

বলিলেন, "এখন আর ওতে আমাদের কোনও প্রয়োজন নেই। ওটা অশ্রুকুমারের সম্বন্ধেই বিজ্ঞাপন বটে ; কিন্তু আমাদের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে।

রামতনু বাবু। বলেন কি ? তাকে খুঁজে পেয়েছেন ?

ডেপুটী বাবু। হাঁ, আজ চারদিন হল, তাকে খুঁজে পেয়েছি।

রামতনু বাবু। এ কথা এতদিন আমাকে বলেন নি কেন ?

ডেপুটী বাবু। এই কয়েকদিন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে আমার একটুও অবসর ছিল না। একে ত দিদিমণির অসুখের জন্যে আমার আফিসের অনেক কায বাকী পড়েছে ; তা শেষ করে নিতে হচ্চে। তারপর, আদালতের কায সেরে বাড়ী ফিরতে পারি নে। সেখানেই জলযোগ করে' ডাক্তার দত্তের বাড়ীতে রোজ একবার অশ্রুকুমারকে দেখিতে যেতে হয়। সেখান থেকে বাড়ী ফিরতে রাত্রি ন'টা বেজে যায়। তখন আপনি গৃহিণীর অঞ্চলতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন ; তখন মর্ত্ত্যলোকে আর আপনার সাক্ষাৎ পাবার উপায় নেই।

রামতনু। আপনি কি ডাক্তার দত্তের বাড়ীতে রোজ যান ?

ডেপুটী। না গেলে চলে না। রোজ অশ্রুকুমারের খবর না পেলে দিদিমণি অস্থির হয়ে পড়ে। কাল তাকে বেশ ভাল দেখে এসেছি, তাই আজ আর যাই নি। কাল সকালে গিয়ে তাকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে আসব। তারপর, তাকে আমাদের বাড়ীতে কিছুদিন রেখে, তার একটা কায কর্ম্মের যোগাড় করে দিতে হবে। সে চাকরীর চেষ্টাতেই কলকাতায় এসেছিল। দিদিমণি বলেছে যেমন করে হোক, তার একটা চাকরী খুঁজে দিতেই হবে।

রামতনু। সে লেখাপড়া কি রকম শিখেছে ?

ডেপুটী। লেখাপড়া ভাল শিখতে পারে নি ; বাড়ীতে সামান্য কিছু

পড়েছে; তার মার কাছে শুনলাম যে ইংরাজি বই পড়তে পারে। ছেলেটিকে দেখলে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে মনে হয়; আমার বোধ হয় স্বভাব চরিত্রও খুব ভাল—তার মা ত সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। এমন শান্ত ধীর মেয়েমানুষ আমি কখনও দেখি নি; যেমন শান্ত তেমনই মহৎ। এই ক'দিন মাত্র তাঁর সংস্পর্শে থেকে আমার দুরন্ত, উচ্ছৃঙ্খল দিদিমণিও এমন শান্ত শিষ্ট হয়ে পড়েছে যে, দেখলে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়। কাল বুড়ো ঝি বলছিল যে ব্যারাম থেকে উঠে দিদিমণি একবারে আলাদা মেয়ে হয়ে গেছে। আবার এই দু দিন দেখছি যে সে রান্না শেখায় খুব মনোযোগ দিয়েছে। এই দুর্ব্বল শরীর নিয়ে আমি তাকে আগুনতাপে যেতে বারণ করেছিলাম। সে হেসে আমাকে উত্তর দিলে, 'দাদামশায় তুমি জান না, আগুনতাপে কি শরীর খারাপ হয়? যদি আগুনতাপে শরীর খারাপ হত, তা হলে সেকালের মুনিঋষিরা সবসময় আগুন জেলে অত হোম আর যজ্ঞ করে অত বেশীদিন বাঁচতেন না। তুমি কি শোন নি যে বাতাসের সঙ্গে যত রোগের বীজ থাকে তা আগুন তাপে পুড়ে যায়? আগুনতাপে যদি অসুখ হত, তা হলে ভগবান অতবড় একটা অগ্নিময় সূর্য্যঠাকুরকে সমস্ত দিন আমাদের মাথার উপর জ্বালিয়ে রাখতেন না।' তার এই উত্তর শুনে আমি অবাক্ হয়ে গেলাম। ভাবলাম, এত শিক্ষা তাকে কে শেখালে?

রামতনু। আগুনতাপ সম্বন্ধে দিদিমণি যে কথাগুলো বলেছিল, তা শুনলে বাস্তবিকই অবাক হয়ে যেতে হয়। আজকালকার গিন্নীরা যদি তার উপদেশটা শোনেন, তা হলে আবার রান্না ঘরে ঢুকবেন। আবার হয়ত আমরা দু একটা রুচিকর ব্যঞ্জন খেতে পাব। ডেপুটী বাবু, আপনি একটা কথা স্থির জেনে রাখবেন যে, আমাদের খাদ্য রন্ধনের ভারটা যতদিন না আমাদের গিন্নীরা স্বহস্তে আবার গ্রহণ করবেন, ততদিন

বাঙ্গলা দেশ অধঃপাতের দিকে ছুটবে। উড়ে বামুনের আর পশ্চিমে বামুনের পাক করা তরকারি খেয়ে আমাদের ছেলেদের এমন একটা অরুচি জন্মেছে যে, তারা হোটেলের চপ্‌, কাটলেট্‌, ইত্যাদি না খেয়ে থাকতে পারে না। তা যে অপকারক দ্রব্যের দ্বারাও প্রস্তুত হতে পারে, সে জ্ঞান তাদের থাকে না। তা খেয়ে যদি তাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, তার জন্য দায়ী কে? আমি বলি, বাঙ্গালার গৃহিণীরাই তার জন্য দায়ী। ছেলে যখন ছোট থাকে, তখন ভগবান এই গৃহিণীদের বুকের রক্ত দিয়ে তার খাদ্য প্রস্তুত করিয়ে নেন। সেই ছেলে বড় হলে যাঁরা তার খাদ্য রন্ধন জন্য আগুনতাপে যেতেও পরাঙ্মুখ, তাঁরা ভগবানের শিক্ষা ভুলে গেছেন। ছি ছি ছিঃ!

কিন্তু রামতনু বাবুর গৃহিণী-নিন্দাস্রোতে বাধা পড়িল। ভৃত্য চিন্তা-মণি কলিকাতে ফুৎকার দিতে দিতে গড়গড়া লইয়া আসিল এবং সংবাদ দিল যে ঘটকঠাকুর আসিয়াছেন।

ঘটক ঠাকুর গৃহে প্রবেশ করিলে, ডেপুটি বাবু ও রামতনু বাবু উভয়েই তাঁহাকে নমস্কার করিলেন।

ঘটক ঠাকুর নিজ কুষ্মকদম্বকুসুমতুল্য মস্তকে তাঁহার যুগ্মহস্ত তুলিয়া বলিলেন, "নমস্কার ডেপুটী বাবু, নমস্কার রামতনু বাবু! অনেক দিন আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নি। আজ এই পথে যাচ্ছিলাম, রাস্তা থেকে দেখলাম, আপনারা বৈঠকখানায় বসে সদালাপ করছেন, তাই একবার সাক্ষাৎ করতে এলাম। আপনাদের শরীরগতিক মঙ্গল ত? শরীরের কথাটাই আগে জিজ্ঞাসা করতে হয়, কেন না শাস্ত্রেই বলেছে, শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনং।"

রামতনু বাবু। আমরা এখন ভাল আছি। তবে কিছুদিন আগে গিন্নীর বড় সাংঘাতিক অসুখ হয়েছিল। দিন দশ দিন অজ্ঞান অবস্থায়

ছিল; বাঁচবার আশা ছিল না। বহু কষ্টে তার জীবন রক্ষা হয়েছে।

ঘটক ঠাকুর। নিয়তি! সকলই নিয়তি। শাস্ত্রেই বলেছে, 'নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে'। কিন্তু শেষে যে আরোগ্য লাভ করতে পেরেছে এই মঙ্গল। উদ্বাহের আর কোনও বিঘ্ন ঘটবে না। আজ ২রা অগ্রহায়ণ, ৭ই অগ্রহায়ণ বিবাহ, এখনও পাঁচদিন বিলম্ব আছে, এর মধ্যে বেশ সুস্থ হয়ে উঠতে পারবে।

ডেপুটীবাবু। দেখুন ঘটক ঠাকুর, আজ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, ভালই হল। আপনার কাছে আমাদের একটা প্রস্তাব আছে। আমাদের ইচ্ছা, এই বিয়ের দিনটা আরও পাঁচসাত দিন পেছিয়ে দেওয়া হয়। এই অসুখে আমার নাতনী বড়ই দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। একটু সবল না হলে তাঁদের বাড়ীতে গিয়ে আবার পীড়িত হয়ে পড়বে।

ডেপুটী বাবুর প্রস্তাবটা শুনিয়া ঘটকঠাকুর চিন্তিত হইলেন। ভাবিলেন, ভগবান তাঁহারই সুবিধার জন্য ডেপুটী বাবুর মুখে আবির্ভূত হইয়া, এই উত্তম প্রস্তাব উত্থাপন করাইয়াছেন। এই অগ্রহায়ণে, তাঁহার দ্বারা সংঘটিত তিনটি বিবাহের দিন স্থির হইয়াছিল। অপর দুইটি বিবাহের মধ্যে একটি বিবাহ কলিকাতার বাহিরে এক দূরবর্ত্তী পল্লীগ্রামে ঘটিবে। এই বিবাহে উপস্থিত হইতে না পারিলে, পুরস্কার প্রাপ্তির আশায় বঞ্চিত হইতে হইবে। কাযেই ডেপুটী বাবুর বাটীতে বা কলিকাতার অন্য বিবাহে উপস্থিত হইতে হইলে, তাঁহাকে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিতে হইত। অন্য বিবাহের প্রাপ্তিটা সামান্য; সেখানে বিবাহরাত্রে উপস্থিত না থাকিলে কিছুই অন্যায় হইবে না। কিন্তু ডেপুটী বাবুর বাটীর বিবাহে দুই পক্ষের নিকট হইতেই বিলক্ষণ প্রাপ্তির আশা আছে; সে বিবাহে উপস্থিত না থাকিলে, ঘটকের পক্ষে বিলক্ষণ গর্হিত ও অন্যায়

কার্য্য হইবে। অতএব তিনি মনে করিলেন যে ডেপুটী বাবুর প্রস্তাবটা ভগবৎ প্রেরিত। তিনি প্রফুল্ল হইয়া কহিলেন, "আপনাদের যদি তাই সুবিধা হয়, তা করব। এ গোলোকবিহারীর অসাধ্য ক্রিয়া কিছুই নেই। আর উদ্বাহ ক্রিয়াটা কিছু ধীরে সুস্থ হওয়াই ভাল। কেন না, শাস্ত্রেই বলেছে, 'শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনং।' আগামী ১৪ই অগ্রহায়ণ বিবাহের আর একটি উৎকৃষ্ট দিন আছে; ঐ দিন স্থির করলে বোধ হয় আর আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না।"

ডেপুটী বাবু। ১৪ই অগ্রহায়ণ হলেই আমাদের খুব সুবিধা হবে। ততদিন দিদিমণি বেশ সবল হবে। কি বলেন, রামতনু বাবু?

রামতনু বাবু। হাঁ, ১৪ই অগ্রহায়ণ তারিখে বিবাহ হলেই সকল দিকে সুবিধা হবে। একদিকে দিদিমণি বেশ সবল ও সুস্থদেহে শ্বশুর-বাড়ী যেতে পারবে; অন্যদিকে আমরা বিবাহের উদ্যোগের যথেষ্ট সময় পাব। অসুখের হাঙ্গামায় পড়ে এতদিন কোন উদ্যোগই করতে পারা যায় নি।

ঘটক ঠাকুর। ভৃত্যকে একবার তামাক দিতে অনুমতি করুন। আমি তামাকটা খেয়ে উঠে পড়ি। আজই তাঁদের সংবাদ দিতে হবে। নতুবা তাঁরা আগামী কল্য হতেই গাত্র হরিদ্রা পাঠাবার উদ্যোগ করে ফেলবেন।

রামতনু বাবু। কেন, কালই গাত্রহরিদ্রার উদ্যোগ করবেন কেন? তাঁরা ত পত্র লিখেছিলেন যে বিবাহের দুদিন আগে গাত্র হরিদ্রা পাঠাবেন।

ঘটক ঠাকুর। সে ত সামান্য গাত্র হরিদ্রা নয়, বিরাট ব্যাপার। দু'চারদিন পূর্ব্বে থেকে তার আয়োজন না করলে পেরে উঠবেন কেন? আমি শুনেছি, আগামী কল্য থেকে তাঁরা

উদ্যোগ আরম্ভ করবেন। এত বড় ব্যাপারে উদ্যোগটা কিছু আগে করাই ভাল। কেন না শাস্ত্রেই বলছে, 'উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী।'

অল্পকাল মধ্যেই উড়িয়া ভৃত্য চিন্তামণি ঘটকঠাকুরকে তামাক আনিয়া দিল। তিনি কিয়ৎকাল নির্ব্বাক অবস্থায় ধূমপান করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, এবং ডেপুটী বাবুকে ও রামতনু বাবুকে নমস্কার করিয়া, ট্রামগাড়ী ধরিবার জন্য দ্রুতপদে ধাবিত হইলেন।

ঘটক ঠাকুর অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে হরিহরপুরের জমীদারদিগের ভবানীপুরের বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, জমীদার ভ্রাতৃগণ বৈকালিক বিহার হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিম্নের বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন।

ঘটককে দেখিয়া, জ্যেষ্ঠ কেদারনাথ বলিল, "নমস্কার ঘটক মশাই, আজ আপনার সংবাদ কি?"

ঘটক ঠাকুর। নমস্কার, নমস্কার—সংবাদ ভাল। আজ এই মাত্র ডেপুটী বাবুর বাড়ীতে গিয়েছিলাম, একটা বিশেষ অনুরোধে পড়ে আপনাদের কাছে এসেছি।

কেদারনাথ। কি অনুরোধ?

ঘটক ঠাকুর। আপনারা বোধ হয় অবগত আছেন যে, পাত্রী ডেপুটী বাবুর নাতিনী কঠিন রোগে আক্রান্তা হয়েছিল। রোগের উপর ত মানুষের হাত নেই। শাস্ত্রেই বলেছে 'শরীরং ব্যাধিমন্দিরং।' এই পীড়ার জন্য পাত্রী দুর্ব্বলা হয়ে পড়েছে। তাই ডেপুটী বাবুর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে, উদ্বাহের দিনটা সাতদিন মাত্র পেছিয়ে দেওয়া হয়। ৭ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবারের পরিবর্ত্তে, ১৪ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবারে উদ্বাহের দিন স্থির করলে তাঁদের বিশেষ সুবিধা হয়।

অঘোরনাথ। বাবা! এ যে একেবারে সাত বাঁও জলে ফেলে দিলে; এ যে ঘাটের কাছে নৌকা এসে বানচাল হয়ে গেল!

ঘটক ঠাকুর। কেন, এই উদ্বাহটা সাত দিন পেছিয়ে গেলে, আপনাদের ক্ষতি কি?

অঘোর। ক্ষতি কি আছে, তা বড়দা বলতে পারবে। কিন্তু ভদ্রলোকের কথার নড়চড় হওয়া ভাল নয়। বাবা! মরদকি বাত হাতীকি দাঁত।

সুধীরনাথ। আর—এই—১৪ই যদি বলেন, এই ২১শে, আর—এই—২১শে, যদি বলেন ২৮শে; ব্যস। তা হলেই ত এই অগ্রহায়ণ মাস কাবার।

অঘোরনাথ। বাবা! লোকে কথায় বলে, না আঁচালে বিশ্বাস নেই। কথাটা খুব ঠিক। আমরা মনে করছিলাম, আর পাঁচদিনের মধ্যে চুকে যাবে।

কেদারনাথ। তোমরা ভাই একটু চুপ কর, আমি ঘটক মশায়ের সঙ্গে কথাটার মীমাংসা করে নিই।

ঘটক। এতে আপনাদের আপত্তি করবার ত কিছুই নেই। সাতটা দিন বইত নয়;—সন্ সন্ করে চলে যাবে। শাস্ত্রেই বলেছে, কালের গতি, আর নদীর স্রোত একই প্রকার।

বলা বাহুল্য যে, এই সৌদামিনীর কঠিন পীড়ার কথা এবং তাহাদের বাটীতে দুইটি অপরিচিতা পল্লীবাসিনী স্ত্রীলোকের আগমনের কথা, বহুর সংবাদ সংগ্রহের বাটী হইতে কেদারনাথ আগেই জানিতে পারিয়া, এক দিকে সৌদামিনীর মৃত্যু আশঙ্কায়, অন্যদিকে স্ত্রীলোকদ্বয়ের আবির্ভাবের কোন কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া, কয়েক দিন হইতে ভাবনায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। বিবাহের আগে সৌদামিনীর মৃত্যু ঘটিলে,

তাহাদের সমস্ত কৌশলজাল একদিনে ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে। সৌদামিনীর পীড়ার কথা সে যে পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিল, ইহা গোপন রাখিয়া কেদারনাথ ঘটক ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিল, "পাত্রী কবে পীড়িতা হয়েছিল? কৈ আমরা ত সে সংবাদ পাইনি।"

ঘটক ঠাকুর। কবে পীড়িতা হয়েছিল, তা ঠিক বলতে পারি নে। তবে শুনেছি দু একদিন মাত্র রোগের শান্তি হয়েছে; আর এখনও উত্থান শক্তিরহিতা, এখনও পথ্য পায়নি; অতিশয় ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে; কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট আছে।

ঘটক বুঝিয়াছিল, শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে একটু অতিরঞ্জিত বর্ণনা না করিলে, তাহার কার্য্যোদ্ধার হইবে না।

কেদারনাথ বলিল, "তা হলে দিন পেছিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। কিন্তু ঘটক মশায় জানবেন, এতে আমাদের বড়ই অসুবিধা হল। আমরা অনেক দিন হল স্বদেশ ছেড়ে এসেছি। আমাদের জমীদারী সংক্রান্ত কতকগুলি অত্যন্ত জরুরী কার্য্যের জন্য আমাদের সত্বর দেশে যাওয়ার নিতান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। আমাদের ইচ্ছা ছিল যে ৭ই বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করে, ৮ই বধূমাতাকে নিয়ে স্বদেশ যাত্রা করব। সেই মত বন্দোবস্তও করা হয়েছিল; মাতাঠাকুরাণীর ইচ্ছা দেশের বাড়ীতেই বৌভাত হয়। সেখানে বৌভাতের আয়োজন চলেছে; কুটুম্ব কুটুম্বিনীগণ সমাগতা হয়েছেন। বিবাহের দিন পরিবর্ত্তনের কথা শুনলে, তাঁরা সকলেই বিমর্ষ হবেন।

ঘটক ঠাকুর। কিন্তু পাত্রীর শারীরিক অবস্থা যেরূপ দেখে এসেছি, তাতে তাকে দু চারদিনের মধ্যে কোনওক্রমে পাত্রস্থ করা চলে না। সকলই নিয়তি, নিয়তির হাত থেকে কারও নিস্তার নাই;—নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।

অগত্যা কেদারনাথ দিন পরিবর্ত্তনের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিতে বাধ্য হইল। পাছে ঘটকের মনে কোন প্রকার সন্দেহের উদয় হয়, এ জন্য সে সম্বন্ধে কোনও প্রকার পীড়াপীড়ি করিতে সাহস করিল না।

কার্য্যোদ্ধারের পর, ঘটক ঠাকুর চলিয়া যাইবার সময় শিখাবন্ধন করিতে করিতে ভাবিলেন, এ গোলোকবিহারীর অসাধ্য ক্রিয়া কিছুই নাই; গোলোকবিহারী এক কথায় অতবড় একটা জমীদারের মতের পরিবর্ত্তন করিতে পারে।

ঘটক প্রস্থিত হইলে অঘোরনাথ কহিল, "বাবা! নুন আনতে পান্তা ফুরাল। আমাদের টাকা ত সব নিঃশেষ হয়ে এসেছে। আবার সাতটা দিন চালাবে কি করে?

কেদারনাথ। রূপার বাসনগুলো দেশে পাঠিয়েছি বলে, বিক্রি করে দেব, তাতে সাতটা দিন বইত নয়, এক রকম করে চালিয়ে নিতে পারব।

অঘোরনাথ। ডেপুটী বাবুর বাড়ীতে সেই মাগী দুটো কোথা থেকে এল, আর তারা কে, তার কোন সন্ধান পেয়েছ কি? অকস্মাৎ মাগী দুটো আসায়, বাবা, আমার মনটা যেন 'ভুলোরাম খেলারাম' করছে। কোথা থেকে মাগী দুটো উড়ে এসে জুড়ে বস্‌ল, ভগবান জানেন।

কেদার। মাগী দুটো এসেছে, এই খবরই পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু তারা কে, বা কোথা থেকে এল, যদু এখনও সে খবর আমাদের দিতে পারে নি। তবে আমরা যে জাল পেতেছি, তার মধ্যে বাইরের লোক প্রবেশ করতে পারবে না।

সুধীরনাথ। আচ্ছা এই বিয়ের পরই কি—এই—বলবো যে এই—জমীদারীর 'জ'ও আমাদের নেই?

কেদার। না না, তা' বলো না। বিবাহের রাত্রেই ব'লব যে দেশ থেকে টেলিগ্রাম পেয়েছি যে, দেশের বাড়ীতে অনেক আত্মীয় স্বজন

ভাড়ো হওয়ায়, এবং আহারাদির অত্যাচার হওয়ায়, দু একজন আত্মীয়ের কলেরা হয়েছে। একথা শুনলে ডেপুটী বাবু নিশ্চয় আমাদিকে দেশে যেতে নিষেধ করবেন। তখন আয়োজনের অভাব দেখিয়ে এইখানেই বৌভাতটা সামান্য রকমে সেরে নেবো। তার পর, তুমি দশ পনেরো দিন ডেপুটী বাবুর বাড়ীতে থেকে জামাই আদর ভোগ করবে।

অঘোরনাথ। না না, এমন কাযটিও কোর না বাবা! 'শ্বশুর-বাড়ী মথুরাপুরী, তিনদিন পরে ঝাঁটার বাড়ি!' তিন দিনের বেশী কি শ্বশুরবাড়ীতে থাকতে আছে?

কেদারনাথ। অঘোর ভায়া, আমার মৎলবটা তুমি বুঝলে না। ঐ দশ পনের দিন, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ীর কাছে থেকে, ম্যানেজার বাবু ও তারক বাবুর নিকট আনাগোনা করে সম্পত্তিটা হস্তগত করতে হবে।

অঘোরনাথ। ব্যস! তার পর একেবারে মারি ত গাণ্ডার লুটি ত ভাণ্ডার। আমাদের পায় কে?

কেদার। তখন প্রথমেই মা মাগীকে বিদায় করে, একটা বড় রকম মাতৃশ্রাদ্ধ করতে হবে।

অঘোরনাথ। বাবা, দিন কতক মাগীকে যেন নৈবিদ্যের মাথায় মুণ্ডী সন্দেশের মত বসিয়ে রাখা হয়েছিল।

সুধীরনাথ। এই—দাদা—এই দেখেছি, মাগী এখানেও—এই—কাঁচা পেঁয়াজ খায়।

অঘোরনাথ। বাবা! 'ইল্লৎ যায় না ধুলে স্বভাব যায়না মলে।'

কেদারনাথ। এই ক'মাস মাগী কিন্তু ধর্ম্মকর্ম্মের বেশ ভান দেখিয়েছে।

অঘোর। বাবা! কাকের ডিমও সাদা হয়;—এই হকেয়া বেটীও ফুল বিল্বিপত্র ঘেঁটে নিলে।

কেদারনাথ। যা হোক মাগী চলে যাওয়ার পর, মাতৃশ্রাদ্ধটা জাঁকাল রকম করতে হবে। তার পর সুধীর ভায়া কলকাতায় ভবানীপুরের বাড়ীতে থেকে শ্বশুরবাড়ী আনাগোনা করবে। আর আমরা মাতৃ-শোকে কাঁদতে কাঁদতে, রংপুর জেলায় চলে যাব। সেখানে পঁচিশ লক্ষ টাকা দিয়ে বড় একটা জমীদারী কিনতে হবে। আর সেই জমীদারীর মধ্যে একটা নগর বসিয়ে, তাহার নাম রাখতে হবে হরিহরপুর। আমরা দুই ভাই সেখানে থেকে বাড়ী তৈয়ারী, পুষ্করিণী খনন, মন্দির প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি করতে থাকবো। দেড় বছরের মধ্যেই এ সকল কায সমাধা হবে। তার পর সুধীর ভায়া বধূমাতাকে নিয়ে সেখানে যাবে। তখন বধূমাতা বুঝবে যে হাঁ, বিয়ের আগে সে যা শুনেছিল, তার এক বর্ণও মিথ্যে নয়। তার পর, আবার কলকাতায় এসে গুজব রটাব যে আমরা চক্রবর্ত্তী মশায়ের বাড়ী খরিদ করেছি। তার পর নির্ঝঞ্ঝাটে চক্রবর্ত্তী মশায়ের বাড়ীতে এসে বাস করব।

সুধীরনাথ। তার পর এই—দোল, এই—দুর্গোৎসব আর এই—সব।

অঘোরনাথ। কিন্তু সুধীরের বৌ যদি জানতে পারে যে তারই টাকা নিয়ে আমরা এই ধূমধাম করছি, তা হলে, বাবা, একেবারে একটা লঙ্কাকাণ্ড করে বসবে; তুবড়ির মত একবারে ফুটে উঠবে।

কেদারনাথ। ভায়া! আমরা এই এতগুলো লোকের চোখে ধুলা দিতে পারলাম, আর একটা সামান্য মেয়েকে ঠকাতে পারব না? সুধীর সহজেই নিজের পরিবারের গার্জ্জেন হয়ে কায গুছাতে পারবে।

অঘোরনাথ। কিন্তু নাতনী যে এতটা সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হল, তা কি করে ডেপুটী বাবুর চোখে ধুলা দিয়ে রাখবে? বাবা! সে হাকিমী চোখ সার্চ্চ লাইটের মত জ্বলে।

কেদারনাথ। এতদিন সে চোখে ধূলা দিয়েছি। দেখবে' এর পরেও চোখে ধূলা দিয়েই কার্য্যসিদ্ধি করতে পারব। আর যদি জানতে পারে, তাতেই বা ক্ষতি কি? তখন ত আর বিয়ে ফেরৎ নিতে পারবে না।

সুধীরনাথ। এই—একবার এই ১৪ই অগ্রাহয়ণের রাতটা পোহালে হয়, তার পর—এই—ব্যস।

অঘোরনাথ। তোমরা যাই বল, আমার কিন্তু না আঁচালে বিশ্বাস নেই বাবা! আমি তোমাদের মত গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল দিই নে।

কেদারনাথ। আমরা যেমন চারিদিক বেঁধে কায করছি, তাতে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের টাকাটা হস্তান্তর হবার কোন সম্ভাবনাই নেই।

অঘোরনাথ। কিন্তু বাবা, অনেক সময় 'বজ্র বাঁধনে ফস্কা গিরো' হয়ে পড়ে। এই বিয়ের দিনটা পেছিয়ে যাওয়াতে, আর সেই মাগী ছুটো ডেপুটী বাবুর বাটীতে জমায়েত হওয়াতে, আর মন কিছুতেই স্থির হচ্ছে না; সর্ব্বদা ফতর ফতর করছে—যেন লণ্ঠনের ভিতর ফড়িং ঢুকেছে।

সুধীরনাথ। আমার এই—মনটা কিন্তু, মেজদাদা, এই—বেশ চাঙ্গা আছে।

কেদার। আমিও বেশ বুঝতে পারছি যে চক্রবর্ত্তী মশায়ের টাকাটা আমাদের হস্তগত হবেই। বুড়ো মনে করেছিল যে আমাদের ফাঁকি দেবে; কিন্তু যার বুদ্ধি আছে, স্বয়ং ভগবানও তাকে ফাঁকি দিতে পারেন না। এই মাথাটায় কত বুদ্ধি আছে, বুড়ো ত তা বুঝত না।

এই বলিয়া কেদারনাথ তাহার কৃষ্ণ শ্মশ্রুতে হাত বুলাইতে লাগিল। এবং বুদ্ধির গৌরবে চক্ষু দুইটি উজ্জ্বল করিয়া ভ্রাতাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

রাত্রে আহারাদির পর নির্ব্বোধ কেদারনাথ যখন তাহার উগ্র প্রণয়িনীকে প্রেম বিতরণ করিবার জন্য চলিয়াছিল, তখন সে শকট মধ্যে বসিয়া ভাবিতেছিল, এই কলিকাতায় এই এত লোক বাস করে, কিন্তু তাহার মত বুদ্ধিমান কে আছে? কে এই অল্পকাল মধ্যে এইরূপ কৌশলে দুই কোটি টাকা হস্তগত করিতে পারে? কেদারনাথ ঘূর্ণিত নয়নে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিল, যেন আলোকস্তম্ভগুলি তাহারই বুদ্ধি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইতেছে; রাস্তার মানুষগুলা তাহার বুদ্ধি দেখিয়া যেন হতবুদ্ধি হইয়া ছুটিয়াছে; আকাশের তারাগুলা যেন তাহার বুদ্ধির সন্ধান পাইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিয়াছে। হায়! সে ত জানিত না যে মানববুদ্ধির যাবতীয় জটিল কল্পনা-জাল বিধাতার একটি মাত্র অঙ্গুলি সঞ্চালনে মুহূর্ত্তমধ্যে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; সে ত জানিত না কীটদন্তাহত তন্তুর দ্বারা বিরচিত জালের ন্যায়, তাহার কৌশল পূর্ব্ব হইতেই বৃথা হইয়া রহিয়াছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

প্রেমের স্ফূরণ।

পরদিন সকালে, ডেপুটী বাবু ডাক্তার দত্তের বাটীতে যাইয়া অশ্রুকুমারকে আপন বাটীতে লইয়া আসিলেন। ডেপুটীর বাটীতে অশ্রুকুমার নামক এক যুবক আসিয়াছে, এই সংবাদ দিবার জন্য চিন্তামণি যদুর সন্ধানে পূর্ব্বোক্ত সংবাদ সংগ্রহের বাটীতে গিয়াছিল; কিন্তু কয়েক দিন যদু সেখানে আসে নাই; যদু কয়েকদিন এক ভয়ানক কাযে ব্যাপৃত ছিল, তাহা আমরা পরে বিবৃত করিব। এজন্য কেদারনাথ অশ্রুকুমারের কোনও সংবাদই পায় নাই।

যাহাকে আমরা কিছুদিন যত্ন করি, তাহাদের প্রতি সহজেই আমাদের একটা মমতা জন্মে। অশ্রুকুমারের সেবা করিয়া, এবং রাত্রদিন তাহার রোগকাতর অথচ সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার প্রতি আলেকজান্দ্রার একটা মমতা জন্মিয়াছিল। কাযেই তাহাকে বিদায় দিবার সময়, তাহার নয়নদ্বয় অশ্রুজলে পূর্ণ হইয়াছিল; কিন্তু সে কিরূপে তাহাকে আপন বাটীতে রাখিবে? বিদায় গ্রহণের সময়, অশ্রুকুমার তাহাকে বলিয়া আসিল যে, সে আরোগ্য লাভ করিয়া রাস্তায় ভ্রমণ করিতে সমর্থ হইলেই, বার বার তাহাদের বাটীতে আসিয়া, তাহার সহিত ও ডাক্তার দত্তের সহিত সাক্ষাৎ করিবে; এবং চিরকাল তাহাদের নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ থাকিবে।

বৈশাখী বারিদের যে কুটিল কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিয়া নৌকারোহী পথিকের মনে ভীতির সঞ্চার হইয়া থাকে, চাতকের তৃষিত প্রাণে তাহাই প্রীতি

আনয়ন করে।—দুইদিন সৌদামিনীর রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া, অন্যের মনে হয়ত বিরাগের উদয় হইত; কিন্তু অশ্রুকুমারের মনে সেই রুদ্র মূর্ত্তি একটা অনুরাগ আনয়ন করিয়াছিল। অশ্রুকুমারের মনে সে গর্ব্বিত মুখশ্রী দিবাকরদীপ্ত রাজীবের ন্যায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে মুখ পুনঃ পুনঃ দেখিবার জন্য তাহার মনে একটা দুর্দ্দমনীয় আগ্রহের উদয় হইয়াছিল। কিন্তু ডেপুটী বাবুর বাটীতে তিনটি সুদীর্ঘ দিন যাপন করিবার পরও সে সৌদামিনীর চিহ্নমাত্র দেখিতে পায় নাই। সে ব্যথিত চিত্তে ভাবিত, কেন সৌদামিনী তাহার নিকট আসিয়া, তাহার সহিত বাক্যালাপ করে না; সৌদামিনী কেন বুঝে না যে, তাহার পঞ্জরে ব্যথার ঔষধ প্রলেপ অপেক্ষা সৌদামিনীর সুমধুর বাক্যালাপ সমধিক আরোগ্যকারী হইত।

কয়েকদিন ক্রমান্বয়ে অশ্রুকুমারের বিষয় চিন্তা করিয়া, সৌদামিনীর মনও অশ্রুকুমারময় হইয়া উঠিয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল, অশ্রুকুমার তাহার, সে অশ্রুকুমারের;—এ বন্ধন এক দিনের নহে, জন্মজন্মান্তরের। এই কয়েক দিনে সে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল যে, অশ্রুকুমার তাহার হৃদয়াকাশের একমাত্র সূর্য্য; তাহার মনোমন্দিরের একমাত্র প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ, সে অশ্রুকুমারের পরিণীতা পত্নী হইয়া, আজীবন অশেষ বিধানে সেই বিগ্রহের পূজা করিবে। রোগশয্যায় শুইয়া, সৌদামিনী অনেক দিন পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল যে, যেমন করিয়া হউক, সে অশ্রুকুমারকে বিবাহ করিবে, তাহার দাদামহাশয়ের পায়ে ধরিয়া এই বিবাহ ঘটাইবে। অশ্রুকুমার দরিদ্র; হউক দরিদ্র, সৌদামিনী তাহার দারিদ্র্য, মধুময় প্রেমোপহারে, মধুময় করিয়া তুলিবে। সৌদামিনী অশ্রুকুমারকে বিবাহ করিলে, গাড়ী চড়িয়া সে বেড়াইতে পারিবে না। গাড়ী চড়িয়া বাড়ীর বাহিরে বেড়াইতে হয়; কিন্তু বাহিরে সৌদামিনীর

কোনও কায নাই; স্বামিগৃহে থাকিয়া সে সেবারতা কর্ম্মরতা গৃহিণী হইতে চায়। অক্রকুমার তাহাকে রত্নালঙ্কারে ভূষিত করিতে পারিবে না। সৌদামিনী ভাবিত, কি হইবে অলঙ্কারে? উৎকৃষ্ট ভূষণ দেহে বা মনে কি আনন্দ আনয়ন করিবে? অলঙ্কারভারে সহজ সচল দেহ জড়ীভূত হইয়া পড়ে; অলঙ্কার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহজ সঞ্চালন গতির লোপ করিয়া দেয়; উহা গ্রীষ্মাধিক্যে পীড়াদায়ক হইয়া থাকে; উহা ভোজনে শয়নে উপবেশনে রুণু রুণু রোলে শত বাধা প্রদান করিয়া থাকে; অতএব অলঙ্কার দেহের পক্ষে সুখকর নহে। উহা মনেরও শান্তিদায়ক নহে; উহা অহঙ্কার নামক প্রবল রিপুকে মনোমধ্যে আনিয়া, তাহার সমস্ত শান্তি নষ্ট করিয়া দেয়; কখন কখনও উহা মনোমধ্যে দস্যুভীতির সৃষ্টি করিয়া, মনকে উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলে। সৌদামিনী এরূপ অলঙ্কার চাহে না। সে দরিদ্রগৃহে থাকিয়া, স্বামিসেবাব্রতধারিণী গৃহকর্ম্মিণী হইতে চাহে, অক্রকুমারকে বিবাহ করিয়া, পবিত্র প্রেমধারায় স্নাতা হইয়া সে স্বামিদেবতার পূজা করিতে চাহে।

সৌদামিনী মনে করিয়াছিল যে, অক্রকুমার তাহাদের বাটীতে আসিবামাত্র সে তাহার পদপ্রান্তে পড়িয়া সর্ব্বাগ্রে আপন অপরাধের জন্য তাহার নিকট ক্ষমাভিক্ষা চাহিবে। তাহার পর, আপন অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া তাহার সেবায় রত হইবে। কিন্তু অক্রকুমার তাহাদের বাটীতে প্রবেশ করিবামাত্র সে লজ্জাভারে এমন প্রপীড়িত হইয়া পড়িল যে, সে তাহার দিকে এক পদও অগ্রসর হইতে পারিল না। অক্রকুমারের অবস্থানের জন্য দ্বিতলের যে কক্ষটি নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তাহার দিকে একপদ অগ্রসর হইলে, তাহার হৃৎপিণ্ড একটা সুখকর বেদনায় মধুবিজড়িত মক্ষিকার ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া যাইত; সে আর

এক পদও অগ্রসর হইতে পারিত না। ভাবিত, ছি ছি! সে মথিতকরা গোপন কথাটি কি কাহাকেও বলিতে পারা যায়? অশ্রুকুমারের নিকট ক্ষমা চাহিতে গেলেও সেই গোপন প্রেমতত্ত্বটি বাহির হইয়া পড়িবে। তাই সে অশ্রুকুমারের নিকট আসিতে পারিত না, অশ্রুকুমারের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত লোলুপ দৃষ্টি তাহার সন্ধান পাইত না।

কিন্তু কয়েক দিন পরে, একদিন সে অশ্রুকুমারের কক্ষে আসিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিরূপে ইহা ঘটিল, তাহা বলি। অশ্রুকুমার চিকিৎসকের উপদেশ অনুযায়ী বেলা দশটার সময় যে পথ্য আহার করিত, তাহা ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণী বিধবার স্পর্শযোগ্য নহে; এজন্য একটা পৃথক স্থানে সৌদামিনী উহা রন্ধন করিত; মাতা নিকটে দাঁড়াইয়া রন্ধন প্রণালী দেখাইয়া দিতেন; নিজে স্পর্শ করিতেন না। পরে রন্ধন শেষ হইলে, তিনি স্নানের পূর্ব্বে উহা অশ্রুকুমারের কক্ষে বহন করিয়া, স্নানান্তে শুচি হইতেন। আজ অশ্রুকুমার শয্যাত্যাগ করিয়া কিয়ৎকাল বারান্দায় ভ্রমণ করিতে সমর্থ হওয়ায় মাতা অত্যন্ত আনন্দিতা হইয়াছিলেন। কালীঘাটের কালীমাতার নিকট তিনি মানত করিয়াছিলেন যে, আবার যেদিন পুত্র রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া, ভ্রমণ করিতে সমর্থ হইবে, সেই দিন কালীঘাটে যাইয়া, ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা করিবেন। তদনুযায়ী তিনি শ্যামার মাকে সঙ্গে লইয়া কালীঘাটে পূজা দিতে গিয়াছিলেন। সে দিন আদালতে ডেপুটী বাবুর অনেক কায ছিল; তিনি সকালে সকালে আহার করিয়া আদালতে চলিয়া গিয়াছিলেন। বাটীতে আর কেহ ছিল না।

মাতার বাটী ফিরিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। বেলা দশটা বাজিয়া গেল। অশ্রুকুমারের আহারের সময় হইল। সৌদামিনী পথ্য প্রস্তুত করিয়া, মাতার আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া ছিল, কিন্তু আর বিলম্ব করা

চলে না। সে স্থির করিল, বামুন ঠাকুরের দ্বারা খাদ্যদ্রব্য অক্রকুমারের কক্ষে পাঠাইয়া দিবে। সৌদামিনী বামুন ঠাকুরকে আহ্বান করিল।

পাচক উড়িষ্যাদেশবাসী। খাদ্যদ্রব্য মধ্যে পাউরুটী দেখিয়া, সে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "দিদিমণি আমি ত পাউরুটী ছুঁতে পারব না; এ ছুঁলে আমার জাত যাবে।"

সৌদামিনীর মনে পড়িয়া গেল যে বামুন ঠাকুর কখনই পাউরুটী বা মংসভিম্ব স্পর্শ করে না। তবে সে কি উপায়ে অক্রকুমারকে খাদ্য প্রদান করিবে? যথা সময়ে আহার না পাইলে, কি জানি যদি আবার রুগ্ন হইয়া পড়েন? মিথ্যা লজ্জায় জড়ীভূতা হইয়া, সে কি রুগ্ন অতিথির প্রতি আপন কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিবে না? বালিকা আপন মনকে দৃঢ় করিল; স্থির করিল যে আজ নিজেই সে অক্রকুমারের সমক্ষে বাহির হইয়া তাহাকে পথ্য দিয়া আসিবে। ইহা স্থির করিয়া সে আপন কবরীবন্ধন ঠিক আছে কি না দেখিয়া লইল; বস্ত্র পরিধানে কোথাও কোন ত্রুটী আছে কি না তাহা সযত্নে পরীক্ষা করিল। পরে খাদ্যপূর্ণ স্থালী লইয়া ধীরে ধীরে অক্রকুমারের কক্ষে প্রবেশ করিল।

তাহার নীরব চরণক্ষেপের একটু মাত্র শব্দও কক্ষমধ্যে উত্থিত হয় নাই, তথাপি নিমীলিত নেত্রে অক্রকুমার কক্ষমধ্যে তাহার আবির্ভাবের কথা জানিতে পারিল কেন? বসন্তরাণীর নীরব চরণক্ষেপে পুষ্পকানন কেন প্রফুল্ল হইয়া উঠে? পূর্ণিমার শুভাগমনে বারিধির হৃদয় কেন উদ্বেলিত হয়? চুম্বক প্রস্তরে ঘর্ষিত লৌহখণ্ড যেমন অন্য লৌহখণ্ডকে আকর্ষিত করে, বুঝি বা সৌদামিনীর প্রেমনিকষিত হৃদয়ও অক্রকুমারের হৃদয়কে তেমনই আকর্ষণ করিতেছিল; পাবক যেমন পার্শ্ববর্ত্তী পবনকে আকর্ষণ করে, সৌদামিনীর হৃদয় নিহিত প্রেমাগ্নিও অক্রকুমারের প্রাণবায়ুকে তেমনই আকর্ষণ করিতেছিল।

অক্রকুমার ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিয়া, স্থির ও শান্ত দৃষ্টিতে সৌদামিনীকে নিরীক্ষণ করিল। সৌদামিনী সেই স্থির ও শান্ত দৃষ্টি দেখিল। সে কি দৃষ্টি! তাহা স্থির, অথচ তাহা হৃদয়মধ্যে একটা অস্থিরতা আনিয়া দেয়। তাহা শান্ত; অথচ তাহাতেই যেন সৌদামিনীর হৃদয় মধ্যে সহস্র বিজয় ঢক্কা নিনাদিত হইয়া উঠিল। নীল আকাশের মত সেই বিশাল দৃষ্টিতে সৌদামিনী দেখিল, দেবতাগণের সমস্ত করুণা নিহিত রহিয়াছে।

অক্রকুমার শয্যার উপর উঠিয়া বসিল, এখন সে অন্যের সাহায্য ব্যতীত বসিতে ও দাঁড়াইতে পারিত। সে শয্যায় বসিয়া আনতাননা সৌদামিনীকে কহিল, "আজ তুমি এসেছ? আমি তোমাদের বাড়ীতে এসে অবধি প্রতিদিন তোমাকে কত খুঁজেছি।"

সৌদামিনী আপন পদপ্রান্তে দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, "আমি খাবার নিয়ে এসেছি।"

অক্রকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "মা কোথায়?"

সৌদামিনী মৃদু কণ্ঠে কহিল, "মা কালীঘাটে পূজো দিতে গেছেন। এখনও ফিরে আসেন নি।"

অক্রকুমার কিছু চিন্তিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা কার সঙ্গে কালীঘাটে গিয়েছেন?"

সৌদামিনী খাদ্যের পাত্র মেঝেতে রক্ষা করিতে করিতে কহিল, "আমার মা তাঁর সঙ্গে গেছে; আর কোচবাক্সে প্রভাকর দাদা গেছে।" —এই বলিয়া সে স্থালীর নিকটে একখানি আসন বিছাইয়া দিল; এবং অক্রকুমারের দিকে আহ্বানসূচক দৃষ্টিপাত করিল।

অক্রকুমার শয্যাত্যাগ করিয়া আহার জন্য আসনে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমি এতদিন তোমাদের বাড়ীতে এসেছি, তুমি

একদিনও আমাকে দেখতে আসনি কেন? শুনলাম তুমি তোমার দাদামহাশয়ের সঙ্গে ডাক্তার দত্তের বাড়ীতে গিয়েছিলে; কিন্তু সেখানেও তুমি আমার সঙ্গে দেখা করনি কেন?"

এপ্রশ্নের উত্তর সৌদামিনী কি দিবে? সে কি বলিবে, "ওগো আমার বর, ওগো আমার সর্ব্বস্ব, আমি আমার হৃদয় নিহিত প্রেমের শ্রদ্ধার ভক্তিময় বোঝা লইয়া গতিশক্তিহীনা হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাই তোমার কাছে আসিতে পারি নাই।' ছি ছি, ওকথা কি সে বলিতে পারে? সে ব্রীড়ারাগে আরক্ত হইয়া আনতাননে কহিল, "আমার অন্যায় হয়েছে; আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।"

অক্রুকুমার পূর্ব্বে সৌদামিনীর অগ্নিশিখারূপিণী জ্বালাময়ী মূর্ত্তি দেখিয়াছিল; এক্ষণে দেখিল যে সে স্নিগ্ধ কুসুমদাম বিরচিতা মালার ন্যায় বক্ষে ধারণযোগ্য বিনম্র আকার ধারণ করিয়াছে। দেখিয়া সে সস্মিত মুখে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি হঠাৎ 'আপনি' হলাম কেন? তুমি আমাকে 'তুমি' বলবে; আর রোজ একবার এসে আমার সঙ্গে গল্প করবে; তবে আমি তোমাকে ক্ষমা করব। বল আসবে?"

সৌদামিনী শঙ্কিত লোচনে একবার অক্রুকুমারকে নিরীক্ষণ করিল; তাহার পর বলিল, "আসবো।"

অক্রুকুমার কহিল, "এসো; তোমার সঙ্গে কথা কইতে আমার বড় ভাল লাগবে। সেই—সেদিন, যেদিন তোমার ঘোড়াটা ভয় পেয়েছিল, আর গাড়ীখানা ফুটপাথের উপর উঠে আমার ঘাড়ে এসে পড়ল, সেদিন আমি কোথায় যাচ্ছিলাম জান? সেদিন আমি তোমারই কাছে আসছিলাম। আমার হাতে একটিও পয়সা ছিল না; তাই তার আগের দিন আমার খাওয়া হয় নি। আমি রাত্রে স্বপ্ন দেখেছিলাম যে তোমার

কাছে এলে, তুমি আমাকে খেতে দেবে, আর তোমাদের বাড়ীতে আশ্রয় দেবে। তাই তোমার কাছে আসছিলাম।"

কি কষ্ট! যে অনশনে থাকিয়া, অন্নপ্রাপ্তির আশায় তাহার নিকট আসিতেছিল, সৌদামিনী তাহাকেই গাড়ীর তলায় মর্দ্দিত করিয়াছিল! বাষ্পবেগে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। সে কথা কহিতে পারিল না। অশ্রুভারে নয়নদ্বয় পূর্ণ করিয়া ভাবিল; আজীবন অশ্রুকুমারের পদপ্রান্তে পড়িয়া থাকিলেও কি তাহার এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে?

অশ্রুকুমার সৌদামিনীর চক্ষে জল দেখিয়া কাতর হইয়া পড়িল। কাতর কণ্ঠে কহিল, "তুমি আমার কথা শুনে কাঁদলে কেন?"

সৌদামিনী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "আমার দোষে তুমি কি ভয়ানক কষ্টই পেয়েছ!"

অশ্রুকুমার বলিল, "তুমি কেঁদ না। তুমি কোন দোষই কর নি। ঘটনাচক্রেরও আমি নিন্দা করি না। এই ঘটনাচক্রই তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় করে দিয়েছে। আমি মনে মনে বুঝেছি, তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় না ঘটলে আমার জীবনটা অসম্পূর্ণ থেকে যেত। তোমার সঙ্গে পরিচয় না হলে আজ আমি আর আমার মা, তোমাদের হাতে যে যত্ন পাচ্ছি তা কোথাও কখনও পেতাম না। এমন যত্ন অত্যন্ত আপনার লোকও করতে পারে না। আমার কেবল মনে হয়, তুমি আমাদের অত্যন্ত আপনার লোক, যেন তোমার সঙ্গে আমার জন্ম জন্মান্তরের আত্মীয়তা আছে। আজ তুমি আমার কাছে এসেছ, আমার সঙ্গে কথা কয়েছ; তুমি জান না এতে আমার মনে কত আহ্লাদ হয়েছে—সুখের ধারায় আমার বুক যেন ভরে গেছে।"

সৌদামিনী মুগ্ধনেত্রে অশ্রুকুমারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "আমি তোমার কাছে রোজ আসবো।"

অক্রুকুমার কহিল, "আর আমার কাছে বসে আমার সঙ্গে গল্প করবে। দেখ, আমি এখন ভাল হয়ে উঠেছি, আর দু চার দিনের মধ্যেই দেশে ফিরব। কিন্তু তখন বার বার কলকাতায় এসে তোমার সঙ্গে দেখা করব,— দেখা না করে আমি থাকতে পারব না। তখনও তুমি আমার কাছে বসে গল্প কোরো।"

সৌদামিনী তাহার অনুরাগ রঞ্জিত নেত্রে অক্রুকুমারকে নিরীক্ষণ করিল; এবং ধীরে ধীরে কহিল, "আমি চিরকাল তোমার নিকট বসে গল্প করব। কিন্তু তুমি দু চার দিনের মধ্যে দেশে ফিরবে কেন? তোমরা এখন কিছুদিন এই কলকাতাতেই থাকবে। আমার দাদামশায় বলেছেন, তোমার জন্যে একটা চাকরী ঠিক করে দেবেন। তুমি চাকরী করবে; আর একটা ভাড়াটে বাড়ী নিয়ে মার সঙ্গে একত্রে বাস করবে। দুপুর বেলা তুমি কাযে চলে গেলে আমি মার কাছে গিয়ে তাঁকে আগলাব; আর তাঁর কাছে কাযকর্ম্ম শিখব। আমি এত দিন কেবল দুষ্টামিই করেছি; কাযকর্ম্ম কিছুই শিখি নি। এখন মার কাছে কায শিখতে হবে।"

অক্রুকুমারের মাতা জানিতেন যে সৌদামিনীর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে, আর কয়েক দিনের মধ্যেই তাহার বিবাহ হইবে। কিন্তু তিনি সে কথা অক্রুকুমারকে বলেন নাই—বলিবার কোন প্রয়োজনও ছিল না। সুতরাং অক্রুকুমার জানিত না যে সৌদামিনীর শীঘ্র বিবাহ হইবে। অতএব সে মনে করিল, সৌদামিনী সত্যই তাহার মাতার নিকট বহুকাল ধরিয়া কাযকর্ম্ম শিখিয়া লইতে পারিবে। কিন্তু তাহার মনে একটা সন্দেহ হইল, যদি ডেপুটি বাবু তাহাদের মত দরিদ্রের বাড়ীতে সৌদামিনীকে বেড়াইতে যাইতে না দেন! সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার দাদামশায় তোমাকে আমাদের বাড়ীতে যেতে দেবেন কেন?"

সৌদামিনী কহিল, "কেন দেবেন না? এ ত কোনও অন্যায় কায নয় যে তিনি বারণ করবেন। তা পরে আমি দাদামশায়কে জিজ্ঞাসা করে' ঠিক করে নেব। এখন খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, তুমি খেতে আরম্ভ কর।"

অশ্রুকুমার খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি যে রোজ 'রুটি' আর টোষ্ট খাই, তা কে তৈরী করে? বামুন ঠাকুর?"

সৌদামিনী কহিল, "না, বামুন ঠাকুর পাঁউরুটী ছোঁয় না।"

অশ্রুকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কে রাঁধে?"

সৌদামিনী বলিল, "মা দেখিয়ে দেন, আমি রাঁধি।"

অশ্রুকুমার প্রফুল্ল দৃষ্টিতে সৌদামিনীকে নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এত ছেলেমানুষ, তুমি কেমন করে রাঁধতে পার?"

সৌদামিনী বলিল, "আমি আর ছেলেমানুষ নই; আমার বয়স চৌদ্দ বছর হয়েছে। এই বয়সে অন্য মেয়েরা শ্বশুরবাড়ী গিয়ে কত কাযকর্ম্ম করে, কত আহ্লাদ পায়। আমি আলস্যে দিন কাটাতাম বলে মনে একটুও সুখ পেতাম না। এখন বুঝেছি, কাযই সুখ, আলস্যই দুঃখ।"

অশ্রুকুমার কহিল, "তুমি ঠিক বলেছ, সৌদামিনী, পরিশ্রমই দেহকে সবল ও সুস্থ রাখে, এবং মনকে অপবিত্র হবার অবসর দেয় না।"

অশ্রুকুমার ও সৌদামিনী যখন এইরূপে কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত ছিল, তখন মাতা ও শ্যামার মা কালীঘাট হইতে ফিরিয়া তাহাদিগকে তদবস্থায় দেখিয়াছিলেন। দেখিয়া মাতা কক্ষান্তরে যাইয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শ্যামার মাকে কহিলেন, "আমার যদি এমনই একটী পুত্রবধূ হত, তা হলে আমার অশ্রু চিরসুখী হত; আমার জীবনও সার্থক হত।"

শ্যামার মা। তুমি যদি বল, আমি এদের কাছে বিয়ের কথাটা তুলি।

অক্রূমাতা। তা হবার নয়।

শ্যামার মা। কেন, বিয়ে হবে না কেন?

অ-মাতা। তার অনেক কারণ আছে। একে ত অন্য পাত্রের সঙ্গে সৌদামিনীর বিয়ের সম্বন্ধ আগেই ঠিক হয়ে গেছে। এই অগ্রহায়ণ মাসের ১৪ই বিয়ে হবে; মাঝে আর মোটে সাতটি দিন আছে; এই রবিবারে তারা আশীর্ব্বাদ করতে আসবে। আমি শুনেছি, যার সঙ্গে সৌদামিনীর বিয়ে হবে, তিনি সুন্দর, বিদ্বান, আর খুব বড় জমিদার; তাঁর পাঁচটা হাতী আছে। তাঁকে ছেড়ে ডেপুটি বাবু অক্রূর সঙ্গে নাতনীর বিয়ে দেবেন কেন? অক্রূ নিতান্ত গরীব, সে কোনও পরীক্ষা পাশ করে নি, তার উপর আমরা কুলীন নই;—ডেপুটী বাবু পয়সা খরচ করে এমন পাত্র নেবেন কেন? তার পর দৈবক্রমে যদি সম্বন্ধ ভেঙ্গে যায়, আর ডেপুটি বাবু যদি দৈবক্রমে অক্রূর সঙ্গে নাতনীর বিয়ে দিতে চান, তা হলেও আমি তাতে হঠাৎ সম্মত হতে পারব না।

শ্যামার মা। কেন?

অ-মাতা। তুমি জান না শ্যামার মা, কিন্তু অক্রূর বিয়ে দেওয়া সম্বন্ধে আমার প্রতি আমার স্বামীর এক আজ্ঞা আছে। কোটালী-গ্রামের জমীদার দীনবন্ধু মুখুয্যের সঙ্গে আমার স্বামীর অত্যন্ত বন্ধুত্ব ছিল তা বোধ হয় তুমি জান।

শ্যামার মা। হ্যাঁ; তিনি একবার আমাদের রঙ্গণ ঘাটে এসেছিলেন তা আমার বেশ মনে আছে। সেবার দীঘিতে একটা প্রকাণ্ড মাছ ধরেছিলেন।

অক্রূমাতা। হ্যাঁ; তা আজ একুশ বাইশ বৎসর আগেকার কথা।

আমার বিয়ের পর সেই আমি তাঁকে প্রথম দেখলাম। আমার স্বামী অপেক্ষা তিনি বয়সে বড় বলে আমি তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি একশ টাকা দিয়ে আমাকে আশীর্ব্বাদ করলেন।

শ্যামার মা। তখনও তুমি অক্রুকে কোলে পাওনি?

অক্রুমাতা। না, তখনও অক্রু হয় নি। দীনবন্ধু বাবু মারা যাওয়ার এক বৎসর পরে অক্রুকে পেয়েছিলাম। তাঁর মরণ কালে আমার স্বামী তাঁদের কলকাতার বাড়ীতে এসেছিলেন। মরণকালে দীনবন্ধু বাবু তাঁর দুই ছেলেকে আর আমার স্বামীকে ডেকে বিশেষ করে অনুরোধ করেছিলেন যে, তাঁর আর আমাদের বংশ, একটা বিয়ে দিয়ে, যাতে চিরকালের জন্য দুই বংশই এক হয়ে যায় তার বিশেষ চেষ্টা করবেন। ছেলেদের বলে গিয়েছিলেন যে, তাদের যদি মেয়ে হয়, তা হলে তারা কুলীনের ধারা না মেনেও আমাদের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবে। আমার স্বামী তাঁর কাছে, তাঁর সেই মৃত্যুশয্যার পাশে বসে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, যদি তাঁর কখনও ছেলে বা মেয়ে হয়, তা হলে, সেই ছেলে বা মেয়ের সঙ্গে তাঁর পৌত্রী বা পৌত্রের বিয়ে দেবেন। এই রকম বিয়ে দেবার জন্যে আমার স্বামী মরণকালে আমাকে আজ্ঞা করে গিয়েছিলেন, তাই আমি ঠিক করে রেখেছি যে, অক্রুকুমারের বিয়ে দেবার আগে, স্বর্গীয় দীনবন্ধু বাবুর বংশের কে কোথায় আছেন, তার অনুসন্ধান করব। তাঁদের যদি বিয়ে দেবার মত কোন মেয়ে থাকে, আর তাঁরা যদি সেই মেয়ের সঙ্গে অক্রুকুমারের বিয়ে দিতে সম্মত হন, তা হলে, সেইখানেই অক্রুর বিয়ে দেবো। তাঁদের বংশে মেয়ে না থাকলে, অবশ্য আলাদা কথা।

শ্যামার মা। তাঁরা এখন কোথায় আছেন, তার সন্ধান পাবে কি করে?

অশ্রুমাতা। তাঁহাদের কলকাতার বাড়ীর ঠিকানা আমি লিখে এনেছি। আমি মনে করেছিলাম যে, যদি আমার ভাশুরের বাড়ীর সন্ধান না পাই, তা হলে, তাঁদের আশ্রয়ে গিয়ে অশ্রুকুমারের সন্ধান করব। তাই মনে করে ঠিকানাটা সঙ্গে এনেছিলাম। এখন এই ডেপুটী বাবুর বাড়ীতে থেকেই আমি দু একদিনের ভিতর অশ্রুকুমারকে সঙ্গে নিয়ে তাঁদের বাড়ীর সন্ধান নেব।

শ্যামার মা। সেই জমিদার বাবুর ছেলে মেয়ে কি ছিল?

অশ্রুমাতা। মেয়ে ছিল না; কেবল দুটি ছেলে ছিল। তাঁর মৃত্যুর আগে তারা বড় হয়েছিল; তাদের বিয়েও হয়েছিল। দুই ছেলের বিবাহের সময়ই আমার স্বামী কলকাতায় এসে তাঁদের বাড়ীতে ছিলেন। বড় ছেলের বিয়ে হয়েছিল পাবনায়, আর ছোট ছেলের বিয়ে হয়েছিল বর্দ্ধমানে। এত দিনে বোধ হয় তাদের অনেক ছেলে মেয়ে হয়েছে।

এই অথ্যায়িকার প্রথমভাগের চতুর্থ পরিচ্ছেদে আমরা সৌদামিনীর যে বংশপরিচয় প্রদান করিয়াছি, তাহা পাঠ করিয়া, তোমরা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছ যে, হেমচন্দ্রই সৌদামিনীর পিতা এবং দীনবন্ধু বাবুই সৌদামিনীর পিতামহ। হেমচন্দ্রের সহিত যখন সৌদামিনীর মাতার বিবাহ হইয়াছিল, তখন, ডেপুটী বাবু পাবনায় ছিলেন; পরে বদলি হইয়া শিয়ালদহ আদালতে আসিয়াছিলেন; এবং আরও কয়েক বৎসর পরে লালবাজারে পুলিশ কোর্টের চতুর্থ ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেছিলেন।

ভবিষ্যৎ রঙ্গমঞ্চের যবনিকা উত্তোলন করিয়া, যদি মাতা বিধাতা পুরুষের কার্য্যকলাপ দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন যে তিনি দীনবন্ধুর ও তাঁহাদের বংশকে মিলিত করিবার জন্য পরস্পরকে

পরস্পরের কত নিকটে আনিয়া ফেলিয়াছেন; বুঝিতে পারিতেন, নবপ্রস্ফুটিত পুষ্পের মত এই দুইটি নবীন প্রাণকে একসূত্রে বাঁধিবার জন্য বিধাতা তাঁহার অদৃশ্য রঙ্গালয় মধ্যে কি আশ্চর্য্য আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন; বুঝিতে পারিতেন, এই মিলনের জন্য দেবতা পুষ্পধন্বা, উভয়ের মনের মধ্যে কি আশ্চর্য্য আকর্ষণ আনয়ন করিয়াছেন।

অশ্রুকুমারের আহার শেষ হইলে, সৌদামিনী খাদ্য পাত্র সকল লইয়া নিম্নতলে আসিল। দেখিল, মাতা প্রত্যাগতা হইয়াছেন। মাতা আহার করিতে বসিলেন। সৌদামিনী তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া আহার করিতে লাগিল। কিন্তু অশ্রুকুমারের আগ্রহপূর্ণ কথাগুলি বার বার তাহার মনে উদিত হওয়ায়, প্রফুল্লতায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ এমন কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল যে, সে ভালরূপ আহার করিতে পারিল না। তাহা দেখিয়া মাতা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সৌদামিনী কোনও উত্তর দিতে পারিল না; কেবল তাহার কপোলদ্বয় সদ্যঃস্ফুট কোকনদের ন্যায় রক্তশোভা ধারণ করিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কদম্ ঝি।

রামতনু বাবুর গৃহিণী দেখিলেন যে তাঁহার দন্তহীনা বৃদ্ধা ঝি কাযকর্ম্মে বড়ই অবহেলা করিতেছে, এবং সে সর্ব্বদা বাড়ী ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া যায়। এজন্য তিনি তাহাকে বিদায় করিয়া দিয়া, তৎপরিবর্ত্তে একটি নূতন ঝি রাখিয়াছিলেন।

এই নূতন পরিচারিকার নাম 'কাদম্বিনী;—বাস্তবিক তাহার দেহটি বৈশাখী কাদম্বিনীর ন্যায় বিশাল ও ধূম্রবর্ণ। কিন্তু লোকে এই সার্থক নামের মহিমা বুঝিত না; তাহারা তাহাকে কদম্ ঝি বলিত। এখন কদম ঝির বয়স হইয়াছিল চত্বারিংশ বৎসর। কিন্তু ষোল বৎসর পূর্ব্বে সে আপনাকে চব্বিশ বৎসর বয়সের ষোড়শী মনে করিত। সেই সময় সে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে দাসীরূপে প্রবেশ করিয়াছিল; এবং তথায় ষোড়শীর ন্যায়, অবশিষ্ট যৌবনের সদ্ব্যবহার করিয়াছিল। কেদারনাথ ওরফে বেদার বাবু তখন প্রেমপথের নূতন পথিক। কদম ঝি কিছুকাল প্রেমিক বেদার বাবুর অনুগ্রহলাভ করিয়া, পরে তৎকর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিল। সেই অবধি সে কেদার বাবুকে দেখিলেই আক্রোশভরে, কুপিতা কালনাগিনীর ন্যায়, ফোঁস্ করিয়া উঠিত।

তোমাদের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, স্বামী কেদারেশ্বরের নামের সহিত ভ্রাতা কেদারনাথের নামের সৌসাদৃশ্য থাকায়, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের

তৃতীয় পক্ষের গৃহিণী ভ্রাতাকে কেদারনাথ না বলিয়া বেদারনাথ বলিতেন। তদনুযায়ী ভৃত্য ও পরিচারকগণ তাহাকে বেদার বাবু বলিয়া সম্বোধন করিত। এক পাচক কিছু ইংরাজি শিখিয়াছিল ; সে অন্যকে সংশোধন করিয়া বলিত, "বেদার নয়, বেদার নয়, ব্রাদার বাবু।"

ইতিপূর্ব্বে কেদারনাথ ভ্রাতৃদ্বয়কে লইয়া, খোলা ল্যাণ্ডো গাড়ীতে চড়িয়া, দুই চারিদিন রামতনু বাবু ও ডেপুটী বাবুর বাটীর সম্মুখস্থ রাস্তা দিয়া যাতায়াত করিয়াছিল। তখন রামতনু বাবু গৃহিণীকে ডাকিয়া, গবাক্ষের অন্তরালে থাকিয়া, হরিহরপুরের জমীদারদিগের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। গৃহিণী দুই এক দিন দেখিয়া, তাহাদিগকে বিলক্ষণ চিনিয়া লইয়াছিলেন। লোকের মুখ দেখিয়া তাহাদিগকে চিনিয়া রাখিতে গৃহকর্ত্তাদের অপেক্ষা গৃহস্বামিনীগণই সমধিক পারদর্শিনী।

যে দিন সৌদামিনী প্রথম অশ্রুকুমারের নিকট যাইয়া তাহাকে আহার করাইয়াছিল, সেই দিন দিবাবসানকালে রামতনুবাবুর গৃহিণী, কদম ঝিকে লইয়া দ্বিতলে শয্যাকক্ষ সকলের সংস্কার করিতেছিলেন। শয্যাকক্ষগুলি রাস্তার ধারে। কোন দ্রষ্টব্য মানব বা শকট সেই রাস্তা অতিক্রম করিয়া যাইলে, গৃহিণী ও কদম ঝি উভয়েই (কেন না, উভয়েই স্ত্রীলোক) কার্য্য ত্যাগ করিয়া গবাক্ষের নিকট যাইয়া, রাস্তায় দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া আপনাদের কৌতূহল নিবারণ করিতেছিলেন। সহসা তাঁহাদের নয়নতলে কেদারনাথের ল্যাণ্ডো গাড়ী আবির্ভূত হইয়া, ক্ষণকাল পরে অন্তর্হিত হইল। ঐ গাড়ীতে কেদারনাথ বসিয়া আপন কৃষ্ণশ্মশ্রুতে হাত বুলাইতে বুলাইতে, আপনার অসীম বুদ্ধির কথা ভাবিতেছিল। গাড়ীর উপরের চর্ম্মাবরণ উন্মুক্ত ছিল।

কেদারনাথকে দেখিয়া কদম ঝি চমকাইয়া উঠিল। তাহা লক্ষ্য

করিয়া গৃহিণী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কদম, তুই বাবুটিকে চিনিস্?"

কদম বলিল, "ওকে আবার চিনিনে? ও ত বেদার বাবু।"

গৃহিণী বিস্ময়াবিষ্টা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেদার বাবু?"

কদম বলিল, "হ্যাঁ, বেদার বাবু।—ঐ বড় বাড়ীর একাদশী চক্রবর্ত্তীর বড় শালা।"

গৃহিণী বলিলেন, "না না, তুই ভুল করছিস্। উনি বেদার বাবু নন; উনি কুমার কেদারনাথ রায় চৌধুরী—হরিহরপুরের জমীদার।"

কদমের মনে সেই ষোল বৎসর আগেকার ক্ষত জাগিয়া উঠিল; সে কিছু উত্তেজিত হইয়া কহিল, "হরিহরপুরের জমীদার? চৌদ্দপুরুষে কেউ জমীদার ছিল না। গরীবের ছেলে, ভগ্নীপতির ভাতে বরাবর মানুষ হয়েছে। তবে বল্‌তে পারিনে, মরণকালে যদি ভগ্নীপতি কোনও জমীদারী লেখাপড়া করে দিয়ে থাকে। কিন্তু ও যে বেদার বাবু তা ঠিক; আমি একাদশী চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে বারো বৎসর ধরে, রোজ ওকে আর ওর দুই ভাইকে দেখেছি, আমার কি ভুল হবার যো আছে মা?"

গৃহিণী তিন ভ্রাতাকেই দেখিয়াছিলেন এবং তাহাদের নামও অবগত ছিলেন। তিনি ভাবিলেন, কদম ঝি যাহাকে বেদার বাবু বলিতেছে, তাহারাও তিন ভাই, আর কেদার বাবুরাও তিন ভাই। সংখ্যার এই মিল দেখিয়া তাঁহার মনোমধ্যে কৌতূহল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই অন্য দুই ভাইয়ের নাম জানিস্?"

কদম বলিল, "ও মা! তা আর জানি নে? ঐ দাড়ীওয়ালা বেদার বাবুই বড় ভাই; মেজ ভাই অঘোর বাবু; আর ছোট ভাইয়ের নাম সুধীর বাবু—তার ফ্যাকাসে রং, গোঁপ দাড়ী কামানো, নাদুস্ নুদুস্ চেহারা, দেখতে মন্দ নয়। গিন্নী যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন ওরা

ভগ্নীপতির বাড়ীতেই ছিল, এ খবর আমি নিচ্যশ বলতে পারি। গিন্নী আজ চার বছর হল মারা গেছেন। গিন্নী মারা যাওয়ার পর অনেক রাঁধুনী বাম্‌নীর ও ঝিয়ের জবাব হল; আমিও চলে এলাম। এই চার বছরের খবর আমি ঠিক কিছু বল্‌তে পারিনে।"

গৃহিণী দেখিলেন যে কেদার বাবুর ভ্রাতাদের নামের ও চেহারার সহিত, কদম্ ঝির কথিত বেদার বাবুর ভ্রাতাদের নামের ও চেহারা মিল আছে। নামের ও চেহারার মিল দেখিয়া তাঁহার কৌতূহল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। তিনি কদম ঝিকে বার বার প্রশ্ন করিয়া বুঝিলেন যে কেদার বাবু ও বেদার বাবু একই ব্যক্তি; বেদার নামটা হয়ত ডাকনাম,—'ক' এর শুঁড়টি খসিয়া যওয়ার ঐ নামের উৎপত্তি হইয়াছে; নতুবা হিন্দুর ছেলের 'বেদার' নাম হয় না। কদম ঝি ডাক নামটাই জানে; উহার ভাল নাম কেদারনাথ; কদম ঝি তাহা জানে না। গৃহিণী আরও বুঝিলেন যে, ইহারা চারি বৎসর পূর্ব্বে হরিহরপুরের জমীদার ছিল না; কেবলমাত্র ভগিনীপতির অন্নভোজী শ্যালক মাত্র ছিল। গৃহিণী কালীঘটে ও রামতনু বাবুর মুখে শুনিয়াছিলেন যে হরিহরপুরে উহাদের অনেক সুকীর্ত্তি আছে;—তা পয়সা খরচ করিতে পারিলে চারি বৎসরেই অনেক দেব-দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিতে পারা যায় বটে। কিন্তু উহাদের একজন মুক্তহস্ত পুণ্যময়ী মাতা আছেন; কদম ঝি ত তাঁহার কোনও কথা বলিল না। অতএব গৃহিণী তাহাকে আবার প্রশ্ন করিলেন।

কদম ঝি বলিল, "না, না, ওদের মা নেই। আমি বারো বছর একাদশী চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে ছিলাম, কখনও ওদের মা থাকার কথা শুনি নি। গিন্নী বল্‌তেন, তাঁর বিয়ের আগেই তাঁর মা বাবা মারা গিয়েছিলেন।"

নিজের মুখ থেকে অনেক কথা শুনেছি। লোকটার স্বভাব জান কি, মা?—ও নিজের বুদ্ধির বড়াই করতে বড়ই ভালবাসে; নিজের বুদ্ধির দৌড় প্রমাণ করতে গিয়ে সে নিজের অনেক গোপন কথা প্রকাশ করে ফেলে। আবার যখন মদ খায়, তখন নিজের বুদ্ধির অহঙ্কারটা আরও বেড়ে যায়। এই অহঙ্কারটা আমাদের মত চাকর চাকরাণীদের কাছেই বেশী প্রকাশ পেত।"

গৃহিণী প্রশ্ন করিলেন, "মদও খায় না কি?"

কদম ঝি হঠাৎ নিজ পৃথুল গণ্ডে তাহার বামতালুর পৃষ্ঠভাগ সংলগ্ন করিয়া কহিল, "ও মা! মদ আবার খায় না? তিন ভাই, ঐ বিষয়ে কেউই কম নয়;—এ বলে আমায় দেখ্, ও বলে আমায় দেখ্।"

গৃহিণী বলিলেন, "মদ খায়? মাতাল? ভাগ্যিস্ তোর কাছে আজ সকল কথা শুনলাম, তাই এখন একটা প্রতিকারের উপায় হবে; তা না হলে একটা ভদ্রলোকের বড়ই সর্ব্বনাশ হয়ে যেত।"

কদম ঝি জিজ্ঞাসা করিল, "কার, কি হত মা?"

গৃহিণী বলিলেন, "তা পরে তুই সমস্তই শুনতে পাবি।"

কাদম্বিনীর এই দীর্ঘ কাহিনী শুনিয়া রামতনু বাবুর গৃহিণী মনে করিলেন যে, হয়ত এই কেদার বাবু আর হরিহরপুরের কুমার কেদারনাথ রায় চৌধুরী এক ব্যক্তি নাও হইতে পারে। কিন্তু এই কাহিনীটা অবিলম্বে তাঁহার স্বামীর কর্ণগোচর করা একান্ত আবশ্যক। কারণ যদি দৈবক্রমে কেদার বাবু ও কেদারনাথ বাবু একই ব্যক্তি হয়, তাহা হইলে তাহার মদ্যপায়ী ভ্রাতার সহিত সৌদামিনীর বিবাহ হইবার পূর্ব্বে ডেপুটি বাবুকে সতর্ক করিয়া দিতে হইবে। কদম ঝির কথাগুলো সত্য বলিয়াই তাঁহার প্রতীতি জন্মিয়াছিল; কেন না, এই স্থলে মিথ্যা

গল্প ঔপন্যাসিকের মত রচনা করিয়া বলিবার শক্তি একজন সামান্য ঝিয়ের মাথায় কোন মতেই থাকিতে পারে না।

গৃহিণী ত্বরায় গৃহ সংস্কার কার্য্য সমাধা করিয়া নিম্নতলে নামিয়া আসিলেন; এবং রামতনু বাবুর জন্য জলযোগের উদ্যোগ করিয়া, বহির্ব্বাটী হইতে তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

রামতনু বাবু অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, গৃহিণীর আগ্রহময় মুখ দেখিয়া বলিলেন, "আজ এত শীঘ্র জলখাবার জন্যে ডাকলে কেন?"

গৃহিণী কহিলেন, "শীঘ্র কোথায়? পাঁচটা বাজতে আর দেরী নেই।"

রামতনু বাবু বলিলেন, "তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে যে তোমার পেটে অনেকগুলি কথা জমেছে। তা শোনবার জন্যেই বোধ হয় অসময়ে এই জলযোগের উদ্যোগ করেছ?"

গৃহিণী বলিলেন, "হ্যাঁ, আজ এক অদ্ভুত কথা শুনেছি; তা তোমাকে শোনাব। তুমি জলখাবার খেতে ব'স।"

রামতনু বাবু জলখাবার খাইতে বসিলেন।

গৃহিণী, কাদম্বিনী কথিত কাহিনী আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন।

তাহা শুনিয়া রামতনু বাবুর মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "দেখ, এতদিন আমি কাউকেও বলিনি, কিন্তু এই হরিহরপুরের জমীদারদিকে আমি বরাবরই একটু সন্দেহের চক্ষে দেখেছি। যে দিন তারা কনে দেখতে এসেছিল, সেই দিনই আমি ডেপুটীবাবুকে আমার সন্দেহের একটু আভাস দিয়েছিলাম। আজ তোমার কাছে যা শুনলাম, তাতে আমার সন্দেহটা অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে। কাল সকালে আমি একাদশী চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে গিয়ে একটু বিশেষ সন্ধান নেব। তারপর ডেপুটী বাবুকে সকল কথা বলব।

হরিহরপুরের জমাদারেরা যদি একাদশী চক্রবর্ত্তীর শালা হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে ওদের কৌলীন্য মর্য্যাদা নেই। বংশজের সঙ্গে নাতনীর বিবাহ দিতে ডেপুটীবাবুর আপত্তি নাও থাকতে পারে; কিন্তু পাত্র যদি মাতাল বা কুচরিত্র হয়, তা হলে, কি করে তার সঙ্গে নাতনীর বিয়ে দেবেন? আর কদম ঝি যাকে তরঙ্গিণী বলছে সে যদি একটা নষ্টস্ত্রীলোক হয়, আর যদি সত্যিই মা সেজে কেদার বাবুদের বাড়ীতে বাস করে থাকে, তা হলে বুঝতে হবে, কোনও গূঢ় মন্দ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই তারা তাকে বাড়ীতে স্থান দিয়েছে। কাযেই একটু বিশেষ সন্ধান নেওয়া আবশ্যক। আজ সন্ধ্যার সময় আমি ডেপুটীবাবুর বাড়ীতে যাব, কিন্তু আজ আর তাঁর কাছে কথাটা পাড়ব না। কাল সন্ধান নিয়ে যদি বুঝতে পারি যে কদম ঝিয়ের কথা সত্যি, তখন তাঁকে সকল কথা খুলে বলব; আর এই বিয়ে যাতে স্থগিত হয়, তার চেষ্টা করব।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

আলেখ্যে পরিচয়।

অক্রকুমার যখন আপন শয্যাকক্ষে না থাকিত, তখন সৌদামিনী তাহাতে প্রবেশ করিয়া, তাহা সযত্নে পরিস্কৃত ও সজ্জিত করিত। আজ সে কতকগুলি সুদৃশ্য পুষ্পপল্লব সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। ঐ পুষ্পপল্লবে লোচনানন্দ গুচ্ছ প্রস্তুত করিয়া সে একটি স্ফটিকনির্ম্মিত রক্তবর্ণ পুষ্পাধারে সজ্জিত করিল;—রক্তবর্ণ পুষ্প পাত্র সুন্দর পুষ্পগুচ্ছ পাইয়া, হাস্যময়ী যুবতীর রক্তাধরের মত হাসিয়া উঠিল। শয্যাপার্শ্বস্থ টেবিলটি উত্তমরূপে মার্জ্জিত করিয়া সৌদামিনী পুষ্পপাত্রটি তাহার উপর রক্ষা করিল। আলেকজান্ড্রা ও সৌদামিনীর দাদামহাশয় অক্রকুমারের জন্য কতকগুলি পরিধেয় ক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন; পরিচ্ছদ বস্ত্রগুলি সৌদামিনী আলনায় গুছাইয়া রাখিল। অক্রকুমারের শয্যাটি সৌদামিনী সযত্নে সংস্কৃত করিল। সৌদামিনী কি ভাবিয়া সেই শয্যার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কেহ কোথাও তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে কি না। তাহার পর, সে অক্রকুমারের উপাধানটি লইয়া আপন ক্রোড়ে রাখিল; উপাধান-গাত্রে আদরে আপন সুকোমল হস্ত বুলাইয়া দিল।—ইহাতে সে কি আনন্দ লাভ করিল, তাহা প্রেমিকাগণ ব্যতীত আর কেহ বুঝিতে পারে না।

ঐ কক্ষের গবাক্ষ নিম্নে রাস্তা দিয়া কাহার গাড়ী চলিয়া গেল। শকটারোহী ব্যক্তির গাত্রবস্ত্রে তীব্র গন্ধদ্রব্য অনুলিপ্ত ছিল, তাহার তীক্ষ্ণ গন্ধ সৌদামিনীর নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। সৌদামিনী গবাক্ষের

দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই বুঝিতে পারিল যে উহা সুধীরনাথের গাড়ী। ঘৃণায় তাহার নাসারন্ধ্র স্ফীত হইয়া উঠিল। অক্রুকুমারের উপাধানটি আপন বক্ষের নিকট আরও টানিয়া লইল;—সেই বক্ষে অক্রুকুমার ব্যতীত আর কাহারও স্থান ছিল না। প্রেমের প্রবল প্রবাহে গজবাজি-সমন্বিত, উৎসব-ঐশ্বর্য্যময় হরিহরপুর ও তাহার সৌরভময় জমীদার, তুচ্ছ তৃণখণ্ডের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া গিয়াছিল। সেই প্রণয়-তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে সৌদামিনীর বিলাস-বাসনা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে আপন মনে স্থির করিয়াছিল যে অক্রুকুমার ছাড়া আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না; অক্রুকুমারের নিকট সে যে অপরাধ করিয়াছিল, আজীবন তাহার পদসেবা করিয়া সে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে চায়। অক্রুকুমারকে বিবাহ করিয়া, এবং তাহার ও তাহার মাতার পরিচর্য্যা করিয়া সে আপন জীবনকে ধন্য করিবে। দরিদ্রের ন্যায় সামান্য গৃহে বাস করিয়া, সে স্বামিসেবার পবিত্র আস্বাদ গ্রহণ করিবে। কিন্তু কিরূপে সে তাহার দাদা মহাশয়ের নিকট অক্রুকুমারকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত করিবে? কথাটা ভাবিতে লজ্জায় তাহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। ছি ছি! তাহার বড় লজ্জা করিবে; সে কখনই তাহার দাদামহাশয়ের নিকট সে প্রস্তাব করিতে পারিবে না।

উপাধানটি বক্ষে লইয়া, সৌদামিনী সুখপূর্ণ হৃদয়ে কক্ষের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল। দেখিতেছিল কোথাও কোন দ্রব্য অপরিষ্কৃত বা বিশৃঙ্খল আছে কি না, কোথাও কোনও দ্রব্যের অভাব আছে কি না। সৌদামিনী দেখিল, কক্ষভিত্তিগাত্রে কেবল মাত্র চারিখানি আলেখ্য লম্বিত আছে; আরও দুই চারিখানি চিত্র লম্বিত করিতে পারিলে কক্ষের শোভা কিছু বর্দ্ধিত করিতে পারা যায়। প্রথমে সে

মনে করিল যে তাহার প্রভাকর দাদাকে বলিয়া বাজার হইতে কয়েকখানি চিত্র ক্রয় করিয়া আনিবে। পরক্ষণে তাহার মনে পড়িয়া গেল যে, তাহার স্বর্গগতা মাতার একটি পুরাতন পেটক মধ্যে কতকগুলি ফ্রেমে বাঁধা আলোক-চিত্র আছে। সে মুহূর্ত্তমধ্যে ঠিক করিয়া ফেলিল যে চিত্রগুলি ঝাড়িয়া মুছিয়া, কক্ষগাত্রে লম্বিত করিয়া দিবে। সে অশ্রুকুমারের উপাধানটি শয্যায় সযত্নে স্থাপিত করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল; এবং শীঘ্র আপন কক্ষে আসিয়া; আলমারী হইতে চাবির গুচ্ছ লইয়া মাতার পেটকটি খুলিয়া ফেলিল। পেটকমধ্যে চারিখানি চিত্র ছিল।

প্রথম চিত্রখানি সৌদামিনীর পিতার। সৌদামিনী সেই ছবিখানি তুলিয়া আপন মস্তকে স্পর্শ করিল। এই প্রথমে সে পিতার আলেখ্যের প্রতি ভক্তিমতী হইয়াছে। পুষ্পমধ্যে যখন মধু সঞ্চারিত হয়, তখন তাহা সৌন্দর্য্যে ও সৌরভে পূর্ণ হইয়া উঠে; রমণীহৃদয়ে যখন মধুময় প্রেম প্রবেশ করে, তাহাও ভক্তির সৌন্দর্য্যে ও শ্রদ্ধার সৌরভে পূর্ণ হইয়া উঠে।

দ্বিতীয় চিত্রখানি তাহার পিতামহের। সৌদামিনী তাহাও আপন ললাটে স্পর্শ করিল।

তৃতীয় চিত্রখানি কোনও ভদ্র ব্যক্তির; কাহার, তাহা সৌদামিনী অবগত ছিল না। এ বিষয়ে তাহার দাদামহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন সদুত্তর প্রাপ্ত হয় নাই।

চতুর্থ চিত্রখানিতে, তাহার পিতার পার্শ্বে তাহার মাতা তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন;—সে তখন ছয় মাসের শিশু।

ছবিগুলির নিম্নে সৌদামিনী দেখিল, কতকগুলি জীর্ণ বস্ত্র রহিয়াছে। ছবি মার্জ্জনা করিবার জন্য সে একখানি জীর্ণ বস্ত্র তুলিয়া লইল। দেখিল,

ঐ বস্ত্রের নিম্নে অনেকগুলি পুরাতন পত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। একখানি পত্রের আবরণ পড়িয়া সৌদামিনী বুঝিল যে, তাহার দাদা মহাশয় ঐ পত্রখানা পাবনা হইতে কলিকাতায় তাহার মাতাকে লিখিয়াছিলেন; মাতা তখন কলিকাতায় শ্বশুরবাড়ীতে ছিলেন; দাদা মহাশয় তখন পাবনার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। সৌদামিনী আর একখানি পত্র লইয়া তাহার আবরণ পরীক্ষা করিয়া, সেখানি তাহার মাতাকে কে লিখিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিল না; তখন আবরণের ভিতর হইতে পত্রখানা বাহির করিয়া উহা পাঠ করিল; বুঝিল যে উহা তাহার পিতা কলিকাতা হইতে তাহার মাতাকে লিখিয়াছিলেন; মাতা তখন পাবনায় দাদামহাশয়ের নিকট ছিলেন। সে আরও কয়েকখানি লিপি পরীক্ষা করিল। সমস্ত লিপিগুলিতে কি লেখা আছে, তাহা জানিবার জন্য তাহার মনের মধ্যে একটা কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে স্থির করিল যে আহারাদির পর দ্বিপ্রহরে স্থির চিত্তে সমস্ত পত্রগুলি পাঠ করিয়া দেখিবে; হয়ত ঐ পত্রগুলি দেখিলে, সে তাহার বাপ মা সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিবে। ইহা মনে করিয়া, সে লিপিগুলি পেটকমধ্যে গুছাইয়া রাখিল; এবং আলেখ্যগুলি বস্ত্রদ্বারা মার্জ্জিত করিয়া পুনরায় অক্রকুমারের কক্ষে প্রবেশ করিল।

আলেখ্যগুলি কক্ষপ্রাচীরে যথাযথ স্থানে লম্বিত করিয়া, সৌদামিনী প্রফুল্লচিত্তে কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিল। কক্ষবায়ুতে কি জানি কি উন্মাদনা ছিল; প্রতি নিশ্বাসে তাহা গ্রহণ করিয়া তাহার হৃদয় আবেগে পূর্ণ হইয়া উঠিল; তাহার প্রত্যেক অঙ্গ এক অভিনব পুলক ভরে কাঁপিতে লাগিল; তাহার গণ্ডস্থল যেন তড়িৎ প্রবাহে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সেই আবেগ প্রশমিত করিবার জন্য সে আবার অক্রকুমারের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিল;

আবার অশ্রুকুমারের উপাধানটি ক্রোড়ে লইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল।

সহসা সেই কক্ষে অশ্রুকুমার প্রবেশ করিল। সেখানে আপন শয্যায় সৌদামিনীকে উপবিষ্টা দেখিয়া, তাহার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল।

অশ্রুকুমারকে সমাগত দেখিয়া সৌদামিনী মহা অপরাধিনীর ন্যায়, উপাধানটী শয্যায় স্থাপিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রক্তালোক প্রতিফলিত দেবী প্রতিমার ন্যায়, তাহার মুখমণ্ডলে রক্ত আভা ফুটিয়া উঠিল; বসন্তপবনান্দোলিত নব ব্রততীর ন্যায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ আবেগভরে দুলিতে লাগিল। লজ্জাসঙ্কোচে আপন দৃষ্টি আপন পদপ্রান্তে নিবদ্ধ রাখিয়া সে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

সেই লজ্জাসঙ্কুচিত অথচ দীপ্যমান বরদেহ অবলোকন করিয়া অশ্রুকুমার প্রফুল্লমুখে কহিল, "তুমি ব'স। আমি জুতো পরতে এসেছি মাত্র। জুতো পরেই এখনই চলে যাব। মনে করেছি আজ একবার ডাক্তার দত্তের বাড়ীতে যাব। তাঁরা আমাকে যে রকম যত্ন করেছিলেন, তার জন্যে তাঁদের কাছে আমার চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।"

সৌদামিনী একটি কথাও কহিতে পারিল না; কিন্তু বসিল না, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

অশ্রুকুমার জুতা পরিধান করিতে করিতে হঠাৎ কক্ষগাত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া চমকাইয়া উঠিল। কহিল, "এ কি! এখানে আমার বাবার ছবি কেমন করে এল? এই যে তাঁর বন্ধু দীনবন্ধু বাবুরও ছবি এখানে রয়েছে। সৌদামিনী, এ সকল ছবি এখানে কোথা থেকে এল?"

সৌদামিনী একবার মাত্র সভয়ে অশ্রুকুমারের দিকে নেত্রপাত করিল। দেখিল, আগ্রহপূর্ণ লোচনে অশ্রুকুমার তাহার দিকে চাহিয়া

রহিয়াছে। দেখিয়া তাহার রক্তোৎপল-প্রতিম গণ্ড আরও আরক্ত হইয়া উঠিল। সে তাহার দৃষ্টি আনত করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "এ ঘরে ছবি কম ছিল বলে' এই ছবিগুলি আমি টাঙিয়ে দিয়েছি।"

অক্রকুমার আগ্রহান্বিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এই ছবিগুলি কোথায়, কার কাছে পেলে?"

সৌদামিনী কহিল, "এগুলি আমার মার বাক্সে ছিল। ঐ খানি আমার ঠাকুরদাদা মহাশয়ের ছবি।"

অক্রকুমার আগ্রহভরে সৌদামিনীকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, "তুমি দীনবন্ধু বাবুর পৌত্রী? ঠিক এই ছবির মত, কিন্তু এর চেয়ে অনেক বড় তাঁর একখানি ছবি আমাদের রঙ্গণঘাটের বাড়ীতে আছে। দীনবন্ধু বাবু আমার বাবার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, তিনি আমাদের রঙ্গণঘাটের বাড়ীতে অনেক বার গিয়েছিলেন। তুমি দীনবন্ধু বাবুর পৌত্রী এ কথা জানতে পারলে আমার মার আহ্লাদের সীমা থাকবে না। আর ঐ ছবিখানি আমার বাবার!"

সৌদামিনী কহিল, "আমি তা আগে জানতাম না; দাদা মহাশয়ও জানতেন না।"

অক্রকুমার অন্য চিত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "এই ছবিখানি কার?"

সৌদামিনী কহিল, "ঐখানি আমার বাবার ছবি। আর এই ছবিখানিতে আমার মা, বাবার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আর আমি মার কোলে রয়েছি।"

অক্রকুমার কহিল, "মাকে এই ছবিগুলি এখনই দেখাতে হবে। মা কোথায়?"

সৌদামিনী কহিল, "তিনি নীচে আছেন। আমি তাঁকে ডেকে দিব কি?"

অক্রুকুমার কহিল, "হ্যাঁ, তাঁকে ডেকে দাও।"

সৌদামিনী অক্রুকুমারের প্রতি সভ্রমশঙ্কিত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া, মাতাকে ডাকিবার জন্য ত্বরিত পদে নিম্নে চলিয়া গেল।

অক্রুকুমার কক্ষমধ্যে একাকী বসিয়া ভাবিতে লাগিল। দীনবন্ধু বাবুর পৌত্রীকে বিবাহ করিবার জন্য তাহার প্রতি তাহার পিতার আদেশ ছিল, এ কথা সে বার বার তাহার মাতার নিকট শুনিয়াছিল; এই ত ভগবান তাহাকে দীনবন্ধু বাবুর পৌত্রীর নিকটে আনিয়া দিয়াছেন; স্বর্গের সুধাপাত্র তাহার ওষ্ঠের কাছে ধরিয়াছেন। সে কি এই সুধা পান করিতে পারিবে না? না না, তাহার উপায় নাই। দুইদিন পূর্ব্বে সে ডেপুটী বাবুর নিকট শুনিয়াছিল যে সৌদামিনীর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে; হরিহরপুরের ধনবান, সুন্দর ও কৃতবিদ্য জমীদারের সহিত তাহার বিবাহ হইবে। তাহার ন্যায় দীন বিত্তহীনের সহিত সৌদামিনীর বিবাহ ঘটিবার কোনও আশাই নাই। রাজমুকুটের রত্ন ভগবান তাহাকে দিবেন কেন? হায় ভগবান, তবে এ উজ্জ্বল রত্ন তুমি অক্রুকুমারকে দেখাইলে কেন? তুমি অক্রুকুমারের অন্তরমধ্যে সৌদামিনীর রূপশিখা জ্বালিয়া দিলে কেন? ভোগবতীর প্রবাহের ন্যায়, তাহার হৃদয়-নিভৃতে যে প্রেম প্রবাহিত হইতেছিল, সৌদামিনীকে দীনবন্ধু বাবুর পৌত্রী জানিয়া, আজ তাহা শত ধারায় উৎসারিত হইয়া উঠিল। কিন্তু হায়! উপায় নাই, উপায় নাই।—আগামী কল্য সৌদামিনীর গাত্রহরিদ্রা। আরও দুই দিন পরে, হরিহরপুরের জমিদারের সহিত তাহার বিবাহ হইয়া যাইবে। অক্রুকুমার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল, "আহা! তাই হোক। গরীব

আমার নিকট, আদরিণী কি পাইত? সেখানে ঐশ্বর্য্যময়ী জমীদার গৃহিণী হইয়া, সে সকল সুখের অধিকারিণী হইবে; স্বামীর রূপ ও বিদ্যার গৌরবে তাহার হৃদয়খানি পুলকে পূর্ণ হইয়া থাকিবে।"

মাতা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সৌদামিনী তাঁহার সহিত আসিতে পারে নাই; বার বার সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে সাহস করে না। মাতাকে দেখিয়া অক্রূকুমার কহিল, "দেখ মা, এঁদের বাড়ীতে কার ছবি রয়েছে!"

পুত্রের নির্দ্দেশ মত মাতা ছবিগুলি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সকল ছবি এখানে এল কেমন করে?"

অক্রূকুমার কহিল, "দীনবন্ধু বাবু সৌদামিনীর পিতামহ। এই ছবিখানি সৌদামিনীর বাপের; আর এই ছবিখানিতে সৌদামিনী ও সৌদামিনীর মা বাবা তিনজনই আছে।"

মাতা কহিলেন, "সৌদামিনী দীনবন্ধু বাবুর নাতনী? তা হলে সে ত আমাদের পর নয়। তোমার বাবা মৃত্যুকালে আমাকে একটা প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন; সেই প্রতিজ্ঞার কথা আমি তোমাকে অনেকবার বলেছি।"

অক্রূকুমার বিষণ্ণ মুখে বলিল, "কিন্তু মা, তুমি ত জান, সৌদামিনীর বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেছে; কাল তার গায়ে হলুদ।"

মাতা অক্রূকুমারের বিষণ্ণ মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "কোথায় বিয়ে হলে কোন্ মেয়ে সুখী হবে, তা বিধাতা ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না। তোমার সঙ্গে সৌদামিনীর বিয়ে হলে, সে ধনরত্ন পাবে না বটে; কিন্তু ধনরত্নের চেয়ে যা বড়, সে তা পাবে—সে আমাদের সমস্ত ভালবাসা পাবে। যা হোক আমি আজই একবার ডেপুটী বাবুকে বলবো।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

যদুর কীর্ত্তি।

অক্রুকুমারের মাতা যখন শিয়ালদহে ডেপুটী বাবুর বাটীতে চিত্রদর্শনে নিযুক্ত ছিলেন, অক্রুকুমার যখন মাতাকে অপরিচিত চিত্রগুলির পরিচয় প্রদান করিতেছিল, সেই সময় ভবানীপুরে হরিহরপুরের "জমীদার" বাটীতে কেদারনাথ গাত্রহরিদ্রার দ্রব্যাদি সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতেছিল। যদুর হাতে দশখানি একশত টাকার নোট গণিয়া দিয়া কেদারনাথ কহিল, "দেখ যদু, আমাদের হাতে টাকা এখন বড়ই কম পড়ে গিয়েছে। এই এক হাজার টাকাতেই গাত্রহরিদ্রার খরচটা চালিয়ে নিতে হবে।" বলিয়া কেদারনাথ পকেট হইতে একটা ফর্দ্দ বাহির করিয়া যদুর হাতে দিল।

যদুর স্বরূপ বর্ণনায় আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তাহার মুখবিবর প্রায় কখনও হাস্যরসে কলুষিত হইত না; এবং সেই মুখবিবর হইতে অতি অল্পসংখ্যক বাক্যই বহির্গত হইত। কিন্তু আজ সাত আট দিন ধরিয়া তাহার কি হইয়াছিল ভগবানই জানেন, সে হাস্যহীন মুখকে আরও বিমর্ষ করিয়া রাখিয়াছিল, এবং বাক্যকথন প্রায় বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। কেদারনাথের হস্ত হইতে প্রথমে নোটগুলি, পরে ফর্দ্দটি নীরবে গ্রহণ করিয়া, সে ফর্দ্দটী একবার নীরবে পাঠ করিয়া কহিল, "এ সব জিনিষ হাজার টাকাতেই হবে। কিন্তু এতে মাছ, তেল, সন্দেশ, ক্ষীর হবে না।"

কেদারনাথ যদুর অতিরিক্ত বিমর্ষতা লক্ষ্য করিল না। সে কহিল,

"তেল, সন্দেশ, ক্ষীর, দই, মাছ, তরকারি এ সবের ব্যবস্থা তোমাকে কিছুই করতে হবে না। সে সকল ব্যবস্থা আমরা আগে করে রেখেছি। ঐ সব জিনিসের বায়না দেবার জন্তে, কাল সন্ধ্যাবেলা আমরা বিধুভূষণ গোস্বামীকে দু'শ টাকা দিয়েছি; আর বলে দিয়েছি যে বাকী টাকা জিনিষ পেলে পরে দেব।"

যদু কেদারনাথের কথার কোনও উত্তর দিল না; নোট কয়েকখানা ও ফর্দ্দটা আপনার চাপকানের পকেটে রাখিয়া নীরবে চলিয়া গেল। যাইবার সময় সে তাহার দৃঢ়বদ্ধ দন্তগুলি নিষ্পেষিত করিল; তাহার ক্ষুদ্র চক্ষুর্দ্বয় দুইটা অগ্নিগোলকের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল; তাহার কুঞ্চিত ললাটে একটা কৃষ্ণছায়া পতিত হইল।

কিন্তু কেদারনাথ তাহার এই ভাব লক্ষ্য করিল না। সে নিজ কৃষ্ণশ্মশ্রুতে আপন মনে হাত বুলাইতে বুলাইতে ভাবিতে লাগিল যে, এইবার তাহার কৌশলজাল গুটাইবার সময় হইয়াছে; এইবার উহা গুটাইতে পারিলেই দুই কোটি টাকা তিন দিন মধ্যে তাহার হস্তগত হইবে। দুই কোটি টাকা! দুই কোটি টাকাতে কত হাস্যময়ী রমণীর মধুময় প্রেম ক্রয় করিতে পারা যাইবে। দুই কোটি টাকার পদতলে কত কত সুখ্যাতি আসিয়া প্রণত হইয়া পড়িবে। দুই কোটি টাকার ঔজ্জ্বল্যে তাহার দেহলাবণ্য কত বাড়িয়া যাইবে; তাহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি সূর্য্যরশ্মিস্নাত তরবারির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে। দুই কোটি টাকাতে কত শত চিরাকাঙ্ক্ষিত বাসনা পূর্ণ হইবে। কেদারনাথ বাসনা সাগরে অহরহ ভাসিতেছিল। বাসনার বিচিত্র তরঙ্গে তাহার মনোমরাল অহরহ নৃত্য করিতেছিল।

হায় মানুষের বাসনা! চিরকাল তাহা বাসনাই থাকিয়া যায়, তাহা কখনও পূর্ণ হয় না! মানুষ যাহা চায়, বিধাতা যদি তাহাই

প্রদান করিতেন, তাহা হইলে, এতদিন কি আমাদের এই পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকিত? তাহা হইলে স্বর্গ কি দেবতাগণের আবাসভূমি থাকিত? তাহা হইলে বিধাতা নিজেই বিলুপ্ত হইয়া যাইতেন;—কেন না বিধাতৃত্ব না পাইলে, মানবের বাসনা কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিত না।

কেদারনাথ কিছুকাল সুখস্বপ্নে অতিবাহিত করিয়া অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিল, এবং পুণ্যময়ী মাতাঠাকুরাণীর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, কোন্ কোন্ দাসদাসী কিরূপ পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া, ডেপুটী বাবুর বাটীতে গাত্রহরিদ্রা বহন করিবে। স্থির হইল যে দাসীগণের পরিধানে তসর শাড়ী, বাম হাতে অনন্ত ও গলায় বিছাহার থাকিবে, আর ভৃত্যগণের মাথায় হরিদ্রা রঙের পাগড়ী, পরিধানে হরিদ্রা রঙের বস্ত্র, এবং গায়ে লাল বনাতের আচকান থাকিবে; আর দ্বারবানেরা ভাল জরির পোষাক পরিয়া যাইবে। এই সকল সজ্জা কোথায় ভাড়া পাওয়া যাইবে কেদারনাথ আগেই তাহার অনুসন্ধান লইয়াছিল। এক্ষণে সে ঐ সকল দ্রব্য আনয়নের জন্য লোক পাঠাইয়া দিল।

গাত্রহরিদ্রা ও আনুসঙ্গিক দ্রব্যাদি পাঠাইবার বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া, কেদারনাথ আনন্দিত চিত্তে স্নানাহার সম্পন্ন করিল, এবং দিবাবসানের পূর্ব্বে গাত্রহরিদ্রার সমস্ত দ্রব্য বাটীতে সংগৃহীত হইবে, এই বিশ্বাসে বক্ষ স্ফীত করিয়া, তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে, দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামলাভ জন্য আপন শয়নকক্ষে মন্থরগমনে প্রবেশ করিল।

কেদারনাথের পর, অঘোরনাথ ও সুধীরনাথ একত্রে আহার করিল। জ্যেষ্ঠের অনুকরণে, অঘোরনাথ বিশ্রামজন্য আপন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল; এবং সেখানে একখানি উপন্যাস হস্তে লইয়া শয্যায়

আশ্রয় গ্রহণ করিল। সুধীরনাথের ধমনীতে যৌবনের তপ্ত রক্ত প্রবাহিত হইতেছিল; তাহার বিশ্রাম আবশ্যক ছিল না। সে কিছু হুইস্কি পান করিয়া এবং পকেটে একটি হুইস্কির ফ্লাস্ক লইয়া মধ্যাহ্ন বিহারে বাহির হইল।

কিন্তু অল্পকাল মধ্যে মহাভয়ের কৃষ্ণছায়া আপন মুখমণ্ডলে মণ্ডিত করিয়া সুধীরনাথ গৃহে প্রত্যাগত হইল; এবং অতি শীঘ্র কেদারনাথের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া, তাহার দিবানিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইয়া ভয়ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল, "এই—বড়দাদা, এই—শীঘ্র ওঠ। এই—সব মাটী।"

কেদারনাথ ভ্রাতার কণ্ঠস্বর শুনিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিল। আপন কৃষ্ণশ্মশ্রুতে হাত বুলাইয়া, একবার হাই তুলিয়া, তিনটি তুড়ি দিয়া, ভ্রাতার ভয়বিস্ফারিত লোচন লক্ষ্য করিয়া কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্নচিত্তে জিজ্ঞাসা করিল "ব্যাপার কি? কি হয়েছে?"

সুধীরনাথ কহিল, "এই—যদুকে—এই পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়েছে।"

পার্শ্বের ঘরে অঘোরনাথ শুইয়া উপন্যাস পাঠ করিতেছিল। সুধীরের কথাটা তাহার কাণে গেল। সে তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করিয়া কেদারনাথের কক্ষে আসিয়া কহিল, "কেন?"

সুধীরনাথ কহিল, "আমি—এই—পাড়ায় শুনে এলাম, যে এই অপরাধটা নাকি—এই যদু আপনিই—এই—স্বীকার করেছে।"

কেদারনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কি অপরাধ স্বীকার করলে? এমন বোকাও ত কখন দেখিনি;—অপরাধ প্রমাণ [illegible]তে হলে পুলিশের দশ হা[illegible] বেরিয়ে পড়ত।"

সু[illegible]ল, "পুলিশের কাছে—এই যদু—এই স্বীকার করেছে, [illegible]টা লোককে খুন করেছে।"

কেদারনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "বল কি ? একেবারে খুন করেছে ?"

সুধীরনাথ কহিল, "হাঁ, শুনলাম—এই—পুরুষটার—এই মাথাটা এই গর্দ্দান থেকে—এই—একেবারে এই—আলাদা হয়ে গেছে। আর—এই—মাগীটার নরম বুকে—এই চক্চকে ছোরাখানা একেবারে এই—আধ হাত ঢুকে গেছে।"

কেদার জিজ্ঞাসা করিল, "এই পুরুষ আর মেয়েমানুষ কে ?"

সুধীরনাথ কহিল, "যদুর একটা—এই—মেয়েমানুষ ছিল,—তুমি ত—এই—জান বড়দাদা।"

কেদারনাথ কহিল, "হাঁ হাঁ, জানি একটা কালো আধবয়সী মেয়েমানুষকে পরিবার বলে' নিজের বাসাবাড়ীতে রেখেছিল।"

সুধীরনাথ কহিল, "যদু—এই—সেই মাগীরই—এই—বুকে—এই এই আধ হাত ছোরা বসিয়ে দিয়েছে।"

অঘোরনাথ কহিল, "বাবা! একেই বলে, নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ। যদুর এই কাযটাতে, বড়দা, আমাদের কিন্তু সর্ব্বনাশ হবে! আমাদের সব মতলব উইধরা বাঁশের মত একেবারে মাটী হয়ে যাবে।"

কেদারনাথ কহিল, "একটু বুদ্ধি খেলাতে পারলে, আমরা সব সামলে নিতে পারব। কেন, যদু খুন করেছে ত আমাদের কি? কোনও জমীদারের ম্যানেজার কি আপনার স্ত্রীকে খুন করে না? কোনও ম্যানেজারের স্ত্রী কি কুলটা হয় না? যদু যদি তার কুলটা কালো স্ত্রীকে খুন করে থাকে, তাতে আমাদের দোষ কি?"

সুধীরনাথ কহিল, "তুমি তাকে—এই—বোধহয়, দেখনি, বড় দাদা। মাগীটা—এই কালোই হ'ক—আর—এই—বুড়োই হ'ক

এই দেখতে কিন্তু—এই মন্দ ছিল না। বেশ, নরম—নরম—এই চেহারাটা ছিল।”

অঘোরনাথ কহিল, “বাবা! সে যখন মরেছে, তখন আর তার রূপের সুখ্যাতি করে দরকার কি? সে ত আর তোমার এই সুখ্যাতি শুনতে পাবে না।—বাবা! কথায় বলে, মরা গরুতে ঘাস খায় না।”

কেদার জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা, যদু যে পুরুষটাকে খুন করেছে বলছ, সে লোকটা কে? সে কি আমাদের জানা লোক?”

সুধীরনাথ কহিল, “এই—জানা লোক বই কি! শুনলাম, এই আমাদের সেই বিধুভূষণ গোস্বামী ঠাকুর—এই—মাগীর ঘরে—এই ধরা পড়ে। যদু—এই—ক'দিন আগে থেকেই—এই—সন্দেহ করছিল। আজ—এই—ওৎ পেতে—এই রান্নাঘরে বসে ছিল। আজ যাই—এই গোঁসাই ঠাকুর—এই—হরিনাম করতে করতে—এই মাগীর ঘরে ঢুকছে, অমনি যদু—এই—একখানা—এই—চক্‌চকে ছোরা নিয়ে—এই—ঘরে ঢুকে—এই—গোস্বামী ঠাকুরের—এই তুলসীর মালা পরা গলায়—এই—এক কোপ।”

কেদারনাথ জিজ্ঞাসা করিল, “সুধীর ভাই, তুমি ঠিক জান যে বিধুভূষণ গোস্বামী একবারে মারা গেছে?”

সুধীরনাথ কহিল, “ব্যস, সেই এক কোপেই—এই—কুপোকাৎ।”

কেদারনাথ জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কার কাছে, কোথায়, কখন এই ঘটনা জানতে পারলে তা আমাকে আগাগোড়া বল। তোমার কাছে সব খবর পেলে, আমি স্থির করতে পারব, বুদ্ধিটা কি রকম খাটাতে হবে।”

সুধীরনাথ কহিল, “আমি—এই—খাওয়া-দাওয়ার পর,—এই

পাড়ায় একটুখানি—এই—বেড়াতে গিয়েছিলাম। এই—যদুর—এই বাড়ীর দরজার কাছে গিয়ে—এই—দেখি, এই—লোকে—এই—লোকারণ্য! আর বাড়ীর—এই—দরজায় দু'জন—এই—কনেষ্টবল—এই—পাহারা দিচ্ছে। আর যদুর ঝি মাগী—এই—যা যা—এই—ঘটেছিল, তার—এই—পরিচয় দিচ্ছে। সেই ঝির মুখে, আর পাড়ার—এই—অন্যান্য লোকের মুখে, আমি—এই—আগাগোড়া খবরটা—এই—জানতে পেরেছি।"

কেদারনাথ বলিল, "এই গাত্রহরিদ্রার দ্রব্যাদি কেনবার সমস্ত ভারই যে আমি বিধুভূষণ গোস্বামীকে আর যদুকে দিয়েছিলাম। এর জন্যে তাদের হাতে টাকাও দিয়েছিলাম। কিন্তু একজন মারা গেল, আর এক জন পুলিশের হাতে আটক পড়ল। জিনিষ খরিদ হল না, আর টাকাটাও তাদের হাতে থেকে গেল; ঐ টাকা যে কখনও ফেরৎ পাব সে আশাও নেই। বিধুভূষণকে কাল সন্ধ্যার সময় দু'শ টাকা দিয়েছিলাম; আর আজ সকালে যদুকে হাজার টাকা দিয়েছি।"

সুধীরনাথ বিস্মিত হইয়া কহিল, "এই—হাজার টাকা! এই দু'শ টাকা! শুনলাম আজ—এই—খুন করবার আগে, যদু—এই তার ঝি মাগীকে—এই—হাজার টাকা দিয়েছে;—দশখানা—এই—একশ টাকার নোট!"

কেদারনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, ঝি মাগীকে টাকা দিলে কেন?"

সুধীরনাথ কহিল, "শুনলাম, এই—ঝি মাগীই নাকি, এই—গোঁসাই ঠাকুরের—এই আসা যাওয়ার কথা—এই—যদুকে—এই—খবর দিয়েছিল।—তাই, বরিয়ে দেবার জন্যে—এই—হাজার টাকা তাকে বক্‌সিস্ দিয়েছে। আরও—এই—একটা মজার কথা শোন, বড়দা। গোঁসাই ঠাকুরও নাকি—এই—কাল ঝির কাছে

এই ধরা পড়ায়, ঝি মাগীর—এই—মুখ বন্ধ করবার জন্যে—এই—কাল রাত্রে তাকে—এই—ছ'শ টাকা—এই ঘুষ দিয়েছিল। ঝি মাগী—এই বজ্জাৎ মাগী—গোঁসাই ঠাকুরের—এই—ঘুষটা—এই—রাত্রের মধ্যে এই—হজম করে, আজ সকল কথা—এই—যদুকে বলে দিলে। আর—এই যদুর কাছ থেকে—এই—হাজার টাকা নিয়ে তার পর এই—যদুকেই ধরিয়ে দেবার জন্যে—এই—ছুটে থানায় গিয়ে—এই খুনের খবরটা দিয়ে এল।"

কেদারনাথ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল, "আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, ঐ বার শ টাকাই আমাদের টাকা; সবই ঝি মাগী পেয়েছে।"

অঘোরনাথ কহিল, "বাবা! কেউ মরে বিল ছেঁচে, কেউ খায় কই।"

কেদারনাথ কহিল, "কিন্তু আবার এই বার'শ টাকা ঘর থেকে বার করতে না পারলে, কাল আর গায়ে হলুদ পাঠান চলবে না। তার পর, আরও একটা মহামুস্কিল আছে! এই অল্প সময় মধ্যে এই সব কায করে কে? নানা প্রকার জিনিষ বাজারে বাজারে ঘুরে সুবিধামত কেনা সহজ ব্যাপার নয়। এ সব বিষয়ে যদু হুঁসিয়ার লোক ছিল; কিন্তু সে ত এখন পুলিশের হাতে বন্দী। তার কাছে আমাদের আর কোন আশাই নেই; অথচ, এই সকল কায করবার জন্যে সে ছাড়া আমাদের আর অন্য লোক নেই।"

সুধীরনাথ বলিল, "কেন—এই—বড়দা নিজেই ত এই—জিনিষগুলো—এই কিনে আনতে পার। একি আর এই—শক্ত কায?"

কেদারনাথ কহিল, "শোন, আমাদের কারও দ্বারায় এ কায হবে না। তবু গায়ে হলুদটা কাল পাঠাতেই হবে। তা পাঠাতে না পারলে, বিয়েটা আরও পেছিয়ে দিতে হয়। কিন্তু বিয়েটা পেছিয়ে

দিতে হলে আমাদের ধুমধামের খরচগুলো আরও কিছুদিন চালাতে হয়। আমরা যে ভাবে হরিহরপুরের জমীদারের চালে চলে আসছি, সেভাবে আরও কিছুদিন চলতে হলে আরও টাকা চাই। আমার হাতে যে টাকা আছে, তাতে এখন এই গায়ে হলুদের খরচই সংকুলান হবে না। তার উপর বিয়ের রাতের খরচ আছে, বৌভাতের খরচ আছে। কি করা যায়? এই সময় যদু নিজে হাজার টাকা নষ্ট করায়, আবার একজনকে মেরে আরও দুশো টাকা নষ্ট করায়, আর খুনোখুনী কাণ্ডটা করায়, শেষে দেখছি বড়ই অসুবিধা ভোগ করতে হল।"

সুধীরনাথ কহিল, "যদি—এই খুনটা—এই বিয়ের পরেই করত, তা হলে, আমাদের—এই অসুবিধা হত না।—আর সেও—এই একহাজার টাকার বদলে—এই আমাদের সর্ত্তমত একেবারে—এই দশ হাজার টাকা পেত। এখন—এই—আমাদের—এই—ন'হাজার টাকা লাভ!"

কেদারনাথ কহিল, "লাভ ত পরে হবে ভাই—এখন কার্য্যটা কি করে' উদ্ধার করতে পারব, তারই একটা সুবুদ্ধি বার করতে হবে; বুদ্ধি খরচ করতে না পারলে কিছুই হয় না।"

অঘোরনাথ কহিল; এক কায করলে হয় না বড়দাদা? ডেপুটী বাবুকে একখানা চিঠি লিখে, গায়ে হলুদের দিনটা একদিন পেছিয়ে দাও। বিয়ের দিন পালটাবার দরকার নেই; ধার্য্যদিনেই বিয়ে হবে। বিয়েটা যেমন করে হোক যথাসময়ে দিতেই হবে;—বাবা! যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।"

কেদারনাথ কহিল, "তুমি ঠিক বলেছ অঘোর ভাই। চিঠি লিখে গায়ে হলুদের দিনটা পেছিয়ে দেওয়া সদ্যুক্তির কথা বটে। চিঠিখানা দরোয়ানের হাতে এখনই ডেপুটী বাবুর কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে।

কিন্তু গায়ে হলুদের জিনিষগুলো কাকে দিয়ে খরিদ করাই? এ ছাড়া, আরও কিছু টাকা চাই তাই বা কোথা থেকে সংগ্রহ করি?"

সুধীরনাথ কহিল, "একদিন ত—এই—সময় পাওয়া গেল। এই সময়ের মধ্যে—এই—জিনিষ কেনবার আর—এই টাকা যোগাড় করবার—এই—একটা কিছু বুদ্ধি—এই—ঠিক করে নিতে পারা যাবে।"

কেদারনাথ কহিল, "একটা বুদ্ধি খেলাতেই হবে।"

অঘোর কহিল, "এই টাকা সম্বন্ধে আমি তোমাকে একটা সৎপরামর্শ দিতে পারি। গায়ে হলুদের জিনিসগুলো তুমি কিছু নগদ টাকায় কিনো না; সব ধারে কিনো। এখন লোকে আমাদিকে হরিহরপুরের জমীদার বলে বেশ চিনেছে, এখন কেউ আমাদিকে ধারে জিনিষ দিতে আপত্তি করবে না। বাবা! চেনা বামুনের পৈতার দরকার করে না।"

কেদারনাথ আনন্দিত হইয়া কহিল, "হাঁ, এ একটা সৎপরামর্শ বটে। এতে আমাদের হাতে এখনও যে টাকাটা আছে, তা বেঁচে যাবে। এখন একটু বুদ্ধি খেলাতে পারলেই আমরা সকল দিক সামলে নিতে পারব। এখন এস, ডেপুটী বাবুকে চিঠিখানা লেখা যাক। চিঠিখানা একটু কৌশলপূর্ব্বক লিখতে হবে।"

চিঠি লেখা হইল। তাহা সুগন্ধি ও বিচিত্র আবরণে পুরিয়া, এক সুসজ্জিত দ্বারবানের দ্বারা ডেপুটী বাবুর নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইল। তাহার পর কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া কেদারনাথ কহিল, "দেখ অঘোর ভাই, আমি মনে করছি যে বাজার সরকারকে সঙ্গে নিয়ে আমি নিজে গায়ে হলুদের জিনিষগুলো সংগ্রহ করব।"

অঘোরনাথ কহিল, "তুমি জিনিষ কিনবে?—এ যেন মশা মারতে কামান পাতা।"

কেদারনাথ কহিল, "আমার যে যেতেই হবে, ভাই। তা না হলে ত ধারে জিনিষ কেনার সুবিধা হবে না।"

এই সকল যুক্তির পর ভ্রাতাগণ নিশ্চিন্তমনে আপন আপন কক্ষে যাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

একখানি পুরাতন পত্র।

বাহিরে হেমন্তের নীল নির্ম্মল আকাশ মধ্যাহ্ন সূর্য্যের উজ্জ্বল আলোকে স্বর্গবাসী তেত্রিশ কোটি দেবতার হাস্যের ন্যায়, অনন্ত প্রফুল্লতায় প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল; নিম্নে রাস্তায় পথিকগণ রৌদ্রালোকে যেন রৌপ্যমণ্ডিত হইয়া, আপনার দেহের কৃষ্ণ ছায়াকে পদদলিত করিয়া চলিয়াছে। গৃহমধ্যে কতকটা রৌদ্র প্রবেশলাভ করিয়া সৌদামিনীর স্নানসিক্ত কৃষ্ণ কেশে পতিত হইয়া, নীল আকাশের প্রফুল্লতার অনুকরণ করিতেছিল সৌদামিনী আপন শয়নকক্ষে মেঝের উপর বসিয়া, আপনার স্নানসিক্ত চুলগুলি শুষ্ক করিতেছিল; আর তাহার মাতার পেটক মধ্যে প্রাপ্ত পত্রগুলি নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিতেছিল। কতকগুলি পত্র সে পূর্ব্বদিনই দ্বিপ্রহরে পাঠ করিয়াছিল, আর অবশিষ্ট পত্রগুলি পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। পত্রগুলি পাঠ করিয়া, সে তাহার মাতা পিতা, পিতামহ ও খুল্লতাত সম্বন্ধে অনেক কথা অবগত হইল। তাহাতে তাহার পিতা মাতার প্রতি এবং পিতৃবংশের প্রতি শ্রদ্ধা অনেক বাড়িয়া গেল; তাহাতে তাহার জীবনের একটা অজানিত অংশ অনেক স্পষ্ট হইয়া উঠিল। পত্রের পর পত্রগুলি পাঠ করিয়া, সে সযত্নে উহা গুছাইয়া রাখিতে লাগিল, পূজক যেন দেবপূজার জন্য পুষ্পস্তবক রচনা করিতে লাগিল; জী‌বনী লেখক যেন জীবনী লিখিবার জন্য মূল্যবান উপকরণ সংগ্রহ করি- লাগিল।

ঐ সকল পত্র মধ্যে সৌদামিনী হঠাৎ একখানি অপ্রত্যাশিত পত্র প্রাপ্ত হইল। এই পত্রখানি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া সৌদামিনীর আহ্লাদের আর সীমা রহিল না;—সূর্য্যালোকিত আকাশের সমস্ত প্রফুল্লতা যেন তাহার অন্তর মধ্যে প্রবেশ করিল। ঐ পত্রখানি কলিকাতা হইতে তাহার পিতা, তাহার জন্মের অনেক পূর্ব্বে, পাবনায় তাহার মাতাকে লিখিয়াছিলেন। তাহাতে মৃত্যুসংবাদ ও দুঃখের কথা ছিল বটে, কিন্তু তাহাতে আরও এমন একটা সংবাদ ছিল, যাহা নিশ্চয়ই সৌদামিনীর মনের অভিলাষ পূর্ণ করিবার সহায়তা করিবে—তাহার দাদামহাশয়কে পত্রখানা দেখাইতে পারিলে, তিনি অশ্রুকুমারের সহিত তাহার বিবাহ দিতে বাধ্য হইবেন।

পত্রখানা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম—

১২নং হরি পণ্ডিতের ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১৫ই অগ্রহায়ণ, ১২৯৮।

প্রিয়তমাসু,

তুমি আমার আদর ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে। অশৌচকালে আশীর্ব্বাদ করিতে নাই, কিন্তু তুমি আমার স্ত্রী, তুমি সব সময়েই আমার আশীর্ব্বাদের পাত্রী, তাই আশীর্ব্বাদ করিলাম।

গতকল্য শ্রীযুক্ত শ্বশুর মহাশয়কে যে টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম। তাহাতে তুমি জানিতে পারিয়াছ যে আমি জন্মের মত পিতৃহীন হইয়াছি গত বৎসর মাতৃহীন হইয়াছিলাম; যে কষ্ট পাইয়াছিলাম তাহা তুমি জান। কিন্তু তখনও আমাদের মাথার উপর একজন সহায় ছিলেন। আজ আমরা সম্পূর্ণ সহায়হীন হইয়াছি, নাবিকহীন পোতের মত শোকের সাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেছি। শোকের ভারে আর সংসারের কাযের ভারে অস্থির হইয়া পড়িয়াছি; বাবা এত কায কিরূপে

নির্ব্বাহ করিতেন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি-না।

তুমি এখনও বালিকা ম'ত্র; তথাপি তুমি এখন আমার কাছে থাকিলে, বোধ হয় আমার কাযের অনেকটা ভার গ্রহণ করিতে পারিতে সম্ভবত তোমাকে দেখিলে মনে অনেকটা বল পাইতাম।

আগামী ২৩শে অগ্রহায়ণ অশৌচান্ত হইবে। ২৪শে অগ্রহায়ণ আদ্যশ্রাদ্ধ। এখন হইতে তাহার উদ্যোগ চলিতেছে। শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে তোমার এখানে আসা দরকার। এখান হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া, এবং অন্যান্য উদ্যোগ করিয়া, আমরা ২০শে অগ্রহায়ণ কোটালিগ্রামে যাইব; সেই খানেই শ্রাদ্ধ হইবে; কলিকাতার বাড়ীতে স্থান সংকুলান হইবে না; আর এখানে শ্রাদ্ধ করিলে দেশের লোক অসন্তুষ্ট হইবে। তুমি ১৯শে অগ্রহায়ণ যদি কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিতে পার, তাহা হইলে আমাদের সুবিধা হয়। যাহা হউক এসম্বন্ধে আমি পূজনীয় শ্বশুর মহাশয়কে পৃথক পত্র লিখিলাম; তিনি যাহা ভাল হয় করিবেন। আমি নিজে তোমাকে আনিতে যাইলেই ভাল হইত; কিন্তু তাহার উপায় নাই।

বাবা মৃত্যুকালে আমাদের প্রতি একটা আদেশ করিয়াছেন। সে আদেশটা কি, তাহা যত শীঘ্র তুমি জানিতে পার, ততই ভাল। এজন্য এই পত্রেই তাহা বলিলাম।

রঙ্গণঘাটের জমীদার ভুবনেশ্বর বাবুকে তোমার মনে আছে। তিনি অনেকবার আমাদের এই কলিকাতার বাটীতে আসিয়াছেন; কোটালিগ্রামেও গিয়াছেন। তুমি হয়ত কতবার তাঁহাকে দেখিয়াছ। তাঁহার মত, বাবার আর কেহ বন্ধু নাই। তিনি বাবার জন্য সর্ব্বস্ব দিতে পারিতেন। বাবাও তাঁহার জন্য সর্ব্বস্ব দিতে পারিতেন।

তিনি ও বাবা, বরাবর একত্রে একই স্কুলে ও একই কলেজে পড়িয়াছিলেন। বাবা অনেকবার রঙ্গণবাটে যাইয়া, অনেকদিন ধরিয়া তাঁহার সহিত একত্র বাস করিতেন। বাবার পীড়ার সংবাদ পাইয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন; তাঁহার মৃত্যুর পর কাঁদিতে কাঁদিতে দেশে ফিরিয়াছেন।

বাবা তাঁহার মৃত্যুর দিন, তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে তাঁহাকে ও আমাদিগকে ডাকিয়া, আমাদের প্রতি আদেশ করিয়াছেন যে, ভুবনেশ্বর বাবুর পুত্র কন্যা হইলে, কৌলীন্য প্রথা অমান্য করিয়াও, তাহাদের সহিত আমাদের কন্যাপুত্রের বিবাহ দিতে হইবে। এই রূপে দুই বন্ধুর ঐকান্তিক বন্ধুত্ব বিবাহবন্ধনে পুরুষানুক্রমে অচ্ছেদ্য হইয়া যাইবে। ভগবান না করুন, কিন্তু আমার পুত্রকন্যার বিবাহ হইবার পূর্ব্বেই যদি আমার মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে তুমি যেন এই আদেশ কখনও অমান্য করিও না, চিরকাল এই আদেশ স্মরণ রাখিও। মনে রাখিও, ইহা আমার চিরপূজ্য পিতার শেষ আদেশ। এ আদেশ লঙ্ঘন করিলে, আমাদের কখনও মঙ্গল হইবে না।

শ্রাদ্ধের ফর্দ্দ করিতে, শ্রাদ্ধের খরচ জন্য তহশীলদারদের নিকট অর্থ সংগ্রহ করিতে, আর শ্রাদ্ধের আবশ্যক দ্রব্য ক্রয় করিতে আমি এত ব্যস্ত আছি যে আজ আর তোমাকে দীর্ঘ পত্র লিখিয়া বাটীর অন্যান্য খবর দিতে পারিলাম না।

বড়মাতাকে আনিবার জন্য কৃষ্ণচন্দ্র আজ সকালে বর্দ্ধমানে গিয়াছে; আগামী কল্য সকালের গাড়ীতে ফিরিবার কথা আছে। সে ও আমি দুইজনই শারীরিক ভাল আছি। ভরসা করি, তোমরাও ভাল আছ।

তোমার বাবাকে পৃথক পত্র দিলাম; আমি জানি তুমি তাহা

অবশ্যই পাঠ করিতে পাইবে ; এ জন্য তাঁহাকে কি লিখিয়াছি, তাহা আর তোমাকে বলিলাম না। ইতি

তোমার চিরসেবক ভ্রাতা

হেমচন্দ্র।

এই পত্রখানা পাঠ করিয়া সৌদামিনী কিয়ৎকাল নীরবে বসিয়া রহিল। এই পুরাতন পত্রের প্রত্যেক কথাটি যেন জীবন্ত হইয়া, তাহার হৃদয়মধ্যে একটা ঘাত প্রতিঘাতের সৃষ্টি করিল। তাহার ঠাকুরদাদার মৃত্যুকালের শেষ আদেশ!—তাহা ত সে লঙ্ঘন করিতে চাহে না। তাহার পিতা তাহার জন্মের পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন যে সে আদেশ লঙ্ঘন করিলে, তাঁহাদের মঙ্গল হইবে না।—না তাহা ত সে লঙ্ঘন করিতে চাহে না! যাঁহার জন্য তাহার ঠাকুরদাদা মহাশয় সর্ব্বস্ব দিতে পারিতেন, তাঁহার পুত্রের জন্য সে কি সর্ব্বস্ব দিতে পারিবে না?—পারিবে বইকি! ঠাকুরদাদার আদেশ শুনিবার আগেই সে যে তাঁহাকে তাহার সর্ব্বস্ব দান করিয়া ফেলিয়াছে। এখন তাহার দাদামহাশয়কে এই পত্রখানা দেখাইতে পারিলেই তাহার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা সিদ্ধিলাভ করিবে। তাহার দাদামহাশয়, তাহার ঠাকুরদাদা মহাশয়ের মৃত্যুকালের আদেশ অমান্য করিয়া কখনই তাহার পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কায করিতে পারিবেন না। তাহার দাদামহাশয় যেমন করিয়া হউক, হরিহরপুরের জমীদারের সহিত তাহার বিবাহ সম্বন্ধটা ভাঙ্গিয়া দিবেন। আজ তাহাদের বাড়ী হইতে গাত্র হরিদ্রা আসিবার কথা ছিল; কোনও কারণবশত আসে নাই; ভালই হইয়াছে। গাত্র হরিদ্রা আসিবার পূর্ব্বে তাহার দাদামহাশয় যদি এই পত্রখানা দেখেন, তাহা হইলে তিনি আজই এমন ব্যবস্থা করিতে পারিবেন যাহাতে কাল আর উহা আসিবে না। তাহা আসিলে, সৌদামিনী লজ্জায় মরিয়া যাইবে। ঐ

ঘৃণ্য দ্রব্য স্পর্শ করা দূরে থাকুক, তাহা দর্শন করিলেই তাহার হৃদয় বিকল হইয়া যাইবে।

যে পত্রখানা তাহাকে এই মহা বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছে, তাহা সে পুনরায় আপনার ক্রোড়ে সস্নেহে উঠাইয়া লইল।

উত্তর দিক হইতে মৃদু বায়ু গবাক্ষ পথে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার প্রভাকর-করোজ্জ্বল কেশজাল লইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। জানালার বাহিরে পার্শ্ববর্ত্তী বাটীর ছাদে কতকগুলি চটক রৌদ্রালোকে উড়িতেছিল; যেন উড্ডীয়মান পুষ্প সকল আপন ইচ্ছায় মধ্যাহ্ন সূর্য্যের পূজা করিতেছিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গৃহছাদের একাংশ রৌদ্রস্নাত হইয়া যেন মণিময় স্বর্ণমুকুটের মত জ্বলিতেছিল। দূরে একটা বৃক্ষের চূড়ায় যেন স্বর্গ হইতে স্বর্ণময় পুষ্পের বৃষ্টি হইতেছিল। সৌদামিনী দেখিল যে তাহার হৃদয়ের প্রফুল্লতায় যেন সমস্ত পৃথিবী প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।

প্রফুল্ল হৃদয়ে পত্রখানি লইয়া সৌদামিনী উঠিয়া দাঁড়াইল। সে জানিত তাহার দাদা মহাশয়, তাহার বিবাহোপলক্ষ্যে পনের দিনের ছুটী লইয়াছিলেন এবং বহির্ব্বাটীর বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া সংবাদ পত্র পাঠ করিতেছিলেন। দাদামহাশয়ের নিকট যাইয়া, পত্রখানি দেখাইবার জন্য সে ধীরে নিম্নতলে নামিয়া আসিল। বৈঠকখানা -ঘরের দ্বারে আসিয়া, সে ভিতরে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল যে, সেখানে ডেপুটীবাবু একাকী নাই। তাঁহার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ দূরে বসিয়া অক্রুকুমার সম্মুখে একখানা পুস্তক খুলিয়া কি লিখিতেছে। সৌদামিনী লজ্জা ভারে এমন প্রপীড়িতা হইয়া পড়িল যে, সে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে সাহসী হইল না; পরন্তু সেই পত্রে যে কথা লিখিত ছিল, তাহা লইয়া অক্রুকুমারের শ্রবণগোচরে, তাহার দাদা মহাশয়ের সহিত আলোচনা

করা চলে না। সুতরাং সেই সময়, সে পত্রখানি তাহার দাদামহাশয়কে দেখাইতে পারিল না। অপর কোনও সময়ে, অক্রুকুমারের অসাক্ষাতে সে উহা তাহার দাদামহাশয়কে দেখাইবে, ইহা মনে করিয়া ভিতর বাটীতে ফিরিয়া আসিল।

ক ক্ষদ্বারে সৌদামিনীর আগমন, বা তথা হইতে তাহার প্রত্যাগমন সংবাদপত্র পাঠে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া, ডেপুটীবাবু লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। কিন্তু অক্রুকুমার তাহাকে দেখিয়াছিল।—সেই অত্যন্ত দর্শনীয়াকে কি সে না দেখিয়া থাকিতে পারে?

সৌদামিনী ভিতরবাটীতে প্রত্যাগমন করিবার অল্পকাল পরে, অক্রুকুমার কোন একটা প্রয়োজনে তাহার মাতার নিকট বাটীর ভিতর আসিয়াছিল। বহির্বাটীতে প্রত্যাগমনের পথে, সে এক কক্ষদ্বারে সৌদামিনীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সৌদামিনী, তুমি একটু আগে বারবাড়ীতে গিয়েছিলে কেন? আর কেনই বা তোমার দাদামহাশয়ের সঙ্গে দেখা না করেই ফিরে এলে?"

সৌদামিনী এই প্রশ্নের কি উত্তর দিবে? সে কিছুকাল নীরবে আনত আননে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বিশুদ্ধ মুখে অরুণ রাগ ফুটিয়া উঠিল।

অক্রুকুমার প্রার্থনাপূর্ণ কণ্ঠে আবার প্রশ্ন করিল, "আমাকে বলবে না, সৌদামিনী?"

অক্রুকুমারকে বলিবে না, এমন কোন কথা ত সৌদামিনীর হৃদয়মধ্যে স্থান লাভ করিতে পারে না। সে ধীরে ধীরে কহিল, "একখানা পুরানো চিঠি দাদামহাশয়কে দেখাবার জন্তে গিয়েছিলাম।"

অক্রুকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "তা, দেখালে না কেন? কার চিঠি?"

সৌদামিনী একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "আমার বাবার চিঠি।"

অশ্রুকুমার বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবার চিঠি? তা তুমি কেমন ক'রে পেলে?"

সৌদামিনী কহিল, "বাবা কুড়ি বছর আগে ঐ চিঠিখানা আমার মাকে লিখেছিলেন।"

অশ্রুকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "এত কাল পরে, তুমি সে চিঠি কোথায় পেলে?"

সৌদামিনী পত্রপ্রাপ্তির ইতিহাস বলিল।

অশ্রুকুমারের চিত্ত একটা ক্ষীণ আশার আলোকে কিছু আলোকিত হইয়া উঠিল। সে ভাবিল ঐ পত্রে কি সৌদামিনীর দাদামহাশয়ের শেষ ইচ্ছার কথাটা লিখিত আছে? সে আশান্বিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তাতে কি লেখা আছে, সৌদামিনী? তুমি কি তা আমাকে বলবে না?"

অশ্রুকুমারকে তাহা বলিতে পারিলে ভাল হইত। কিন্তু সৌদামিনী বিষম লজ্জার বাধা অতিক্রম করিতে পারিল না। সদ্যঃস্ফুট কোকনদ প্রভায় তাহার কপোলতল রক্তিমপ্রভ হইয়া উঠিল। একটা বিষম আবেগে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। সে নিম্ননেত্রে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

শরীরিণী দামিনীদীপ্তির ন্যায়, সৌদামিনীর ব্রীড়ানিপীড়িত অধরের উজ্জ্বল-মধুর শোভা দেখিয়া, অশ্রুকুমার কিয়ৎকাল মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিল। ভাবিল, সুকর্ম্মা যেন স্বর্গের সমস্ত সুষমা পুঞ্জীভূত করিয়া তাহার নয়নবিনোদন জন্য এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি গড়িয়াছেন। ভাবিল, কোটি কোটি কমলের কমনীয়তা বুঝি এই কোমলাঙ্গীর অঙ্গে অঙ্গে সঞ্চারিত হইয়াছে। ভাবিল, এই দেহগঠনে বুঝি বা মৈনাকমথিত সমস্ত অমৃত ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। ভাবিল, পৃথিবীতে এই অতুলনীয়ার

তুলনা আছে কি? আপনার উদ্বেলিত চিত্তকে কিঞ্চিৎ শান্ত করিয়া অশ্রুকুমার মিনতির স্বরে সৌদামিনীকে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "চিঠিখানায় এমন কি কথা লেখা আছে, সৌদামিনী, যা তুমি আমাকে বলতে পারছ না?"

সৌদামিনী লজ্জাললিত কটাক্ষে অশ্রুকুমারকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, "চিঠি খানায় যা লেখা আছে তা আমি মুখে বলতে পারব না। বরং আমি সেটা তোমাকে দেব, তুমি নিজে পড়ে দেখো।—এনে দিচ্ছি।"—বলিয়া সৌদামিনী চলিয়া গেল।

অশ্রুকুমার অপেক্ষা করিল। সেই অল্পকাল মধ্যে, কত আশার কত শান্ত অনিল, কত নিরাশার কত ঝঞ্ঝা-ঝটিকা তাহার হৃদয় মধ্যে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা কে বলিতে পারে? প্রেমিক ব্যতীত, কে আশার স্বর্গে তত উর্দ্ধে উঠিতে পারে? প্রেমিক ব্যতীত, কে নিরাশার সাগরে তত নিম্নে নিমগ্ন হইতে পারে? একবার আশার উজ্জ্বল আলোকে হৃদয় আলোকিত হইয়া উঠিতেছিল, পরক্ষণে নিরাশার অন্ধকারে তাহা আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছিল। একবার মনে হইতেছিল, বুঝি বা ঐ পুরাতন পত্রের পাল তুলিয়া, প্রেমসাগরে তাহার জীবন-তরী ভাসিবে; আবার ভাবিতেছিল, সেই পত্রের সারি সারি অক্ষরগুলি, দুর্গ প্রাচীরের প্রস্তরস্তরের ন্যায় তাহার ও সৌদমিনীর জীবনের মধ্যে অভেদ্য বাধার সৃষ্টি করিবে। এই আশা ও নিরাশার মধ্যে দোদুল্যমান হৃদয় লইয়া সে সৌদামিনীকে আপনার নিকট পুনরাগতা দেখিল। দেখিয়া সে কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কৈ চিঠি? এনেছ কি?"

সৌদামিনী কহিল, "এনেছি, এই নাও।"

অশ্রুকুমার তাহার কম্পিত হস্ত প্রসারিত করিয়া, পত্রখানা সৌদা-

মিনীর কম্পিত হস্ত হইতে গ্রহণ করিল। আবরণ হইতে তাহা উন্মুক্ত করিয়া, অত্যন্ত মনোযোগের সহিত তাহা পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইল। পত্র পাঠান্তে, সে প্রফুল্ল মুখে সৌদামিনীকে কি প্রশ্ন করিতে গেল। কিন্তু সৌদামিনী কোথায়? সে তখন লজ্জাসংকোচে আপনাকে সম্পূর্ণ সংকুচিত করিয়া কোথায় কক্ষান্তরে লুকাইয়াছিল; অশ্রুকুমার তাহার কোনও সন্ধানই পাইল না।

সৌদামিনীর জন্য কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া, অশ্রুকুমার যখন তাহাকে আর পুনরাগতা দেখিল না, তখন, পত্রখানা কিরূপে সৌদামিনীকে প্রত্যর্পণ করিবে, সে তাহা চিন্তা করিতে লাগিল। আজ অন্য সময়, কিংবা আগামী কল্য প্রভাতে সৌদামিনীর সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইলে, সে উহা তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতে পারিত। কিন্তু সৌদামিনী পত্রখানা শীঘ্র তাহার দাদা মহাশয়কে দেখাইতে চায়; আর তিনি যত শীঘ্র উহা দেখেন, তাহার পক্ষে ততই মঙ্গল। সুতরাং পত্রখানা প্রত্যর্পণ করিতে কালবিলম্ব করা চলিবে না। অশ্রুকুমার ভাবিল, যদি সে উহা তাহার মাতার হস্তে প্রদান করে, তাহা হইলে, তিনি উহা সত্বর সৌদামিনীকে পৌঁছাইয়া দিতে পারিবেন। কিন্তু না, ইহাতে একটা বাধা আছে। মাতাঠাকুরাণীর নিকট ঐ পত্র পাইলে, সৌদামিনী বুঝিবে, সে যে আমাকে ঐ পত্র পড়িতে দিয়াছিল, তাহা মাতা ঠাকুরাণী জানিতে পারিয়াছেন। ইহা বুঝিয়া, সে আরও লজ্জিত হইয়া পড়িবে—এই পত্র আমাকে পড়িতে দেওয়া তাহার লজ্জার কারণ নহে কি? তবে কি উপায়ে, উহা শীঘ্র সৌদামিনীর নিকটে পাঠান যায়? সৌদামিনীর বৃদ্ধা ঝি উঠানে কি কায করিতেছিল; উহাকে ডাকিয়া পত্রখানা দিলে, সে উহা শীঘ্র সৌদামিনীকে দিতে পারে। কিন্তু বৃদ্ধা হয়ত পত্রখানাকে একটা সন্দেহের চক্ষে দেখিবে; হয়ত তাহার সহিত সৌদামিনীর পত্র-ব্যবহারের

একটা কাহিনী রচনা করিয়া, উহা জন সমাজে প্রচার করিবে। তখন অনন্যোপায় হইয়া অজ্রকুমার ভাবিল যে সৌদামিনী নানা কার্য্যের জন্য সর্ব্বদা তাহার শয়ন কক্ষে যাইয়া থাকে; হয়ত অল্পকাল মধ্যেই স্বহস্তে তাহার শয্যা রচনা করিবার জন্য সে ঐ কক্ষে প্রবেশ করিবে। অতএব পত্রখানা শয্যার পার্শ্বে টেবিলের উপর রাখিয়া আসিলে, সে উহা সহজে ও অল্পকাল মধ্যে প্রাপ্ত হইবে। অজ্রকুমার তাহাই করিল,—উপরে উঠিয়া আপনশয়ন কক্ষে পত্রখানা রাখিয়া আসিল।

তাহার পর, সে নিম্নে বহির্ব্বাটীতে আসিয়া, আবার পুস্তক পাঠে মনোনিবেশ করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তখন মন আর তাহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইল না; উচ্ছৃঙ্খল হইয়া, চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। আচ্ছা, সৌদামিনী কি সত্যই তাহার প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছে? সে কি সত্যই ঐ পত্রখানা তাহার দাদামহাশয়কে দেখাইয়া হরিহরপুরের জমীদারের সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধটা ভাঙ্গিয়া দিতে চায়? আচ্ছা, ডেপুটিবাবু ঐ পত্রখানা পাঠ করিয়া কি করিবেন? ঐ পত্র অমান্য করিয়া, সৌদামিনীকে অন্য পাত্রে সমর্পণ করা তাঁহার পক্ষে সহজ হইবে না; হয়ত অনুরাগিণী সৌদামিনীই তাহা হইতে দিবে না;—তাহা না হইলে, সে তাড়াতাড়ি এই পত্রখানা তাঁহাকে দেখাইতে যাইত না। আহা! কি আনন্দ! পিতৃভক্ত অজ্রকুমারের পিতার অভিলাষ পূর্ণ হইবে! অজ্রকুমার সৌদামিনীর ন্যায় সর্ব্বগুণময়ী পত্নী পাইবে। হৃদয়নিকুঞ্জ যেন সহস্র রাগরাগিণীতে নিনাদিত হইয়া উঠিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ডেপুটি বাবুর বিপদ।

শয্যা-রচনার জন্য চন্দ্রকুমারের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া সৌদামিনী অল্পকাল মধ্যে পত্রখানা যথাস্থানে প্রাপ্ত হইয়াছিল। শয্যাসংস্কার করিয়া, সে যখন আপন শয়নকক্ষে যাইতেছিল, তখন ডেপুটী বাবু বৈকালিক জলযোগের পূর্ব্বে হস্তমুখ প্রক্ষালন জন্য উপরের স্নানাগারে গিয়াছিলেন। তাঁহার মুখ প্রক্ষালনের শব্দ শুনিয়া, সৌদামিনী স্নানাগারের দ্বারে নিকট দাঁড়াইয়া বলিয়া গেল, "দাদা মশায়, তুমি হাত মুখ ধুয়ে আমার ঘরে যেও, সেখানে তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। আজ তুমি আমার ঘরে বসেই জলখাবার খাবে; আমি গোপালকে বলে রাখ্‌ব।"

সৌদামিনীর অভিলাষানুযায়ী কার্য্য করিতে ডেপুটি বাবু প্রতিশ্রুত হইলে, সে পুনরায় নিম্নে যাইয়া গোপালকে জলখাবার দিবার কথা বলিয়া আসিল এবং আপন কক্ষে যাইয়া দাদামহাশয়ের অপেক্ষায় বসিয়া রহিল।

অল্পকাল পরে ডেপুটী বাবু সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলে, সৌদামিনী তাঁহাকে শয্যাপ্রান্তে আপন পার্শ্বে উপবেশন করাইল।

উপবেশনান্তর ডেপুটী বাবু নাতিনীর দিকে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া হাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে কি বল্‌বে, দিদিমণি?"

সৌদামিনী বলিল, "অনেক কথা বল্‌ব। কিন্তু আগে তুমি বল এই

চিঠি কার হাতের লেখা।"—এই বলিয়া সৌদামিনী সেই পুরাতন পত্রখানা তাঁহার চক্ষের সমক্ষে তুলিয়া ধরিল।

ডেপুটি বাবু পকেট হইতে চশমা বাহির করিয়া উহা বস্ত্রপ্রান্তে মুছিয়া লইলেন; পরে উহা নাসিকাতে সংলগ্ন করিয়া কহিলেন, "দেখি দেখি কার লেখা? এ তোমার বাবার—হেমচন্দ্রের লেখা। এ তুমি কোথায় পেলে?"

সৌদামিনী পত্রখানি ডেপুটী বাবুর হাতে দিয়া কহিল, "কাল মার একটা বাক্সে ওটা পেয়েছিলাম। তাতে তোমার হাতের লেখা ও বাবার হাতের লেখা অনেক চিঠি ছিল। আমি তার মধ্যে অনেক চিঠি পড়েছি। কিন্তু এই চিঠিখানি দরকারী। এই চিঠিখানি তুমি পড়ে দেখবে, ওতে আমার বিয়ে সম্বন্ধে বাবার একটা উপদেশ আছে।"

ডেপুটী বাবু নিবিষ্ট চিত্তে পত্রখানি পাঠ করিলেন। তাহার পর উহার উপরের তারিখটি লক্ষ্য করিলেন। তাঁহার মনে পড়িল যে ঐ বৎসর ঐ সময়েই তাঁহার বৈবাহিকের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুকালের ইচ্ছানুযায়ী, রঙ্গণঘাটের ভুবনেশ্বর বাবুর পুত্রের সহিত সৌদামিনীর বিবাহ দিবার জন্ম, তাঁহার জামাতা তাঁহার কন্সাকে উপদেশ দিতেছে। রঙ্গণঘাটে যে জ্যোৎস্নাকুমারের বাটী তাহা ডেপুটী বাবুর স্মরণ ছিল না। তিনি ভাবিলেন, এই রঙ্গণঘাট কোথায়, আর এই ভুবনেশ্বর বাবুই বা কে? এই ভুবনেশ্বর বাবুর কোনও পুত্র আছে কি না তাহাও বলিতে পারা যায় না। জামাতা যে সময়ে এই পত্র লিখিয়াছিল তখন সৌদামিনী জন্মগ্রহণ করে নাই, তখন ভুবনেশ্বর বাবুরও পুত্রকন্সা ছিল না; কেননা পত্রে স্পষ্টই লেখা রহিয়াছে—"ভুবনেশ্বর বাবুর পুত্র কন্যা হইলে।" তথাপি এই পত্রখানা কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার হস্তগত হইলে, তিনি নিশ্চয় সেই অনিশ্চিত পুত্রের সন্ধান লইতেন। এখন তাঁহার

সন্ধান করা বৃথা হইবে,—সৌদামিনীর বিবাহের ঠিক হইয়া গিয়াছে।

পত্রপাঠান্তে ডেপুটী বাবুকে চিন্তাশীল দেখিয়া, সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবছ, দাদামশায় ?"

ডেপুটী বাবু বলিলেন, "ভাবছি যে তোমার বাবার ইচ্ছানুযায়ী তোমার বিয়ে হবার এখন আর কোনও উপায় নেই। তোমার বিয়ের সম্বন্ধ আগেই পাকাপাকি রকম স্থির হয়ে গেছে; আর তোমার মনোমত বরের সঙ্গেই তোমার বিয়ে হবে। অন্য দিকে এই ভুবনেশ্বর বাবুর ছেলে আছে কি না সন্দেহ; কি রকম ছেলে, তার রূপ গুণ কিছু আছে কি না, সে তোমার চেয়ে বড় কি ছোট, আমরা তা কিছুই জানিনে। এক দিকে সমস্ত নিশ্চিত, অন্য দিকে সমস্তই অনিশ্চিত। এই নিশ্চিন্তটা ধরে থাকাই ভাল। আর বুঝে দেখ, দিদিমণি, তোমার বিয়ের আমি যে সম্বন্ধ স্থির করেছি, তা সকল দিকেই খুব ভাল হচ্চে। তোমার বাবা বেঁচে থাকলে হয়ত সে এই বিয়েই বেশী পছন্দ করতেন।"

অশ্রুকুমার যে ভুবনেশ্বর বাবুর পুত্র তাহা এ পর্য্যন্ত ডেপুটী বাবু অবগত না থাকায় সৌদামিনী বিলক্ষণ বিস্মিত হইল। কিন্তু আপন বিস্ময় মনোমধ্যে গোপন রাখিয়া সে অশ্রুকুমারের পরিচয় দিতে অগ্রসর হইল না; ভাবিল ক্রমে উহা প্রকাশ করিবে। আপাততঃ হরিহরপুরের জমীদারের সহিত বিবাহের সম্বন্ধটা যাহাতে দাদা মহাশয় ভাঙ্গিয়া দেন, সর্ব্বাগ্রে সেই চেষ্টা করিতে হইবে। ইহা মনে করিয়া সে কহিল, "বাবা বেঁচে থাকলে এখন কি পছন্দ করতেন বা না করতেন তা তুমিও বলতে পার না, আমিও বলতে পারি নে। তবে এটা নিশ্চয় বলতে পারি যে, বাবা যদি তাঁর বাবার মৃত্যুকালের আজ্ঞা লঙ্ঘন করে কোন

কায করতেন, তা হলে সেটা তুমিও পছন্দ করতে না, আমিও পছন্দ করতাম না।"

ডেপুটী বাবু বুদ্ধিমতী নাতিনীর দিকে মুগ্ধনেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "না দিদিমণি, তুমি সত্য বলেছ, আমি সেটা পছন্দ করতাম না। আমরা হিন্দু, আমরা জানি পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘনের মত পাপ আর নেই।"

সৌদামিনী কহিল, "তা হলে, দাদামশায়, তুমি কেন আমাকে এই মহাপাপ করতে দেবে? কেন আমি আমার বাবার কথা অমান্য করব? আমার মা বেঁচে থাকলে, তাঁর কর্ত্তব্য কাযটা তিনি নিজেই করতেন। তিনি বেঁচে নেই, এখন তাঁর কর্ত্তব্যটা—আমি তাঁর মেয়ে—আমারই ত প্রতিপালন করা উচিত। তুমি কি বল দাদামশায়?"

সৌদামিনীর প্রতিভা-প্রোজ্জ্বল মুখ দেখিয়া ডেপুটি বাবু অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, সেই উচ্ছৃঙ্খল বালিকা কিরূপে এইরূপ কর্ত্তব্যজ্ঞানময়ী হইয়া উঠিল? তিনি বলিলেন, "তুমি তোমার বাবার ইচ্ছানুযায়ী কায কর সেটা আমারও ইচ্ছা। কিন্তু এখন আমরা যা করে ফেলেছি, তার পরিবর্ত্তন করবার উপায় নেই।"

সৌদামিনী কহিল, "কেন উপায় নেই? এখনও ত আমার বিয়ে হয়ে যায় নি।"

ডেপুটী বাবু বলিলেন, "বিয়ে না হোক; কিন্তু বিয়ের সম্বন্ধটা পাকাপাকি রকম স্থির হয়ে গেছে।"

সৌদামিনী কহিল, "তার অনেক আগে—আমার জন্মের আগে আমার বাবা, আমার ঠাকুরদাদার মৃত্যুকালের আজ্ঞায় অন্য জায়গায় আমার বিয়ে স্থির করে গিয়েছেন। দাদামশায়, তুমি ভেবে দেখ, তুমি কি আমার বিয়ের সেই আগেকার সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিতে পার?

বাবা বেঁচে নেই বলে কি আমি বাবার আদেশ অমান্য করতে পারি? তুই সেই জমীদারদের চিঠি লিখে তাদের বিয়ের সম্বন্ধটা এখনই ভেঙ্গে দাও। বাবা আমাকে যাঁর হাতে দিয়ে গেছেন, তিনি ছাড়া আর কারও সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে না।"

ডেপুটী বাবু বলিলেন, "দিদিমণি, তুমি কি বলছ তা বুঝতে পারছি না। ঐ জমীদারের সঙ্গে তোমার বিয়ে বন্ধ করবার উপায় নেই। কালই তাঁরা গায়ে হলুদ পাঠাবেন; তার জন্যে দুহাজার টাকা খরচ করে' জিনিষ পত্র কিনেছেন। তাঁদের বাড়ীতে বিয়ের অন্যান্য উদ্যোগও চলেছে; তার জন্যেও বোধ হয়, তাঁরা অনেক টাকা খরচ করে ফেলেছেন। আজ হঠাৎ যদি বিয়েটা বন্ধ হয়ে যায়, তা হলে তাঁদের কত ক্ষতি ও অপমান হবে ভেবে দেখ দেখি। মনে রেখ, আমরাই আগে ঘটক পাঠিয়ে বিয়ের কথাটা তুলেছিলাম। ঐ বিয়েটা বন্ধ করলে, হয়ত তোমারও বিশেষ অনিষ্ট করা হবে। এই বিয়ে ভেঙ্গে যাবার পর, যদি ঐ ভুবনেশ্বর বাবুর অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখি যে তাঁর মোটেই কোনও পুত্রসন্তান নেই, কিংবা যে পুত্র আছে, সে তোমা অপেক্ষা বয়সে ছোট, কিংবা অন্যপ্রকারে অযোগ্য, তখন আমাদিকে কি অসুবিধায় পড়তে হবে ভেবে দেখ দেখি। এই হরিহরপুরের জমীদারটি তোমার যেমন মনোমত পাত্র হয়েছে, তেমন একটি মনোমত পাত্র কোথায় আবার খুজে পাব?"

সৌদামিনী ডেপুটী বাবুর দীর্ঘ যুক্তির কোনও উত্তর না দিয়া সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কাকে আমার মনোমত বলছ?"

ডেপুটী বাবু বলিলেন, "কেন দিদিমণি, হরিহরপুরের ছোট জমীদার বাবুটি কি তোমার মনোমত বর নয়?"

সৌদামিনী ললাট কুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে কথা তোমাকে কে বল্লে ?"

ডেপুটী বাবু বিস্মিত হইলেন ; বালিকা যে শত প্রকারে তাঁহার নিকট ধরা দিয়াছে, তাহা সে কি ভুলিয়া গেল ? তিনি কহিলেন; "কেন ? তাদের বড় বড় হাতী আছে, ঘোড়া আছে, ভাল ভাল গাড়ী আছে শুনে তুমি আমাকে বলছিলে যে তুমি ঐ রকম হাতীতে গাড়ীতে চড়তে ভালবাস। তাইত আমি অনেক চেষ্টা করে, ঐ জমীদারের বাড়ীতে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করেছিলাম।"

সৌদামিনী কহিল, "আমি ভুল করেছিলাম, দাদামহাশয়। আর গাড়ীতে চড়তে ভালবাসিনে ; যে গাড়ীতে মানুষ চাপা পড়বার ভয় আছে, তাতে কি চড়তে আছে ? আর হাতীতে ? ছিছি! মেয়েমানুষ হাতী চড়লে বিশ্রী দেখায় !"

ডেপুটী বাবু কহিলেন, "হাতী ঘোড়া সম্বন্ধেই যেন ভুল করলে ; কিন্তু জমীদারের সেই ছবিখানা মাথার বালিশের নীচে নিয়ে শুয়ে থাকতে কেন ? আমি এখন বুড়ো হয়েছি বলে, আমি কি কিছুই বুঝতে পারিনে ?"

সৌদামিনী হাসিল ; কহিল, "তুমি কিছুই বুঝতে পারনি। বাঁদরের ছবি পেলেও লোকে দেখে, তাই দেখেছিলাম। তারপর কখন্ ভুল করে বালিসের নীচে রেখেছিলাম একটুও মনে ছিল না। সত্যি বলছি দাদামহাশয়, একটুও মনে ছিল না। মনে থাকলে তখনই আমি তা তোমার হাতে দিতাম। তা আমার বালিসের নীচে পেয়ে, তুমি বুঝি মনে করছিলে, আমি ভক্তি করে, সেখানা মাথার বালিসের নীচে রেখেছিলাম ? দাদা মশায় আমি সত্য বলছি, তুমি কিছুই বুঝতে পারনি। আমি কাউকে ভক্তি করিনে ; আমার বাবা

হাতে আমাকে সম্প্রদান করে গেছেন, তাঁকে ছাড়া আর কারও প্রতি ভক্তি আমার মনে আসতে পারে না।"

ডেপুটীবাবু কহিলেন, "তোমার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে দিদিমণি, তুমি যেন তোমার সেই পিতৃদত্ত বরটিকে দেখেছ।"

সৌদামিনী মুখ অবনত করিয়া বলিল, "আমিও দেখেছি, তুমিও দেখেছ; তুমি তাঁকে বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছ।"

অন্ধকার ঘরে বিদ্যুৎ বাতির সুইচ্ টিপিলে, যেমন তাহা সহসা আলোকিত হইয়া উঠে, সৌদামিনীর এই বাক্যে, ডেপুটী বাবুর সমস্ত হৃদয় আলোকিত হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন যে অশ্রুকুমারই ভুবনেশ্বর বাবুর পুত্র,—সৌদামিনী তাহা কোন ক্রমে জানিতে পারিয়াছে। ভাবিলেন, অশ্রুকুমারের সহিত সৌদামিনীকে অবাধে মিশিতে দেওয়া ভাল হয় নাই। বালিকা, যৌবনের প্রথম উন্মেষে, তাহার অগ্নিশিখা সম উজ্জ্বল ও তেজোময় মূর্ত্তি দেখিয়া নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইয়াছে—হরিহরপুরের জমীদারটিকে, একটা পুরাতন পুতুলের মত, তাহার মন হইতে ফেলিয়া দিয়াছে। কিন্তু ডেপুটীবাবু কিরূপে তাঁহার চির আদরের নাতিনীকে বিত্তহীন, ধনহীন অশ্রুকুমারের হস্তে সমর্পণ করিবেন? কিরূপে দারিদ্র্যের পঙ্কে এই রত্নাধিক রত্ন নিক্ষেপ করিবেন? তাহা ছাড়া জমীদারদিগকে যে কথা দিয়াছেন তাহাই বা কি রূপে প্রত্যাখ্যান করিবেন? অথচ বালিকার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কায করা সহজ হইবে না। হায় হায়! সৌদামিনীর বিবাহ লইয়া, তিনি শেষ মুহূর্ত্তে কি বিপদেই পতিত হইলেন!

মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া ডেপুটী বাবু বিবর্ণ মুখে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কার কথা বলছ, দিদিমণি? অশ্রুকুমারের কথা? অশ্রুকুমারই কি ভুবনেশ্বর বাবুর ছেলে?"

সৌদামিনী তাহার মুখখানি নিম্নদিকে আন্দোলিত করিয়া কহিল, "হাঁ।"

ডেপুটীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি করে জানলে?"

সৌদামিনী আনতাননে কহিল, "তাঁদের মুখে শুনেছি।"

ডেপুটী বাবু কহিলেন, "কিন্তু তোমার বাবার চিঠিতে যে ভুবনেশ্বর বাবুর কথা আছে, ইনি যে সেই ভুবনেশ্বর বাবু তা কি করে জানলে?"

সৌদামিনী কহিল, "দুজনেরই বাড়ী রজপথাটে, তা ছাড়া ভুবনেশ্বর বাবুর যে ছবি আমাদের বাড়ীতে আছে, তা দেখে মা আর ছেলে দুইনেই তাঁকে চিনেছেন।"

ডেপুটীবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তুমি ও কি বলছ দিদিমণি; ভুবনেশ্বর বাবুর ছবি আমাদের বাড়ীতে আসবে কি করে? আমি ত তা কখনও দেখি নি। সে ছবি তুমি কোথায় পেলে?"

সৌদামিনী ছবি প্রাপ্তির ইতিহাস বিবৃত করিয়া কহিল, "আমি আমার ঠাকুরদাদা মহাশয়কে কখনও দেখি নি, তবু তাঁর ছবিখানা দেখলে মনে হয়, যেন আমি ঐ নির্জীব ছবিটাকে তোমারই মত ভালবাসি। কেন এমন হয় তুমি বলিতে পার?"

ডেপুটী বাবু বুঝিলেন যে, পিকশিশু বায়স-কুলায়ে প্রতিপালিত হইলেও বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত সে কুহুধ্বনি করিয়া থাকে। তিনি আজীবন সৌদামিনীকে লালন পালন করিয়া, এবং তাহাকে প্রাণপণে, ভালবাসিয়া, তাহার যে ভালবাসাটুকু লাভ করিতে পারিয়াছেন, সেই ভালবাসা কোনও প্রতিদান ব্যতীত, সে অত্যন্ত সহজে তাহার পিতাকে প্রদান করিল। সৌদামিনীর এই স্বজনপ্রীতি দেখিয়া, ডেপুটীবাবু প্রীত হইলেন; কিন্তু অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে একটু ব্যথাও অনুভব করিলেন। তিনি নাতিনীর প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন,

"তুমি সেই বংশে জন্মেছ কিনা, তাই আপনা হতেই সেই বংশের প্রতি তোমার মনে একটা টান জন্মেছে।"

সৌদামিনী কহিল, "সেই ঠাকুরদার মৃত্যুকালের আদেশ অমান্য করলে, আমার কি কখন ভাল হবে, দাদামশায় ?"

ডেপুটী বাবু কহিলেন, "তুমি উতলা হয়ো না। তোমার যাতে ভাল হয়, আমি সেই ব্যবস্থা চিরকালই করেছি, চিরকালই করব। আজ বিকালে রামতনু বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে যা হয় একটা সুব্যবস্থা করব। এই চিঠিখানা আমার কাছে থাক্।"

সৌদামিনী কতকটা আশ্বস্ত হইল। ডেপুটবাবু জলযোগ করিয়া নিয়ে নামিয়া আসিলেন। বহির্ব্বাটীতে যাইয়া দেখিলেন, অশ্রুকুমার একখানা পুস্তক লইয়া অনন্যমনে পাঠ করিতেছে। তাহার প্রশান্ত ও উজ্জ্বল মুখে যেন ছায়াহীন স্বর্গের উজ্জ্বল ছায়া পতিত হইয়াছিল। সেই মুখ দেখিয়া ডেপুটী বাবু ভাবিলেন, বাস্তবিকই ঐ মুখে এমন কিছু আছে, যাহাতে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারা যায় না; তথাপি এই দরিদ্র বিদ্যাহীনের হস্তে পড়িলে, দিদিমণি আমার চিরদুঃখিনী হইবে।

এই অশ্রুকুমারের উজ্জ্বল রূপপ্রভা সৌদামিনীর মনে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা সবিশেষ অবগত হইবার জন্য ডেপুটী বাবু অন্য এক কক্ষে যাইয়া বৃদ্ধা ঝিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

বৃদ্ধা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কেন ডেকেছেন বাবু?"

ডেপুটি বাবু আপনার প্রধান প্রশ্ন প্রচ্ছন্ন রাখিয়া বলিলেন, "এই, দিদিমণির জলখাবার খাওয়া হয়েছে কি না তোমাকে তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম।"

বৃদ্ধা কহিল, "না এখনও তার জলখাবার খাওয়া হয়নি। আমাদের

কথা কি শোনে? পাড়াগাঁ থেকে ঐ যে ছেলেটি এসেছে, ওর জলখাবার খাওয়া না হলে দিদিমণি একদিনও জলখাবার খায় না; ভাতও খায় না।"

ডেপুটী বাবু মনে মনে ভাবিলেন, ইস্! আমার অজ্ঞাতসারে ভক্তিটা দেখিতেছি, অবাধে বাড়িয়া গিয়াছে! ছেলেমানুষ, রূপে মুগ্ধ হইয়া বোধ হয় ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন খায় না?"

বৃদ্ধা কহিল, "দিদিমণি ঐ ছেলেটিকে আর তার মাকে ভারি ভক্তি করে; এমন ভক্তি কখনও দেখি নি। কোনও কোনও দিন ঐ ছেলেটির পাতেই খেতে বসে। আমাদের বাধা দিয়ে নিজেই ওর শোবার বিছানা ঝেড়ে দেয়; ওর কাপড় জামা নিজেই গুছিয়ে রাখে। ঐসকল দেখে শুনে ঐ ছেলেটির মা আমাদের দিদিমণিকে ছেলের বউ করতে ইচ্ছা করেছেন।"

ডেপুটী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি করে জানলে যে দিদিমণির সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেবার জন্যে তাঁর ইচ্ছে হয়েছে?"

বৃদ্ধা কহিল, "সেই কথা আপনাকে বলবার জন্যেই ত ছেলের মা কাল সন্ধ্যেবেলা আমাকে অনুরোধ করেছিলেন।"

ডেপুটী বাবু প্রশ্ন করিলেন; "কই, সে কথা ত তুমি আমাকে এপর্য্যন্ত বলনি?"

বৃদ্ধা কহিল, "সে কি বলবার মত কথা? রাজপুত্রের মত বরের সঙ্গে দিদিমণির বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে, আজ বাদে কাল গায়ে হলুদ, পর্শু বিয়ে হবে; এখন এক পাড়াগাঁয়ের ছেলের সঙ্গে তার বিয়ের কথা তুললে লোকে যে আমাকে পাগল বল্‌বে। আমি সব কথা তাঁকে বুঝিয়ে বলতে, তিনি বুঝে সুঝে আর কোনও কথা কইলেন না।"

ডেপুটী বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদিমণি কি হরিহরপুরের জমীদারদের সম্বন্ধে কোনও কথা বলে?"

বৃদ্ধা কহিল, "কি হয়েছে, জানি নে; কিন্তু আজ কাল তাঁদের কথা মুখেও আনে না। সেই ব্যারাম থেকে উঠে অবধি তাঁদের কথা, বা নিজের বিয়ের কথা একবারও বলে নি। একদিন আমি তাঁদের কথা বলতে গিয়েছিলেম, তাতে দিদিমণি আমাকে ধমক দিয়ে বল্লে, 'চুপ কর্ চুপ কর্ ঝি, ও সব কথা আমাকে বলিসনে; আমার ঘেন্না করে।'

ডেপুটী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেখানে কি দিদিমণির বিয়ে করতে ইচ্ছা নেই?"

বৃদ্ধা কহিল, "কি জানি বাবু তার কি রকম মতি আমি কিছুই বুঝতে পারিনে। ওাকে আমি ছেলেবেলা থেকে মানুষ করে এসেছি, কিন্তু একদিনের তরেও তাকে চিনতে পারলাম না।"

ডেপুটী বাবু মনে মনে ভাবিলেন, সেই অপূর্ব্বা বালিকাকে কাহারও চিনিবার সাধ্য নাই। হায়, হায়! যদি তাহার পিতা মাতা আজ জীবিত থাকিত, তাহা হইলে, তাহাদের মেয়েকে তাহারাই চিনিতে পারিত। তাঁহাকে বৃদ্ধ বয়সে এই বিপদে ফেলিয়া তাহারা কোথায় গেল? কিয়ৎ কাল পরে তিনি বৃদ্ধা ঝিকে অন্য প্রশ্ন করিলেন,—"আচ্ছা, দিদিমণিকে আমি যে নূতন গহনাগুলি গড়িয়ে দিয়েছি, তা কি তার পছন্দ হয়েছে?

বৃদ্ধা বলিল, "দিদিমণি চক্ষে দেখেনি। বাক্স শুদ্ধ লোহার আলমারিতে তোলা আছে। একদিন আমি তাকে পরতে বলেছিলাম, তা' শুনে সে হেসে বল্লে, গহনা পরে কি হ'বে? গহনা না পরলেও আমাকে সুন্দর দেখাবে।' কথাটা কিন্তু সত্যি।—দু গাছি কাঁচের

চুড়ি পরলে তাকে যেমন সুন্দর দেখি, হীরের গহনা পরলেও তেমন কাউকে সুন্দর দেখায় না।'

আরও কিছু প্রশ্ন করিয়া ডেপুটী বাবু বৃদ্ধা ঝিকে বিদায় দিলেন; এবং আপনি অবসন্ন চিত্তে বসিয়া ভাবিলেন,—"আমার দিদিমণি বড় অদ্ভুত মেয়ে। এমন মেয়ে কেহ কখনও দেখে নাই। এ মেয়ে হাতী ঘোড়া চায় না, গহনা পরতে চায় না, বড় মানুষের রূপবান বিদ্বান ছেলে বিয়ে করতে চায় না; চায় শুধু বাপের ইচ্ছা প্রতিপালন করিয়া, ধনহীন, বিদ্যাহীন এক পল্লিবালককে বিবাহ করিতে! তাহার পিতৃভক্তি আর অদ্ভুত ত্যাগ দেখিয়া আমার মনে সত্যই অত্যন্ত আনন্দ হইতেছে। কিন্তু— কিন্তু আমি হরিহরপুরের জমীদারদের কি বলিয়া জবাব দিব? কিন্তু এই ক্ষীর পুত্তলিকে কিরূপে দারিদ্র্যের দুর্দ্দশায় নিক্ষেপ করিব? অকস্মাৎ আমি কি বিপদে পড়িলাম। কেবল পত্র খানা প্রকাশিত হইয়া পড়ায় আমার এই বিপদ ঘটিল!"

নিকটে কক্ষদ্বারে প্রভাকরকে দেখিয়া, ডেপুটি বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভাকর, তোমার হাতে কি? বাইরে যাচ্ছ?"

প্রভাকর কহিল, "আমার হাতে কতকগুলি বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র; আমি এগুলি ডাকে দিতে যাচ্ছি?"

ডেপুটী বাবু কহিলেন, "দাঁড়াও, চিঠিগুলো এখনও ডাকে দিও না। আমি ভয়ানক বিপদে পড়েছি। বোধ হয় এই বিয়ে বন্ধ রাখতে হবে।"

প্রভাকর অবাক হইয়া নির্ণিমেষ নেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ডেপুটীবাবুর বিপন্মুক্তি

প্রভাকর ডেপুটীবাবুকে কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহা আর করা হইল না। দ্বারের নিকট সহসা ঘটক ঠাকুর আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, "নমস্কার ডেপুটী বাবু, কেমন আছেন? আপনার ভৃত্যকে একবার তামাক দিতে বলুন।"

ডেপুটী বাবু কহিলেন, "নমস্কার ঘটক মশায়! এখানে স্থানাভাব; ঐ বৈঠকখানা ঘরে চলুন; আমিও সেখানে যাচ্ছি।"

ঘটক ঠাকুর বৈঠকখানা ঘরে যাইয়া বিস্তীর্ণ শয্যার উপর উপবেশন করিলেন।

ডেপুটী বাবুও তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া বসিলেন। দেখিলেন যে অক্রকুমার আর এখন তথায় বসিয়া নাই; সে যথারীতি প্রাত্যহিক ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিল। দেখিলেন, অক্রকুমার যে স্থানে বসিয়া ছিল, সেইস্থানের নিকটে একখানা খাতার উপর একখানা বই ও একটা পেন্সিল রহিয়াছে। বইখানা তুলিয়া লইয়া, তিনি তাহার পত্র সকল উলটাইয়া দেখিলেন,—ইংরাজি অক্ষর; কিন্তু ল্যাটিন ভাষায় লিখিত। ঐ পুস্তকের আবরণে লিখিত ছিল Ciceronis Rhetorica। লাটিন ভাষার এই বৃহৎ পুস্তক লইয়া অক্রকুমার কি করিতেছিল? তিনি বিস্মিত হইয়া খাতাখানা তুলিয়া লইলেন। দেখিলেন, খাতা ইংরাজী ও বাংলা লেখায় পূর্ণ—একখানি পাতায় ইংরাজি লেখা, তাহার পরের পাতায় বাঙ্গালা লেখা। খাতাখানা প্রায় সমস্তই লেখা হইয়া গিয়াছে;

কেবল কয়েকখানি পত্র মাত্র অবশিষ্ট আছে। খাতা পেন্সিলের দ্বারা লিখিত। খাতার আবরণের উপর তিনটি ছত্রে লিখিত আছে—

CICERO'S RHETORIC

সিসিরোর বাক্যকুহক।

ASRUKUMAR CHAKRABARTY

ডেপুটী বাবু খাতার সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হস্তলিপি পাঠ করিয়া দেখিলেন যে সকল স্থলেই ভাষা প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ,—তেমন সরস ভাষা তিনিও রচনা করিতে পারেন কি না সন্দেহ। তিনি ভাবিলেন, যদি এই পুস্তকখানি অশ্রুকুমার পাঠ করিয়া থাকে, যদি এই খাতাখানি সেই লিখিয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে সে কোনও ক্রমে মূর্খ নহে; বরং অসাধারণ পণ্ডিত। কিন্তু সৌদামিনীর নিকট তিনি শুনিয়াছিলেন যে অশ্রুকুমার ভালরূপ লেখাপড়া শিক্ষা করে নাই;—হয়ত বিনয়বশতঃ সে সৌদামিনীর নিকট আত্মপ্রকাশ করে নাই। তাহা হইলে অশ্রুকুমার বিদ্বান্ ও বিনয়ী; সে অত্যন্ত সুশ্রীও বটে। কেবল তাহার যদি কিছু অর্থ থাকিত, আর হরিহরপুরের জমিদারের সহিত বিবাহের সম্বন্ধটা পাকাপাকি না হইয়া যাইত, তাহা হইলেই অশ্রুকুমারের সহিত সৌদামিনীর বিবাহ দিতে ডেপুটী বাবুর একটুও আপত্তি থাকিত না। অল্পকাল মধ্যে এই সকল বিষয় মনে মনে চিন্তা করিয়া, তিনি ধূমপানরত ঘটকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "ঘটক মশায় আজ কি অভিপ্রায়ে আপনার শুভাগমন হয়েছে?"

ঘটক ঠাকুরের শিখাটা কৃষ্ণতৃণাচ্ছাদিত ময়দানের উপর মনীষার মনুমেন্টের মত উচ্চ হইয়াছিল। তাহা অবনত করিবার চেষ্টা করিয়া

এ এতে বেশ একটু বিধাতার হাতের খেলা দেখতে পাচ্ছেন না? তিনি আর খুন দেখি, বিধাতা কি অদ্ভুত উপায়ে, দিদিমণির বিয়ের ঠিক আগেই অজ্ঞেয়কুমারকে আপনাদের কাছে এনে দিলেন! এতে আপনি কি বুঝিতে পারছেন না যে অজ্ঞেয়কুমারের সঙ্গে দিদিমণির বিয়ে হওয়া কেবল মাত্র তার পরলোকগত পিতা বা পিতামহের ইচ্ছা নয়, এটা বিধাতারও ইচ্ছা।"

ডেপুটী বাবু। শুনলাম, অজ্ঞেয়কুমারের পিতারও আদেশ আছে, স্বর্গীয় দীনবন্ধু বাবুর পুত্রের কোন কন্তার সঙ্গে তার বিয়ে হয়।

রামতনু। আমার মনে হয়, এ বিয়ে ঘটবেই। আমি জানি কৌলীন্য প্রথার জন্যে আপনি কোনও আপত্তি উত্থান করিবেন না। কিন্তু এই বিয়েতে আপনার একটা আপত্তি থাকতে পারে। আপনি বলতে পারেন, যে অজ্ঞেয়কুমার কৃতবিদ্য নয়, সে যথেষ্ট রূপবান, সুশীল ও সৎস্বভাবাপন্ন, কিন্তু বিদ্যাহীন।

ডেপুটী। সে বিদ্যাহীন কি না, সে বিষয়ে আমার মনে এখন যথেষ্ট সন্দেহ জন্মেছে। এই দেখুন, অজ্ঞেয়কুমার এই ল্যাটিন বইখানি পড়ছিল; আর এই খাতাখানিতে তার বাঙ্গলা ইংরাজী অনুবাদ করছিল।

রামতনু বাবু পুস্তক ও খাতাখানি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া বলিলেন, "অজ্ঞেয়কুমার ল্যাটিন জানে, আর এমন বড় ল্যাটিন পুস্তক পড়তে পারে, আর এমন বিশুদ্ধ ইংরাজী লিখিতে পারে; অতএব সে কখনই বিদ্যাহীন নয়। আর যার বিদ্যা আছে, কালক্রমে সে নিশ্চয় অর্থোপার্জ্জনও করতে পারবে; সুতরাং ভবিষ্যতে তার দারিদ্র্যও থাকবে না। তবে তার সঙ্গে দিদিমণির বিয়ে দিতে আপনার আপত্তি কি?"

ডেপুটী। আপনি কি ভুলে গেছেন, হরিহরপুরের ছোট জমীদারের সঙ্গে দিদিমণির বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেছে?

"সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হোন।"—বলিয়া রামতনু বাবু তাঁহার গৃহিণী তাঁহার নূতন ঝির নিকট হইতে যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, সে সকল কথা বর্ণনা করিলেন।

শুনিয়া ডেপুটী বাবু অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

রামতনুবাবু বলিলেন, "কিন্তু একটা ঝির কথার নির্ভর করে আপনাকে সংবাদটা তখনই প্রদান করতে আমার প্রবৃত্তি হল না। তার কথাটা যথার্থ কি না তার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলাম। সেই দিনই একাদশী চক্রবর্ত্তীর কাছারী বাড়ীতে গিয়ে তাঁর ম্যানেজর বাবুর কাছে শুনলাম যে ঐ ঐ নামের তিনটি শালা একাদশী চক্রবর্ত্তীর মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত ঐ বাড়ীতে ছিল। তার পর তারা কোথায় গেছে, তা তিনি বলতে পারলেন না। আমার প্রশ্নে তিনি আরও বললেন, যে তিনি তাদিগকে মন্তপায়ী ও কুচরিত্র বলে জানেন। সেই বাড়ীতে এমন দু একজন চাকর আছে, যারা তাদিগকে দেখবামাত্র চিনতে পারবে। আমার অনুরোধে তিনি সেই রকম একটি চাকরকে আমার কাছে ডেকে পরিচিত করে দিলেন।

ডেপুটী। তার পর এই চাকরকে নিয়ে আপনি কি করলেন?

রামতনু। পরদিন আমি তাকে আমার বাড়ীতে ডেকে আনলাম এবং তাকে কিছু টাকার লোভ দেখিয়ে টিরেটি বাজারে একটা ছদ্মবেশের দোকানে নিয়ে গিয়ে একটা ভালরকম ছদ্মবেশ পরালাম।

ডেপুটী। ছদ্মবেশটা কি রকম হল?

রামতনু। তার অল্প অল্প দাড়ি গোঁফ ছিল; একটা নাপিত ডেকে তা বেশ করে কামিয়ে দিলাম। তার পর তাকে একটা ছোট কাঁচা পাকা গোঁফ এবং একটি কাঁচাপাকা নুর পরালাম। তার মাথায় কাঁচা পাকা বাউরি কাটা চুল পরালাম; চুলের উপর জরি আর চুমকির কাজ

করা একটি নীল মখমলের টুপি পরালাম। লোকটা রোগা ছিল; তার হাতে পেটে ও পায়ে কাপড় জড়িয়ে তাকে একটা মোটা মানুষের পায়-জামা ও চাপকান পরালাম। এইবেশে সে বড় বড বাইজিদের দালাল হল। তখন তার নাম রাখলাম নূর মহম্মদ আলি। তখন সে চোখে সুর্ম্মা লাগিয়ে আমার সঙ্গে ভবানীপুরে গেল।

ডেপুটী। আপনার মাথায় এত বুদ্ধি জন্মাল কি করে?

রামতনু। আমার এত বুদ্ধি, দেখুন তবু গৃহিণী বলেন যে আমার মত বোকা তিনি বাপের জন্মে দেখেন নি। যাক সে কথা। এখন সেই লোকটাকে অন্য কিছু না সাজিয়ে বাইজিদের একজন দালাল সাজাবার কারণটা কি বুঝতে পেরেছেন ত? আমি মনে করেছিলাম যে তাতে তাদের চেহারাই কেবল চেনা হবে না, তাদের চরিত্রও চেনা হবে। বলা বাহুল্য আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল।

ডেপুটী। বাস্তবিক রামতনু বাবু, আপনার বুদ্ধির বাহাদুরী আছে। এ যেন একটা পুরো ডিটেক্‌টিভের ব্যাপার।

রামতনু। লোকটাকে আমি ভাল করে' শিখিয়ে পড়িয়ে সন্ধ্যার পর জমীদারদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলাম। নিজে রাস্তার অপর পারে একটু দূরে গাড়ীর ভিতর বসে রইলাম।

ডেপুটী। লোকটা কতক্ষণ বাদে আপনার কাছে ফিরে এল?

রামতনু। প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে।

ডেপুটী। কি খবর দিলে?

রামতনু। সে ফিরে এসে বল্লে যে সে তাদের বৈঠকখানা ঘরে বসে তাদের কাছে অনেক নূতন আমদানী বাইজির খাপ্‌সুরৎ চেহারার খোষগল্প করে এসেছে। তারা কেউই তাকে চিনতে পারে নি; কিন্তু সে তিনজনকেই চিনেছে,—তারা সেই তিন পাজাই বটে। তার পর,

সে আমাকে পাঁচটা টাকা দেখিয়ে বল্লে যে, সুধীরনাথ জ্যেষ্ঠদের সমুখেই ঐ টাকা তাকে দিয়ে অনুরোধ করেছে যে পরদিন সে এসে যেন তাকে এক সুন্দরী বাইজির কাছে নিয়ে যায়।

ডেপুটী। রাম রাম! এমন কুচরিত্র! কিন্তু পরদিনই আপনি আমাকে সংবাদটা দিলেন না কেন? আমি পুলিসে খবর দিয়ে তাদের শ্রীঘরের ব্যবস্থা করতাম।

রামতনু। পরদিন আমি সার্ভে আফিসে গিয়েছিলাম, তাই আপনার কাছে আসতে পারিনি। সেখানে আমি রংপুর জেলার একখানা বড় ম্যাপ কিনলাম। দেখলাম, সেই ম্যাপে অতি সামান্য পল্লী গ্রামেরও উল্লেখ আছে; কিন্তু হরিহরপুরের নাম কোথাও দেখলাম না। সেই আফিসে অনুসন্ধান করে জানলাম যে, ঐ ম্যাপে কোন পল্লীরই নাম ছাড় পড়ে নি। বুঝলাম হরিহরপুরের অস্তিত্ব নেই। যে গ্রামের অস্তিত্ব নেই, তার জমীদারও থাকতে পারে না। কাযেই ঐ শালারা জমীদার নয়।

ডেপুটী। জমীদার না হলে এত ধুমধাম কোথা হতে হয়?

রামতনু। এ কথাটা আমিও ভেবে ঠিক করতে পারি নি। হয়ত কোন কৌশলে তারা ভগিনীপতির কিছু অর্থ হস্তগত করতে পেরেছিল। যা'হক এই নকল জমীদারদের আরও কিছু সংবাদ সংগ্রহ করবার জন্যে কাল বিকালে আমি আবার ভবানীপুরে গিয়েছিলাম। সেখানে তাদের বাড়ীর কাছে অনেক লোক জড় হয়েছে দেখলাম। তাদের কাছে আমি যা খবর পেলাম তাতে আমার মনে হাস্যরসের সঙ্গে একটা বীভৎস রসের উদয় হল।

ডেপুটী। বীভৎস রস? কি রকম?

রামতনু। জানেন ত তাদের একজন ম্যানেজার ছিল। এই

ম্যানেজার মহিষীর কাছে আমার গৃহিণী প্রথম প্রথম হরিহরপুরের তত্ত্ব সংগ্রহ করেছিলেন। এই ম্যানেজারের নাম যাদবচন্দ্র দাস, সে ঐ মহিষীটিকে নিয়ে ঐ ভবানীপুরেই একটা পৃথক বাড়ীতে বাস করত। ঐ স্ত্রীকে কুৎসা দেখে সে তাকে আর তার সেই লোকটাকে—দুজনকেই কাল দুপুর বেলা হত্যা করে সে আপনিই পুলিশের হাতে ধরা দিয়েছে। আর থানায় গিয়ে সে এমন এজাহার দিয়েছে, যাতে ঐ তিনটি শালাকেও পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে এবং হাজতে বন্ধ করে রেখেছে। যদি থানার লোকের কাছে আরও কিছু সংবাদ সংগ্রহ করতে পারি, এই প্রত্যাশায় আমি আজ দুপুর বেলা আবার ভবানীপুর গিয়েছিলাম। কিন্তু থানার লোক বড় কিছু বল্লে না। যা হোক, আমি জানতে পারলাম যে শালাদের পক্ষে জামীন হয়ে হাজত থেকে তাদিগকে কেউ মুক্ত করে নিয়ে যায় নি, তারা হাজতেই আছে।

ডেপুটী বাবু একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ভগবান আমাদিকে রক্ষা করেছেন। কাল তবে তারা গায়ে হলুদ পাঠাতে পারবে না।"

রামতনু। কাল কেন, কোন কালেই তাদের কাছ থেকে গায়ে হলুদ আসবে না। অবিলম্বে তাদের সকল জুয়চুরীই ধরা পড়ে যাবে।

ডেপুটি বাবু কিয়ৎক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমি শুধু ভাবছি, দিদিমণিকে বিয়ে করবার জন্তে তারা এত টাকা খরচ করে' এত বড় একটা জুয়াচুরী কেন করলে? দিদিমণির রূপে মুগ্ধ হয়ে তারা এমন কাষ করেছে এ আমার মনে হয় না, কেন না। তারা যে শ্রেণীর লোক, তারা বালিকার রূপ চায় না; যুবতী যৌবন চায়। তবে টাকার লোভে বাদ করে' থাকে। কিন্তু দিদিমণিকে বিয়ে করলে তারা ত্রিশ

পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার বেশী পেত না। এটা কি তাদের পক্ষে এতই প্রলোভন যে, তাই পাবার জন্তে তারা একটা মিথ্যা ধুমধাম দেখিয়ে প্রায় তত টাকাই খরচ করবে? বোধ হয় এই জুয়াচুরী দ্বারা কেবল মাত্র আমাকেই ঠকাত না, আরও বেশী লোককে ঠকাবার উদ্যোগ করেছিল। আচ্ছা রামতনু বাবু, তাদের একজন দানশীলা মা ছিল, সে কোথায় গেল?"

রামতনুবাবু হাসিয়া, সেই স্ত্রীলোকের প্রকৃত পরিচয় দিয়া বলিলেন, "সে মাগীও পুলিশের হাতে পড়েছে।"

প্রভাকর শয্যার এক পার্শ্বে বসিয়া ছিল। ডেপুটী বাবু তাহাকে বলিলেন, "প্রভাকর, তোমার কাছে যে নিমন্ত্রণ পত্রগুলি আছে, তা এই মেঝের উপর রেখে তাতে আগুন লাগিয়ে দাও।"

প্রভাকর তাহাই করিল। ডেপুটীবাবু মহাবিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

আলেক্জান্দ্রার প্রেম ও ভক্তি

আজ বাটী হইতে বৈকালিক ভ্রমণ জন্য বাহির হইয়া অক্রকুমার ধীরে ধীরে ডাক্তার দত্তের বাড়ীর দিকে চলিল। গত কল্য সে তথায় গিয়া ডাক্তার সাহেবের একটি সুন্দর পুস্তকাগার দেখিয়া আসিয়াছিল; এবং সেই স্থান হইতেই ডেপুটী বাবুর দুই লাটিন পুস্তকখানি অনুবাদের অভিলাষে সংগ্রহ করিয়াছিল। সেই পুস্তকাগারের প্রলোভন তাহার মনে জাগিয়া ছিল। কিন্তু ডাক্তর দত্তের বাটীতে পৌঁছিয়া সে জানিতে পারিল যে, ডাক্তর দত্ত বাটীতে নাই, রোগী দেখিতে বাহির হইয়াছেন। সুতরাং পুস্তকাগার পরিদর্শনের প্রলোভন সম্বরণ করিয়া, সে তখনই বাটী ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছিল।

কিন্তু ঠিক সেই সময় আলেক্জান্দ্রার মোটরগাড়ী গাড়ীবারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাতে আলেক্জান্দ্রা ও তাহার দুইটি ভ্রাতা ছিল। আলেকজান্দ্রা গাড়ী হইতে নামিল, কিন্তু ভ্রাতৃদ্বয় নামিল না। বালিগঞ্জে কোনও বন্ধুর বাড়ীতে চা পানের জন্য তাহাদের নিমন্ত্রণ ছিল; দিদির মোটগাড়ী চড়িয়া সেখানে যাইবার জন্য তাহারা অনুমতি পাইয়াছিল। দিদিকে বাটীতে পৌঁছাইয়া দিয়া, তাহারা মোটর লইয়া চলিয়া গেল। আলেকজান্দ্রা হলে প্রবেশ করিয়া, হঠাৎ সম্মুখে অক্রকুমারকে দেখিয়া অত্যন্ত খুসী হইয়া উঠিল।

তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শনজন্য অক্রকুমার আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আলেকজান্দ্রা উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, "বস, বস; আমি

এখনই আসছি। ডাক্তার দত্তের মুখে শুনলাম, কাল তুমি এসেছিলে; কিন্তু আমি বাড়ী ফেরবার আগেই চলে গিয়েছিলে।"

অক্রকুমার কহিল, "আপনার বাড়ী ফিরতে দেরী হবে মনে করে চলে গিয়েছিলাম।"

আলেক্জান্দ্রা কহিল, "কিন্তু তুমি চলে যাবার পরই আমি বাড়ীতে ফিরেছিলাম। তুমি যদি আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আর পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে, তা হলে আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হত। আজ দৈবক্রমে একটু আগেই বাড়ী ফিরেছি, তাই তোমার সঙ্গে দেখা হল। তা না হলে আজও তোমার সঙ্গে দেখা হত না।"

অক্রকুমার বলিল, "আমি আবার আসতাম। আপনারা আমার জীবন রক্ষা করেছেন, আপনাদিকে কি আমি কখন ভুলতে পারি?"

আলেকজান্দ্রা হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা, আচ্ছা, এর পর দেখা যাবে, তুমি আমাকে ভুলে যাও কি না। চল, উপরে চল, সেখানে ড্রয়িংরুমে বসবে। আমি এই বাইরের কাপড়গুলো পরিবর্ত্তন করে এখনই তোমার কাছে আসব। এই বেহারা, আয়া কাঁহা? উস্কো পোষাক কামরামে জলদি ভেজো। আচ্ছা সবুর, সবুর। অক্রবাবু, তোমার জন্যে কি একটু চা আর দু'খানা বিস্কুট আনতে বলব?"

আলেক্জান্দ্রার চঞ্চল বাক্যে অক্রকুমার কিছু বিস্মিত হইয়া কহিল, "আমি কখনও চা খাইনি।"

আলেক্জান্দ্রা কহিল, "তবে থাক্, অন্য কিছু জলখাবার আনতে বলি। এই বেহারা!"

অক্রকুমার কহিল, না না, থাক। আমি বাড়ী থেকে জলখাবার খেয়ে বার হ'য়েছি; এখন কিছু খাব না।"

আলেক্জান্দ্রা কহিল, "তবে থাক; সে পরে দেখা যাবে। বেহারা

তোম্ যাও; আয়াকো জল্‌দি ভেজো। এস অক্র বাবু, আমার সঙ্গে উপরে এস।"

আলেক্‌জান্দ্রার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মসৃণ কাষ্ঠনির্ম্মিত ও মহার্ঘ কার্পেট মণ্ডিত অধিরোহণী অতিক্রম করিয়া অক্রকুমার দ্বিতলে উঠিল।

সেখানে সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিয়া, আলেকজান্দ্রা অক্রকুমারকে আহ্বান করিয়া কহিল, "এস, এইখানে বস। পাখাটা খুলে দেব কি? না থাক, একটু ঠাণ্ডা পড়েছে। আমি এখনই আসছি। দু'মিনিটও দেরী হবে না। যদি একটু দেরী হয়, তুমি যেন পালিও না। আমি দশ বারো দিন তোমাকে দেখি নি—সে যেন একটা যুগ। তুমি চলে যাবার পর মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল। একদিন মনে করলাম যে যাই ডেপুটী বাবুর বাড়ীতে গিয়ে তোমাকে দেখে আসি। কিন্তু হিন্দুর বাড়ীতে যেতে সাহস হল না। আমাদের জাত গিয়েছে; যদি তাঁরা আমাকে বাড়ীতে ঢুকতে না দেন। কিংবা ঢোকবার আগেই গায়ে গোবরজল ঢেলে দেবার ব্যবস্থা হয়? কাযেই যাওয়া হল না। অক্র বাবু দাঁড়িয়ে থেক না; আমি এখনই আসব। চুপ করে বসে থাকতে কষ্ট হবে? আচ্ছা, এই আলবাম্‌খানা দেখ।"

অক্রকুমার একটা বিচিত্র আসনে উপবিষ্ট হইয়া আলেক্‌জান্দ্রা প্রদত্ত চিত্রপুস্তকের পাতা উল্টাইতে লাগিল।

আলেক্‌জান্দ্রা বেশ পরিবর্ত্তন করিতে গেল। প্রসাধন কক্ষে প্রবেশ করিয়া আয়ার হস্তে ওভার কোটটি দিয়া আলেক্‌জান্দ্রা বৃহৎ দর্পণে আপনার মুখ দেখিল। সুন্দর মুখ;—চুম্বন-লাঞ্ছ লালসাময় ললিত রক্তাধর, স্বাস্থ্য-পরিপুষ্ট রক্তাভ কোমল কপোল, প্রেম প্রফুল্ল লীলাচঞ্চল নয়নকমল,—তাহার সব ছিল। তাহার সৌন্দর্য্যের ডালা প্রেম পূজার উপকরণে পূর্ণ ছিল,—পূর্ণতায় উছলাইয়া পড়িতেছিল।—এই ডালা সে

কাহাকে উপহার দিবে? স্বামীকে? আলেক্জান্দ্রার মনে হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কুসংস্কার তখনও আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল। সে ভাবিল, কে তাহার স্বামী?—যে হীনজাতি ব্যক্তি ভৃত্যের ন্যায়, সেবকের ন্যায়, অহরহ আমার আজ্ঞা পালন করিতেছে, সে সেবাপরায়ণ ভৃত্য বটে, কিন্তু সে স্বামী নহে, সে প্রেম পূজার দেবতা হইতে পারে না। এই সৌন্দর্য্য-ডালা উপহার দিয়া তাহাকে ত পূজা করিতে ইচ্ছা যায় না। ভৃত্য যতই অনুগত হউক, সে কখনই পূজ্য হইতে পারে না; ব্রাহ্মণেতর জাতি ব্রাহ্মণকুমারী আলেক্জান্দ্রার পূজ্য হইতে পারে না। যে পূজ্য নয়, আলেক্জান্দ্রা কিরূপে তাহার সর্ব্বস্ব দিয়া তাহাকে পূজা করিবে? অক্রকুমারের দেবোপম মূর্ত্তি সহজেই পাপিনী আলেকজান্দ্রার কলুষিত হৃদয়ে উদিত হইল। সে ভাবিল, আহা! বিদ্যাহীন ঐ পল্লিযুবক কি অনবনত গৌরব আপন অবয়বে বিজড়িত করিয়া রাখিয়াছে? কি ব্রাহ্মণ্য-দীপ্তিতে আপন উন্নত ললাট প্রদীপ্ত করিয়াছে? কি দেবোপম উদারতা আপন কমনীয় মুখমণ্ডলে মাখিয়া রাখিয়াছে? কবে একদিন আলেকজান্দ্রা অক্রকুমারের নগ্ন বক্ষে যজ্ঞোপবীত দেখিয়াছিল; সেই নগ্ন বক্ষ ছেই শুভ্র যজ্ঞোপবীত আলেকজান্দ্রার মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। মনে হইল, বিদ্যুদ্দীপ্তি যেন স্বর্গকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। আলেক্-জান্দ্রা—মুগ্ধা, ভ্রান্তা আলেকজান্দ্রা ভাবিল, অক্রকুমার স্বর্গ, অক্রকুমার দেবতা, অক্রকুমার ব্রাহ্মণ,—ব্রাহ্মণকুমারীর সেই পূজ্য!

সযত্ন প্রসাধনে আপন লাবণ্য আরও উজ্জ্বল করিয়া আলেকজান্দ্রা ড্রয়িংরুমে আসিয়া অক্রকুমার নিকট অন্য আসনে উপবেশন করিল। কক্ষমধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইতেছে দেখিয়া, ভৃত্য বৈদ্যুতিক আলোকগুলি জ্বালিয়া দিল। তড়িতালোকে আলেকজান্দ্রার উজ্জ্বল লাবণ্য আরও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সেই আলোক প্রদীপ্ত সুন্দর মুখ

প্রফুল্ল করিয়া সে মধুর কণ্ঠে অশ্রুকুমারকে জিজ্ঞাসা করিল, "পোষাক কামরা থেকে ফিরে আস্‌তে আমার কি বিশেষ দেরি হয়েছে ?"

অশ্রুকুমার শ্রদ্ধাপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "কই, না ; আপনার ত দেরি হয়নি।"

আলেক্‌জান্দ্রা আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এতক্ষণ কি করছিলে।"

অশ্রুকুমার বিনম্র কণ্ঠে উত্তর দিল, "আপনি যে আলবামখানি দিয়েছিলেন তা দেখা শেষ হলে, এই বাঙ্গলা গানের বইখানির পাতা উল্‌টে দুই একটা গান পড়ছিলাম।"

আলেকজান্দ্রা জিজ্ঞাসা করিল, "গান বাজনায় তোমার সখ আছে ? তুমি গান গাইতে বা কোন বাজনা বাজাতে পার ?"

অশ্রুকুমার কহিল, "একটুও না। আমাদের গ্রামে একজন লোক আছে ; সে ভাল গান গাইতে পারে। তার গান শুনে আমার গান শিখ্‌তে ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু তার কাছে যেতে মা আমাকে বারণ করেছিলেন। আমার গান শেখা হল না।"

আলেক্‌জান্দ্রা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি গান শুনতে ভালবাস ?"

অশ্রুকুমার কহিল, "খুব ভালবাসি।"

আলেক্‌জান্দ্রা আহ্লাদিত হইয়া কহিল, "আচ্ছা আমি তোমাকে গান শোনাব। রোজ রোজ শোনাব। আমাদের সমাজে গান শিখে তা ভদ্রলোককে শোনাবার প্রথা প্রচলিত আছে। চল ঘরের ঐ পাশে চল ; ঐখানে আমার হারমোনিয়ম আছে।

অশ্রুকুমার আলেক্‌জান্দ্রার সহিত ঘরের অন্যদিকে গেল। সেখানে একটা বড় অর্গান হারমোনিয়ম ছিল ; তেমন সুদৃশ্য বৃহৎ হারমোনিয়ম অশ্রুকুমার কখনও নয়নগোচর করে নাই। আলেক্‌জান্দ্রা হারমোনিয়মের

নিকটবর্ত্তী চর্ম্মমণ্ডিত ক্ষুদ্র চক্রাকার আসনে উপবেশন করিল। অক্রকুমার নিকটবর্ত্তী অন্য আসন অধিকার করিল। আলেক্‌জান্দ্রা হারমোনিয়মের কাষ্ঠাচ্ছাদন নির্ম্মুক্ত করিয়া, উহার চাবিগুলির উপর আপন রত্নাঙ্গুরীয়-ভূষিত অঙ্গুলি সকল সঞ্চালিত করিল। বৃহৎ কক্ষ মধুর গুঞ্জনে ঝঙ্কারিত হইয়া উঠিল। তড়িতালোকে আলেক্‌জান্দ্রার অঙ্গুরীয়ের রত্ন সকল, মন্মথনিধনোদ্যত মহাদেবের চক্ষের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। হারমোনিয়মের সুরের সহিত আপনার মধুর কণ্ঠস্বর মিশ্রিত করিয়া আলেক্‌জান্দ্রা গান গাহিতে লাগিল। কি মধুর গান! অক্রকুমার তেমন গান কখনও শুনে নাই। বুঝি আলেক্‌জান্দ্রাও তেমন গান কখনও গাহে নাই; আজিকার গানে তাহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছিল। সে সঙ্গীতে যেন সমস্ত জগৎ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সে সঙ্গীতে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের ব্যবধান অন্তর্হিত হইয়াছিল; স্বর্গ মর্ত্ত্যকে একটা সুরের বন্ধনে কে যেন বাঁধিয়া দিতেছিল।

সঙ্গীতাবসানে অক্রকুমার আলেক্‌জান্দ্রার প্রেমোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; সে চাহনিতে অতি বিস্ময় ও অতি তৃপ্তি প্রতিফলিত হইতেছিল। অক্রকুমারের তৃপ্তি দেখিয়া, আলেক্‌জান্দ্রাও আপনার প্রেমতপ্ত হৃদয়ে তৃপ্তি অনুভব করিল। সঙ্গীত-শ্রমে তাহার মুখ রক্তাভ ধারণ করিয়াছিল; সেই রক্তাভ মুখ তুলিয়া, সস্মিত অধর স্ফুরিত করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "অক্রবাবু, আমি কি তোমার মনে তৃপ্তি দিতে পেরেছি?"

অক্রকুমার কহিল, "আমি এমন গান কখনও শুনি নি। এ গান এখনও যেন আমার কানে মধু ঢেলে দিচ্ছে। আপনি এমন গান কোথায় শিখলেন?"

আলেক্‌জান্দ্রা কহিল, "তুমি শিখবে অক্র বাবু? আমি তোমাকে

শিখিয়ে দেব। এস আজই তোমার হাতে খড়ি দিই। তোমার চেয়ারটা আমার আরও কাছে আন। হাঁ, এইখানে বস। এইবার তোমার হাত দুটা দাও; কোথায় কোন আঙুল কি ভাবে দেবে, তা আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব।"

অশ্রুকুমার আপনার করতলদ্বয় আলেক্‌জান্দ্রার করতলে সমর্পণ করিতে যাইতেছিল, এমত সময়ে আলেক্‌জান্দ্রার পিতা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দেখিয়া আলেক্‌জান্দ্রার মনে হইল, যেন কক্ষমধ্যে বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইয়া গেল; সঙ্গীতোচ্ছ্বাস-মধ্যে যেন শত বীণার তার এককালে ছিঁড়িয়া গেল। সে ললাট কুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা আজ অসময়ে কেন?"

আলেক্‌জান্দ্রার পিতা প্রোফেসার বানার্জ্জিকে বোধ তোমরা এখনও বিস্মৃত হও নাই; তিনি ইংরাজি ভাষা ছাড়া আর কোনও ভাষায় কথা কহিতেন না। তাঁহার ইংরাজি কথার বাঙ্গালা অনুবাদ মাত্র আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম।

কন্যার প্রশ্নের উত্তরে প্রোফেসার বানার্জ্জি কহিলেন, "আ, হাঁ। ছেলেদিকে বাড়ীতে পোঁছে দিয়ে মোটরখানা এমনই ফেরত আসছিল। আমি মনে করলাম, যাই একবার তোমাকে দেখে আসি। তোমাকে বোধ হয়, একযুগ দেখি নি। এই অর্দ্ধনগ্ন যুবকটি কে?"

আলেক্‌জান্দ্রা বিরক্ত হইল। ললাট কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "বাবা, আমার বাড়ীতে যে ভদ্রব্যক্তি বসে থাকে, আর আমি যার সঙ্গে বাক্যালাপ করি, তার সম্বন্ধে প্রশ্ন প্রয়োগের ভাষা অন্য রকম।"

প্রোফেসর বানার্জ্জি কিছু অপ্রস্তুত ও কিছু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কিছু মনে কর্‌ো না, আলেক্‌। আমার মনে হয় এই যুবকটি ইংরাজী

জানে না, এ ব্যক্তি আমার কথা বুঝবে না, কাযেই আমার দোষ গ্রহণ করতে পারবে না।"

অক্রুকুমার ইংরাজিতে বলিল, "না, তা নয়, মশায়, আমি আপনার কথা বুঝি। কিন্তু আপনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ, আমি আপনার কোনও অপরাধ গ্রহণ করতে পারি না। বিশেষতঃ আমি বেশ বুঝেছি, আমার এই ধূতি ও পিরাণ বাস্তবিকই আমার সর্ব্বাঙ্গ উত্তমরূপে আবৃত করতে পারে নি। কেবল মাত্র এই আমাদের স্বদেশবাসিদের পরিচ্ছদ বলে আমি এ ত্যাগ করতে পারি নি। আমার দেশবাসীদের প্রতি যতদিন আমার শ্রদ্ধা থাকবে, ততদিন হয়ত এ আমি ত্যাগ করতে পারব না।"

অক্রুকুমারের বিশুদ্ধ ইংরাজি উচ্চারণ ও বাক্যপ্রণালী এবং তাহার বিনয় ও তেজস্বিতা দেখিয়া প্রোফেসার বানার্জ্জি ও আলেকজান্দ্রা উভয়েই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। আলেকজান্দ্রা যাহাকে বিদ্যাহীন পল্লীযুবক বলিয়া জানিত, দেখিল সে বাস্তবিক বিদ্যাহীন নহে। দেখিয়া ব্রাহ্মণ অক্রুকুমারের উপর তাহার শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া গেল।

প্রোফেসার বানার্জ্জি অক্রুকুমারের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "তোমার ইংরাজি কথা শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তুমি কি কোনও কলেজের ছাত্র?"

অক্রুকুমার কহিল, "আমি কখনও স্কুল বা কলেজে পড়ি নি।"

প্রোফেসর বানার্জ্জি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে এরকম ইংরাজি শিখলে কোথা থেকে?"

অক্রুকুমার কহিল, "আমাদের গ্রামে একজন অত্যন্ত সুশিক্ষিত লোক বাস করেন; তিনি আমাকে ইংরাজী ও ল্যাটিন শিখিয়েছেন।"

আলেকজান্দ্রার প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের শ্রদ্ধা তাহার বিস্ফারিত চক্ষে ফুটিয়া

উঠিল। সে বুঝিল যে অক্রুকুমার তাহাদের চেয়ে সুশিক্ষিত। বুঝিয়া, তৃপ্তিতে ও ভক্তিতে তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল।

প্রোফেসার বানার্জ্জি কিঞ্চিৎ নিষ্প্রভ হইয়া গেলেন, কেননা লাটিন সাহিত্যে তাহার অধিকার ছিল না। তাঁহার সম্মুখস্থ এই দীর্ঘাকার সুন্দর ও সুগঠিতাবয়ব যুবক বিদ্যায় তাঁহা অপেক্ষা কোনও ক্রমেই হীন নহে জানিয়া, তাঁহার অহঙ্কার অত্যন্ত আঘাত পাইল। অতঃপর নম্রস্বরে তিনি কাহলেন, "আমার কন্যার সঙ্গে তোমার পরিচয় হল কি করে?"

অক্রুকুমার তাহার বিপদের কথা, কঠিন পীড়ার কথা, ডাক্তার দত্তের ও আলেকজান্দ্রার যত্নের কথা বিশেষভাবে বিবৃত করিল। তাহার সুন্দর ভাষায় বিনয় ও কৃতজ্ঞতা ফুটিয়া উঠিল। কথা শেষ হইলে, সে আলেকজান্দ্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল।

আলেকজান্দ্রা কহিল, "ও কি? উঠছ কেন?"

অক্রুকুমার বলিল, "আপনারা অনুমতি করলে, এখন আমি বাড়ী ফিরব। গল্প করতে করতে কখন রাত হয়ে গেছে, বুঝতে পারি নি।"

আলেকজান্দ্রা অক্রুকুমারের প্রতি মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "একটু অপেক্ষা কর। আমার মোটরখানা বাবাকে বাড়ী পৌছিয়ে দিয়ে ফেরত এলে, তুমি তাতে চড়ে অল্প সময়ের মধ্যে ডেপুটি বাবুর বাড়ীতে ফিরতে পারবে।"

অক্রুকুমার কি বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু প্রোফেসর বানার্জ্জি তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন, "আমি এখন বাড়ী ফিরব না। তোমার কাছে আমার কিছু কায আছে। ততক্ষণ মোটরখানা এই ভদ্রলোকটিকে বাড়ী পৌছিয়ে দিয়ে অনায়াসে ফেরত আসতে পারবে।"

পুরাকালে কপিল মুনির কটাক্ষপাতে সগরবংশ ধ্বংস হইয়াছিল; মহাদেবের কটাক্ষপাতে কন্দর্প ভস্মীভূত হইয়াছিল। এই কলিকালে

কটাক্ষাঘাতে কেহ মরে না। তাই প্রোফেসার বানার্জ্জির জীবন রক্ষা হইল; নতুবা তাঁহার বচন শুনিয়া, আলেকজান্দ্রা তাঁহার দিকে যে কটাক্ষপাত করিয়াছিল, তাহাতে আলেকজান্দ্রাকে পিতৃঘাতী হইতে হইত। সৌভাগ্যক্রমে প্রোফেসার বানার্জ্জি আপনার কাযের চিন্তায় এমন তন্ময় ছিলেন যে কন্যার সেই তীব্র কটাক্ষ লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। পিতার এই কাযটা কি তাহা আলেকজান্দ্রা অবগত ছিল। অর্থ সংগ্রহের আবশ্যক হইলেই তিনি কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। আজও যে তিনি সেই সদুদ্দেশ্যেই আসিয়াছিলেন, তাহা বেশী বুদ্ধি ব্যয় না করিয়াও আলেকজান্দ্রা বুঝিতে পারিয়াছিল। কিন্তু পিতার প্রস্তাবের পর, সে প্রতিজ্ঞা করিল যে আজ এক কপর্দ্দকও সে তাঁহার জন্য ব্যয় করিবে না।

অক্রুকুমার মৃদু কণ্ঠে কহিল, "মোটর গাড়ীর দরকার হবে না; এই অল্প রাস্তা হেঁটেই যাব।"

আলেকজান্দ্রা কহিল, "পার্ক ষ্ট্রীট থেকে শিয়ালদা প্রায় দেড় মাইল রাস্তা; এটা অল্প রাস্তা নয়। তারপর, এই অগ্রহায়ণ মাসের হিম; এই হিম লাগান তোমার পক্ষে ভাল হবে না। কত কষ্টে তোমাকে আরোগ্য করেছি। বাবা, তুমি এইখানে একটু অপেক্ষা কর, আমি অক্রুবাবুকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে এখনই আবার ফিরে আসব। চল, অক্রু বাবু।"

অক্রুকুমার প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। সে গাড়ীতে আরোহণ করিবার জন্য আলেকজান্দ্রার অনুসরণ করিল।

সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া, নিম্নে হল ঘরে আসিয়া, আলেকজান্দ্রা হঠাৎ অক্রুকুমারের সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইল।

গতিরোধ হওয়ায় অক্রুকুমারও দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি আমাকে কিছু বলবেন?"

আলেকজান্দ্রা কহিল, "হাঁ। সকল সভ্য দেশেই বিদায় গ্রহণের সময় একটা নমস্কার প্রতিনমস্কারের প্রথা প্রচলিত আছে। আমি নামতে নামতে ভাবছিলাম, আমাদের দুজনের মধ্যে সেটা কি ভাবে সম্পন্ন হবে।"

অক্রুকুমার কহিল, "কেন? অতি সহজে। আপনি আমা অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও আপনি আমার পক্ষে সম্মানার্হ জীবনদাত্রী; এজন্য আপনি সর্ব্বদা আমার নমস্যা; আমি আপনাকে নমস্কার করব। আর, আর আপনি বোধ হয় আমাকে প্রতিনমস্কার করবেন?"

আলেকজান্দ্রা কহিল, "না, তুমি ব্রাহ্মণ ও বয়োজ্যেষ্ঠ; আমি তোমার পায়ের ধূলা গ্রহণ করব। আমি জাতিচ্যুত ও পতিতা; তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ করবে।"

কথাটা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই এবং অক্রুকুমার একটুকু বাধা উত্থাপন করিতে না করিতে, আলেকজান্দ্রা হল ঘরের মর্ম্মর মণ্ডিত মেঝের উপর নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িল; এবং দুই হাতে অক্রুকুমারের পাদুকাপ্রান্ত স্পর্শ করিয়া, অবনত মস্তকে প্রণতা হইল।

এই আকস্মিক ব্যাপারে অক্রুকুমার অত্যন্ত বিস্মিত ও কতকটা লজ্জিত হইয়া পড়িল। সে তাড়াতাড়ি আলেক্জান্দ্রার হাত ধরিয়া কহিল, "উঠুন, উঠুন; আপনি এ কি করছেন? আমার মত সামান্য লোককে আপনি কখনও এভাবে প্রণাম করতে পারেন না।" এই বলিয়া সে চরণপ্রান্তে পতিতা আলেক্জান্দ্রাকে উঠাইল।

অক্রুকুমার যে হস্ত দ্বারা তাহাকে তুলিয়াছিল, আলেক্জান্দ্রা তাহা দুই হস্তে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "তুমি চিরকাল আমার প্রণম্য থাকবে; আমার চক্ষে তুমি কখনও সামান্য হবে না। তুমি জান না, তুমি আমার কি। সে কথা হয়ত একদিন তোমাকে বলতে হবে। কিন্তু এখন তা

তোমাকে বলতে পারব না; তুমিও তা জানতে চেষ্টা করো না। তুমি মাঝে মাঝে আমাকে দেখা দিও। দেবে ত?"

আলেকজান্দ্রার ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে, তাহার তপ্ত করতলের কোমল স্পর্শে, তাহার ললিত নয়নের বিলোল চাহনিতে কি ছিল বলিতে পারি না; কিন্তু তাহাতে অক্রুকুমারের মনে ক্ষণকালের জন্য একটা সন্দেহের ছায়া পড়িল। কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাবিল, ছি ছি! এমন হইতে পারে না। এই পতিব্রতা জীবনদাত্রী কখনও এমন ধর্ম্মহীনা হইতে পারে না। সে কহিল, "যতদিন আমি কলকাতায় থাকব, ততদিন, মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে আসব।"

অক্রুকুমারের হস্ত তখনও আলেকজান্দ্রার হস্তমধ্যে ছিল। সে তাহা ঈষৎ আন্দোলিত করিয়া কহিল, "এইবার তুমি আমার প্রণামের প্রাপ্য আশীর্ব্বাদটা আমাকে দাও।"

অক্রুকুমার কিছু ইতস্ততঃ করিয়া স্মিতমুখে কহিল, "আমি আশীর্ব্বাদ করছি, ধর্ম্মে আপনার অক্ষুণ্ণ মতি হোক। ধর্ম্মই সুখ; সেই সুখ আপনি চিরকাল ভোগ করুন।"

আলেকজান্দ্রা অক্রুকুমারের হস্ত ছাড়িয়া দিল। লজ্জায় তাহার মুখ অবনত হইয়া পড়িল। ভাবিল, অক্রুকুমার কি তাহাকে ধর্ম্মহীনা মনে করিয়াছে; নতুবা ঐ রূপ আশীর্ব্বাদ করিল কেন? সে নীরবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া, অক্রুকুমারকে গাড়ীতে তুলিয়া দিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিল, "কাল কখন আসবে? গাড়ী পাঠাব কি?"

অক্রুকুমার কহিল, "কাল কখন আসব, তার ঠিক নেই। আসব। কিছু বাধা না পড়লে নিশ্চয় আসব। গাড়ী পাঠাবেন না।"

অক্রুকুমারকে লইয়া গাড়ী দৃষ্টিপথের অতীত হইলে, আলেকজান্দ্রা

একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া পিতার নিকট ফিরিয়া আসিল; এবং অন্যমনে একটা আসনে বসিয়া পড়িল।

কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া বানার্জ্জি সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ যুবকটি এখন কোথায় থাকে?"

আলেক্জান্দ্রা অন্যমনস্কভাবে কহিল, "শেয়ালদার কাছে এক ডেপুটী ম্যাজেষ্ট্রেটের বাড়ীতে।"

আরও কিঞ্চিৎকাল নীরব থাকিয়া, বানার্জ্জি সাহেব কাযের কথাটা তুলিলেন—"গত মাসে শীতের কাপড় তৈরী করতে দিয়েছিলাম। সম্প্রতি দরজীর বিলটা পেয়েছি—দুশো টাকার চেয়ে বেশী। বাড়ীভাড়াও তিন মাসের বাকী পড়েছে; তাও প্রায় তিনশ টাকা। তুমি জান, আমি সর্ব্বদাই অর্থশূন্য, তাই ভেবে চিন্তে তোমার কাছে এসেছি। তোমরা বড় হয়েছ, তোমরা বাপের অভাবের সময় না দেখলে, কে দেখবে? এ মাসে পাঁচ-ছ শো টাকা পেলেই আমার চলে যাবে।"

আলেক্জান্দ্রা কহিল, "বাবা তোমার আয় মাসে পাঁচশো টাকা; তার উপর ভাই দুটোর ভার একপ্রকার সমস্তই আমি নিজ হাতে নিয়েছি। তোমার খরচ কুলায় না কেন? স্বামীর টাকা চুরি করে, তোমাকে দেবার জন্যই কি তুমি এই অব্রাহ্মণের হাতে আমাকে সমর্পণ করেছিলে?"

প্রোফেসর বানার্জ্জি ঠিক এই প্রকার উত্তর শুনিবার প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি বলিলেন, "সে কি, আলেক্? একে তুমি চুরি বল কি করে? তুমিই ত বলেছ যে তোমার স্বামীর মাসিক আয় চার পাঁচ হাজার টাকা, সবই তোমার হাতে এসে পড়ে। তা থেকে তুমি তোমার সংসারের খরচ চালিয়ে বাকী টাকা তোমার ইচ্ছামত খরচ কর; তোমার স্বামী তার কোন খোঁজই রাখে না। তোমার খরচ করবার টাকা,

তোমারই টাকা। তা থেকে যদি তুমি আমার জন্যে কিছু খরচ কর সেটা কি চুরি?"

আলেক্‌জান্দ্রা জোরের সহিত বলিল, "সেটা চুরিরও বেশী;—চুরি আর বিশ্বাসঘাতকতা। টাকা আমার স্বামীর। তিনি বিশ্বাস করে আমাকে খরচ করতে দেন; সে টাকা আমাদের দরকারেই খরচ হওয়া উচিত। তা থেকে কোনও টাকা তাঁর অজ্ঞাতসারে তোমাকে দেওয়া উচিত নয়। এতদিন অনুচিত কায করেছি! আর করব না।"

বানার্জ্জি সাহেব আতান্তরে পড়িয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আর কখনও না; কিন্তু এবার দিতে হবে। না দিলে, দরজি ও বাড়ীওয়ালার ঋণটা আমি পরিশোধ করিতে পারব না।"

আলেক্‌জান্দ্রা কহিল, "তুমি কাল সকালে এসে আমার স্বামীকে তোমার অভাবের কথা জানিও। তিনি অনুমতি করলে, আমি তোমাকে টাকা দেব। নতুবা কোন ক্রমেই তুমি আমার কাছে থেকে একটি টাকাও পাবে না।"

আলেক্‌জান্দ্রার এই অদ্ভুত ও নিতান্ত যুক্তিহীন মতি পরিবর্ত্তনের কোনও কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া, বানার্জ্জি সাহেব বিষণ্ণমুখে বসিয়া রহিলেন। সান্ধ্যভোজের নিমিত্ত সজ্জিতা হইবার জন্য আলেক্‌জান্দ্রা যথাসময়ে আপন প্রসাধন কক্ষে চলিয়া গেল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

সৌদামিনীর বিবাহ।

মোটর গাড়ীতে চড়িয়া, বাটী ফিরিবার পথে অক্রুকুমার কিয়ৎকাল আলেক্‌জান্দ্রার আশ্চর্য্য আচরণের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল। হঠাৎ সে ভক্তিপূর্ব্বক তাহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া তাহাকে প্রণাম করিল কেন? প্রণাম করিয়া, আবেগময় কণ্ঠে সে যে কথাগুলা বলিয়াছিল, তাহার অর্থ কি? ভদ্রকন্যা, ভদ্র বধূ, সুশিক্ষিতা দয়াময়ী আলেক্‌জান্দ্রা কি চরিত্রহীনার ন্যায়, হৃদয় মধ্যে তাহার প্রতি গুপ্তপ্রেম পোষণ করে? ছি ছি! তাহার জীবনরক্ষাকারিণী দেবী কি এত হীনা হইতে পারে? সে বলিয়াছে, অক্রুকুমার তাহার কে, হয়ত সে তাহা একদিন বলিবে। কেন, অক্রুকুমার তাহার কে?—সেই কি তাহার প্রেম-পাত্র? ছি ছি! অক্রুকুমারের জন্য কেন সে পাপের পঙ্কে পা দিবে? কি প্রলোভনে সে দাম্পত্য ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া, আপান মন কলুষিত করিবে? অক্রুকুমার ভাবিল, তাহার কি আছে যে তাহার জন্য এই দেবী আপনার সমস্ত গৌরব ত্যাগ করিয়া এই ধিক্কারজনক নরকে নামিয়া আসিবে? তবে অক্রুকুমারের আশীর্ব্বাদ গ্রহণের পূর্ব্বে সেই কথাগুলা সে কেন বলিল? অক্রুকুমার অনেক চিন্তা করিয়াও ইহার কারণ নির্ণয় করিতে পারিল না। অবশেষে সে মনে করিল যে এইরূপ অবৈধ চিন্তা মনোমধ্যে পোষণ করা উচিত নহে। ইহা মনে করিয়া সে আলেক্‌জান্দ্রার আচরণের চিন্তা ত্যাগ করিল।

আলেক্জান্দ্রার চিন্তায় বিরত হইয়া, সে সৌদামিনীর কথা ভাবিল। ডেপুটী বাবু কি সেই পত্রখানা পড়িয়া, সেই জমীদারের সহিত সৌদামিনীর [illegible]য়া দিবেন? এবং জামাতার ইচ্ছানুযায়ী তাহারই সহিত সৌদামিনীর বিবাহ দিবেন? ইহাই ত তাঁহার উচিত কার্য্য হইবে। কিন্তু সকলে কি সকল সময়ে উচিত কার্য্য করিয়া থাকে? ডেপুটী বাবু যদি এই উচিত কার্য্যটা না করেন? হায় হায়! তাহা হইলে, তাহার কি সর্ব্বনাশ হইবে! সৌদামিনী অপরের পরিণীতা পত্নী হইয়া দুই দিন বাদে শ্বশুরালয়ে চলিয়া যাইবে। সৌদামিনী যদি তাহার প্রতি একটু অনুরাগিণী হইয়া থাকে, সে শ্বশুরালয়ে যাইয়া, শত সুখের মাঝে সেই ক্ষুদ্র অনুরাগের কথা ভুলিয়া যাইবে। কেন সে তবে সৌদামিনীর আশা বক্ষমধ্যে পোষণ করিবে? কি অধিকারে? যে দুইদিন বাদে পরস্ত্রী হইবে, তাহার চিত্র মনোরম হইলেও চিত্তমধ্যে রাখিবার অধিকার তাহার ত ছিল না। অতএব সে আলেক্জান্দ্রার চিন্তার ন্যায়, সৌদামিনীর চিন্তাও ত্যাগ করিল।

বাটীতে অক্রকুমারকে প্রত্যাগত দেখিয়া, রামতনু বাবু ও ডেপুটি বাবু উভয়েই তাহাকে বৈঠকখানা ঘরে আহ্বান করিলেন।

অক্রকুমার উপবিষ্ট হইলে, রামতনু বাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বইখানি আর এই খাতাখানি কি তোমার?"

অক্রকুমার রামতনু বাবুর হস্তধৃত পুস্তক ও খাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, হাঁ, আমিই ওটা ভুল করে এখানে ফেলে রেখে গিয়েছিলাম।"

ডেপুটী বাবু। এই কেতাব তুমি কোথায় পেলে?

অক্রকুমার। কাল ডাক্তার দত্তের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়ে ওখানি আমি তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে এসেছিলাম। দুপুর বেলাটা চুপ

করে বসে থাকতে ভাল লাগত না। তাই একটা কায নিয়ে সময় কাটাবার জন্যে কেতাবখানা চেয়ে এনেছি।

রামতনু বাবু। এখানি কি ভাষার কেতাব?

অক্রুকুমার। কেতাবখানি লাটিন ভাষায় লিখিত; আমি এর বাঙ্গালা ইংরাজি অনুবাদ করতে চেষ্টা করছিলাম।

রামতনু বাবু। ঐ অনুবাদটা আমরা পড়ে বুঝেছি যে লেখাপড়া সম্বন্ধে কোন কাযে তোমাকে যদি আমরা নিযুক্ত করে দিতে পারি, তা হলে, তুমি তা অনায়াসে সম্পন্ন করতে পার না কি?

অক্রুকুমার। বোধ হয় পারি। আমি কৃষ্ণনগরে কোন কোন আফিসে গিয়ে ভদ্রলোকদের কায দেখেছিলাম। ঐ কায দেখে, আমার বিশ্বাস হয়েছিল যে, সে সকল কাযই আমি সহজেই করতে পারি; কিন্তু ঐ রকম কোন কাযে, আমাকে কেউ কখনও ভর্ত্তি করতে চান নি; কেন না আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হতে পারি নি। আপনারা যদি কোনও উপায়ে আমাকে ঐরকম কোনও কাযে ভর্ত্তি করে দিতে পারেন, তা হলে আমার মনে হয়, আমি সে কায করতে পারব।

ডেপুটি বাবু। আমরা নিশ্চয়ই তোমার জন্যে একটি কায খুঁজে দেব। কিন্তু সে কথা পরে হবে; এখন তোমার সঙ্গে অন্য কথা আছে।

ডেপুটী বাবু ও রামতনু বাবু তখন অক্রুকুমারকে তাহার সাংসারিক অবস্থা সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন। বলা বাহুল্য অক্রুকুমার অকপটে সকল কথারই উত্তর দিল। তাহাতে উভয়েই বুঝিলেন অক্রুকুমার অতিশয় দরিদ্র।

কিয়ৎকাল তথায় উপবিষ্ট থাকিয়া অক্রুকুমার মাতার সহিত সাক্ষাৎ

করিবার জন্য উঠিয়া গেল। তখন তাহার অসাক্ষাতে রামতনু বাবু ও ডেপুটী বাবু অনেক তর্ক বিতর্ক করিলেন; প্রভাকরও তাহাতে যোগদান করিল। শেষে স্থির হইয়া গেল যে অক্রূকুমারের সহিত সৌদামিনীর বিবাহ দেওয়া বাঞ্ছনীয়—কারণ উভয়েরই পিতা এই বিবাহ বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছিলেন। বয়সে, রূপে, গুণে ও বিদ্যায়, সকল বিষয়েই অক্রূকুমার সুপাত্র; কেবল সে দরিদ্র—তা অর্থোপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলে তার দরিদ্রতা থাকিবে না। আজই অক্রূকুমারের মাতার নিকট ডেপুটি বাবু এই প্রস্তাব করিবেন। বোধ হয় তিনি সম্মত হইবেন,—না হইবার ত কোন কারণ নাই। শেষবার ধূমপান করিয়া রামতনু বাবু হৃষ্টচিত্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ডেপুটী বাবু বাটীর মধ্যে যাইয়া অক্রূকুমারের মাতার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। বলা বাহুল্য তিনি সহজেই সম্মত হইলেন। ২৪শে অগ্রহায়ণ বিবাহোৎসবের দিন স্থির হইল।

অবিলম্বে এই অভাবনীয় কথা কলরোলে বাটীতে প্রচারিত হইয়া পড়িল। তাহার মধুর প্রতিধ্বনি সৌদামিনীর আকাঙ্ক্ষিত শ্রবণপথে ধ্বনিত হইল।—উৎসবের বাজনা বাজিবার আগেই তাহার আবেগ কম্পিত হৃদয়ে বাজিয়া উঠিল। সে অতি কষ্টে আপন হৃদয়াবেগ সম্বরণ করিয়া স্মিতমুখে তাহার দাদা মশায়ের নিকট যাইয়া, কৃতজ্ঞতা ভাবে তাঁহার চরণতলে লুটাইয়া পড়িল; দুই হাতে তাঁহার পাদুকায় ধূলি গ্রহণ করিয়া তাহার ললিত ললাটতল চর্চ্চিত করিল।

ডেপুটী বাবু প্রিয়তমা নাতিনীর হৃদয়াদন্দ আপন হৃদয়ে অনুভব করিলেন; কি একটা আনন্দাবেগে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল; নাতিনাকে আশীর্ব্বাদ করিতে যাইয়া, হৃদয়মথিত কয়েক ফোঁটা অশ্রুজলে তাহার নমিত মস্তক সিক্ত করিলেন।

সৌদামিনী উঠিয়া দাদামহাশয়ের ভাব দেখিয়া তাঁহার বক্ষে লুকাইল এবং কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার এই আনন্দের দিনে তাহার মা কোথায়? তাহার বাবা কোথায়? স্বর্গে বসিয়া তাঁহারাও কি আজ তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন? করিতেছেন বই কি!—সৌদামিনী যে আজ তাঁহাদের পিতৃবাক্য পালন করিতে যাইতেছে।—বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে ২৪শে অগ্রহায়ণ তাঁহার পিতামহের শ্রাদ্ধ কার্য্য হইয়াছিল, বিংশতি বৎসর পরে, সেই শুভদিনেই সৌদামিনী তাঁহার ভবিষ্যৎ অভিলাষ পূর্ণ করিবে।

অশ্রুকুমারও সুখদ সংবাদ শুনিয়া, ছুটিয়া মাতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে আসিল। মাতা তাহার প্রণত মস্তক আপন বক্ষের নিকটে টানিয়া তাহা আশীর্ব্বাদ মাথা নয়ন জলে অভিষিক্ত করিয়া দিলেন। ভাবিলেন, আজ স্বর্গগত স্বামীর মৃত্যুকালের ইচ্ছা পূর্ণ হইল।

কিন্তু, একমাত্র পুত্রের বিবাহোৎসবে ব্যয় করিবার জন্য তাঁহার কিছুমাত্র অর্থসংস্থান ছিল না বলিয়া, মাতা চিন্তিত হইলেন। অবশেষে কিছুক্ষণ চিন্তার পর তিনি স্থির করিলেন যে, ভদ্রাসন বাটী বন্ধক রাখিয়া তিনি বিবাহের ব্যয় জন্য অর্থ সংগ্রহ করিবেন।

মাতার আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া, অশ্রুকুমার আবার বহির্ব্বাটীর ঘরে আসিয়া বসিল। সেখানে বসিয়া সে ভগবানের অসীম করুণার কথা ভাবিল। ভগবানের করুণায়, এক দণ্ডের মধ্যে তাহার জীবনের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়া গেল! এক দণ্ড পূর্ব্বে সে আলেকজাণ্ড্রার মোটর গাড়ীতে বসিয়া ভাবিয়াছিল সৌদামিনী পরস্ত্রী হইবে; সুতরাং সে পাপের ভয়ে, তাহার মধুর চিত্র চিত্তমধ্যে গ্রহণ করিতে সাহসী হয় নাই; এখন, করুণাময়ের কৃপায়, সে চিত্র চিরদিনের জন্য তাহার চিত্তপটে

মুদ্রিত হইয়া রহিল। ভগবান! তোমার যদি এত করুণা, তবে, হৃদয়নিহিত চিত্রখানিকে চিরোজ্জ্বল রাখিবার জন্য অক্রুকুমারকে সামর্থ্য দিও,—বুদ্ধি দিও।

পরদিন আহারের পর, অক্রুকুমার মাতাকে ও শ্যামার মাকে লইয়া রঙ্গণঘাটে ফিরিল। মাতা সেখানে থাকিয়া পুত্রের বিবাহের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া যথাবিহিত উৎসবের উদ্যোগ করিলেন।

অন্য দেশে বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া যাইলেই ঔপন্যাসিকের সমস্ত কার্য্য শেষ হইয়া যায়। কিন্তু আমাদের এই মধুর বাঙ্গালা দেশে বিবাহের পরও ঔপন্যাসিকের অনেকটা কায বাকী থাকে। অন্য দেশে বিবাহের পূর্ব্বেই প্রেমলীলার শেষ হইয়া যায়; অনেক সময় বিবাহান্তে প্রেমলীলার আর একটুও অবশিষ্ট থাকে না; বরং অন্য লীলার অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায়,—প্রেমরস বীভৎস রসে পরিণত হয়। আমাদের এই পুণ্য দেশে, ভগবানের কৃপায়, বিবাহের পরই, বিচিত্র প্রেমলীলা আরম্ভ হইয়া থাকে। বিবাহের পরেই, স্বামী-সেবায় রমণীর প্রেমলীলা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। বিরাগে, অনুরাগে, সন্দেহে, বিশ্বাসে, উহা শত শত বিচিত্র মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সংসারের সহস্র অভাবে, শত অভিযোগের ঘাত-প্রতিঘাতে উহা শত শত প্রেমমূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া উঠে। নব বধুর মধুর সুপ্ত ভালবাসা সংসারের সহস্র কার্য্যে জাগিয়া উঠে। পানীয়ের শীতলতায়, খাদ্যদ্রব্যের মধুরতায়, শয্যার কোমলতায়, গৃহদ্রব্যের পরিচ্ছন্নতায় বঙ্গ-বধূর ভালবাসার সন্ধান পাওয়া যায়। অর্থ-রক্ষাকারিণীর অঞ্চল সংলগ্ন কুঞ্জিকা গুচ্ছের মধুর টুনটুন্ গুঞ্জনে, তালবৃন্তবীজনরতার প্রকোষ্ঠ-বেষ্টিত কঙ্কণ গুচ্ছের রণু ঝণু রোলে, খাদ্য রন্ধননিরতার তৈজসের মধুর শব্দে আমরা সেই ভালবাসার প্রথম সাড়া পাই। তাম্বুলরাগরক্ত সুধাপূর্ণ অধরের মধুর হাসিতে আনত আন-

নের গোপন কটাক্ষ বিক্ষেপে আমাদের কাছে সেই ভালবাসা প্রকটিত হইয়া উঠে। আমাদের এই পবিত্র ও প্রেমময় দেশে প্রেমের এই বিচিত্র লীলাগুলি সমস্তই বিবাহের পরেই ঘটিয়া থাকে। সুতরাং এই বিবাহের পরক্ষণেই আমরা এই উপন্যাসের উপসংহার করিতে পারিব না। সৌদামিনী ও অক্রুকুমারের প্রেমলীলার ও সংসারলীলার কতকটা দৃশ্য পাঠককে না দেখাইয়া যদি আমরা আমাদের আখ্যায়িকা পরিসমাপ্ত করি, তাহা হইলে, উহা অসম্পূর্ণ থাকিবে।

তাহা ছাড়া এই গ্রন্থে উল্লিখিত অন্যান্য নরনারীগণের কাহার কি হইল, সে সম্বন্ধেও আমার পাঠক পাঠিকাগণের কৌতূহল তৃপ্ত করিতে হইবে।

উপরিউক্ত সমস্ত বিষয় আমার এই আখ্যায়িকার তৃতীয় ভাগে বিবৃত করিব। এই তৃতীয় ভাগের নামকরণ করিয়াছি "ধর্ম্ম"—কেননা ধর্ম্মই প্রেমের পূর্ণ পরিণতি। যথার্থ ভালবাসা মানুষকে ধর্ম্মের পথই দেখাইয়া দেয়। যে হীন ভালবাসায় বিধুভূষণ প্রভৃতির ন্যায়, মানুষকে কলুষিত করে, তাহা ভালবাসাও নহে, প্রেমও নহে—তাহা অত্যন্ত কলুষিত, অত্যন্ত অপবিত্র মনের অত্যন্ত হীন প্রবৃত্তি মাত্র। হে আমার যুবক পাঠকগণ! তোমরা যদি প্রেমের মর্য্যাদা রাখিতে চাও, তাহা হইলে কখনও ধর্ম্মের পবিত্র আশ্রয় ত্যাগ করিও না। যে উৎকৃষ্ট প্রেম আত্মবলিদান দিতে সমর্থ, তাহা কখনও ধর্ম্মের আশ্রয় ত্যাগ করে না।

তৃতীয় ভাগ

ধর্ম্ম ।

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

গীতা—৪র্থ । ৮ ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রেমের মর্য্যাদা ।

মাষ্টার মহাশয়কে বরকর্ত্তা করিয়া এবং রঙ্গণঘাটের অন্যান্য কতক গুলি লোককে লইয়া অক্রকুমার সৌদামিনীকে বিবাহ করিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিল। বিবাহের পরদিবস সে সৌদামিনীকে এবং সহযাত্রিদিগকে লইয়া আবার রঙ্গণঘাটে ফিরিয়াছিল। সৌদামিনীর সহিত তাহার বৃদ্ধা ঝি গিয়াছিল; ডেপুটী বাবুও তাহার অনুরোধে তাহার সহিত যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রঙ্গণঘাটে পাকস্পর্শের উৎসবে গ্রামের সমুদয় লোক জমীদার বাড়ীতে আহারে আহূত হইয়াছিলেন।

উৎসবান্তে ডেপুটী বাবু প্রস্তাব করিলেন যে সৌদামিনী ও অক্রকুমারকে লইয়া অষ্টাহ বাসের জন্য কলিকাতায় যাইবেন। সৌদামিনী কহিল যে অক্রকুমারের মাতাকে ও শ্যামার মাকেও লইয়া যাইতে হইবে; তাঁহাদিগকে রঙ্গণঘাটের বাটীতে অসহায় অবস্থায় রাখিয়া যাওয়া ঠিক হইবে না। পুত্রের অদর্শন-আশঙ্কায় কাতরা মাতা, সৌদামিনীর কথানুযায়ী কার্য্য করিতে সহজেই স্বীকৃতা হইলেন।

২০শে অগ্রহায়ণ সন্ধ্যাকালে তাঁহারা সকলে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন।

২৮শে অগ্রহায়ণ প্রাতঃকালে অক্রকুমার ভাবিল যে, বিবাহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় তাহার অবসরাভাব ঘটিয়াছিল; এজন্য সে আলেক্‌জান্দ্রাকে কল্য আসিব বলিয়া দশ বারদিন পূর্ব্বে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান

করিয়াছিল, তাহা প্রতিপালন করিতে সমর্থ হয় নাই। অতএব তজ্জন্য অদ্যই তাঁহার নিকট যাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। ইহা স্থির করিয়া সে প্রাতর্ভ্রমণে বহির্গত হইল।

ডাক্তার দত্তের বাটীতে আসিয়া অশ্রুকুমার দেখিল, ডাক্তার দত্ত ও আলেক্‌জাণ্ড্রা উভয়েই বাটী আছেন।

ডাক্তার দত্ত তাহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন; এবং একপাত্র চা খাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

অশ্রুকুমার চা পান করিত না, আলেক্‌জাণ্ড্রা তাহা জানিত। সে কহিল, "অশ্রুবাবু চা খান না।"

ডাক্তার দত্ত বলিলেন, "ওঃ ওঃ! তা হলে অন্য কিছু?—কিছু মিষ্টান্ন আর এক গেলাস জল? কেমন?"

অশ্রুকুমার কহিল, "আপনারা ব্যস্ত হবেন না। আমি সকালে কিছু জলযোগ করিনে।"

ডাক্তার দত্ত কহিলেন, "ভাল—খুব ভাল। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমরা যত কম বার আহার করি, ততই ভাল। সুস্থ শরীরে দিন রাতের মধ্যে দুবার আহারই শরীর রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। আমাদের দেশে পুরাকালে ঋষিরা একাহারী হয়ে দীর্ঘজীবন লাভ করতেন। এখনও হিন্দু ঘরের বিধবারা দিনান্তে একবার আহার করে ব'লে, সুস্থ শরীরে বেশীদিন বেঁচে থাকে। আর আমরা, দু'ঘণ্টা অন্তর আহার ক'রে আমাদের হজম শক্তিকে জেরবার করে দিই। এর ফলে শরীরটা ব্যাধিমন্দির হয়ে পড়ে।"

কিয়ৎক্ষণ আহার-তত্ত্ব আলোচনার পর ডাক্তার দত্ত কহিলেন, "যাক, আহারের কথা যেতে দেও। এখন আমি তোমার সঙ্গে একটু কথা ক'য়ে ডাকে বেরুব। ব্রেকফাষ্টের আগে তিনটে রোগী দেখতে হবে।"

অক্রকুমার কাযের কথা শুনিয়া একটু কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কাযের কথা কি জিজ্ঞাসা করবেন ?"

ডাক্তার দত্ত কহিলেন, "মিসেস দত্তের মুখে শুনলাম যে লাটিন ভাষায় তুমি একজন উচ্চ শ্রেণীর পণ্ডিত।"

ডাক্তার দত্তের এই উক্তিতে কি কিছু বিদ্রূপ মিশ্রিত ছিল? আলেকজান্দ্রা তীব্র দৃষ্টিতে তাঁহার মুখভাব লক্ষ্য করিল ; কিন্তু তাঁহার মুখে শান্ত সরলতা ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইল না। আলেকজান্দ্রার মনে পড়িল যে, কয়েকদিন পূর্ব্বে স্বামীর নিকট অক্রকুমারের বিদ্যাশিক্ষার পরিচয় দিতে যাইয়া, মহোৎসাহে সে আপন বাক্য সংযত রাখিতে পারে নাই।—অক্রকুমারের গুণগ্রাম জ্ঞাপনকালে তাহার বাক্য যেন শত ধারায় উৎসরিত হইয়া উঠে ; সে আপনার বাক্যস্ফূর্ত্তি প্রশমিত করিতে পারে না।

অক্রকুমার ডাক্তার দত্তের উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝিতে না পারিয়া বিনীত স্বরে কহিল, "আমি লাটিন ভাষা সামান্য জানি ; তাতে পাণ্ডিত্য লাভ করতে পারি নি।"

ডাক্তার দত্ত অক্রকুমারের বাক্যে মনোযোগ না দিয়া কহিলেন, "মিসেস দত্ত লাটিন জানেন না ; লাটিন শিখতে ওঁর বোধ হয় ইচ্ছা আছে। তোমার যদি অন্য কায না থাকে এবং অসুবিধা না হয়, তাহলে তুমি প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে এক ঘণ্টা ওঁকে লাটিনভাষা শিখিও। এই কার্য্যের জন্য আমি তোমাকে মাসিক একশ টাকা দিতে প্রস্তুত আছি।"

ডাক্তার দত্তের এই প্রস্তাবে আলেকজান্দ্রা কোন কথাই কহিল না, আনত মুখে নীরবে বসিয়া রহিল। বুঝি একবার ভাবিল যে, তাহার স্বামী হয়ত, অক্রকুমারের প্রতি তাহার মনের আকর্ষণের সন্ধান

পাইয়াছেন; তাই তাহার মনস্তুষ্টির জন্ত এই ব্যবস্থার বিধান করিতেছেন।

অশ্রুকুমার ভাবিল, উপস্থিত অভাবের সময় একশত টাকা বেতনের এই চাকুরী গ্রহণ করিলে, তাহাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হয় বটে, কিন্তু যাঁহারা তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখান হয় না। অতএব বেতনের প্রলোভনটা ত্যাগ করাই ভাল। ইহা ভাবিয়া সে প্রকাশ্যে বলিল, "লাটিন ভাষা আমি সামান্য যা জানি, তা মিসেস্ দত্তকে শেখাব। কিন্তু এর জন্যে আমি টাকা না নিয়ে অন্য কিছু নেব।"

ডাক্তার দত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি নেবে?"

অশ্রুকুমার কহিল, "সেদিন মিসেস্ দত্ত বলেছিলেন যে আমাকে গান শেখাবেন।"

ডাক্তার দত্ত কহিলেন, "ওঃ—তা আমি জানতাম না; মিসেস দত্ত সে কথা আমাকে বলেন নি।"

আলেকজান্দ্রা ডাক্তার দত্তের বাক্যে একটু প্রচ্ছন্ন শ্লেষের সন্ধান পাইল। সে অনতাননে ধীরস্বরে কহিল, "হাঁ, আমি অশ্রুবাবুকে গান শেখাতে প্রতিশ্রুত আছি।"

ডাক্তার দত্তের মুখমণ্ডলে একবার মাত্র বেদনার ভাব ফুটিয়া উঠিল; আলেকজান্দ্রা আনতাননে থাকায় তাহা লক্ষ্য করিতে পারে নাই। পরক্ষণে ডাক্তার দত্ত মুখে স্বাভাবিক প্রফুল্লতা আনিয়া শান্ত স্বরে কহিলেন "এ খুব ভাল কথা। অশ্রুকুমার তোমাকে লাটিন শেখাবে; তার বিনিময়ে তুমি অশ্রুকুমারকে গান শেখাবে। শিক্ষা গ্রহণ ও দান বিনা খরচে হয়ে যাবে;—আমার পকেটের পয়সা পকেটেই থাকবে। এখন আমি তোমাদিকে এখানে কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত রেখে, আমার রোগীর অনুসন্ধানে বার হব।"

অক্রকুমার কহিল, "আমিও বাড়ী ফিরব। কাল থেকে রোজ সন্ধ্যার সময় এসে গান শিখব।"

ডাক্তার দত্ত কহিলেন, "না, এখনই যেও না। আমি বাড়ী ফিরে যেন দেখতে পাই যে তোমরা উভয়ে মিলে গল্প করছ। বস বস অক্রকুমার।"

অক্রকুমার গমনোদ্যত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; ডাক্তার দত্তের অনুরোধে আবার আসন গ্রহণ করিল। পরক্ষণেই ডাক্তার দত্ত কক্ষের বাহিরে চলিয়া গেলেন।

আনতাননা আলেক্জান্দ্রা অক্রকুমারের দিকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, আবার আনত আননে বসিয়া রহিল। তাহার হৃদয়মধ্যে একটা ঝটিকা প্রবাহিত হইতেছিল; এজন্য সহসা তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া সে হৃদয়বেগ প্রশমিত করিল, তাহার পর অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, "অক্রবাবু, তুমি সেদিন কি বলে গিয়েছিলে, মনে আছে?"

আলেকজান্দ্রা যখন নীরব ছিল, অক্রকুমারের দৃষ্টি তখন পার্শ্বস্থ টেবিলের উপরিস্থিত একখানি সংবাদ পত্রে আকৃষ্ট হইয়াছিল। আলেকজান্দ্রার প্রশ্ন শুনিয়া সে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলেছিলাম?"

আলেকজান্দ্রা কহিল, "বলেছিলে যে পরদিন নিশ্চয় আসবে।"

অক্রকুমার কহিল, "বিশেষ একটা প্রয়োজনে আবদ্ধ হয়ে পড়ায় কথামত আসতে পারি নি। ক্ষমা করবেন। কাল সন্ধ্যা বেলা কলিকাতায় ফিরেছি, সন্ধ্যা বেলা আসতে পারিনি; আজ সকালে উঠেই এসেছি।"

আলেকজান্দ্রা কহিল, "সেই প্রয়োজনীয় কাযটা কি, তা কি আমাকে বলবে না?"

অশ্রুকুমার বলিল, "কেন বলব না? সেই সেদিন আপনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ডেপুটী বাবুর বাড়ীতে গিয়ে শুনলাম যে, ডেপুটী বাবু ঠিক করেছেন, তাঁর নাতনীর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন।"

আলেকজান্দ্রার হৃৎপিণ্ডে কে যেন মুদ্গরাঘাত করিল। সে মনে করিল, অশ্রুকুমার তাহাকে যেন একটা অমঙ্গল সংবাদ শুনাইবার জন্য উদ্যত হইয়াছে। ব্যাকুল স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তার পর?"

অশ্রুকুমার কহিল, "আমি যেদিন আপনার কাছে এসেছিলাম, তার পরদিনই মাকে নিয়ে রঙ্গণঘাটে যেতে হয়েছিল। সেই অবধি রঙ্গণঘাটেই ছিলাম; কেবল একদিন মাত্র বিয়ে করতে কলকাতায় এসেছিলাম।"

আলেকজান্দ্রার মুখ অত্যন্ত ম্লান হইয়া গেল; সে যেন আপন প্রাণদণ্ডাজ্ঞা তখনই শ্রবণ করিল। ব্যথা-বিজড়িত কণ্ঠে অস্পষ্ট স্বরে কহিল, "তাহলে অশ্রুবাবু, তোমার বিয়ে হয়ে গেছে? একটা অচ্ছেদ্য বন্ধনে তোমার মুক্ত জীবনটা চিরদিনের জন্যে বাঁধা, পড়েছে?"

"হুঁ, ২৪শে অগ্রাণ আমার বিয়ে হয়ে গেছে।"

আলেকজান্দ্রার হৃদয়রহস্য পরিজ্ঞাত না থাকায়, এই বিবাহের সংবাদটা যে তাহার ব্যথিত হৃদয়কে পাষাণভারের ন্যায় নিপীড়িত করিল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। আলেকজান্দ্রা কিয়ৎকাল মৌন থাকিয়া হৃদয়ব্যথা প্রশমিত করিয়া কহিল, "অশ্রুবাবু, আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব। জানি না এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসার অধিকার আমার আছে কি না, তবু প্রশ্নটা আমি করব। তুমি যথার্থ উত্তর দিও।"

অশ্রুকুমার তাহার বিশাল নয়নে কৌতূহল পূরিয়া, আলেকজান্দ্রার দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

আলেকজান্দ্রা কহিল, "ব্রাহ্মসংসারে প্রতিপালিত হয়ে, এবং

কতকটা ইংরেজি ভাবাপন্ন লোকের সঙ্গে মিশে আমার মনে বিশ্বাস জন্মেছে যে, স্বামী স্ত্রীকে আর স্ত্রী স্বামীকে পছন্দ করে বিয়ে না করলে, পরস্পরের মধ্যে প্রণয়-সঞ্চার হবার সম্ভাবনা নেই। হিন্দু বিয়েতে এরকম ঘটে না; মা বাপ বা অন্য আত্মীয়স্বজনের পছন্দ অনুযায়ী বিয়ে করতে হয়। এতে প্রণয় জন্মাবার আশা থাকে না, বিয়েটা যেন গুরুজনের আদেশ পালন মাত্র হয়ে দাঁড়ায়। তুমি এরকম বিয়ে করে কি সুখী হয়েছ? সত্যি বলো, এরকম প্রণয়হীন বিয়েতে কি তুমি কোন আনন্দলাভ করতে পেরেছ?"

অক্রুকুমার কহিল, "আমি সুখী হয়েছি; আর বোধহয়, আমার পরিণীতাও আমারই মত সুখলাভ করেছে। আর বিয়ের সুখ ছাড়া, আমরা অন্য সুখও পেয়ছি—মা বাপের আদেশ প্রতিপালন করা বড় কম সুখ নয়!"

আলেকজান্দ্রা আর কথা কহিল না। মৌন থাকিয়া আপন মনে ভাবিতে লাগিল, "অক্রুকুমার সুখী, এবং অক্রুকুমার যাহাকে বিবাহ করিয়াছে সেও সুখী—তাহার সুখ হইবারই কথা। তবে আমি কে? ওরে দুর্দ্দমনীয় বাসনা! একটি নির্ম্মল চরিত্রকে পাপের পঙ্কে নামাইয়া আনিও না! যে পবিত্র ও পূজ্য, সে চিরপূজ্য থাকুক; তাহাকে নরকে নামাইয়া আমি কি সুখলাভ করিব? এই ব্রাহ্মণ জিতেন্দ্রিয় থাকুন; ইঁহাকে আমার পাপ সংস্পর্শে আমি কেন হীন করিব? এই দেবোপম আদর্শপুরুষকে সম্মুখে রাখিয়া আবার আমায় ধর্ম্মের পথে ফিরিতে হইবে। এখন সেই চেষ্টা আমার কর্ত্তব্য।"

বাহিরে প্রভাতালোক হাসিতেছিল। বাটীর সম্মুখে ক্ষুদ্র পুষ্প-বাটিকায় ফুটন্ত মরসুমী ফুলগুলি কোমলাঙ্গে সোণার রৌদ্র মাখিয়া হাসিতেছিল। পুষ্পাঙ্গে ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দুগুলি মৃদু প্রভাতবায়ু সংস্পর্শে

দুলিতেছিল, আর কিরণময় হাসি হাসিতেছিল। সমস্ত পৃথিবী যেন প্রেমময়ের সুখকর করস্পর্শে প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। সেই হাস্যময় শুভ মুহূর্ত্তে আলেকজান্দ্রা প্রেমের মর্য্যাদা বুঝিয়াছিল। বুঝিয়াছিল যে, যথার্থ প্রেম মানুষকে অধর্ম্মের পথ হইতে দূরে রাখে। প্রেম প্রেম-পাত্রকে ভোগের জিনিষ মনে করে না; পূজার পবিত্র জিনিষ মনে করে। পূজার জিনিষ মনে করিয়া, সেই পূজনীয়কে অপবিত্রতার দিকে টানিয়া আনে না। যে প্রেমিকা ভালবাসিতে জানে, সে প্রেমপাত্রের নিকট কখন কিছু কামনা করে না; সে হৃদয় উৎসর্গ করে, কিন্তু বর প্রার্থনা করে না।

আলেকজান্দ্রাকে কিয়ৎকাল মৌন দেখিয়া অশ্রুকুমার বাড়ী ফিরিবার কথা ভাবিল। কহিল, "বেলা হয়েছে; আপনি অনুমতি করলে আমি বাড়ী ফিরব।"

অশ্রুকুমারের বাক্যধ্বনিতে আলেকজান্দ্রার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হওয়াতে সে চমকিয়া উঠিল। তাহার পর স্থির হইয়া, সে স্নিগ্ধ প্রেমপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "বাড়ী যাবে অশ্রুবাবু? যাও; আবার কবে আসবে? যতদিন কলকাতায় থাকবে, এক একবার দেখা দিও।"

অশ্রুকুমার বলিল, "কেন, এ ত ঠিক হয়ে গেছে যে রোজ সন্ধ্যাবেলা এসে আমি আপনাকে লাটিন শেখাব; আর আপনি আমাকে গান শেখাবেন।"

আলেকজান্দ্রা ভাবিল, প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা নির্জ্জনে অশ্রুকুমারের কমনীয় কান্তি দেখিলে, তাহার উপর, তাহার সহিত সাহিত্য ও সঙ্গীতের আলোচনা করিলে আবার তাহার চিত্তবিভ্রম ঘটিতে পারে। অতএব সে কহিল, "না অশ্রুবাবু, তুমি রোজ এস না। রোজ বাড়ীতে বদ্ধ থেকে আমি আর এ বয়সে স্কুলের ছাত্রী সাজতে পারব না।

লাটিন শিক্ষায় আমার তত প্রবৃত্তি নেই; তা দুই একমাস পরে অবসর মত তোমার কাছে শিখে নেব। আর গান? গান তুমি আমার কাছে শিখো না। আমি আর গান গাব না।"

অক্রুকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, আপনি আমাকে গান শেখাবেন না কেন?"

আলেকজান্দ্রা কহিল, "তোমার মনে আছে কি, তুমি একদিন আমাকে বলেছিলে যে, তুমি তোমার গ্রামের এক গায়কের কাছে গান শিখতে চাওয়ায় তোমার মা তোমাকে বারণ করেছিলেন?"

অক্রুকুমার কহিল, "আমাদের গ্রামের সেই গায়ক দুষ্ট লোক, তাই মা বারণ করেছিলেন।"

আলেকজান্দ্রা হাসিয়া কহিল, "আমিও দুষ্ট লোক, ভয়ানক দুষ্ট লোক, তার চেয়ে দুষ্ট লোক!"

আলেকজান্দ্রার বাক্যকে একটা হাস্যোদ্দীপক অত্যুক্তি মাত্র মনে করিয়া সরল অক্রুকুমার হাসিতে হাসিতে বিদায়গ্রহণ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ক্রোরপতি।

সুবর্ণশীর্ষ হৈমন্তিক শস্য ক্ষেত্রের ন্যায়, কার্পেটের উপর, পূর্ব্বদিকের জানালা দিয়া হৈমন্তিক প্রভাতে রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছিল। বেলা তখন সাতটা বাজিয়া গিয়াছে, বাটীর সকলের চা খাওয়া শেষ হইয়াছে। তখন তারকবাবু একটা ড্রেসিং গাউন পরিয়া একটা আরাম চৌকিতে শুইয়া ছিলেন। নিকটে কার্পেটের উপর গৃহিনী বসিয়া ছিলেন। গৃহিনীর ক্রোড়ে একটি সুকুমার শিশু শুইয়া ছিল। গৃহিনী তাহার মুখের উপর মুখ আনত করিয়া, তারক বাবুকে কহিলেন, "দেখ, খোকা তোমাকে এখনি দাদা বলবে। বল ত, খোকা, দা দা দা।"

শিশু তাহার নবনীতনিন্দিত সুগোল বাহু দুটি তুলিয়া গৃহিনীর চিবুকপ্রান্তে হস্তার্পণ করিল।

সুকোমল স্পর্শে গৃহিনীর শিরায় শিরায় স্নেহধারা প্রবাহিত হইল; গৃহিনী পৌত্রের লালাপ্লাবিত মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন, "দা দা দা।"

এই পৌত্রের অন্নপ্রাশনে কি কি উদ্যোগ করিতে হইবে, তাহার পরামর্শ করিবার জন্য তারকবাবু অন্য কায ছাড়িয়া গৃহিণীর নিকট আসিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মাসতুতো বোনদের বাড়ীর সকলকে নিমন্ত্রণ করতে হবে না কি?"

গৃহিনী পৌত্রের অধর নাড়িয়া দিয়া কহিলেন, "ও মা! তা করবে না? তোমার প্রথম পৌত্রের ভাত দিচ্ছ, সকলকেই নিমন্ত্রণ করতে হবে।"

তারক বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকলে এলে এই বাড়ীতে সকলের স্থান সংকুলান হবে কেন ?"

গৃহিণী কহিলেন, "দু' চারদিন বই ত নয় ? মাথা গোঁজাগুজি করে এক রকম কেটে যাবে। আর পুরুষ কুটুম্বদের জন্যে কাছাকাছি একটা বাড়ী ভাড়া নিলেই চ'লবে।"

বাড়ীভাড়া লইবার কথা শুনিবামাত্র তারকবাবু চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বৃহৎ বাটীর কথা মনে করিলেন। মোক্তারপুরের মহারাজা চলিয়া যাওয়ায় তাহা তখন খালি ছিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীর সহিত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নির্দ্দিষ্ট উত্তরাধিকারীর কথাও মনে পড়িল। শত চেষ্টা করিয়াও তিনি অক্রকুমারের কোন সন্ধান প্রাপ্ত হন নাই। অক্রকুমারের চিন্তায় বিমর্ষ হইয়া তিনি কহিলেন, "দেখ, আমার হাতে এমন একটা বড় বাড়ী আছে, যাতে অনেক লোক বেশ স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারে। আমার ইচ্ছে হচ্ছে যে সেই বাড়ীতে গিয়ে কিছু দিনের জন্য বাস করি, আর খোকার অন্নপ্রাশনের ব্যাপারটা সেইখানেই সম্পন্ন করি।"

গৃহিণী কহিলেন, "পোড়া কপাল ! শুভকর্ম্ম বাড়ী ছেড়ে অন্যলোকের বাড়ীতে করব কেন ? তুমি পুরুষ কুটুম্বদের জন্যে কাছে একটা বাড়ী নিলেই, এই বাড়ীতেই সব কায সুশৃঙ্খলায় হয়ে যাবে।"

শিশু তারক বাবুর মুখের দিক চাহিয়া চাহিয়া, দুইটি শিশিরকণার ন্যায় দুইটি দন্ত বিকশিত করিয়া, হাসিল। সে হাসি পৃথিবীর নয়, স্বর্গ হইতে আসিবার কালে সেই হাসি সে শিখিয়া আসিয়াছিল ; এই পৃথিবীতে আটমাস বাস করিয়াও সে এখনও সেই স্বর্গীয় হাসি ভুলিয়া যায় নাই। হাসিয়া, পুষ্পদলবিগঠিততুল্য করতল তুলিয়া বলিল, "দা দা দা।"

গৃহিণী কহিলেন, "ঐ দেখ, তোমাকে দাদা বলে ডাকছে। দেখ, তোমার কোলে যাবে বলে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।"

তারক বাবু পৌত্রকে আপন অঙ্কে তুলিয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "পাজি!"

পাজি, পিতামহের গালাগালিতে প্রফুল্ল হইয়া লালাপ্লাবিত মুখ তুলিয়া তাঁহার নাসিকাগ্রভাগের স্বাদ গ্রহণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইল। তারক বাবু তাহাকে দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাজি, কি গহনা নিবি বল।"

গৃহিণী কহিলেন, "ঐ কচি হাত দুটিতে স্প্রিং ছোলা বালা কেমন মানাবে বল দেখি?"

তারক বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুধু বালা? আর কিছু নয়?"

গৃহিণী কহিলেন, "ও মা! তুমি বল কি? হাতে বালা দেবে, কাঁকালে বোর পাটী দেবে।"

তারক বাবু বলিলেন, "বোর পাটী নিতান্ত পুরাকালের গহনা; তার বদলে, পদ্ম কোট, কি মেখলা বিছে দিলে হয় না?"

গৃহিণী তারক বাবুর রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া কহিলেন, "না, তাতে আর কাষ নেই। ডায়মন কাটা পাটী আর পালিশ করা বোর দিলেই চলিবে।"

তারক বাবু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালা, পাটী, বোর আর কি?"

গৃহিণী কহিলেন, "আর গলায় ডায়মন কাটা হাঁসুলি থাকবে; আর কণ্ঠিতে একটি যবা ঢেলে একটি নবরত্ন পদক ঝুলবে।—পাথর গুলা যেন ঝুটা না হয়।"

তারক বাবু আদর-প্লাবিত অঙ্গুলিদ্বারা পৌত্রের কোমল কপোলদ্বয় নিপীড়িত করিয়া কহিলেন, "আর ?"

গৃহিণী পিতামহীর গৌরবে নাতিকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "আবার কি ? বেটা ছেলে—সোনার অঙ্গ ! গহনা না পরলেও ওকে সোণার চাঁদই দেখাবে।"

তারক বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "উপর হাতে কিছু গহনা দিতে হবে না—তাবিজ, জশম ?"

গৃহিণী কহিলেন, "বেটা ছেলে, তাবিজ জশম পরে না। তবে বাজু আর অনন্ত দিতে হবে বই কি। দেখ ; বালায় কোলে তিন গাছা করে গখরী চুড়ি দিলে মন্দ হবে না।"

তারক বাবু কহিলেন, "চুড়ি অবশ্যই দিতে হবে ; তবে গখরী চুড়ি সেকালের ; একালের বম্বই-বাধ, কি কার্ণিস, কি তাদের দাঁদওয়ালা ইস্কাবনের ফাঁস, চিড়িতনের ফাঁস চুড়ি দিলে মন্দ হ'ত না।"

গৃহিণী কহিলেন, "তাতে আর কায নেই ; ঐ গখরী চুড়িই বেশ মানাবে। আর দেখ, আমার আর একটা সাধ আছে।"

তারক বাবু গম্ভীর মুখে বলিলেন, "অবস্থা বিশেষে সকল মেয়ে মানুষেরই সাধ হয় ; তোমার কি সে অবস্থা হ'য়েছে ?"

গৃহিণী তারক বাবুর মুখের দিকে কুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "বুড়ো হ'য়েছ, নাতির ঠাকুর দাদা হয়েছ, এবয়সে অত রসিকতা কেন ?"

তারক বাবু পূর্ব্ববৎ মুখ গম্ভীর রাখিয়া বলিলেন, "তুমিও ত ঠানদিদি হয়েছ ; ঠানদিদির সঙ্গে একটু রসিকতা করবো না ? এখন বল তোমার কি সাধ ?"

গৃহিণী কহিলেন, "সাধ আছে যে ওর মাথায় চুড়া বেঁধে, তাতে কতকগুলো সোনার ঘুঙুর ঝুলিয়ে দিই।"

তারক বাবু চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, "মাথায় ঘুঙুর?"

গৃহিণী তারক বাবুর অজ্ঞতা দেখিয়া বিরক্ত হইলেন; অবজ্ঞা ভরে কহিলেন, "হ্যাঁ গো, হ্যাঁ; দেখনি কখনও?"

তারক বাবু শান্ত স্বরে কহিলেন, "আচ্ছা মাথায় ঘুঙুর হ'ল! তাহলে পায়ে বোধ হয় ফুল চিরুণি পরবে?"

গৃহিণী বলিলেন, "পায়ে গুজরী পঞ্চম।"

তারক বাবু বলিলেন, "এই বার সলমা চুমকির কায করা একটা পেশোয়াজ, আর জরির ওড়না পরাতে পারলেই শালা মাথায় ঘুঙুর বাজিয়ে বাইজীর মত নাচবে।"

এই বলিয়া তারক বাবু প্রাণাধিক পৌত্রকে আপন উরুদেশে দণ্ডায়মান করাইয়া নাচাইতে লাগিলেন। শিশু লালাস্রাবে বিচিত্র বক্ষোবসন প্লাবিত করিয়া, সৌকুমার্য্যের তরঙ্গ তুলিয়া নাচিতে লাগিল। গৃহিণী স্নেহাকুল লোচনে সেই কমনীয় দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। আহা, কি মধুর!—যেন কুসুম স্তূপ জীবন্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে; যেন ক্ষীর পূর্ণ কটাহে তরঙ্গ উঠিয়াছে; যেন গঙ্গা জলে রজত কলসে বীচিবিক্ষেপ হইতেছে। সেই নাচের সহিত গৃহিণীর হৃদয়টাও নাচিয়া উঠিল। তিনি পৌত্রকে আদর করিবার জন্য তাহাকে আপন ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন।

তারকবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "এখন তবে উঠতে পারি? আর ত কিছু কায নেই?"

গৃহিণী তারক বাবুর কথার কোনও উত্তর না দিয়া, পৌত্রের লালাপ্লাবিত মুখে বার বার চুম্বন করিতে লাগিলেন।

তারক বাবু আবার বলিলেন, "আমি চলে গেলে তুমি ঐ পাত্রা পর পুরুষের মুখে যত ইচ্ছা চুমো খেতে পার। আমার সম্মুখেই ও কায ক'রনা।"

গৃহিণী স্বামীর দিকে কুপিত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "বুড়ো বয়সে অত হিংসে কেন?"

তারক বাবু বলিলেন, "বার বার বুড়ো বল্লে আমি রাগ করবো।"

গৃহিণী কহিলেন, "তা করো; তাতে আমি ভয়ে মরে যাব না। কিন্তু এখন যেও না; তোমার সঙ্গে আরও কথা আছে।"

তারক বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার কি কথা?"

আবার গৃহিণী পৌত্রের মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "নিমন্ত্রণ পত্রগুলো কবে পাঠাবে? ভাল কথা মনে পড়েছে। বিয়ের পৈতের আর ভাতের কতকগুলো নমুনা, সরকার কাল সন্ধ্যাবেলা আমাকে দিয়েছিল। আমি তা তোমাকে দেখাতে ভুলে গেছি। আনছি, দেখ; দেখে বল কোন্ কাগজে কি ভাবে কি কালীতে আমাদের পত্রগুলো ছাপা হবে।" এই বলিয়া গৃহিণী পৌত্রকে কোলে লইয়া কক্ষান্তরে উঠিয়া গেলেন; এবং অল্পকাল মধ্যে নমুনাগুলি লইয়া আসিয়া, বসিয়া বলিলেন, "এই দেখ, এই একখানি পত্র—সবিনয় নিবেদন—আগামী ৭ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার—"

তারক বাবু কহিলেন, "থাক থাক, পত্র আর পড়তে হবে না। এই সাদা কাগজের উপর সোণালি লতাপাতা; তার মধ্যে সোণালী প্রজাপতিও দেখা—কিছুই পছন্দ হল না।"

গৃহিণী কহিলেন, "আচ্ছা, তবে ঐখানি—তোমার হাতে ঐ আসমানি কাগজের উপর ঐ রূপালি অক্ষর, যেন আকাশে তারা ফুটে রয়েছে, বেশ ত ওখানি।"

তারকবাবু কহিলেন, "কিন্তু শুভকার্য্যে আসমানি রঙটা আমি পছন্দ করলাম না।"

শিশু ইতিমধ্যে নমুনাগুলি দুইহাতে ধারণ করিয়া, সেগুলি ভোজনের চেষ্টা করিতেছিল। গৃহিণী পৌত্রের হস্ত হইতে একখানা পত্র কাড়িয়া লইয়া কহিলেন, "এই দেখ, আর একখানা পত্র গোলাপী রঙের কাগজ, উপর লাল কালীতে ছাপা, সম্মান পূর্ব্বক নিবেদন, আগামী ৯ই আশ্বিন আমার নবজাত পুত্রের—"

তারক বাবু কহিলেন, "কর কি! পত্রগুলো পড়ে সময় নষ্ট কর কেন?"

গৃহিণী কহিলেন, "আর এই একখানা হলদে রঙের কাগজের উপর লাল কালীতে ছাপা;—সম্মান পুরঃসর সবিনয় নিবেদন—আগামী ২৪শে অগ্রহায়ণ বুধবার রূপগঞ্জ—থাক্‌, আর পড়ব না। তুমি অমন করে উঠলে কেন?"

তারক বাবু উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন, "না, না, পড় পড়,—রূপগঞ্জ কি পড়ছিলে, পড়।"

গৃহিণী পড়িলেন—"রূপগঞ্জ নিবাসী ৺ভুবনেশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ অক্রকুমার চক্রবর্ত্তীর সহিত আমার দৌহিত্রী ৺হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী সৌদামিনী দেবীর শুভ বিবাহ হইবে। মহাশয়—"

তারক বাবু পত্রখানা আর পড়িতে দিলেন না; উহা গৃহিণীর হস্ত হইতে একপ্রকার কাড়িয়া লইলেন। পরক্ষণে কক্ষদ্বারাভিমুখে ধাবিত হইয়া হাঁকিলেন, "ওরে, কে আছিস রে? শীগ্‌গির! শীগ্‌গির! এখনই আমার গাড়ী তৈরী করতে বল। যেন এক মিনিটও দেরী না হয়। ব্যস, এইবার মাল সমেত পলাতক আসামীকে ধরব।"

গৃহিণী বুঝিলেন যে তাঁহার এটর্ণি স্বামী ঐ পত্র হইতে বুঝি কোন "নিরুদ্দিষ্ট আসামীর সন্ধান পাইয়াছেন।

তারক বাবু পোষাক পরিয়া গাড়ীতে উঠিলেন; এবং পত্রের ঠিকানা দেখিয়া, কয়েক মিনিটের মধ্যে ডেপুটী বাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তখন অক্রূকুমার আলেকজান্দ্রার বাড়ী হইতে ফিরিয়া বৈঠকখানা ঘরে ডেপুটী বাবুর নিকট বসিয়া ছিল। রামতনু বাবু চল্লিশ টাকা বেতনের একটি চাকুরীর সন্ধান আনিয়া অক্রূকুমারকে তৎকার্য্যে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিতেছিলেন। প্রভাকর দৈনিক রন্ধন সামগ্রী বাজার হইতে আনিবার জন্য চিন্তামণিকে আহ্বান করিতেছিল। তারক বাবু ব্যস্তভাবে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া, সকলেরই মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়া দিলেন। সকলেই প্রশ্নপূর্ণ নয়নে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

অক্রূকুমার আনন্দের সহিত রামতনু বাবুর প্রস্তাবিত চল্লিশ টাকা বেতনের চাকরীটি গ্রহণে সম্মত হইতে যাইতেছিল, তারক বাবুকে সহসা কক্ষে সমাগত দেখিয়া সেও আপনার বাক্য সংযত করিল।

তারক বাবু বলিলেন, "আমার নাম শ্রীতারকনাথ ভট্টাচার্য্য।"

অক্রূকুমার বিবাহোপলক্ষে রঙ্গপঘাটে যাইয়া তাহার মাষ্টার মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিল যে, তারকনাথ ভট্টাচার্য্য নামে তাহার জ্যাঠা মহাশয়ের এক বন্ধু তাহারই অনুসন্ধানে রঙ্গপঘাটে গিয়াছিলেন। এ কথা তাহার স্মরণ ছিল। সে কহিল, "আপনিই কি আমার সন্ধানে রঙ্গপঘাটে গিয়েছিলেন?"

তারক বাবু কহিলেন, "হাঁ, আমি রঙ্গপঘাটে আর অন্যান্য জায়গায় অনেক অনুসন্ধান করেছি; কোথাও তোমার সন্ধান পাই নি। আজ দৈবক্রমে এই পত্রখানা হস্তগত হওয়ায়, তোমার সাক্ষাৎ পেলাম।"—এই

বলিয়া, তারক বাবু পকেট হইতে হলদে রঙের পত্রখানা বাহির করিয়া দেখাইলেন।

অক্রুকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কেন আমাকে খুঁজেছিলেন? আমাকে কি আপনার কোন প্রয়োজন আছে?"

তারক বাবু কহিলেন, "তোমাকে বিলক্ষণ প্রয়োজন আছে। প্রয়োজনটা কি তা তোমাকে বুঝিয়ে বলি, শোন। আমি তোমার পরলোকগত জ্যেঠা মশায়ের একজন বন্ধু; আর হাইকোর্টের একজন এটর্ণি। কেদারেশ্বর আমাকে তাঁর অনুগত বন্ধু ও আইন ব্যবসায়ী জেনে, মৃত্যুকালে আমার উপর এক গুরুভার অর্পণ করে গেছেন। তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি আমার জিম্মা রেখে তাঁর উত্তরাধিকারীকে বুঝিয়ে দিতে বলে গেছেন। তুমি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র, আর আসন্ন আত্মীয়; তুমি ছাড়া তাঁর অন্য কোনও উত্তরাধিকারী নেই।"

অক্রুকুমার জিজ্ঞাসা করিল; "কেন, জ্যেঠামশায়ের কি কোন ছেলে মেয়ে নেই?"

তারক বাবু কহিলেন, "একটিও না। তোমার জ্যেঠাইমাও অনেক দিন হল মারা গিয়েছেন। মৃত্যুকালে তুমিই তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিলে। তিনি মৃত্যুকালে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তোমাকেই বুঝিয়ে দেবার জন্যে বলে গিয়েছিলেন। গত ১৬ই ভাদ্র তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তার পরই তোমাকে তোমার সম্পত্তিটা বুঝিয়ে দেওয়া আমার কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু দুটো কারণে তা ঘটে নি। প্রথম তোমার কাছে আমার পত্র পৌঁছায় নি; তাই তুমি আমার ইচ্ছানুযায়ী কলিকাতা আসতে পারনি। তারপর পূজার ছুটিতে আমি দার্জিলিং যেতে বাধ্য হয়েছিলাম। দার্জিলিং গিয়ে আমি পীড়িত হয়েছিলাম। ভাল হবে

কলকাতায় ফিরে তোমার অনুসন্ধানে বার হইলাম। কিন্তু কোথাও তোমার সাক্ষাৎ পেলাম না।"

অক্রুকুমার বিষাদপূর্ণ স্বরে কহিল, "আমি কোনও সংবাদ পাই নি বলে' আসন্নকালে জ্যেঠামশায়ের কাছে থেকে তাঁর সেবাও করতে পারি নি।"

তারক বাবু কহিলেন, "মৃত্যুকালে তাঁর কাছে আসবার জন্য কেদার বোধ হয় তোমাকে কোন পত্র লেখেন নি। লিখলে অবশ্যই তা আমি জানতে পারতাম।"

তোমাদের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, চক্রবর্ত্তী মহাশয় মৃত্যুকালে অক্রুকুমারকে আনিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন। সে পত্র শ্যালকত্রয় দ্বারা কিরূপে ভস্মীভূত হইয়াছিল তাহাও তোমরা জান। কিন্তু তারক বাবু এসকল সংবাদ অবগত ছিলেন না। তিনি বলিলেন, "যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। এখন অতীত ঘটনার জন্যে বিলাপ করা বৃথা। এখন তোমার সাক্ষাৎ পেয়েছি। তুমি আমার সঙ্গে চল। আমি তোমার সম্পত্তি তোমাকে বুঝিয়ে দিয়ে, আমার মৃত বন্ধুর প্রতি আমার শেষ কর্ত্তব্য পালন করি।"

ডেপুটী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁর কত সম্পত্তি ছিল?"

তারক বাবু কহিলেন, "তাঁর সম্পত্তির বার্ষিক আয় দশ লক্ষ টাকারও বেশী। দাম প্রায় আড়াই কোটী টাকা।"

ডেপুটী বাবু মহা বিস্ময়ে, বিস্ফারিত নেত্রে নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। ভাবিলেন, তাঁহার দিদিমণি কি শুভ অদৃষ্টের নির্দ্দেশে, অত্যন্ত দরিদ্র জানিয়াও অক্রুকুমারকে বিবাহ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। আর এই অক্রুকুমার, যাহাকে তিনি একদিন বিত্তহীন দীন পল্লীযুবক মনে করিয়া ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, যে যাবজ্জী

বাবুর কৃপায় একটী চল্লিশ টাকা বেতনের চাকরী গ্রহণ করিতে পারিবে বলিয়া নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিতেছিল, প্রকৃত পক্ষে সে ক্রোরপতি! তাহার সম্পত্তির মূল্য দুই কোটী টাকারও বেশী! সে ক্রোরপতি হইয়া, রাজপ্রাসাদ তুল্য প্রকাণ্ড অট্টালিকাতে বাস করিবে। তাঁর দিদিমণি ক্রোরপতির স্ত্রী হইয়া, রাজরাণীর ন্যায় মণিমুক্তায় অলঙ্কৃত হইয়া, সেই রাজপ্রাসাদ আলো করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে। কি সুখ! কি আনন্দ! কি শুভক্ষণে তাঁহার দিদিমণি এই অক্রুকুমারকে দেখিয়াছিল। অক্রুকুমার আজ ক্রোরপতি! তাহার দিদিমণি আজ ক্রোরপতির স্ত্রী!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অর্থপ্রাপ্তি

অক্রুকুমারের আকস্মিক ভাগ্য পরিবর্ত্তনে ডেপুটী বাবুর ন্যায় রামতনু বাবুও বিস্ময়াবেগে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া বিস্ময়াবেগ কতকটা প্রশমিত করিয়া, তিনি তারক বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায়, এই সমস্ত সম্পত্তিরই উত্তরাধিকারী কি একা অক্রুকুমার?"

তারক বাবু কহিলেন, "মৃত কেদারেশ্বরের আর কোনও উত্তরাধিকারী নেই। ভ্রাতুষ্পুত্র অক্রুকুমারই তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী। তাঁর উইলের নির্দ্দেশ অনুযায়ী অক্রুকুমার কেবল মাত্র সামান্য দুই লক্ষ টাকা সৌদামিনীকে দেবে। কিন্তু এখন সৌদামিনীর সঙ্গে বিয়ে হওয়ায়, দেওয়া না দেওয়া সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

রামতনু বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, সৌদামিনীকে দুই লক্ষ টাকা দেবার উপদেশ উইলে কেন লেখা হল? চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মৃত্যুর পূর্ব্বে ত সৌদামিনী তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের বৌ হয় নি।"

তারক বাবু বলিলেন, "মৃত্যুকালে কেদারেশ্বরের বিশ্বাস জন্মেছিল যে, আগে কোনও কালে তাঁর দোষে, হেমচন্দ্রের কিছু অর্থের ক্ষতি হয়েছিল। তিনি হিসাব করে দেখেছিলেন, সেই অর্থ এতদিন সুদসুদ্ধ, প্রায় দুই লক্ষ টাকা হয়েছে। এই টাকা, হেমচন্দ্রের অবর্ত্তমানে তিনি তার কন্যা সৌদামিনীকে দিয়ে গেছেন।"

অক্রুকুমারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তারকবাবু আবার বলিলেন,

"এখন আর দেরী না করে, চল অক্রুকুমার, আমার সঙ্গে চল। আমি এখনই তোমাকে সমস্ত বুঝিয়ে দিয়ে, আমার স্কন্ধের বোঝা নামাব। ডেপুটী বাবু, আপনারা সকলেই চলুন। আমি আপনাদের সমক্ষেই সম্পত্তিতে অক্রুকুমারকে দখল দেব।"

ডেপুটী বাবু কহিলেন, "উঠুন, রামতনু বাবু; চল অক্রুকুমার।"

অক্রুকুমার এতক্ষণ নীরবে বসিয়া, তারকবাবুর কথা শুনিতেছিল। এক্ষণে সে ধীরে ধীরে বলিল, "এই সম্পত্তি আমি আমার মাতার অনুমতি ব্যতীত গ্রহণ করতে পারি নে। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমি বাড়ীর ভিতর গিয়ে আগে তাঁর মত জেনে আসি।"

অক্রুকুমারের কথা শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। সকলেই বিস্ফারিত নেত্রে মাতৃউদ্দেশে গমনোদ্যত অক্রুকুমারের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। পার্থিব ঐশ্বর্য্যের প্রতি এত অবহেলা যে দেখাইতে পারে সে মানুষ নয়, দেবতা! তাঁহারা কেহই এমন মানুষ পূর্ব্বে দেখেন নাই।

অক্রুকুমার মাতার নিকটে যাইয়া কথাটা উত্থাপিত করিলে, তিনি প্রথমে বলিয়াছিলেন যে, না ঐ সম্পত্তি গ্রহণ করা হইবে না, পরের সম্পত্তি গ্রহণ করিলে, মানুষ আপন পরিশ্রম দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের মহাসুখে বঞ্চিত থাকে; আর অনর্জ্জিত অর্থ হস্তে পাইয়া বিলাসী হইয়া পড়ে। কিন্তু তিনি পরে চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, অক্রুকুমার যে ভাবে শিক্ষিত হইয়াছে, তাহাতে প্রচুর অর্থ পাইলেও সে কখনও বিলাসী বা অলস হইবে না; বরং ঐ অর্থ লাভ করিয়া, তদ্দ্বারা অনেক দরিদ্রের অভাব মোচন করিতে পারিবে, এবং অন্যান্য অনেক সদনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবে। অতএব সম্পত্তি গ্রহণ করিবার জন্য তিনি অক্রুকুমারকে অনুমতি প্রদান করিলেন।

অক্রূরকুমার বহির্বাটীতে আসিয়া, তারক বাবুকে জানাইল, "মা অনুমতি দিয়েছেন ; চলুন, আমি সম্পত্তি গ্রহণ করব।"

তখন তারক বাবু সকলকে আপন গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া, বড় রাস্তা হইতে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সদর বাটীতে প্রবেশ করিলেন ; এবং যে সকল কর্ম্মচারী বা ভৃত্য তৎকালে সেখানে উপস্থিত ছিল, তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া, নব প্রভুর সহিত তাহাদের পরিচয় করিয়া দিলেন। ম্যানেজার বাবু তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে একখানি মোটর গাড়ী ভাড়া লইয়া, ম্যানেজার বাবুকে শীঘ্র ডাকিয়া আনিবার জন্য তিনি একজন কর্ম্মচারীকে আদেশ করিলেন। পরে ত্রিতলে উঠিয়া একে একে গুদামগুলি দেখাইয়া তাহার চাবিগুলি অক্রূরকুমারের হাতে সমর্পণ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বশেষে যে বাক্সে চক্রবর্ত্তী মহাশয় শেষ উইল ও কতকগুলি চাবি রাখিয়াছিলেন, তাহা আনাইয়া, অক্রূরকুমারের হাতে দিয়া কহিলেন, "এই বাক্সে তোমার জ্যেঠামহাশয়ের উইল দেখতে পাবে। ঐ উইল অনুযায়ী তুমি কাষ করবে। আর, ঐ বাক্সে কতগুলি চাবি দেখবে, ঐ চাবি দিয়ে ঘর, সেফ, আলমারী, বাক্স, সিন্দুক প্রভৃতি খুলে সে সবের মধ্যে রক্ষিত মূল্যবান তৈজস ও অলঙ্কার দেখতে পাবে। প্রত্যেক ঘর বা আলমারী প্রভৃতিতে রক্ষিত জিনিষের এক একটি তালিকা ঐ ঘর বা আলমারীতে পাবে। অবসর মত তালিকার সঙ্গে জিনিষগুলি মিলিয়ে নেবে।"

গুদামগুলি খুলিয়া তারক বাবু যে সকল দ্রব্য দেখাইলেন, তাহা দেখিয়া এবং তাহার মহামূল্য অনুমান করিয়া, ডেপুটী বাবু ও রামতনু বাবু অবাক হইয়া গেলেন। কিন্তু দরিদ্র অক্রূরকুমারের মনে কোন প্রকার বিস্ময়ের ভাব উদিত হয় নাই। কেবল একটা দায়িত্বপূর্ণ

বর্ষভাবে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল। এই অতুল সম্পত্তি যে তাহারই উপভোগ্য, সে কথা সে একবারও মনে করে নাই। সে মনে করিল, যে সম্পত্তি রক্ষা করিবার গুরুভার তাহার জেঠামহাশয় তাহার উপর অর্পণ করিয়াছেন, সে উহা রক্ষা করিয়া জগতের কল্যাণের জন্য উহার সদ্ব্যবহার করিবে।

সেই দিন প্রভাতে তাহার যে ভাগ্য পরিবর্তন হইয়া গিয়াছিল, সৌদামিনী তাহার কোন তথ্যই অবগত ছিল না; কেহই তাহাকে সেই সংবাদ প্রদান করে নাই। সে ত্রিতলে থাকিয়া আপন শয্যাগৃহের সংস্কার করিতেছিল বলিয়া মাতাপুত্রের কথাবার্তা শুনিতে পায় নাই। বেলা নয়টার পর সে নিম্নে আসিয়া, অক্রুকুমারের মাতার আহার প্রস্তুত জন্য রন্ধনস্থানে যাইয়া দেখিল যে মাতা স্নানের পর পূজায় বসিয়াছেন। সৌদামিনীকে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া তিনি তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, এখনও প্রভাকর দাদা বাজার থেকে ফেরেনি কেন?"

মাতা কহিলেন, "আজ প্রভাকর বাজারে যায় নি; চিন্তামণি একাই গিয়েছে।"

সৌদামিনী কহিল, "তবে প্রভাকর দাদা কোথায় গেছে? সে ত বাড়ীতে নেই। দেখলাম বারবাড়ীতে কেউ নেই।"

মাতা কহিলেন, "সকলেই অক্রুর সঙ্গে ঐ সমুখের বাড়ীতে গেছে।"

সৌদামিনী রাজার দারবানদের কথা মনে করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন? ওখানে ত সেই রাজা রাণীরা আছেন।"

মাতা কহিলেন, "রাজা রাণী ঐ বাড়ী ভাড়া নিয়েছিলেন। এখন তাঁরা চলে গেছেন। ঐ বাড়ী—তুমি শুনে আশ্চর্য্য হবে—এখন অক্রুর বাড়ী হয়েছে। অক্রুর জেঠামশায় তাঁর সমস্ত টাকা কড়ি আর ঐ বাড়ী

অক্রকে নিয়ে গেছেন। সকালে একজন এটর্ণি বাবু এসেছিলেন, তাঁর নাম তারকনাথ ভট্টাচার্য্য, তিনি অক্রর সন্ধানে রজণঘাটে গিয়েছিলেন। আমার ভাসুর বাড়ী ঘর ও টাকা কড়ি তাঁরই জিম্মায় রেখে গিয়েছিলেন। ঐ সব বুঝিয়ে দেবার জন্যে তিনি অক্রকে নিয়ে গেছেন। তাঁর সঙ্গে তোমার দাদামশায়, প্রভাকর ও রামতনু বাবু গেছেন।"

সৌদামিনী বিস্মিত হইয়া কহিল, "ঐ বাড়ী যে এখনও আমাদের জ্যেঠা মশায়ের বাড়ী আছে, তা ত একবারও আমার মনে হয় নি মা। আর ঐ জ্যেঠামশায়ের উত্তরাধিকারী যে আমরাই হব, তাও ত তুমি একবারও আমাকে বলিনি। কত সম্পত্তি হবে?"

মাতা কহিলেন, "আমি শুনলাম তিনি যে সম্পত্তি রেখে গেছেন, তাহার দাম দু কোটী টাকার চেয়ে অনেক বেশী।"

সৌদামিনী তাহার পদ্ম-সদৃশ চক্ষু বিস্তারিত করিয়া কহিল, "দু কোটি টাকার চেয়ে বেশী? বাবা! এত টাকা নিয়ে আমরা কি করব মা? এত টাকায় আমাদের দরকার কি?"

মাতা কহিলেন, "আমাদের এই গরীব দেশে টাকার অনেক দরকার আছে মা। ঐ টাকার আয় থেকে তোমরা অনেক লোকের উপকার করতে পারবে। আমাদের দেশের অনেক গ্রামের পথঘাট ভাল নয়; অনেক গ্রামে ভাল খাবার জল নেই; অনেক গ্রামে চিকিৎসকের অভাবে রোগীর চিকিৎসা হয় না; অনেক গ্রামে গোচারণ মাঠের অভাবে গরুরা চরে খেতে পায় না। অনেক গ্রামে স্কুল অভাবে ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া শিখতে পায় না। অক্র ঐ টাকা খরচ করে গ্রামে গ্রামে ভাল পথ ঘাট করে দেবে, পুকুর কাটিয়ে গ্রামের লোককে তৃষ্ণার জল দেবে, ডাক্তারখানা খুলে রোগীকে ঔষধ দেবে; গরুর স্বাস্থ্যের উন্নতি করে নিজের পথ্যের ব্যবস্থা করবে, ছেলেদের লেখা পড়ার উপায় করে

দেবে। যাঁর পবিত্র রক্ত অক্রুর শিরায় বইচে, তিনি দান ছাড়া আর কিছু জানতেন না। তাঁর ছেলে অক্রুও দান করবে। তাই তার জ্যেঠামশায়ের সম্পত্তি আমি তাকে নিতে বলেছি। অক্রু ছেলেবেলা থেকে অনেক দুঃখ সহ্য করেছে, তবু টাকা নিয়ে আমি তাকে ভোগ বিলাসে গা ভাসাতে দেব না। আমি মা, আমি কায়মনোবাক্যে কামনা করি যে দেশের সমস্ত দুঃখ আপন স্কন্ধে বহন করে সে যেন চির-দুঃখীই থেকে যায়। আমার অক্রু পরোপকারে যেন তার সর্ব্বস্ব ব্যয় করতে পারে; আমার অক্রু পরোপকারে যেন তার জীবন উৎসর্গ করতে পারে! বাছা! তুমিও দীনবন্ধু বাবুর মহৎকুলে জন্মেছ। আমি যখন মরে যাব, তখন তুমি তার ধর্ম্মপত্নী থেকে, তাকে এই মতিই দিও; মা, দেশসেবা ব্রতে তুমি তার সহায় হয়ো। তোমার জন্মভূমি মূর্ত্তিমতী হয়ে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করবেন; তোমার মাথার সিঁদুর আরও উজ্জ্বল করে দেবেন।"

সৌদামিনী শ্বশ্রূর বাক্যের কোনও উত্তর দিল না; কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে, অক্রুকুমারের দানযজ্ঞে চিরকাল সে তাহার অর্দ্ধাঙ্গিনী হইয়া থাকিবে; অক্রুকুমারের ধর্ম্মকার্য্যে চিরদিন তাহার সহধর্ম্মিণী থাকিবে। অর্দ্ধভুক্ত দরিদ্রগণ আহার পাইবে, কি আনন্দ! শিশু দুগ্ধ পাইবে, দুগ্ধ পাইয়া শিশুমুখে হাসিবে; কি আনন্দ। সৌদামিনী আপনার চারিদিকে স্বচ্ছলতায় প্রফুল্ল জগৎ দেখিবে—সে কি আনন্দ!

সৌদামিনীকে কিয়ৎকাল চিন্তা করিবার অবসর দিয়া মাতা পুনরায় কহিলেন, "আরও শোন বাছা! অক্রুর জ্যেঠা মশায়ের কাছে তুমিও অনেক টাকা পেয়েছ। আমি অক্রুর মুখে শুনলাম যে তোমাকে দু'লক্ষ টাকা দেবার জন্যে তিনি উইলে লিখে গিয়েছেন।"

ইহার পর মাতা আর কোন কথা কহিলেন না; পূজায় মনো-নিবেশ করিলেন। সৌদামিনী অর্থ প্রাপ্তির চিন্তা ত্যাগ করিয়া শ্বশুর জন্য রন্ধন করিতে লাগিল।

বেলা দশটার পর অক্রুকুমার, ডেপুটী বাবু প্রভৃতি অন্দরের দিকের দরজা দিয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। ডেপুটী বাবু আহারাদি করিয়া আদালতে গেলেন। বলা বাহুল্য সেদিন তিনি আদালতের কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই; এই অভাবনীয় ব্যাপারে তাঁহার মনে আনন্দ ব্যতীত আর কিছুরই স্থান ছিল না। সওয়াল জবাব, জেরা, ফরিয়াদি, আসামী সমস্তই উদ্দাম আনন্দস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল।

আহারাদির পর অক্রুকুমার সৌদামিনীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।

শত কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলেও সৌদামিনীর একটা চক্ষু অক্রুকুমারের পাছু পাছু ফিরিত। সে অক্রুকুমারের কক্ষে প্রবেশ নিষ্ক্রমণ হইতে লক্ষ্য করিল। সে জানিত যে তাহার সহিত বাক্যালাপের আবশ্যক হইলেই অক্রুকুমার তাহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া থাকে। অতএব সে ত্বরিত পদে তাহার নিকট সমাগতা হইল, এবং জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমাকে খুঁজেছ কেন?"

অক্রুকুমার কহিল, "তোমাকে ত সমস্ত দিনই খুঁজি; যখন তোমার কাছ থেকে দূরে থাকি তখনও খুঁজি।"

সৌদামিনী আবার আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "বল না, তুমি কেন খোঁজ?"

অক্রুকুমার সৌদামিনীকে বক্ষে চাপিয়া কহিল, "তোমাকে ভালবাসি বলে। কিন্তু আজ এখন তোমায় খুঁজছি তোমার সঙ্গে একত্র কাষ করব বলে। আজ থেকে আমাদের কাযের জীবন আরম্ভ হল। এই কাযের জীবনে তুমি আমার সহায় হবে, আমি তোমার সহায় হব।"

সৌদামিনী কাষের সন্ধান পাইয়া উৎসাহান্বিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বল কি কাষ করতে হবে ?"

অক্রকুমার বলিল, "ঐ বাড়ীতে যেতে হবে। ওখানে যে সকল ঝিকে রাখতে বলে এসেছি, তাদের কাষ দেখিয়ে দেবে এস।"

সৌদামিনী মনে মনে নবীনা গৃহিণীর একটা কর্ত্তৃত্বের গৌরব অনুভব করিয়া, প্রফুল্লমুখে অক্রকুমারকে কহিল, "তুমি এত টাকা পেয়েছ, এত ঝি চাকর রেখেছ, তবু দেখ, আমাকে না পেলে তোমার কাষ চলে না। আমি না গেলে যখন তোমার কাষ হবে না; তখন কাষেই আমাকে যেতে হবে। চল, যাই।"

অক্রকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার খাওয়া হয়েছে ?"

সৌদামিনী কহিল, "হয়েছে।"

অক্রকুমার আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কৈ, পাণ খাওনি ত ?"

সৌদামিনী কহিল, "তুমি আমার বর, তুমি পাণ খাও না, আমি খাব কেন ?"

অক্রকুমার কহিল, "এখনও আমার পাণ খাওয়া অভ্যাস হয় নি। কিন্তু তুমি ত বরাবর খেতে।"

সৌদামিনী কহিল, "আগে যে আমি আমার ছিলাম, এখন যে আমি তোমার হয়েছি। এখন তুমি যা কর না, আমি তা করব কেন ? তুমি আমার স্বামী, তোমার যা ভাল লাগে না, আমার তা ভাল লাগবে কেন ? জান না, আমি যে তোমার দাসী হয়েছি।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অন্দরবাটীর বড় দরজায় একজন দারবান, অক্রকুমারের আদেশানুযায়ী বসিয়া ছিল। সে সেই বৃহৎ দ্বার উদ্ঘাটিত করিল। সৌদামিনী অক্রকুমারের সহিত, দুরু দুরু হৃদয়ে সেই বৃহৎ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

দ্বারবানেরা এবং অন্য সমস্ত দাসদাসীরা সেই অল্পকাল মধ্যেই তাহাদের নূতন প্রভুর সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিল। ডেপুটীবাবুর নাতিনীকে তাহারা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের জীবদ্দশাতেই অনেক বার লক্ষ্য করিয়াছিল। এক্ষণে তিনি যে তাহাদের মাতৃস্থানীয়া প্রভুপত্নী হইয়াছেন, তাহাও তাহারা অবগত হইতে পারিয়াছিল। অতএব দ্বারবান ভূমিতে ললাট-স্পর্শ করিয়া, অক্রুকুমার ও সৌদামিনী উভয়কেই প্রণাম করিল।

অক্রুকুমার দ্বারবানকে আশীর্ব্বাদ করিল। কিন্তু সৌদামিনী কোন কথাই কহিতে পারিল না। গৃহস্বামিনী হইয়া, গৃহস্বামিনীর সম্মান এই সে প্রথম লাভ করিল। এই নূতন গৌরবে গৌরবান্বিতা হইয়া সে মনোমধ্যে একটা নূতন ভাব অনুভব করিল। এই নূতন ভাবের প্রফুল্লতায় তাহার অধরোষ্ঠ সুহাসে স্ফুরিত হইয়া উঠিল। কিন্তু ভাবোদ্বেগে সে কথা কহিতে পারিল না।

অক্রুকুমার সৌদামিনীকে লইয়া বাটীর প্রত্যেক অংশে ঘুরিয়া বেড়াইল। নবনিযুক্ত দাসীগণ সৌদামিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া, এবং তাহাকে মাতৃসম্বোধন করিয়া, তাহার নিকট কার্য্যের উপদেশ গ্রহণ করিল। অল্পকালমধ্যে সৌদামিনী গৃহকর্ত্রীর কর্ত্তব্যভার আপন মস্তকে তুলিয়া লইল। অল্পকালমধ্যে গৃহকার্য্যে সে যেন বিজ্ঞ হইয়া উঠিল।

অবশেষে অক্রুকুমার তাহাকে ত্রিতলের এক কক্ষে লইয়া গেল। তাহা বৃহৎ কক্ষ। সেখানে উৎকৃষ্ট কক্ষসজ্জা ব্যতীত, ভিত্তি গাত্রে কয়েকটি লৌহ নির্ম্মিত বৃহদাকার আলমারি সন্নিবেশিত ছিল। অক্রুকুমার প্রাতঃকালে তারকবাবুর নিকট হইতে যে চাবির বাক্স প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা ঐ কক্ষেই রাখিয়া গিয়াছিল। এক্ষণে আপন পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া সে উহা খুলিয়া ফেলিল এবং সৌদামিনীকে কহিল, "এই বাক্স নাও। এর মধ্যে এই লোহার আলমারি গুলির চাবি আছে।

এই আলমারিগুলিতে যে রত্নালঙ্কার আছে, সকলই তোমার। তুমি চাবি নিয়ে একে একে ওগুলি খুলে দেখ। আলমারিগুলির মধ্যে এক একটি ফর্দ্দ পাবে; ঐ ফর্দ্দের সঙ্গে অলঙ্কারগুলি মিলিয়ে দেখবে। ফর্দ্দের সঙ্গে অলঙ্কারগুলি মিল্‌লে, বাইরে আমাকে খবর পাঠাবে।"

সৌদামিনী কক্ষস্থিত একটি আসনে উপবেশন করিয়া, চাবির বাক্সটি আপন ক্রোড়ে রক্ষা করিল। অক্রুকুমার আহাকে তদবস্থায় রাখিয়া বহির্বাটীতে চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জলখাবার।

শুক্রকুমার প্রস্থান করিলে সৌদামিনী কিয়ৎকাল নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া, একটা বৃহৎ গবাক্ষ খুলিয়া, কক্ষে আরও আলোক প্রবেশের সুবিধা করিয়া দিল। পরে চাবি বাছিয়া লইয়া, একে একে লোহার আলমারিগুলি খুলিয়া, উহার মধ্যে হইতে নানা আকারের মখমল বা প্লশ্‌মণ্ডিত করণ্ডক বা পেটক সকল প্রাপ্ত হইল। কোনও পেটকে বহুমূল্য রত্নবিজড়িত কর্ণাভরণ রক্ষিত ছিল; কোনটাতে নীল মখমল শয্যায় সুগোল স্ফীতোদর মুক্তারাশিতে অপূর্ব্ব মালা শোভা পাইতেছিল; কোনও করণ্ডকে হীরকখচিত অলঙ্কার মধ্যাহ্নালোকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিতেছিল; কোনও কৌটামধ্যে অলঙ্কারের মধ্যমণি প্রভাতগগনে শুক্রতারার ন্যায় হাসিতেছিল; কোনও বিচিত্র আধার মধ্যে রত্নময় বলয় বিদ্যুদ্দীপ্তির ন্যায় ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করিতেছিল; কোনও অঙ্গুরীয়-মধ্যস্থিত মহামণি চঞ্চল-মুকুরপ্রতিফলিত সূর্য্যরশ্মির ন্যায় কিরণ বিকীর্ণ করিতেছিল; কোনও পেটমকধ্যে মখমল শয্যায় শুইয়া রত্নময় [illegible] জ্বালাময়ী দীপ্তি নিক্ষেপ করিতেছিল। অলঙ্কারের পর অলঙ্কার—রত্ন-প্রভাময়, সুগঠিত, নয়নাভিরাম, গণনাশূন্য—একে একে বাহির করিয়া, সৌদামিনী তালিকার সহিত মিলাইয়া দেখিতেছিল। কখনও কোন কণ্ঠমালা আপন গলায় দুলাইয়া আপন মনে হাসিতেছিল। একবার হীরক ও পদ্মরাগরচিত একটা অতি মনোহর জ্যোতির্ম্ময় মুকুট পাইয়া

সৌদামিনী তাহা আপন মস্তকে ধারণ করিল; এবং কক্ষগাত্র সংলগ্ন বৃহৎ মুকুরে আপন মুকুটভূষিত মস্তকের প্রতিবিম্ব দেখিল;—স্বচ্ছ সরোবরজলে যেন প্রভাত-পদ্ম ফুটিয়া উঠিল।

বেলা দুইটার পূর্ব্বে, সৌদামিনী আলমারিগুলি গুছাইয়া চাবিবন্ধ করিল; এবং অক্রুকুমারের উপদেশমত বহির্ব্বাটীতে তাহাকে সংবাদ পাঠাইল। আর কি কায করিবে, তাহা চিন্তা করিতে করিতে সে দ্বিতলে, এবং পরে নিম্নতলে নামিয়া আসিল।

সেখানে বারান্দায় এক প্রবীণা স্ত্রীলোককে দেখিয়া, সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে? তোমার নাম কি? এ বাড়ীতে তুমি কি কর?"

সে বলিল, "আমার নাম ভোলার মা; অমি চার পাঁচ বছর আগে এই বাড়ীতে রাঁধুনী ছিলাম। আজ আবার দরোয়ান গিয়ে আমাকে বাড়ী থেকে ডেকে এনেছে। ম্যানেজার বাবু আজ থেকে আমাকে কাযে লাগিয়েছেন।"

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি কি রান্না রাঁধতে পার?"

ভোলার মা কহিল, "আমি সকল রান্নাই রাঁধতে পারি। কিন্তু মেঠাই তৈরীর জন্যেই আমাকে বেশী মাইনে দিয়ে রাখা হয়েছে। নিরামিষ ভাত তরকারী, আর মাছ মাংস রাঁধবার জন্যে আরও দু' জন রাঁধুনীকে রাখা হয়েছে।"

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি কি মিষ্টান্ন তৈরী করবে?"

ভোলার মা কহিল, "আপনি যা অনুমতি করবেন, তাই করব। বার বাড়ী থেকে বাজার সরকার মশায় ক্ষীর আর ছানা তৈরী করবার জন্যে দুধ পাঠিয়ে দিয়েছেন; তা ছাড়া চিনি, ময়দা, বেশম, ঘি আর অন্যান্য সামগ্রী সবই এসেছে।"

সৌদামিনী কহিল, "চল, আমিও তোমার সঙ্গে মিষ্টান্ন পাক করব। আজ রামতনু ঠাকুরদাদাকে আর দাদামশায়কে আমি এইখানে নিমন্ত্রণ করে, জলখাবার খাওয়াব। আমার দাদামশায়ের ঐ বাড়ী থেকে প্রভাকরদাদাকে ডেকে আনবার জন্যে একজন ঝিকে পাঠিয়ে দাও; রামতনু ঠাকুরদাদাকে খবর দেবার জন্যে, আর দাদামশায় আফিস থেকে ফিরলে, তাঁকে এখানে আনবার জন্যে, আমি তাকে বলে রাখব। দেখ ভোলার মা, কাপড় ছেড়ে গঙ্গাজল মাথায় দিয়ে, প্রথমেই যার জন্যে কিছু সন্দেশ তৈরী করতে হবে। বাজারের সন্দেশ তিনি খান না; তাই একটু দুধ আর গুড় ছাড়া রাত্রে তাঁর কিছুই খাওয়া হয় না। চল, রান্নাঘরে যাই। কিন্তু রান্নাঘরে গিয়ে কায আরম্ভ করবার আগে, আর একটা কায করতে হবে। কে কে পুরানো লোক এই বাড়ীতে ছিল, আর কোন কোন নূতন লোক আজ ভর্ত্তি হয়েছে, তা জানতে চাই। আর জলখাবার তৈরীর জন্যে কি কি জিনিষ এসেছে, সরকারের কাছ থেকে তার একটি ফর্দ্দ চাই। ঐ ফর্দ্দ দেখে আমি জিনিষগুলি মিলিয়ে নেব।"

পাচিকা বুঝিল, তাহার নূতন মনিব বয়সে বালিকা হইলেও দক্ষ ও কর্ম্মঠ; তাহাকে কোনও কাযে প্রতারণা করা সহজ হইবে না। বাজার সরকার ও অন্যান্য দাসদাসীগণও অল্পকালমধ্যে সে কথা বুঝিল। কিন্তু এই বালিকা কোথা হইতে হঠাৎ গৃহধর্ম্মের জ্ঞান লাভ করিল?—কবি যথার্থই বলিয়াছেন, সামান্য ঘেসেড়াকে হারুণ-অল্-রশীদের রাজসিংহাসনে বসাইয়া দাও, তাহারও মাথায় রাজ-বুদ্ধি আসিবে।

বহির্ব্বাটীতে, অক্রূকুমারের সহিত অল্পকাল কায করিয়া ম্যানেজার-বাবু, খাতাঞ্চি বাবু এবং চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অন্যান্য পুরাতন কর্ম্মচারিগণও বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যথার্থই একজন প্রভু পাইয়াছেন; বুঝিয়াছিলেন

যে অজয়কুমার রূঢ় না হইয়াও প্রভুত্ব করিতে পারিবে। তাহার মিষ্ট মুখের একটি আদেশও অবহেলা করা চলিবে না; তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতলে তুচ্ছ একটি ত্রুটিও গোপন করা চলিবে না। অজয়কুমারের কার্য্য দেখিয়া, বুড়া খাতাঞ্চি, নায়েব খাতাঞ্চিকে গোপনে বলিয়াছিলেন, "ওহে! ছেলেমানুষ হলে কি হয়? আসল জাত গোখরো, সাবধান হয়ে কায কোরো।"

বহির্বাটীর কায সারিয়া, বেলা চারিটার সময় অজয়কুমার অন্দর বাটীতে আসিয়া দেখিল, সৌদামিনী পাচিকা ও পরিচারিকাগণে পরিবৃতা হইয়া একটি রন্ধনশালায় জলখাবার প্রস্তুত কার্য্যে নিযুক্ত আছে। পাকশালা, ইন্ধনালোকে নহে, সৌদামিনীর রূপশিখায় যেন আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। অজয়কুমারের প্রীতিপূর্ণ চক্ষু দুইটা সৌদামিনীর শ্রমরক্ত মুখশোভা, যেন একপাত্র সুধার ন্যায় আকণ্ঠ পান করিয়া প্রমত্ত হইয়া উঠিল।

রন্ধনগৃহের দ্বারে অজয়কুমারকে উপস্থিত দেখিয়া সৌদামিনী সত্বর হাত ধুইয়া, মাথায় কাপড় দিয়া, তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

মুগ্ধনেত্রে কিশোরীর প্রেমোজ্জ্বল মুখশ্রী দেখিয়া অজয়কুমার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি নিজে জলখাবার তৈরী করছ, সদু? তুমি এসব তৈরী করতে পার?"

সৌদামিনী একবার অজয়কুমারের দিকে চাহিয়া, আবার লজ্জাপীড়িত চক্ষু আনত করিয়া কহিল, "আমি এসকল জলখাবার তৈরী করতে জানিনে; তাই এই ভোলার মার কাছে শিখছিলাম। জলখাবার তৈরী করবার জন্ত, ম্যানেজার বাবু ভোলার মাকে রেখেছেন। ও চার পাঁচ বছর আগে এই বাড়ীতেই কায করত।"

অক্রূরকুমার কহিল, "তখন আমার জ্যেঠাই মা বেঁচে ছিলেন। আমি ম্যানেজার বাবুর কাছে সব পরিচয় নিয়েছি।"

সৌদামিনীর সুন্দর ললাটে মধুপান-বিহ্বল মধুপের ন্যায় চূর্ণকুন্তল সকল ঈষৎ ঘর্ম্মবিজড়িত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল; প্রফুল্ল গণ্ডস্থল রন্ধনশালার অগ্নিতাপে, বসোরাদেশজাত সদ্য প্রস্ফুটিত রক্তগোলাপের ন্যায় রক্তিম বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছিল; শ্বেত গ্রীবা শ্রমজনিত ঘর্ম্মে, শিশির নিষিক্ত শ্বেত শতদলের শোভা ধারণ করিয়াছিল; তাহার উপর আকুল কবরী, নির্ব্বিষ কুণ্ডলীকৃত বিষধরের ন্যায়, যেন তন্দ্রাঘোরে পড়িয়া ছিল। সৌদামিনী অতিশয় সুন্দরী বটে, কিন্তু এই সময়ে, সেই রন্ধন গৃহের দ্বারে তাহার সৌন্দর্য্য এই অতিশয়তাও অতিক্রম করিয়াছিল।—আমরা ইহাকে রন্ধন গৃহের সৌন্দর্য্য বলি। যে সুন্দরী এই সৌন্দর্য্য লাভ করিতে পারে, সে সুন্দরীগণের মধ্যে বরণীয়া;—সেই বরবর্ণিনী আমাদিগের নিকট একান্ত বরণীয়া। দুঃখের বিষয়, সম্প্রতি আমরা কদাচিৎ এই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পাই। সৌদামিনী এই সৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়া অক্রূরকুমারকে আহ্বান করিল; বলিল, "এস, দেখবে আমার জলখাবর তৈরী ঠিক হয়েছে কিনা। ও কি! জুতা পায়ে দিয়ে ঢুকছ কেন? আমি যে এখানে মার জন্যেও জলখাবার তৈরী করে রেখেছি।—মা ত বাজারের জলখাবার খান না; তাই আমি তাঁর জন্যে আলাদা করে তৈরী করেছি। একটু পরে আমি গিয়ে তাঁকে দিয়ে আসব।"

এই কলিকালে, এই ঘোর স্ত্রীশিক্ষার দিনে, সুশিক্ষিতাগণ বহু বিষয় শিক্ষা করিতে গিয়া, একটা বিষয় প্রায় শিক্ষা করিতে ভুলিয়া যান। তাঁহারা রেশম-পশমের কারুকার্য্য, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, কাব্য, ইতিহাস, অধিক কি আইনবিদ্যাও শিক্ষা করেন; কিন্তু গুরুজনের প্রতি, অধিকন্তু, প্রিয়তম প্রাণেশ্বরের গর্ভধারিণীর প্রতি

ভক্তি বা শ্রদ্ধা শিক্ষা করিতে অবসর প্রাপ্ত হন না। বোধ হয়, ওটা তাঁদের শিক্ষণীয় নহে; তাই ওটাকে তাঁহারা তাঁহাদের সুশিক্ষার Curriculumএর (পাঠ্যতালিকার) বাহিরে রাখিয়াছেন। সৌদামিনীর এই শ্বশ্রূভক্তি আধুনিক সুশিক্ষার অন্তর্গত না হইলেও, তাহাতে সে অক্রূরকুমারের মনোবিনোদন করিতে সক্ষম হইয়াছিল; তাহাতে অক্রূরকুমারের স্নেহের মুখমণ্ডলে তাহার অন্তর্নিহিত অনন্ত প্রীতির ঊর্ম্মি-উচ্ছ্বাস লীলা করিতেছিল; তাহার বৃহৎ চক্ষুর্দ্বয় অনন্ত প্রীতিতে ভরিয়া উঠিয়াছিল। সৌদামিনী ব্রীড়াবক্র কটাক্ষে স্বামীর সেই প্রীতিভরা প্রসন্ন আনন, সেই প্রীতিভরা পঙ্কজনয়ন দেখিয়াছিল। দেখিয়া তাহার প্রেম-পূর্ণ প্রাণের ভিতর কি আনন্দের উচ্ছ্বাস উঠিয়াছিল, তাহা আমরা বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব না; চেষ্টা করিলেও সফল হইব না। তাহা তোমরা তোমাদের সুশিক্ষিত অন্তরমধ্যে অনুমান করিয়া লইও। অনুমান করিয়া, পার যদি, তাহার কার্য্যের অনুসরণ করিও, এবং সেই প্রীতি, সেই আনন্দ তোমাদের শিক্ষাগৌরবময় হৃদয়ে অনুভব করিও।

প্রিয়তমা পত্নীর আহ্বানে, পাদুকাশূন্যপদে এবং শ্রদ্ধাপূর্ণ পদক্ষেপে পাকশালায় প্রবেশ করিয়া, অক্রূরকুমার প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে প্রিয়তমার সুমিষ্ট হস্তপ্রস্তুত মিষ্টান্নসকল দেখিল; দেখিয়া আহ্লাদ গদ্গদ কণ্ঠে কহিল, "সদু, এই অল্প সময়ের ভেতর তুমি এত রকম জলখাবার কি করে তৈরী করলে?"

সৌদামিনী আপন তরুণ হৃদয়মধ্যে অসীম তৃপ্তি উপভোগ করিল; এবং বোধ হয়, আপনাকে কিছু গৌরবান্বিতা মনে করিল; কিন্তু অক্রূরকুমারের বাক্যের কোনও উত্তর দিতে পারিল না। কেবল মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "জলখাবার তৈরীর জন্যে দুধ, ঘি, আর আর অন্য সব জিনিষ কে পাঠিয়ে দিয়েছেন?"

অক্রুকুমার কহিল, "ম্যানেজার বাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

সৌদামিনী অক্রুকুমারের সহিত কিয়ৎকাল বাক্যালাপ করিবার সুখ উপভোগ করিবার জন্য পুনরায় প্রশ্ন করিল, "ম্যানেজারবাবু কি করে জানলেন যে, আমরা আজ এখানে জলখাবার তৈরী করব?"

অক্রুকুমার কহিল, "শোন, বলি। সকালবেলা তারকবাবু যখন আমাকে এ বাড়ীতে নিয়ে এসেছিলেন, তখন ম্যানেজার বাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, খাবার দাবার কোনও আয়োজন করতে হ'বে কি না? তখন সকালের ভাত ডাল রাঁধবার আর সময় ছিল না; আর তোমাদের বাড়ীতে তখন এসব তৈরী হ'য়ে গিয়েছিল। তাই আমি বল্লাম যে, তখন আর কিছু রাঁধতে হ'বে না; তবে দুই একজন ভাল ব্রাহ্মণী ঠিক করে রাখতে হবে, আর বিকালে জলখাবার তৈরীর জন্যে জিনিষপত্র আনিয়ে দিতে হ'বে। ম্যানেজার বাবু বাজার সরকারকে সে কথা বল্লেন। বাজার সরকার একটা ফর্দ্দ তৈরী করে এনে আমাকে দেখালে। আমি দেখলাম যে ঐ সব জিনিসে, আমাদের সকলকার জলখাবার হ'য়েও, আরও চার পাঁচ জনের জলখাবার হবে। তাই আমি তারক বাবুকে আর ম্যানেজার বাবুকে 'জলখাবার' খাবার নেমতন্ন করেছি।"

সৌদামিনী পূর্ব্বোক্ত কারণে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁরা কখন খেতে আসবেন?"

অক্রুকুমার কহিল, "তাঁরা বলেছেন, সাড়ে পাঁচটার সময় আসবেন।"

সৌদামিনী কহিল, "বেশ হ'ল; আমিও ঠিক সেই সময়ে, দাদা-মশায়কে আর রামতনু ঠাকুরদাদাকে আসতে বলেছি।"

অক্রুকুমার কহিল, "বেশ করেছ। দেখ, আজ বিকালে এখানে জলখাবার খাওয়া হল বটে, কিন্তু রাত্রে তোমাদের বাড়ীতেই খাব।

কাল সকালে, মাকে আর দাদামশায়কে নিয়ে এসে, তোমাতে আমাতে এই বাড়ীতে নূতন সংসার পাতব। নূতন সংসার তুমি চালাতে পারবে ত ?"

সৌদামিনী ঘাড় হেঁট করিয়া কহিল, "পারব।"

অতঃপর আরও অনেক কথা হইল, কিন্তু নবীন প্রণয়ীযুগলের কথা অসীম; তাহা লিপিবদ্ধ করিতে হইলে আমাদের কালী কাগজ দুই ফুরাইয়া যাইবে।

বাটীতে প্রত্যাগতা হইয়া সৌদামিনী তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া এবং বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া শ্বশ্রূকে স্বহস্তে সন্দেশ খাইতে দিল। পুত্রবধূর প্রস্তুত মিষ্টান্ন তাঁহার কত মিষ্ট লাগিয়াছিল,—কত তৃপ্তিতে কত আনন্দে তিনি তাহার স্বাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব না; তাহা বধূযুক্তা পুত্র-জননীগণ অনুভব করিয়া লইবেন। কিন্তু, কিন্তু—হায় হতভাগ্য দেশ! আধুনিক জননীগণ সে মিষ্টস্বাদ কখনও পাইয়াছেন কি ?

অক্রকুমার তারক বাবুর নিকট হইতে তাহার জ্যেঠামহাশয়ের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়া আসিয়াছিল। মাতা আহার করিতে বসিলে. সে তাঁহার নিকটে বসিয়া বুঝাইয়া দিল যে, তাহার জ্যেঠা মহাশয় মনে মনে তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন; এবং তাঁহারই অর্থ পাইয়া মাষ্টারমহাশয় রঙ্গণঘাটে তাহাকে দশবৎসর ধরিয়া শিক্ষাপ্রদান করিয়াছেন। জ্যেঠামহাশয়ের নিষেধ থাকায় মাষ্টার মহাশয় কখনই সে কথা তাহাদিগকে বলেন নাই। বলা বাহুল্য, কথাটা শুনিয়া অক্রকুমারের মাতার মনে পরলোকগত ভাশুরের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধার উদয় হইল।

সুতরাং অক্রকুমার যখন প্রস্তাব করিল, "কাল তোমাকে জ্যেঠা-মহাশয়ের বাড়ীতে যেতে হবে। কাল থেকে আমরা সকলেই ঐ

বাড়ীতে থাকব, আর খাব।" তখন মাতা সহজেই সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

ডেপুটী বাবুর সহিত আহার করিতে বসিয়া অক্রুকুমার কহিল, "দেখুন, কাল থেকে আমরা সকলেই ঐ বাড়ীতে থাকব।"

ডেপুটীবাবু বলিলেন, "আমি বুড়ো দাদামশায়, তোমরা আমাকে যেখানে রাখবে আমি সেইখানেই থাকব। আর, আজ বিকালে যে রকম জলযোগের যোগাড় করেছিলে, রোজ সেই রকম জলযোগ করতে পেলে, কোথাও নড়ব না।"—বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গৃহ-প্রবেশ।

আজ তাহারা সকলে নূতন বাড়ীতে যাইবে সেই আনন্দে সৌদামিনী অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিল।

দেখিয়া, অক্রুকুমার কহিল, "দেখ, আজ আমরা সকলে গাড়ী চড়ে বড় রাস্তা থেকে সমুখের ফটক দিয়ে ঐ বাড়ীতে যাব।"

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

অক্রুকুমার কহিল, "তারক বাবু আর ম্যানেজার বাবুর ইচ্ছা যে একটু মাঙ্গলিক ক্রিয়া করে' আমরা একটু ধূমধামের সঙ্গে গৃহপ্রবেশ করি। এজন্য আমার বারণ না শুনে ম্যানেজার বাবু রাত জেগে উদ্যোগ করেছেন। আর বলেছেন যে আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে সকালে সাতটার সময় চারখানা গাড়ী পাঠাবেন। তার আগে তুমি মুখ হাত ধু'য়ে গহনা কাপড় পরে নাও।"

সৌদামিনী কহিল, "আমাকে ছেড়ে দাও; আমি তোমার কাপড় জামা এনে দিয়ে, তবে মুখহাত ধুতে যাব।" এই বলিয়া স্বামীর আদর মাখা বাহুবন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া, অঞ্চলে গুঞ্জিকাগুচ্ছের মৃদু গুঞ্জন তুলিয়া সৌদামিনী ছুটিল; এবং অবিলম্বে একটি পেটিক খুলিয়া অক্রুকুমারের পরিধান জন্য তাহার দাদামহাশয়ের দেওয়া উৎকৃষ্ট গাত্রা-বরণ, বসন ও পিরাণ বাহির করিয়া তাহা অক্রুকুমারের নিকট আনিয়া দিল। পরে বাক্স খুলিয়া, অক্রুকুমারের বিবাহোপহার ঘড়ি চেন ও অঙ্গুরীয় বাহির করিয়া দিল।

অক্রকুমারের সজ্জার উদ্যোগ করিয়া সে ত্বরিতপদে বৃদ্ধা ঝিয়ের নিকট গেল ; এবং তাহাকে বুঝাইয়া বলিল, "ঝি! ও ঝি! আমি আজ এখনই শ্বশুরবাড়ী যাব। তুই আমার সমস্ত গহনা আর বারাণসী কাপড় জামা বার করে দে।"

গহনা পরিবার জন্য সৌদামিনীর এমন আগ্রহ বৃদ্ধা ঝি আর কখনও লক্ষ্য করে নাই। সে জিজ্ঞাসা করিল, "গহনা এখনই বার করব কি? ক'টার সময় শুভদিন?"

সৌদামিনী কহিল, "এই এখনই সাতটার সময় যেতে হবে।"

বৃদ্ধা সন্তুষ্টা হইয়া সৌদামিনীকে বস্ত্রালঙ্কারে সাজাইয়া দিল। দক্ষালয়ে যাইবার পূর্ব্বে স্বর্গের রত্নাধ্যক্ষ দক্ষনন্দিনীকে সাজাইয়া বুঝি এতটা তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই ; বিধাতা বুঝি বসুমতীকে নগনদী বৃক্ষ-বল্লরীতে সজ্জিতা করিয়া, এত প্রীতি প্রাপ্ত হন নাই ; ভক্ত বুঝি কখনও পূজার প্রতিমা খানি অশেষ আভরণে ভূষিত করিয়া এত আনন্দিত হয় নাই।

যথাসময়ে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটী হইতে চারিখানি বৃহৎ ও সুদৃশ্য শকট, বৃহৎ ও সুদৃশ্য অশ্বে যোজিত হইয়া ডেপুটী বাবুর বাটীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। বেলা প্রায় আটটার সময় সকলে উহাতে আরোহণ করিয়া, সম্মুখের গেট দিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে প্রবেশ করিলেন।

ম্যানেজার বাবুর ব্যবস্থায় পল্লব পুষ্প পুঞ্জশোভিত ও নানাবর্ণের কেতনমালায় সজ্জিত নহবৎখানায় নহবৎ বাজিয়া উঠিল। অক্রকুমার দেখিল যে, ফটকের স্তম্ভ দুইটি পত্রপুষ্পের বিন্যাসে অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত হইয়াছে ; ঐ সজ্জিত স্তম্ভের ক্রোড়ে দুইটি সুদৃশ্য নবীন পত্রাবিত ক্ষুদ্র কদলীবৃক্ষ রোপিত হইয়াছে, এবং দুইটি কুসুমপল্লব শোভিত রজত-নির্ম্মিত মঙ্গলঘট স্থাপিত হইয়াছে ;—যেন কোনও বৃদ্ধ প্রেমিক বিবাহ-

স্বামী হইয়া বরবেশে সজ্জিত হইয়া, পুত্র পৌত্রকে সঙ্গে লইয়া বিবাহ-বাটীর দ্বারে আসিয়া, হঠাৎ দেবতাদিগের অভিসম্পাতে স্তম্ভ হইয়া গিয়াছে;—পুত্র-পৌত্র, কদলীবৃক্ষ ও কলসীরূপে এখনও তাহার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। গেট হইতে বাগানের ভিতর দিয়া বহির্ব্বাটীর গাড়ী-বারান্দা পর্য্যন্ত যে সুদৃশ্য পথ সুদৃশ্য পুষ্পকাননের মধ্য দিয়া গিয়াছিল, তাহার দুই পার্শ্বে বিচিত্র বংশদণ্ড সকল শ্রেণীবদ্ধভাবে প্রোথিত ছিল। এই সকল বংশস্তম্ভের চূড়ায় এক একটী বৃহৎ ধ্বজা প্রভাত বায়ুর স্পর্শে ধীরে ধীরে উড়িতেছিল; আর এক একটী দণ্ডের স্কন্ধ পর্য্যন্ত নানাবর্ণের ও আকারের ক্ষুদ্র ও পতাকার দ্বারা রচিত এক একটী মালা ঝুলিতেছিল; মনে হইতেছিল যেন কোন অজানিত দেবলোক হইতে অদ্ভুত আকার দেবতা-সকল আসিয়া পরস্পরের স্কন্ধে স্কন্ধে হাত দিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।—ভাগ্যবানের পথ আগুলিয়া দেবতারাই দাঁড়াইয়া থাকেন।

বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া, বৃহৎ বিচিত্র অপূর্ব্ব সজ্জায় সজ্জিত ও বৃহৎ দর্পণাদি ও চিত্রালঙ্কৃত কক্ষ সকল দেখিয়া সৌদামিনীর বৃদ্ধা ঝি মনে করিল যে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের মত, সে সশরীরে স্বর্গলোকে আসিয়াছে! মানুষের বাড়ী কি কখনও এমন হয়? যাহাকে সে একদিন দরিদ্র পল্লীবাসী বলিয়া মনে করিয়াছিল, তাহারই কি এই ঐশ্বর্য্য! সে আপনার নয়নকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। সৌদামিনীর নিকটে যাইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ গা দিদিমণি আমরা এ কার বাড়ীতে এলাম? এমন বাড়ী ত আমি কখনও দেখি নি। এখানে যে আমি দিশাহারা হয়ে যাচ্ছি।"

সৌদামিনী হাসিমুখে কহিল, "এ আগে আমার জ্যেঠশ্বশুরের বাড়ী ছিল, এখন এ বাড়ী আমাদের হয়েছে। এখানে কিছুদিন থাকলেই কোথায় কোন ঘর আছে, তা তুই চিনে নিতে পারবি। এখন চল্,

আমার সঙ্গে রান্না ঘরে চল্; আজ কি কি রাঁধতে হবে এখনই তার ব্যবস্থা করতে হবে।"

এই বলিয়া সৌদামিনী নিম্নতলের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। সেখানে পরিচারিকা ও পাচকগণ আসিয়া তাহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল; কেহ পদধূলি গ্রহণ করিয়া তাহাকে প্রণাম করিল, কেহ সসম্ভ্রমে আশীর্ব্বাদ করিল। তাহারা তাহার অলঙ্কার মণ্ডিত অবয়ব দেখিয়া মনে করিল যেন দেবী পদ্মালয়া আপন আসনান্বেষণে বাহির হইয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে আসিয়াছেন। ভোলার মা, মা মা সম্বোধন করিয়া, রন্ধন সম্বন্ধে আদেশ প্রার্থনা করিল; এবং বিস্মিত নেত্রে মাতা অন্নপূর্ণার ন্যায় তাহার অপূর্ব্ব দেহশোভা অবলোকন করিল।

কাহাকেও তরকারি, কাহাকেও মাছ কুটিতে বলিয়া, কাহাকেও ভাণ্ডার ঘর হইতে তৈল ঘৃত লবণ মশলা ইত্যাদি বাহির করিবার ভার দিয়া, কাহাকেও মশলা পেষণে নিযুক্ত করিয়া, কাহাকেও রান্না চড়াইতে বলিয়া এবং এইরূপে ত্রিশজন লোকের আহারের উপযুক্ত অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধনের ব্যবস্থা করিয়া, সৌদামিনী তাহার বৃদ্ধা ঝিকে নিকটে ডাকিল।

বৃদ্ধা এতক্ষণ ভূতগ্রস্তার ন্যায় নিষ্পলক নেত্রে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল; মনে করিতেছিল, বুঝি সে নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে কোনও পরীরাজ্যে আসিয়াছে। সৌদামিনীর আহ্বানে সে তাহার নিকটে আসিয়া বুঝিল যে সে জাগ্রতই আছে।

সৌদামিনী কহিল, "দেখ্ ঝি, তোর এক কায করতে হবে। আমি কাপড় ছেড়ে যার জন্যে নিজে রাঁধব। তুই এই চাবি নে।"

বৃদ্ধা যন্ত্রচালিত কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় চাবি গ্রহণ করিয়া কহিল, "চাবি নিয়ে কি করব?"

সৌদামিনী কহিল, "এটা আমাদের ঐ বাড়ীর চাবি। তুই ঐ চাবি নিয়ে যা, আর শীঘ্র আমার জন্মে একখানা কাচা কাপড় এনে দে। আমি এ কাপড় ছেড়ে, কাচা কাপড় পরে মার জন্যে রান্না চড়াব।"

বৃদ্ধা বিষণ্ণ মুখে বলিল, "আমাদের বাড়ী কোথায়, কতদূর? গাড়ী চড়ে কোন রাস্তা দিয়ে এসেছি তা ত কিছুই আমার মনে নেই। আমি রাস্তা চিনতে পারব কেন?"

সৌদামিনী বুঝিল যে বৃদ্ধা এখনও বুঝিতে পারে নাই যে কোথায় আসিয়াছে। সে বৃদ্ধার হাত ধরিয়া অন্দরের বড় দরজার নিকট লইয়া গেল। দ্বারবান সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিল। বৃদ্ধাকে সৌদামিনী কহিল, "বাইরে গিয়ে দেখ্, রাস্তা চিনতে পারিস কি না।"

বিহ্বলভাবে রাস্তায় বাহির হইয়া বৃদ্ধা কহিল, "ও মা! ঐ যে আমাদের বাড়ী, আর এ যে সেই একাদশী চক্রবর্ত্তীর বাড়ী। আমরা কোথা থেকে কেমন করে এখানে এলাম?"

সৌদামিনী কহিল, "সে কথা পরে আমি তোকে বুঝিয়ে বলব। কিন্তু তুই আজ থেকে আর কখনও আমার জ্যেঠশ্বশুরকে একাদশী চক্রবর্ত্তী বলিস না। এখন তুই শীঘ্র কাচা কাপড় এনে দে, আমি মার জন্যে রান্না চড়িয়ে দিই; বেলা হয়েছে।"

বৃদ্ধা, সৌদামিনীর কাপড় আনিয়া দিল।

সৌদামিনী কতকগুলি অলঙ্কার খুলিয়া, বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া, পৃথক চুল্লীতে শ্বশ্রূর জন্য রান্না চড়াইয়া দিল; এবং অন্যান্য রন্ধনশালার দ্বারে যাইয়া, ব্রাহ্মণদিগের রন্ধন কতদূর অগ্রসর হইতেছে, তাহার পরিদর্শন করিতে লাগিল।

একবার ডেপুটী বাবু অন্দর বাটীতে আসিয়া সৌদামিনীকে রন্ধন-

শালায় দেখিলেন। সৌদামিনীর এমন মোহিনী মূর্ত্তি তিনি আর কখনও দেখেন নাই। তুমি পাঠক! তুমি কি কখনও রন্ধনশালার দ্বারে দাঁড়াইয়া রন্ধনরতা বঙ্গকিশোরীর অপূর্ব্ব মুখশ্রী অবলোকন করিয়াছ? স্বেদবিজড়িত কৃষ্ণ অলকতলে ইন্ধনাগ্নিতাপে তরুণ কপোলের অরুণরাগ, গোলাপদলনিন্দিত ঈষদ্ভিন্ন অধরোষ্ঠের নির্ব্বাক সৌন্দর্য্য, আর কম্বুনিন্দিত কমনীয় কোমল কণ্ঠের মুক্তাসদৃশ ঘর্ম্মবিন্দুর মোহনমালা দেখিয়া তুমি কি কখনও তোমার নশ্বর নয়ন সার্থক করিয়াছ? কিন্নরীর হাতের বেণুর ন্যায়, রন্ধনদণ্ড হস্তে লইয়া তাহাকে কি কখন পাকপাত্র মধ্যে নৃত্যশীলা অপ্সরার চরণাশ্রিত রত্ননূপুরের গুঞ্জনতুল্য শব্দ তুলিতে দেখিয়াছ? যদি না দেখিয়া থাক, এস, আসিয়া চাহিয়া দেখ, রন্ধনশালায় ধূমের মধ্যে সুন্দরী সৌদামিনীর অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধূপধুনা সেবিতা দেবী প্রতিমার ন্যায় কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে।

রন্ধনরতা নাতিনীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া ডেপুটী বাবু মুগ্ধনেত্রে কহিলেন, "আজ তোমাকে দেখে আমার মনে যে আনন্দ হচ্ছে, তেমন আনন্দ আমি জীবনে আর কখনও পাই নি। আজ দিদিমণি তুমি জগৎজননী হয়েছ, তোমার ছেলেমেয়েদের খাদ্য তৈরি করবার জন্যে নিজে হাতা বেড়ী ধরেছ।"

সৌদামিনী কহিল, "আমি ত সকল রান্না রাঁধছি না; কেবল দুই একটা নিরামিষ তরকারী রাঁধছি।"

ডেপুটী বাবু আবার মুগ্ধনেত্রে নাতিনীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও ঘরে কি রান্না হচ্ছে?"

সৌদামিনী কহিল, "ওটা মাছ রাঁধবার ঘর। ওখানে মাছের ঝোল, মাছের অম্বল, মাছের ঝাল এই সব রান্না হচ্ছে। এস, তোমাকে সব ঘরগুলো দেখিয়ে দিই।"

এই বলিয়া, সৌদামিনী অগ্রসর হইল ; ডেপুটী বাবু তাহার অনুসরণ করিলেন।

সৌদামিনী ডেপুটী বাবুকে এক একটা ঘর দেখাইয়া কহিল, "এইটে মাছ কোটবার ও রাখবার ঘর। এই চৌবাচ্ছা তিনটা দেখ, ওতে জ্যান্ত মাছ রাখা হয় ; আর এই ছোট চৌবাচ্ছাতে মাছ ধোয়া হয়। এইটে তরকারি কোটবার ঘর ; লোহার তারের জাল দিয়ে এই যে সেল্‌ফ তৈয়ারী করা আছে, ওতে কাঁচা তরকারি রাখা হয়। এইটা জলখাবার তৈরী করবার ঘর ; জলখাবার তৈয়ারী করে এই সব কাচের আলমারীতে রাখা হয়। একটা নিরামিষ রান্নাঘর ; এখানে আলো-চালের ভাত, কাঁচা দাল, আর নিরামিষ তরকারী রান্না হয়, আর এই ঘরের ওদিকটায় লুচি ভাজা হয়। এই পাশের ঘরটায় সিদ্ধ চালের ভাত, ভাজা দাল, আর মাছ রান্না হয়। তার পর, ঐ যে ঘরটা দেখছ, ওখানে মাংস রান্না হয়। এই লম্বা বারান্দায় এই দেখ, বার খানা শিল ; এক এক শিলে কেবল এক এক রকম মসলা বাঁটা হয়, একখানাতে হলুদ, এক খানাতে রাঁধুনি, একখানাতে সরষে—এই রকম। আর ঐদিকের বারান্দায় চল, তোমাকে ভাঁড়ার ঘরগুলো দেখাব। এই দেখ, এই ভাঁড়ারে কত রকম রাঁধবার বাসন থাকে থাকে সাজান রয়েছে। আবার পাশের এই ভাঁড়ারে এসে দেখ ; এখানে চাল, দাল, আটা ময়দা ও সকল রকমের মেওয়া ও মসলা থাকে। আবার এস, এই ভাঁড়ারটা দেখ, এখানে তেল ঘি গুড় চিনি আর নানা রকমের আচার থাকে। তার পরে, ঐ বড় ঘরটা এখন খালি আছে ; শুনলাম, বাড়ীতে কাযকর্ম্ম হলে ঐ ঘরে ক্ষীর, দই, মিষ্টান্ন, পাতা, ভাঁড়, খুরী সরা গেলাস ইত্যাদি রাখা হয়। আর এ দিকে যে ছোট ঘরটা দেখছ, এখানে বরফজল সোডা লেমনেড এই সব থাকে ; এটাকে এরা আবদার খানা বলে।"

পান ও আহার সম্বন্ধে একজন বিখ্যাত কৃপণের বিরাট ব্যবস্থা দেখিয়া ডেপুটী বাবু অবাক হইয়া গেলেন। তিনি নাতিনীকে কহিলেন, "তোমার এই সব ভাঁড়ার দেখে আমি কি মনে করেছি বল দেখি দিদিমণি ?"

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কি ?"

ডেপুটী বাবু বলিলেন, "আমি মনে করছি যে চাকরী ছেড়ে দিয়ে তোমার এই ভাড়ারের ভাঁড়ারী হয়ে থাকি, আর ঘি ময়দা মেওয়া খেয়ে আমার এই ভুঁড়িটা আরও মোটা করে নিই।"

সৌদামিনী কহিল, "সত্যি, দাদামশায়! তুমি পেন্সনের জন্যে কবে দরখাস্ত করবে ?"

ডেপুটী বাবু বলিলেন, "অক্র আজ থেকে আমাকে আর আদালতে যেতে দেবে না। আপাততঃ আমি তিন মাসের ছুটীর জন্যে দরখাস্ত করব। তার পর পেন্সন নেব।"

সৌদামিনী তাহার দাদামশায়ের কথার প্রত্যুত্তর করিল না; আনতাননে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ডেপুটী বাবু বলিলেন, "এই বাড়ীতে আমার বাসের জন্যে অক্র কি রকম বন্দোবস্ত করেছে, তা বোধ হয় তুমি জান না ? বারবাড়ীর সমুখদিকের এক সারি বড় বড় ঘর সে আমার জন্য ছেড়ে দিয়েছে। ঘরগুলি খুব ভাল আর দামী আসবাব দিয়ে সাজান আছে। বাড়ীর মধ্যে সেই ঘরগুলিই সব চেয়ে ভাল। শুনতে পেলাম, আগে কেদারেশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয় পোষাকী তোলা কাপড়ের মত কেবল পালে পার্ব্বণে সেগুলি ব্যবহার করতেন। আমার ঘরগুলির পাশেই প্রভাকর দুটি ঘর পেয়েছে। তার পাশেই একটা ছোট সিঁড়ি আছে। এই সিঁড়ির নীচে চিন্তামণি গোপাল ও বামুন ঠাকুর তিনটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর পেয়েছে।

তাদের ঘরের কাছে একটা বড় ঘরে পাণ, তামাক, জল ও জলখাবারের বন্দোবস্ত আছে।"

সৌদামিনী কহিল, "দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়ার পর আমি তোমাদের ঘরগুলি দেখে আসব। এখন এই অন্দর মহলে মার ও আমার থাকবার জন্যে যে ঘর ঠিক হয়েছে, তা তুমি দেখবে চল।"

বাস্তবিক অক্রকুমার মাতা ও পত্নীর বাসের জন্য দ্বিতলে কয়েকটি সুসজ্জিত ও সুবিধাজনক কক্ষ নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিল। সৌদামিনীর স্নানাগার-যুক্ত বৃহৎ প্রসাধন কক্ষে বৃদ্ধা ঝি সৌদামিনীর বস্ত্রাদি আনাইয়া গুছাইয়া রাখিতেছিল। মাতার বস্ত্র-পরিবর্ত্তন কক্ষটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র; উহা শ্যামার মার জিম্মায় ছিল। সৌদামিনীর সহিত প্রীতিপূর্ণ লোচনে ডেপুটী বাবু এই সকল কক্ষ পরিদর্শন করিলেন।

নূতন সংসারে আহার ও অবস্থানের সমস্ত বন্দোবস্ত অক্রকুমার সেই প্রথম দিনেই ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার পর আরও দুই তিন দিন মধ্যে তারক বাবু ও ম্যানেজার বাবু অক্রকুমারকে সমস্ত কাগজপত্র ও হিসাব নিকাশ বুঝাইয়া দিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কর্ম্ম।

নূতন সংসারে দশ বারদিন অতিবাহিত হইলে, একদিন অক্রুকুমারকে নিকটে ডাকিয়া তাহার মাতা বলিলেন, "তুমি এখনও তোমার জেঠামশায়ের শ্রাদ্ধকার্য্য কর নি। তুমি তাঁর বংশধর; তাঁর পরলোকের সদ্‌গতির জন্যে এ কায করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। পরশু অমাবস্যা আছে, ঐ দিন উপবাসী থেকে পুরুত ডেকে তুমি তাঁর শ্রাদ্ধ যথারীতি সম্পন্ন করবে; পরদিন কতকগুলি ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন করবে।"

অক্রুকুমার মাতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বুঝিল যে তাহার জ্যেঠামহাশয়ের পরিত্যক্ত অর্থের কিঞ্চিৎ প্রথমেই তাঁহারই স্বর্গ কামনায় ব্যয় করা উচিত; ইহাই তাহার প্রথম অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। অতএব সে বাটীতে যাইয়া অপন আফিসকক্ষে বসিল এবং খাতাঞ্চিখানায় কতটাকা মজুত আছে, তাহা জানিবার জন্য খাতাঞ্চিকে এবং আয়োজন জন্য ম্যানেজার বাবুকে ডাকিয়া পাঠাইল।

খাতাঞ্চি আসিলে জানা গেল, তহবিলে দুই লক্ষ টাকার উপর মজুদ আছে।

ম্যানেজার বাবু আসিয়া, অক্রুকুমারকে অভিবাদন করিয়া নিকটবর্ত্তী আসনে উপবেশন করিলেন।

অক্রুকুমার তাঁহাকে প্রতিনমস্কার করিয়া কহিল, "জ্যেঠামশায়ের মৃত্যুকালে আমি তাঁর কাছে না থাকায়, এ পর্য্যন্ত তাঁর শ্রাদ্ধকার্য্য

রীতিমত হয় নি। আমি স্থির করেছি, আগামী অমাবস্যার দিন তাঁর যথারীতি শ্রাদ্ধ করব। আপনি পুরোহিত মশায়কে ডেকে একটা ফর্দ্দ প্রস্তুত করিয়ে নেবেন; ভূরিভোজন আর কাঙ্গালী বিদায়ের ব্যবস্থাও করতে হবে।"

ম্যানেজার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই শ্রাদ্ধে কি প্রকার ব্যয় করবার অভিপ্রায় করেছেন?"

অশ্রুকুমার কহিল, "আজ আমাদের তহবিলে যা মজুত আছে, আমার ইচ্ছা তা সমস্তই এই শ্রাদ্ধে ব্যয় করা হয়। আপান দু লক্ষ টাকা ব্যয়ের একটা ফর্দ্দ প্রস্তুত করবেন।"

ম্যানেজার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভূরিভোজন আর কাঙ্গালী বিদায় ছাড়া, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে কি?"

অশ্রুকুমার কহিল, "দূরবর্ত্তী পণ্ডিতদের নিমন্ত্রণ করা চলবে না, কারণ তার সময় নেই। কিন্তু নিকটবর্ত্তী পণ্ডিতদিকে আহ্বান না করলে, তাঁদের পাণ্ডিত্য গালাগালিতে পরিণত হবে; এ জন্যে কিছু ব্যবস্থা রাখবেন।"

ম্যানেজার বাবু কহিলেন, "দ্রব্যাদির ও খরচের তালিকা তৈরী করে আজই আমি আপনার হাতে দেব।"

অশ্রুকুমার যথাসময়ে তালিকা পাইয়া, তাহা ডেপুটী বাবুকে দেখাইয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিল। দুইদিন ধরিয়া দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইল, নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরিত হইল, এবং কাঙ্গালীদিগকে সংবাদ দেওয়া হইল। অমাবস্যার দিন মহা সমারোহে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শ্রাদ্ধকার্য্য হইয়া গেল; অসংখ্য লোক আহারে পরিতৃপ্ত হইয়া, এবং ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ বিদায়ে পরিতুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন। পরদিন চারিহাজার কাঙ্গালী বস্ত্র ও সিধা পাইল।

তাহার পর দিন সৌদামিনী সমুদয় কর্ম্মচারী ও দাসদাসীগণকে এবং তাহাদের প্রতিপাল্য পরিবারবর্গকে আহ্বান করিল। অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া, সৌদামিনী আহার প্রস্তুতের বিপুল আয়োজন আরম্ভ করিয়া দিল। বালিকা সৌদামিনী আজ সত্যই জননী-মূর্ত্তিতে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে নামিয়াছে।

বেলা দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদের পুত্র কন্যাগণকে লইয়া আহারে বসিলেন; বেলা সাড়ে বারটার সময় তাঁহাদের আহার সমাপ্ত হইল। তাহার পর, কর্ম্মচারিগণের পত্নীগণ আহার করিলেন। তাহার পর দাস দাসীগণ আহারে বসিল। সৌদামিনী কোমর বাঁধিয়া তাহাদিগের খাদ্য পরিবেষণ করিতে লাগিল; অক্রুকুমারের মাতা সৌদামিনীর সহায়তা করিতে লাগিলেন।

সকলের আহার শেষ হইলে, বেলা দুইটার সময় সৌদামিনী স্নান করিয়া শ্বশ্রূর সহিত আহার করিতে বসিল।

এই শ্রাদ্ধের সময় ডেপুটী বাবু ও অক্রুকুমার দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া, রামতনু বাবু ও তাঁহার স্ত্রী সর্ব্বদা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে আসিতেন। আজ আহারের পর রামতনু বাবু ডেপুটী বাবুর একটি কক্ষে বিশ্রাম করিতেছিলেন। সেখানে চিন্তামণি কলিকার পর কলিকা আনিয়া তাঁহার চিত্তবিনোদন করিতেছিল।

দিবাবসানকালে ডেপুটী বাবু তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "আজ আমার দিদিমণি কি কাযই করেছে! দেখে আমার চক্ষু সার্থক হয়েছে।"

রামতনু বাবু কহিলেন, "আমার গৃহিণীও অন্তঃপুরে থেকে বোধ হয় দিদিমণির কায দেখেছেন।"

ডেপুটী বাবু কহিলেন, "অবশ্যই দেখেছেন; এবং আপনি শুনে সুখী হবেন, তিনিও অনেক কায করেছেন।"

রামতনু বাবু কহিলেন, "যদিও এ বয়সে আর কিছু পরিবর্তনের ভরসা নেই, তবু দিদিমণির কায দেখে একটু শিক্ষালাভ হলেও যথেষ্ট। ইদানিং আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের মনে বিশ্বাস জন্মেছে যে, কালী-ঘাটে যাওয়া আর গঙ্গায় ময়লা জলে স্নান করা ছাড়া হিন্দুর আর কোনও ধর্ম নেই। কায যে হিন্দুর প্রধান ধর্ম্ম তা তারা ভুলে গেছে। ষষ্ঠীর দিন লুচি খাওয়া, পূর্ণিমার দিন গঙ্গাস্নান করা, অমাবস্যার দিন কালীঘাটে গিয়ে ভিড় ঠেলে কালীমূর্ত্তি দেখা, কেউ হাই তুল্‌লে তুড়ি দেওয়া, কেউ হাঁচলে 'জীব সহস্র' বলা—এই এখন হিন্দু-নারীর ধর্ম্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। আরে, এ যদি ধর্ম্ম হত, তা হলে যিনি ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য মানব মূর্ত্তি ধরে পৃথিবীতে এসেছিলেন, তিনি তাঁর প্রিয়তম শিষ্য অর্জ্জুনকে ডেকে সর্ব্বাগ্রে বলতেন হে সখে, জৃম্ভনকালে তুমি তিনটি তুড়ি দিও; আর ষষ্ঠীর দিন লুচি খেও। বলতেন না—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'; বলতেন না, "ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।"

ডেপুটী বাবু কহিলেন, "আমার মনে হয়, ভগবান এই উপদেশটা আমাদের মত অলস নারীনিন্দক পুরুষদিকেই দিয়েছিলেন।"

রামতনু কহিলেন, "আরে না মশায়, অর্জ্জুনকে সমুখে রেখে ভগবান পৃথিবীর সমস্ত লোককে ঐ উপদেশ দিয়েছিলেন। একালে ঐ উপদেশটা আমাদের দেশের ভদ্র পরিবারের স্ত্রীলোকগণের প্রতিই প্রযোজ্য। কর্ম্ম যে ধর্ম্মের মূলমন্ত্র, তাঁরা সে কথা একদম ভুলে গেছেন।"

চিন্তামণি তামাক সাজিয়া আনিল। রামতনু বাবু ঊর্দ্ধদিকে কুণ্ডলীকৃত ও সুগন্ধি ধূমরাশি মুখবিবর হইতে নিক্ষিপ্ত করিয়া কহিলেন, "আপনাকে আজ একটা নূতন সংবাদ দেব।"

ডেপুটী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি?"

রামতনু বাবু কহিলেন, "আজকের খবরের কাগজ বোধ হয় আপনি

পড়েন নি। আজ আলিপুরের সংবাদে জানলাম যে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই জাল জমীদার তিন জনকে ছেড়ে দিয়েছেন; কিন্তু তাদের জাল ম্যানেজার যাদবচন্দ্র দাসকে দায়রায় সোপর্দ্দ করেছেন। এই যাদবচন্দ্র দাস যে এজাহার দিয়েছে, তাতে বেশ বুঝতে পারা যায়, দিদিমণিকে বিবাহ করবার জন্তে তারা যে চেষ্টা করেছে তার কারণ কি।"

ডেপুটী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন চেষ্টা করেছিল?"

রামতনু বাবু কহিলেন, "অর্থলাভ করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল।"

ডেপুটী বাবু কহিলেন, "তারা বুঝি জানতে পেরেছিল যে চক্রবর্ত্তী মশায় দিদিমণিকে দু'লক্ষ টাকা দিয়ে গেছেন?"

রামতনু বাবু কহিলেন, "না, তাদের চেষ্টাটা দুলক্ষ টাকার জন্তে নয়। তারা চক্রবর্ত্তী মশায়ের সমুদয় সম্পত্তি লাভের চেষ্টায় ছিল।"

ডেপুটী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করে?"

রামতনু বাবু কহিলেন, "ঐ খুনী আসামী যাদব দাস তার এজাহারের একস্থানে বলেছে যে, সে অন্তরালে থেকে এটর্ণির সঙ্গে চক্রবর্ত্তী মশায়ের কথাবার্ত্তা ভুল শুনে বুঝতে পারলে যে সমুদায় সম্পত্তি সৌদামিনী পাবে; তখন এই সংবাদটা সে ঐ তিন শালাকে জানালে; শুনে তারা সৌদামিনীকে বিয়ে করে ঐ সম্পত্তি হস্তগত করবার জন্তে একটা চক্রান্ত করলে।"

ডেপুটী বাবু কহিলেন, "কেবলমাত্র দৈবের শুভ দৃষ্টিতে আমরা এই চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত হতে মুক্তিলাভ করেছি। তাদের বিশেষ কিছু লাভ হত না বটে, কিন্তু দিদিমণির কি সর্ব্বনাশই হত!"

রামতনু বাবুর সহিত ডেপুটী বাবু যখন উপরিউক্ত কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত ছিলেন, তখন অক্রকুমার আপন নির্দ্দিষ্ট কক্ষ সকলের মধ্যে একটীতে বসিয়া একখানি পুস্তক পাঠে মনোনিবেশ করিয়াছিল। রমদা

সেই কক্ষের মধ্যে এক আন্দোলিত অঞ্চলে গুঞ্জিকাগুচ্ছের মৃদু গুঞ্জন উত্থিত হইল। শুনিয়া অক্রুকুমারের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল; সে পুস্তকে মন স্থির রাখিতে পারিল না। সে দ্বারের দিকে উৎফুল্ল নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল যে, সৌদামিনী আসিয়াছে।

সৌদামিনী কহিল, "তুমি পড়ছ, পড়; আমি চলে যাই; তোমাকে এখন আর বিরক্ত করব না।"

অক্রুকুমার কহিল, "তুমি আমাকে কখনই বিরক্ত করতে পারবে না, সদু। আর পড়া? আমি বই পড়তে খুব ভালবাসি বটে, কিন্তু পড়ার চেয়েও তুমি বড়। তুমি আগে, তারপর পড়া। তুমি এখন কেন এসেছ সদু?"

সৌদামিনী বলিল, "তুমিই বল না।"

অক্রুকুমার বলিল, "তুমি আমাকে ভালবাস, অনেকক্ষণ না দেখে থাকতে পার না; তাই আমাকে দেখতে এসেছ।"

সৌদামিনী লজ্জারক্ত মুখে কহিল, "দুর তা কেন? আমার কায আছে তাই এসেছি।"

অক্রুকুমার বলিল, "তবে আমার কাছে বস; বসে বল কি কায।"

সৌদামিনী কহিল, "জ্যেঠা মহাশয়ের শ্রাদ্ধের আগে তুমি একদিন বলেছিলে যে শ্রাদ্ধটা শেষ হয়ে গেলে তুমি আমার কাকার সন্ধান করবে।"

অক্রুকুমার কহিল, "অন্য লোকের দ্বারা তোমার কাকার অনুসন্ধান নিয়েছি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁর কোন সন্ধানই পাই নি। আমি কতকগুলি কায আরম্ভ করেছি, সেগুলি শেষ হয়ে গেলেই আমি নিজে কোটালিগ্রামে গিয়ে সন্ধান করবো।"

সৌদামিনী কহিল, "আর কি কায আরম্ভ করেছ?"

অক্রুকুমার কহিল, "আমাদের দেশে আমাদের যে সকল জমীদারী বিক্রি হয়ে গেছে, যদি সম্ভব হয়, তবে তা আবার কেনবার জন্যে কতকগুলি দালাল লাগিয়েছি। আর, আমাদের রঙ্গণঘাটের বাড়ী ভাল করে মেরামত করবার জন্যে কতকগুলি মিস্ত্রি পাঠিয়েছি।"

সৌদামিনী কহিল, "তুমি কি সেই বাড়ীতে গিয়ে থাকবে? দেখ, সেই বাড়ী আমার এমন মিষ্টি আর আপনার বলে মনে হয়েছিল যে, এখনও সেইখানে থাকতেই আমার ইচ্ছা করে!"

অক্রুকুমার কহিল, "তা, তোমার যখন ইচ্ছে হবে, তুমি সেখানে মার কাছে গিয়ে থাকবে। মা বলেছেন যে বৈশাখ মাস থেকে তিনি সেইখানেই থাকবেন। কিন্তু আমি সর্ব্বদা সেখানে থাকতে পারবনা। থাকলে আমি এখানে আর আর যে সকল কায আরম্ভ করেছি তাহা ঠিক মত হবে না।"

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আর কি কায আরম্ভ করেছ?"

অক্রুকুমার কহিল, "তোমার ঠাকুরদাদা মশায়ের যে সকল জমীদারী ছিল, তাও কেনবার জন্যে দালাল নিযুক্ত করেছি। আর কোটালিগ্রামে তোমাদের যে বাড়ী ছিল, তা কি অবস্থায় আছে, তা দেখবার জন্যে একজন লোক পাঠিয়েছি। আমিও সেখানে একবার যাব; আর যে সকল জমীদারী কেনা হবে, সেই সব স্থানেও এক একবার যেতে হবে; কোথায় কি কায করা দরকার তা নিজে চোখে দেখতে হবে।"

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যখন এই সব কায নিয়ে থাকবে, তখন আমি কি করবো?"

অক্রুকুমার কহিল, "তুমিও কায করবে। কাযের জন্যেই ত আমরা সংসারে এসেছি, সদু। তুমি বাড়ীর ভিতর থেকে কায করবে, আমি বাইরে কায করবো!—কাযই গৃহস্থের এক মাত্র ধর্ম্ম।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অভিভাবক।

তিন মাস সময়ের মধ্যে অক্রুকুমারের পৈতৃক জমীদারী প্রায় সমুদয় উদ্ধার প্রাপ্ত হইল। অক্রুকুমারেরা আবার রঙ্গণঘাটের জমীদার হইল। তাহাদের বাটীর 'জমীদার বাড়ী' নাম সার্থক হইল। অক্রুকুমারের মাতা, শ্যামার মাকে লইয়া, রঙ্গণঘাটে আসিয়া সেই বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন।

আমরা পূর্ব্বে এই আখ্যায়িকার কোন স্থলে বলিয়াছি যে রঙ্গণঘাটে একটি টোল ছিল; কিন্তু টোলের জন্য উপযুক্ত গৃহ ছিল না। অক্রুকুমার মাতাকে রঙ্গণঘাটে রাখিবার জন্য আসিয়া, প্রথমেই সেই অভাব দূর করিল। সে তাহার মাতার নিকটে আসিয়া কহিল, "মা, আমাদের বারবাড়ীর ঘরগুলো কেবল অকারণ খালি পড়ে থাকে। কেতাব রাখার ঘর, আর একটা ঘর আমাদের ব্যবহারের জন্য রেখে, বাকি ঘরগুলো টোলের ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিলে হয় না? তারা আমাদের বাড়ীতে বাস করলে, তোমার খুব সুবিধা হবে। ব্রত নিয়মের জন্য ব্রাহ্মণ ভোজনের দরকার হলে, সহজে বাড়ীতেই ব্রাহ্মণ পাবে।"

অক্রুকুমারের প্রস্তাবে মাতা আনন্দিতা হইয়া কহিলেন, "বেশ ত। আর টোলটাও আমাদের পূজোর দালানে উঠে এলে ভাল হয়। আর এক কায করতে হবে, অক্রু। সদর দরজার বাইরে যেখানে সেই কাঁটাল গাছটা ছিল, সেই খানে একটা পাকা রান্নাঘর করে দিতে

হবে। আমি বাড়ী থেকে রোজ সিধা দেবো, ছাত্রেরা সেইখানে রেঁধে খাবে। আর টোলের ভট্টচায মহাশয়কে বলে যাবে যে তিনি যেন আমাদের কাছ থেকে মাসে মাসে কিছু বৃত্তি গ্রহণ করেন।"

মাতার আজ্ঞা পাইয়া, অল্পকাল মধ্যে সমস্ত উদ্যোগ সমাধা করিয়া অক্রূকুমার বাটীতে টোল স্থাপন করিল। তাহার পর, গ্রামের নানাবিধ উন্নতির দিকে সে মনোনিবেশ করিল। গ্রামে প্রবেশ করিবার কর্দ্দমময় পথটি, ইষ্টকাচ্ছাদিত করিয়া পাকা করিয়া দিল। দীর্ঘিকাটি আরও বৃহৎ করিয়া কাটাইয়া, ঐ মৃত্তিকার দ্বারা গ্রাম-মধ্যস্থিত কয়েকটি অপরিস্কৃত পল্বল পূর্ণ করিয়া দিল। আবর্জ্জনাপূর্ণ হট্টচত্বরটি উত্তমরূপে পরিস্কৃত করিয়া, লৌহপত্রাচ্ছাদিত দীর্ঘ বেদী সকল প্রস্তুত করিয়া দিল। গ্রাম হইতে বৃষ্টির জল যাহাতে সহজে পার্শ্বস্থ নিম্ন ভূমিতে বহিয়া যাইতে পারে, তাহার জন্য ইষ্টক নির্ম্মিত জলপ্রণালী সকল প্রস্তুত করিয়া দিল। রাত্রে গ্রামের মধ্যে দীপ জ্বালিবার জন্য স্থানে স্থানে দীপস্তম্ভ সকল স্থাপিত করিল। একটা পতিত কণ্টকবনাবৃত বৃহৎ ভূমিখণ্ড সমতল ও বৃক্ষশূন্য করিয়া, গোচারণের মাঠ করিয়া দিল। হাটের চণ্ডীমণ্ডপে যে পাঠশালা বসিত, তাহার জন্য পৃথক বাটী প্রস্তুত করাইল। এইরূপে রজণঘাটের নানা উন্নতি সাধন করিয়া অক্রূকুমার কলিকাতায় ফিরিল।

সেখানে আগ্রহপূর্ণ নেত্রে সৌদামিনী অক্রূকুমারের পথ চাহিয়া বসিয়া ছিল। অক্রূকুমারকে পুনরাগত দেখিয়া, সে কহিল, "এখন কিছু দিন তুমি অন্য কোনও খানে যেতে পাবে না।"

অক্রূকুমার কহিল, "আচ্ছা, তোমার অনুরোধে আমি কিছুদিন কলকাতায় থাকবো; তার পর কিন্তু আমাকে একবার কোটালিগ্রামে যেতে হবে; সেখানে অনেক কায আছে।"

সৌদামিনী কহিল, "আমার কাকার সন্ধান করবে; আর কি কায আছে?"

অশ্রুকুমার কহিল, "তোমার কাকার সন্ধান নেওয়াই প্রধান কায বটে; কিন্তু তা ছাড়া আরও কায আছে। তুমি ত জান যে, তোমার ঠাকুরদাদা মশায়ের সমস্ত জমীদারী কেনা হয়েছে। গ্রামে গ্রামে ঘুরে এই জমীদারী একবার দেখে নিতে হবে। দেখতে হবে, কোন গ্রামে কি করলে প্রজার উন্নতি হয়; কি করলে প্রজারা নিরাপদে সুখে স্বচ্ছন্দে গ্রামে বাস করতে পারে।"

উপরিউক্ত বাক্যানুযায়ী অশ্রুকুমার কয়েক দিন কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়া, খুল্লশ্বশুর কৃষ্ণচন্দ্রের অনুসন্ধানে কোটালিগ্রামে গমন করিল। সেখানে সৌদামিনীর নামে তাহার পিতামহের সমুদয় জমীদারী ক্রয় করা হইয়া ছিল; অশ্রুকুমার গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া জমিদারী পর্য্যবেক্ষণ করিল, প্রজাগণের অভাব অভিযোগের কথা শুনিল। তাহার পর, আবার কোটালিগ্রামে ফিরিয়া আসিল। সেখানে সৌদামিনীর পিতামহের বৃহৎ অট্টালিকার চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট ছিল না; কৃষ্ণচন্দ্র দেশ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে সেই অট্টালিকা ভূমিসাৎ করিয়া, তাহার ইষ্টক ও কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়াছিলেন। যে স্থান শ্বাপদ বাসোপযোগী কণ্টকবনে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। এক্ষণে অশ্রুকুমার বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, সেখানে সুন্দর নূতন অট্টালিকা প্রস্তুত করাইতেছিল, সৌদামিনী বলিয়াছিল যে, বাটী প্রস্তুত হইলে এবং খুল্লতাতকে খুঁজিয়া না পাইলে, সে সেখানে এক আতুরালয় স্থাপন করিবে।

কিন্তু কোটালিগ্রামে আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য সফল হইল না। অশ্রুকুমার কৃষ্ণচন্দ্রের কোন সন্ধানই পাইল না। কেবল জনশ্রুতি শুনিল যে কৃষ্ণচন্দ্র কলিকাতার কোন নিভৃত স্থানে অবস্থিত করিয়া,

সামান্য চাকরির দ্বারা অতি কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার কলিকাতার ঠিকানা গ্রামের লোক কেহ বলিতে পারিল না।

কোটালিগ্রাম হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া, অক্রূকুমার এক দিন সকালে পার্ক ষ্ট্রীটে ডাক্তার দত্তের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। সম্পত্তি প্রাপ্তির পর সে যখন কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে পারিত, তখন মাঝে মাঝে ডাক্তার দত্তের সহিত দেখা করিতে যাইত; কিন্তু ইদানিং প্রায় আলেক্‌জান্দ্রার সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটিত না; সে ডাক্তার দত্তের বাটীতে যাইয়া প্রায় শুনিত যে আলেক্‌জান্দ্রা প্রাতর্ভ্রমণে বা সান্ধ্য ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। অক্রূকুমার এ যাবৎ তাহার সম্পত্তি প্রাপ্তির কথা আলেক্‌জান্দ্রাকে বা ডাক্তার দত্তকে জানায় নাই। কিন্তু ডাক্তার দত্ত তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন; কিরূপে জানিয়াছিলেন তাহা ক্রমে প্রকাশ পাইবে।

আজ ডাক্তার দত্তের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই, অক্রূকুমার সম্মুখে আলেক্‌জান্দ্রাকে দেখিতে পাইল। দেখিল, আলেক্‌জান্দ্রার চিরপ্রফুল্ল মুখে চিন্তার একটা কৃষ্ণছায়া পড়িয়াছে; সে বিষণ্ণ মুখে অক্রূকুমারকে অভিনন্দন করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

এই বিষণ্ণতার কারণানুসন্ধানে উৎসুক হইয়া অক্রূকুমার আলেক্‌জান্দ্রাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি হয়েছে? তোমাকে এমন বিষণ্ণ দেখছি কেন?"

আলেক্‌জান্দ্রা কহিল, "আজ তুমি এসেছ, বড় ভাল হয়েছে। আজ ডাক্তার দত্তের অসুখ বড় বেড়েছে।"

অক্রূকুমার কহিল, "কৈ ডাক্তার দত্তের অসুখের কথা ত আমি আগে শুনিনি, তাঁর কি অসুখ হয়েছে?"

আলেক্জান্দ্রা কহিল, "তুমি ক' দিন আমাদের বাড়ীতে আসনি, তাই তাঁর অসুখের কথা জানতে পারনি। তাঁর হৃদ্‌রোগ হয়েছে; ডাক্তারেরা বলেন, যে কোন মুহূর্ত্তে তাঁর মৃত্যু ঘটতে পারে। তিনি নিজে কাল রাত্রি থেকে বলছেন যে, তিনি আর বেশী দিন বাঁচবেন না। আর তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বড়ই ব্যস্ত হয়েছেন। আমি মনে করছিলাম, চিঠি লিখে তোমার কাছে লোক পাঠাব। কিন্তু তুমি ঠিক সময়েই এসেছ।"

অশ্রুকুমার কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছেন কেন? কিছু দরকার আছে কি?"

আলেক্জান্দ্রা কহিল, "কি দরকার তা তিনি আমাকে বলেন নি। চল, তুমি তাঁর কাছে চল। আমি একলা ক'দিন ভাবনায় অস্থির হয়েছিলাম; তোমাকে দেখে আমার মনে একটু সাহস হল।"

অশ্রুকুমার আলেক্জান্দ্রাকে পুরোবর্ত্তিনী করিয়া রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিলে, ডাক্তার দত্ত নয়নোন্মীলন করিয়া তাহাকে দেখিলেন; তাহার পর ক্ষীণকণ্ঠে ধীরে ধীরে কহিলেন, "এস, অশ্রুকুমার; ক'দিন আমি তোমাকে খুব আগ্রহের সঙ্গে খুঁজেছিলাম।"

অশ্রুকুমার কহিল, "দুঃখের বিষয়, যে আমি ক'দিন আপনাদের বাড়ীতে আসিনি, এ জন্যে আপনার অসুখের কথা জানতে পারিনি।"

ডাক্তার দত্ত কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া কহিলেন, "এখন তোমার দেখা পেয়েছি; এখন তোমাকে আমার কথাগুলো বলতে পারবো। একখানা চেয়ার নিয়ে তুমি আমার কাছে বস। আলেক্স, তুমিও বস; আমি অশ্রুকুমারকে যে কথা বলবো, তা তোমাকেও শুনতে হবে।"

আলেক্জান্দ্রা বিস্মিত নয়নে অশ্রুকুমারের মুখের দিকে চাহিল।

ডাক্তার দত্ত ধীরে ধীরে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "দেখ, এই যে আমি রোগশয্যায় শুয়েছি, এ থেকে আমি আর কখনও উঠব না। কলকাতার সমস্ত বড় বড় ডাক্তার আমার চিকিৎসা করছেন বটে, কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পেরেছি যে তাঁদের সমবেত চেষ্টাতেও আমার এ জীবন রক্ষা পাবে না। আমি বেশ বুঝেছি যে, আমি আর বেশী দিন এই পৃথিবীতে থাকব না। আমার মৃত্যুর পর, যাতে আমার স্ত্রীর কোন প্রকার আর্থিক অসুবিধা ভোগ করতে না হয়, তার একটা উপায় স্থির করতে হবে। তাই তোমার পরামর্শ গ্রহণ করবার জন্যে তোমাকে আমি খুঁজেছিলাম অক্রকুমার।"

আলেক্‌জান্দ্রা বিষাদপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "আমার জন্যে তোমার কোন চিন্তা নেই।"

ডাক্তার দত্ত কহিলেন, "তবুও এটা সত্য কথা আলেক্‌, যে তোমারই জন্যে আমি এই মৃত্যুকালে সব চেয়ে বেশী চিন্তান্বিত। তুমি আগে যেমন ছিলে, তেমনই যদি থাকতে, তাহলে আমি তোমার জন্যে ভাবতাম না। কিন্তু এখন ত তুমি আগেকার মত নেই। কি জানি কেন, গত পাঁচ মাসে তোমার ভিতর একটা আশ্চর্য্য রকম পরিবর্ত্তন এসেছে। তোমার অন্তরে একটা ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার লাভ করেছে। এখন আমি বুঝেছি যে, তুমি আমাদের সমাজের কোন কোনও বিধবার ন্যায় আবার একটা বিয়ে করে, আপনার অভিভাবক সংগ্রহ করবে না। বুঝেছি যে, আপনার স্বার্থের দিকে লক্ষ্যশূন্য হয়ে, তুমি ব্রতচারিণী হিন্দু বিধবার ন্যায় ধর্ম্মাচরণে সারা জীবনটা অতিবাহিত করবে। তখন তোমার অভিভাবক হয়ে কে তোমার সম্পত্তি রক্ষা করবে?"

অক্রকুমার কহিল, "কেন, মিসেস্ দত্ত তাঁর পিতার কাছে থাকবেন।"

ডাক্তার দত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিধবা অবস্থায় তুমি তোমার বাবার কাছে থাকবে কি?"

আলেকজান্দ্রা কহিল, "না, আমি আমার বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাব না। আর তোমার পরিত্যক্ত অর্থও আমার বাবার নিকট গচ্ছিত রাখব না।"

ডাক্তার দত্ত কহিলেন, "এই কয়েক মাসে তোমার কার্য্য কলাপ দেখে আমিও তাই বুঝেছিলাম। বুঝেছিলাম যে, তুমি আমার বাড়ী ও কুল ত্যাগ করে আপন পিতার আশ্রয়েও বাস করবে না। বুঝেছিলাম যে, আমার পরিত্যক্ত অর্থ অপরের হস্তগত হলে, তোমার ইচ্ছামত, তুমি ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয় করবার সুবিধা পাবে না। কিন্তু তোমার অর্থ তোমার কাছে থাকলেও, অভিভাবকশূন্য অবস্থায় তুমি দুষ্ট লোকের হাত থেকে তা রক্ষা করতে পারবে না। এ জন্যে কয়েক দিন চিন্তার পরে আমি স্থির করেছি যে, তোমার একজন অভিভাবক নিযুক্ত করে,' তারই হাতে আমার সমুদয় অর্থ রেখে যাব।"

অশ্রুকুমার কহিল, "আলেকজান্দ্রা দেবীর ভাইয়েরা সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবেন।"

আলেকজান্দ্রা কহিল, "আমার শ্বশুরকুলের কোনও সম্পত্তি আমার পিতৃকুলের হাতে যায়, তা আমার ইচ্ছা নয়।"

ডাক্তার দত্ত বলিলেন, "আমিও তা জানি। এ জন্যে আমি স্থির করেছি যে, এই ভার আমি অশ্রুকুমারের হাতে সমর্পণ করবো। আমি অনেক ভেবে দেখেছি যে অশ্রুকুমার অপেক্ষা এ ভার গ্রহণ করবার উপযুক্ত লোক আর নেই।"

ডাক্তার দত্তের প্রস্তাব শুনিয়া, আলেকজান্দ্রা বিস্মিত হইল, কিন্তু সে আপন জিহ্বাকে বিশ্বাস করিয়া কথা কহিতে সাহস করিল না।

অক্রকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কি করতে হবে ?"

ডাক্তার দত্ত কহিলেন, "সে কথা পরে বলবো। আপাততঃ আমার স্ত্রীকে আমি তোমার যথার্থ পরিচয় দেব। তুমি আমাকে ক্ষমা করো; আমি তোমার অজ্ঞাতসারে তোমার বিশেষ পরিচয় নিয়েছি। তুমি যে কত ধনী তা আমার স্ত্রী এখনও পর্য্যন্ত জানতে পারেন নি। তুমি সে পরিচয় কখনও আমাদিকে দাও নি; সামান্য দরিদ্র বেশে এসে আমাদের মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি করেছ। আমার স্ত্রীকে তুমি ঠকিয়েছ বটে, কিন্তু আমাকে তুমি ঠকাতে পারনি। আমি গোপনে তোমার সকল সন্ধানই নিয়েছি। প্রায় এক মাস আগে, আমি মোটরে শেয়ালদা থেকে বাড়ী ফিরছিলাম। দেখ্‌লাম, তুমি একখানা প্রকাণ্ড মোটর গাড়ী আপনি চালিয়ে, একটা বাগানওয়ালা প্রকাণ্ড বাড়ীর গেটের ভিতর ঢুক্‌লে। তুমি আমাকে দেখলে না; কিন্তু আমি তোমাকে দেখ্‌লাম। দেখে, আমার মনের মধ্যে একটা কৌতূহল জেগে উঠল। ভাবলাম, কি উদ্দেশ্যে তুমি ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করলে তা জান্‌তে হবে। এই ভেবে, তুমি বাগানের ভিতর অদৃশ্য হবার পর, আমি সেই ফটকের কাছে গিয়ে, আমার গাড়ী থেকে নামলাম। নেমে দেখলাম, ফটকের এক স্তম্ভে তোমার নাম লেখা রয়েছে, অন্য স্তম্ভে লেখা রয়েছে 'কেদারভবন।' বুঝলাম, সেই প্রকাণ্ড বাড়ী তোমারই। বুঝলাম, যে সেই রাজপ্রাসাদের মত প্রকাণ্ড বাড়ীতে বাস করে, যে তেমন মূল্যবান মোটর গাড়ীতে চড়ে ঘুরে বেড়ায়, সে দীনহীন দরিদ্র নয়। তারপর থেকে, আমি তোমার সম্বন্ধে নানা গোপন সন্ধান নিয়েছি। জেনেছি, যে কলকাতায় তোমার মত দাতা আর কেউ নেই;—দুঃখী দেখ্‌লেই অর্থদ্বারা তুমি তার সাহায্য কর। শোন, আলেক্, অক্রকুমারের দানও নূতন রকমের দান; এ দান পাবার জন্যে কারও প্রার্থনা করতে হয় না; কার কি অভাব আছে,

আপনি তার সন্ধান সংগ্রহ করে, অশ্রুকুমার কৌশলে তার সেই অভাব পূর্ণ করে। আমি সত্য বলছি, আলেক্, নানা কারণে আমি অশ্রুকুমারকে যেমন ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতে শিখেছি, তেমন ভক্তি শ্রদ্ধা আমি জীবনে আর কাকেও করি নি। তুমি আলেক, তুমি অশ্রুকুমারকে ভাল চিনলে, তুমিও ওঁকে আমার ন্যায় ভক্তি করবে।"

আলেকজান্দ্রা মনে ভাবিল, ধনহীন দীন হীন মনে করিয়াও অশ্রুকুমারকে সে যে আপনার মাথার মুকুট করিয়া রাখিয়াছে, তাহা ত পৃথিবীর লোক বুঝিতে পারে না; তাহার প্রস্ফুটিত হৃদয়কুঞ্জের সমস্ত সৌরভ, সমস্ত লালিত্য সে যে অশ্রুকুমারের চরণতলে ঢালিয়া দিয়াছে, তাহা ত পৃথিবীর লোক দেখিতে পায় না; তাহার হৃদয়নিকুঞ্জে অহরহ যে কেবলমাত্র অশ্রুকুমারের নাম গুঞ্জরিত হইতেছে, তাহা ত কেহ শুনিতে পায় না।

ডাক্তার দত্ত বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "অশ্রুকুমারের মত আমি কলকাতায় কাকেও দেখিনি। এজন্যে আমি মনে করেছি যে আমার মৃত্যুর আগে, আমার সমস্ত সঞ্চিত অর্থ ওরই হাতে গচ্ছিত রেখে যাব। অশ্রুকুমার তোমার ভরণপোষণের ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার নেবেন; উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যয় করবেন। অশ্রুকুমার, তুমি আলেক্জান্দ্রার এই ভার গ্রহণ করতে অসম্মত হ'য়ো না।"

অশ্রুকুমার বিষণ্ণমুখে কহিল, "আপনি যা বলবেন, আমি তাই করবো।"

ডাক্তার দত্ত কহিলেন, "আলেক্, তোমার ভবিষ্যৎ ভালর দিকে লক্ষ্য রেখেই আমি অশ্রুকুমারকে তোমার অভিভাবক নিযুক্ত করলাম। যতদিন বাঁচবে, তুমি ওঁর উপদেশমত কায কোরো। অশ্রুকুমার, আমি আজই আমার সমস্ত অর্থ বেঙ্গলব্যাঙ্কে তোমার নামে জমা দেব। তুমি

মাসে মাসে যে টাকাটা দান কর, দেখবে, আমার বাৎসরিক স্থায়ী আয়, তাহার অর্দ্ধেকেরও কম। কিন্তু, মনে হয়, তা হতে আমার স্ত্রীর জন্যে খরচ ক'রেও বছর বছর কিছু টাকা বাঁচবে। ঐ উদ্বৃত্ত অর্থ থেকে একটি দরিদ্র পরিবারের কিছু উপকার হলেও আমার পরলোকগত আত্মা শান্তিলাভ করবে। দেখ, সারাজীবন ধরে যে কায করেছি তাতে কখনও সুখলাভ করতে পারিনি; আর, যে আমার সংস্রবে এসেছে, তাকেও অসুখী করেছি। ধর্ম্মহীন জীবন কখন সুখী হয় না; আমোদে প্রমোদে, আহারে বিহারে, কেবলমাত্র মহা গ্লানি লাভ করেছি;—সুখ লাভ করতে পারিনি। আলেক্‌, তুমি আমার পরিত্যক্ত অর্থে দেশের লোকের উপকার কোরো। আর আলেক, আমি যদি তোমার প্রতি কোনও কর্ত্তব্যের ত্রুটী করে থাকি, তবে আমার মৃত্যুর পর তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো।"

আলেক্‌জান্ড্রা ডাক্তার দত্তের শেষোক্ত কথাগুলি শুনিয়া জলভারাক্রান্ত চক্ষু লইয়া বাষ্পগদগদ কণ্ঠে কহিল, "তুমি আমার সুখস্বচ্ছন্দতার জন্যে চিরদিন প্রাণপণ চেষ্টা করেছ; এই রোগশয্যায় শুয়ে, তুমি আমারই ভবিষ্যতের কথা ভাবছ। বরং আমিই তোমার প্রতি কর্ত্তব্য প্রতিপালন করতে পারিনি। কেবল তোমার পরিশ্রমলব্ধ অর্থের অপব্যয় করে, বিলাসিতায় গা ভাসিয়েছি। অকৃতজ্ঞ পাপিষ্ঠা আমি বুঝিনি যে মণিমুক্তা বা বসনভূষণের মধ্যে সুখ নেই; বুঝিনি যে আড়ম্বরে সুখ নেই; সুখ আছে আত্মবলিদানে—আত্মবিস্মৃতিতে। তাই মানুষের এক মাত্র ধর্ম্ম! আমি যেন সেই ধর্ম্ম লাভ করতে পারি। তুমি আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন আপনাকে ভুলে পরের কথা ভাবতে শিখি।"

ডাক্তার দত্ত কিছু বিচলিত হইয়া কহিলেন, "আমি কায়মনোবাক্যে

ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি যেন পৃথিবীতে থেকে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করতে পার। আমার পুত্রকন্যা নেই; তোমারই পুণ্যে যেন আমার পূর্ব্বপুরুষের মুখ উজ্জ্বল হয়।"

অশ্রুকুমার দেখিল যে স্বামীস্ত্রীর আবেগময় কথোপকথনের মধ্যে একজন আগন্তুকের উপস্থিত থাকিবার কোনও প্রয়োজন নাই। অতএব সে কহিল, "আপনারা অনুমতি করলে আমি বাড়ী ফিরতে পারি। কাল আবার আস্‌ব।"

ডাক্তার দত্ত কহিলেন, "যতদিন বেঁচে থাকি, রোজ এসে একবার করে দেখা দিয়ে যেও।"

ডাক্তার দত্তের মর্ম্মস্পর্শী কথায় অশ্রুকুমারের হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল, এজন্য সে তাঁহার কথার উত্তরে কোনও কথা কহিতে পারিল না; বিষাদছায়াচ্ছন্ন মুখ লইয়া, নিঃশব্দ পদক্ষেপে কক্ষের বাহিরে চলিয়া গেল।

অশ্রুকুমার চলিয়া যাইবার পর, ডাক্তার দত্ত পত্নীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "এই অশ্রুকুমারকে তুমি আজীবন ভক্তি কোরো। আমার মনে হয়, ওঁরই পবিত্র পুণ্যপ্রভাবে, তোমার আর আমার জীবনের গতির পরিবর্ত্তন হয়েছে। ওঁর সঙ্গে পরিচিত হবার আগে, আমি কখনও ভাবিনি যে আমার জীবনের শেষ চার পাঁচ মাস এত সুখে অতিবাহিত হবে; ভাবিনি যে, তোমাকে আমার প্রাণের এত নিকটে পাব।"

আলেক্‌জান্দ্রা কথা কহিল না; নীরবে রোগীর শুশ্রূষা করিতে লাগিল। তাহার কোমল স্নিগ্ধ করতল, রোগঘ্ন প্রলেপের ন্যায়, আতুরের সর্ব্বাঙ্গে অনুলিপ্ত করিয়া দিল; তাহার সুন্দর, স্নিগ্ধ ও প্রভাবিত মূর্ত্তি মরণোন্মুখের সম্মুখে ধরিয়া ডাক্তার দত্তের পরলোকের পথ আলোকিত

করিয়া রাখিল। ডাক্তার দত্ত কখনও বুঝিলেন না যে, ইহা প্রেমময়ীর প্রেম নহে; ইহা কেবল কর্ত্তব্যময়ীর কর্ত্তব্য—করুণাময়ীর করুণা।

অক্রকুমারের হাতে তাঁহার সমুদয় অর্থ সমর্পণ করিয়া, অহরহ পত্নীর অপরিমিত সেবালাভ করিয়া, ভগবচ্চিন্তায় মনোমধ্যে পরমা শান্তি লাভ করিয়া, সাতদিন পরে, ডাক্তার দত্ত পৃথিবীর নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন।

আলেক্জান্দ্রার পিতা মাতা স্বামিহীনা দুঃখিনী আলেক্জান্দ্রার মনে শান্তি আনয়ন করিবার জন্য ছুটিয়া কন্যার বাটীতে আসিয়া বাস করিলেন। কিন্তু কিছুদিন বাস করিয়া যখন বুঝিলেন যে, তাঁহাদের কাণ্ডজ্ঞানশূন্য নষ্টবুদ্ধি নীচমনা জামাতাটি, তাঁহাদের দুঃখিনী কন্যাকে দুঃখসাগরে ভাসাইয়া, আপনার সর্ব্বস্ব অন্যের হাতে—পৌত্তলিক হিন্দুর হাতে—সমর্পণ করিয়া গিয়াছে, যখন বুঝিলেন যে ঐ পরহস্তগত অর্থ আর কখনও হস্তগত হইবার আশা নাই, তখন তাঁহাদের মনে একটুও শান্তি রহিল না। কন্যাকে শান্তি দিতে আসিয়া, তাঁহারা নিজেরাই অশান্তি লাভ করিলেন; সেই অশান্তি লইয়া আপন গৃহে ফিরিয়া গেলেন। কেবল মাত্র, আলেক্জান্দ্রার ছোট ভাই আলেক্জান্দ্রার বাটীতে বাস করিল। সে বোধ হয় কিছু পৌত্তলিক হইয়াছিল; তাই পিতার গৃহে ঠাঁই পাইল না।

অক্রকুমার মাঝে মাঝে আলেক্জান্দ্রার নিকটে আসিয়া তাহার ব্যয়নির্ব্বাহ জন্য আবশ্যক অর্থ প্রদান করিত এবং আগ্রহের সহিত তাহাদের তথ্য লইত।

আলেক্জান্দ্রার মনে শান্তি আনয়ন করিবার জন্য, অক্রকুমার তাহাকে পরে পরে এক একটা দানকার্য্যে নিযুক্ত করিতে লাগিল। আমরা শুনিয়াছি, অক্রকুমার দরিদ্রগণের অনুসন্ধান করিয়া, মাসে মাসে

প্রায় পঞ্চাশ ষাটহাজার টাকা দান করিত। এই দানকার্য্যে তাহার একটা অভাব এই ছিল যে, সে দরিদ্রা অন্তঃপুরিকাদের কথা জানিতে পাইত না। সৌদামিনী গৃহকার্য্য করিয়া অবসর পাইত না, বিশেষতঃ সে অত্যন্ত বালিকা, এজন্ত অশ্রুকুমার সৌদামিনীকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারে নাই। এক্ষণে আলেক্‌জান্দ্রার দ্বারা তাহার সেই অভাব পূর্ণ হইল। আলেক্‌জান্দ্রা দরিদ্র গৃহস্থের সহিত আলাপ করিয়া, তাদের অভাবের কথা জানিয়া, অশ্রুকুমারের অর্থে ও আপনার অর্থে, কৌশলে তাহাদের অভাব দূর করিতে লাগিল।

একমাস পরে একদিন অশ্রুকুমার দেখিল যে আলেক্‌জান্দ্রা বিদেশী আদর্শে যে কৃষ্ণ শোকপরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছিল, তাহা পরিত্যাগ করিয়া, হিন্দু বিধবাদিগের স্থায়, শুভ্র কর্কশ বস্ত্র পরিধান করিয়াছে। দেখিয়া অশ্রুকুমার কহিল, "হাঁ, এই ঠিক হয়েছে। যে সকল লোকের মধ্যে তোমায় কায করতে হবে, তাদের মত কাপড় পড়াই তোমার উচিত। আজ এই নির্ম্মল সাদা কাপড়ে তোমাকে পূজার ফুলটীর মত দেখাচ্ছে।"

অশ্রুকুমারের কথা শুনিয়া, আলেক্‌জান্দ্রা একটু হাসিল; কহিল, "এই পূজার ফুলে, কোনও ঠাকুরকে সন্তুষ্ট করতে পারব কি না জানিনে; কিন্তু রাস্তার কুকুরগুলোকে, বোধ হয়, সন্তুষ্ট করতে পারব। গাড়ী থেকে নেমে, কোন গলির মধ্যে ঢুকলেই, পাড়ার কুকুরগুলো আমার অদ্ভুত পরিচ্ছদ দেখে, আমাকে পেত্নী মনে করে ঘেউ ঘেউ করে চিৎকার করতো; এখন বোধ হয় সেটা বন্ধ হবে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

হরিমতি।

যত্নুর ভক্তাঘাতে বিধুভূষণ গোস্বামী ভবপারাবার পার হইয়া যাওয়ার পর গোস্বামী-পত্নী মাস কয়েক শোকে, ক্রোধে, এবং ক্ষুধায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন।—শোকের কারণ এই যে, তিনি নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্থায় নথশোভিতা, তামাকপোড়ার দ্বারা কৃষ্ণী-কৃতাধরা, প্রেমমধুরা, ধর্ম্মপত্নীকে ধার্ম্মিকচূড়ামণি গোস্বামী ঠাকুর একান্ত মনে সমুদয় প্রেম বিতরণ করিতেন না; ক্রোধের কারণ এই যে, গোস্বামিস্বামিনী বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছিলেন যে পরম ভগবদ্ভক্ত তাঁহার অনুরক্ত স্বামীটী, তাঁহাকে ছলনা করিয়া, অন্যা অপকৃষ্টা পরভোগ্যা পাপীয়সীর ভক্ত ও অনুরক্ত হইয়াছিলেন; ক্ষুধার কারণ এই যে, বিধুভূষণ গোস্বামী ভবপারাবার পারের পূর্ব্বে তাঁহার ভবিষ্যৎ বিধবা পত্নীর নিমিত্ত এক মুষ্টি আলোচালও রাখিয়া যান নাই। শোক, কালক্রমে ক্রোধের অগ্নিশিখায় ভস্মীভূত হইয়া গেল; আবার ক্রোধ দুইদিন পরে ক্ষুধার লালাস্রাবে নিবিয়া গেল। শোক গেল, ক্রোধ গেল, বাকী রহিল অনন্ত অদম্য ক্ষুধা। ইহাই নিয়ম, ক্ষুধার নিকট প্রমদার প্রেমোচ্ছ্বাস, বিরহিণীর বিরহ বেদনা, মানিনীর দুর্জ্জয় অভিমান, মানবের দুরন্ত রিপু প্রতাপ সকলই অন্তর্হিত হয়! গোস্বামী পত্নীর তাহাই ঘটিয়াছিল।

তাহার উপর, তাঁহার অন্নচিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তাও ছিল। কন্যা হরিমতি এক শিশুকন্যা সহ স্বামীকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াছিল।

হরিমতির অপরাধ তাহার পিতা বৈষ্ণব-সমাজে ভুরপনেয় কলঙ্ক লেপন করিয়া অপঘাতে মরিয়াছিল; এবং দরিদ্রা অন্নহীনা বিধবা গোস্বামী পত্নী, জামাতার অপিচ জনসমাজের ব্যবস্থা অনুযায়ী ব্যয়-সাধ্য প্রায়শ্চিত্ত দ্বারায় মৃত স্বামীকে ঘোর নরক হইতে স্বর্গে লইয়া যান নাই।

হরিমতি অন্নহীনা মাতার অন্নকষ্ট বর্দ্ধিত করিয়া, মনের দুঃখে নরকগামী জনকের গৃহে বাস করিতেছিল; এবং মাতার সহিত নানাপ্রকার দৈহিক কষ্ট ভোগ করিতেছিল। বিধাতার ইচ্ছায় শারীরিক কষ্টের অস্থি-চর্ম্মময় চিহ্নগুলা গোস্বামী-ভামিনীর দেহতটেই প্রকটিত হইয়াছিল, হরিমতির যৌবনপুষ্ট নধর দেহে অন্ন-কষ্টের তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রার একটুও দাগ বসে নাই।

হরিমতি মুকুর-মধ্যে আপন অঙ্গশ্রী দেখিয়া মনে করিত যে, সে একজন সুন্দরী। সে তাহার খেঁদা নাকে চন্দনের তিলক পরিয়া মনে করিত যে, সার্দ্ধশত কোটী লোকের মধ্যে পৃথিবীতে এমন সুনাসা সুন্দরী কে আছে? রন্ধন জন্য অতিকষ্টে যে তৈল আহরণ করা হইত বা যে হরিদ্রা বাঁটা হইত, তাহা হইতে রুগ্না মাতার অগোচরে, ঈষৎ অপহরণ করিয়া, আপন কৃষ্ণদেহে অনুলিপ্ত করিয়া হরিমতি মনে করিত যে, তাহার গাত্রের কৃষ্ণবর্ণ, মার্জ্জিত রুপ্যের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়াছে, দুঃখের বিষয় তাহার অন্ধ স্বামী চক্ষুর্দ্বয়ের মস্তক চর্ব্বণ করিয়া এ ভুবনমোহনরূপ দেখিল না। সেই দগ্ধ-বদন পাষণ্ড স্বামী যদি এ রূপ দেখিত, যদি তাহার পিতার স্বর্গলাভ হয় নাই বলিয়া তাহাকে বর্জ্জন না করিত, তাহা হইলে মূর্খ নিজে দুই হাতে স্বর্গলাভ করিতে পারিত।

কিন্তু হরিমতির স্বামী হরিমতির রূপের উপাসক না হইলেও,

হরিমতিকে রূপসী বলিবার লোক ছিল। সে কথা হরিমতি জানিত।

পাড়ার এক হৃদয়বান পরহিত-ব্রতধারী ব্যক্তি, হরিমতির মাতার নিকট আসিত এবং তাহাদের দুঃখে বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিত। সহানুভূতিটা কেবল বাক্যেই পর্য্যবসিত হইত না;—সে কখনও হরিমতির কন্যার জন্য রসগোল্লা আনিত; কখনও হরিমতির ক্ষুৎ-পীড়িতা মাতার জন্য দুই সের চাউল বা দুইটা কাঁচাকলা বা অর্দ্ধসের আলু বা এক ছটাক ঘানির তৈল আনিয়া দিত, এবং তাঁহাকে পাড়া সম্পর্কে খুড়ী বলিয়া সম্বোধন করিত। ক্রমে ক্রমে অনন্ত অভাব-ময় সংসারে, নিত্য চাল ও কাঁচকলাহীন রন্ধনশালায়, নিত্য শূন্য তৈল ভাণ্ডে, ভাশুরপোকে খুড়ীর অধিক প্রয়োজন হইল। ক্রমে উক্ত প্রকার পরহিত-ব্রতের জন্য, উক্ত হৃদয়বান ব্যক্তির গোস্বামী-বাটীতে ঘন ঘন আগমনের অধিক প্রয়োজন হইল; ক্রমে হরিমতির কুৎসিত মুখখানি সুন্দর হইতে সুন্দরতর হইতে লাগিল; ক্রমে হরি-মতির সহিত নিভৃত দর্শন আরও দীর্ঘ হইল; ক্রমে হরিমতির অধর-প্রান্তের হাসিটুকু আরও মধুর হইল। সে হরিমতির সরস ও হাসিমাখা মুখকমল নিরীক্ষণ করিয়া বলিত, আহা! এমন যে রূপ, তা' ওর নিমকহারাম স্বামী চেয়ে দেখলে না; নিভৃতে হরিমতিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিত, দেখিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিত। তাহার এ চাহনিতে, এ দীর্ঘশ্বাসে হরিমতির অধর-কোণে সেই মৃদু ও মধুর হাসিটুকু ফুটিয়া উঠিত; সে হাসিয়া অন্য স্থানে চলিয়া যাইত।

তোমাদের অবগতির জন্য আমরা জানাইতেছি যে, উক্ত পরহিত-ব্রত মহাশয় ব্যক্তি বিবাহিত; এবং তাহার সেই বিবাহিতা পত্নী যুবতী, সুন্দরী এবং প্রেমিকা। কিন্তু বালক যেমন পরহস্তস্থিত

রসগোল্লাটি, আপন হস্তস্থিত রসগোল্লা অপেক্ষা, বৃহৎ ও রসপূর্ণ মনে করে, বিধাতার বিধানে, অথবা নয়নের গঠন দোষে, কোন কোন লোক তেমনি পরস্ত্রীকে, আপন স্ত্রী অপেক্ষা অধিক সুন্দরী ও রসবতী মনে করিয়া থাকে। ঐ সদাশয় ব্যক্তিও বিধাতার এই বিধি লঙ্ঘন করিতে পারে নাই। তাহার চক্ষে, তাহার সহজ লভ্য পরিণীতা অপেক্ষা, হরিমতি তাহার তৈল-হরিদ্রাম্রক্ষিত ত্বক লইয়া, তাহার তিলকাঙ্কিত নাসা লইয়া অধিকতর মনোমোহিনী হইয়াছিল। ঐ ব্যক্তি হরিমতির চক্ষে নিতান্ত মনোমোহন না হইলেও, হরিমতি তাহাকে নানা কারণে উপেক্ষা করিতে পারিত না। সেইই তাহার শিশুকন্যার বাঞ্ছনীয় রসগোল্লা সরবরাহ করিত। সেইই মাতার তৈল-ভাণ্ডের চির অভাব দূর করিত। সর্ব্বোপরি সেই তাহাকে রূপসী বিবেচনা করায় হরিমতির সহিত তাহার মতৈক্য ঘটিয়াছিল,—আহা! এমন মতের মিল ত পৃথিবীতে আর কাহারও সহিত হয় নাই! সত্য কথা বলিতে গেলে, হরিমতির মন ঈষৎ টলিয়াছিল।

সেই হৃদয়বান লোকের পক্ষে হরিমতির এই টলটলায়মান হৃদয়কে হৃদয়ে গ্রহণ করিতে বিশেষ আয়াস পাইতে হইত না। কিন্তু সুযোগের কিছু অভাব ছিল;—বাটীর মধ্যে রুগ্না মাতা অক্ষয় পরমায়ু লইয়া বসিয়া ছিলেন; বাটীর বাহিরে আতুরে ঘ্যানঘানে মেয়েটার সঙ্গ লইবার ভয় ছিল। তথাপি কিছু দিনের মধ্যে সে সুযোগও আসিল।

হরিমতির মাতার হরিভক্তিময় হৃদয়ে হঠাৎ একদিন কালীভক্তি প্রবল হইয়া উঠিল; তিনি কালীঘাটে ধর্ম্ম-সঞ্চয় করিতে গেলেন। ইত্যবসরে তাঁহার কন্যাকে ধর্ম্ম-হীন করিবার জন্য সেই পরহিতকামী ব্যক্তি পরস্ত্রী হরিমতির নিকট উপস্থিত হইল; এবং মিষ্ট কথার ধূমে আচ্ছন্ন করিয়া শত শত সুখের স্বপ্ন দেখাইল।

কিন্তু হরিমতির সুখস্বপ্ন সফল হইবার পূর্ব্বেই ধর্ম্ম তাহাকে রক্ষা করিলেন। হঠাৎ বহির্দ্বারের কড়া সশব্দে বাজিয়া উঠিল, সেই শব্দে হরিমতির সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। পাপসম্ভব সন্ত্রাসে সেই সদাশয় ব্যক্তির বক্ষস্থল কাঁপিয়া উঠিল; যেন যূপবদ্ধ ছাগ-শিশুর কর্ণের নিকট বলি-দানের বাজনা বাজিয়া উঠিল। হরিমতি কম্পিত পদে দ্বার খুলিয়া দিল। দেখিল এক ভুবনমোহিনী সুন্দরী মূর্ত্তিমতী করুণার ন্যায় দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার শুভ্র নির্ম্মল বসন হইতে যেন স্বর্গের নির্ম্মাল্য ঝরিয়া পড়িতেছে। হরিমতি তেমন রূপ কখনও দেখে নাই; সে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার হৃদয় মধ্যে ভয় লজ্জা এক সঙ্গে ক্রীড়া করিতে লাগিল।

এই শুভ্রবেশধারিণী বিধবাকে তোমরা কি চিনিয়াছ? এই বিধবা অন্য কেহ নহে,—ডাক্তার দত্তের বিধবা পত্নী দেবী আলেক্জান্দ্রা। কিন্তু আলেক্জান্দ্রা সেই সঙ্কীর্ণ গলিপথে, মৃত গোস্বামী ঠাকুরের গৃহদ্বারে কিরূপে আসিল? কেন আসিল? তাহাও আমরা এই পরিচ্ছেদে বিবৃত করিব।

সৌদামিনীর মিষ্টান্ন-পাকপারদর্শিনী পাচিকার কথা ত আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। পুত্রের নাম অনুযায়ী তাহার নাম-করণ হইয়াছিল— ভোলার মা। ভোলার মা কালীঘাট অঞ্চলে এক ভাড়াটিয়া বাটীতে পুত্র ও পুত্রবধূসহ বাস করিত। ভোলার মার পুত্রের নাম ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়। সে কালীঘাট অঞ্চলে এক দোকানে সামান্য বেতনে মুহুরীর কার্য্য করিত; এবং মাতার প্রেরিত অর্থে, নিজের যোপার্জ্জিত অর্থ যোগ করিয়া তাহা দ্বারায় সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। সংসার একপ্রকার সচ্ছলতার সহিতই চলিত।

ভোলার মা সৌদামিনীর কাযে নিযুক্ত হইয়া অবধি অনেকদিন

পুত্রকে ও পুত্রবধূকে দেখে নাই। হঠাৎ একদিন তাহার মন তাহাদের দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আমরা বলিব, বিধাতা তাঁহার ধর্ম্মরাজ্যে দুইটি নর-নারীর ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ভোলার মার মনে এই ব্যাকুলতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দুই দিনের ছুটি প্রার্থনা করিয়া, সে সহজেই সদাশয়া সৌদামিনীর নিকট ছুটী পাইল। প্রায় এক বৎসর পরে সে গৃহে আসিয়া পুত্রকে গৃহে দেখিতে পাইল না। পুত্রবধূকে বিষণ্ণ দেখিল; এবং ভাণ্ডার-গৃহে খাদ্য সামগ্রীর অসদ্ভাব দেখিল। সে পুত্রবধূকে জিজ্ঞাসা করিল, "বৌমা, ভাণ্ডার ঘরে চালডাল নেই কেন?"

বধূ বিষণ্ণ মুখে বলিল, "যা ছিল তা গোঁসাইদের বাড়ী নিয়ে গেছেন।"

শ্বশ্রূ আবার প্রশ্ন করিল, "কেন? তাদের বাড়ী চাল ডাল নিয়ে গেল কেন?"

বধূ বলিল, "গোঁসাই ঠাকুর খুন হওয়ার পর থেকে, ওদের খাওয়া পরার বড় কষ্ট হয়েছে। একে গোঁসাই গিন্নীর নিজের পেট চলে না, তার উপর হরিমতি একটা মেয়ে নিয়ে শ্বশুরবাড়ী থেকে চলে এসেছে।"

ভোলার মা আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, চলে এল কেন?"

বধূ বলিল, "কি জানি! বুঝি তারা তাড়িয়ে দিয়েছে।"

শাশুড়ী আবার প্রশ্ন করিল, "কেন, তাড়িয়ে দিলে কেন?"

বধূ বলিল, "বাপের অপঘাত মরণের প্রাচিত্তির হয়নি বলে ওদের একঘরে করেছে।"

এইরূপে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া, ভোলার মা, পুত্রের অনুপস্থিতির কারণ, বধূর বিষণ্ণতার কারণ এবং ভাণ্ডারের ঘর তৈল তণ্ডুলহীন

হইবার কারণ,—এই কারণত্রয় সহজেই অবগত হইতে পারিল; এবং এই কারণত্রয়ের গূঢ় মর্ম্মও উপলব্ধি করিল। পুত্রকে মহাপাপ হইতে বিরত করিবার জন্য, তাহার স্বচ্ছল সংসারে পুনরায় স্বচ্ছলতা আনিবার জন্য, তাহার শান্তিময়ী বধূর হৃদয়ে পুনরায় শান্তি আনিবার জন্য ভোলার মা উপায় চিন্তা করিল। চিন্তা করিয়া সে প্রথমেই তাহার দয়াময় প্রভুর কথা ভাবিল। ভাবিল, তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া, তাঁহার কাছারীতে কোন মুহুরীর কার্য্য দেন, তাহা হইলে, ভোলানাথকে অনায়াসেই সে, শিয়ালদহের নিকট কোন বাসা বাড়ীতে তুলিয়া লইয়া যাইতে পারিবে; এবং দূরে বাস করায়, অগত্যা তাহার গোঁসাইদের সংস্রব ত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু গোঁসাইদের কি হইবে? তাহারা যে খাইতে না পাইয়া মারা যাইবে। তাহারা মারা গেলে সে পাপের জন্য ভোলার মাই ত দায়ী হইবে। একটু চিন্তা করিয়া ভোলার মা মনে মনে বুঝিল যে, তাহার প্রভুপত্নীকে জানাইলে, তিনি করুণাময়ী, অবশ্যই তাহাদের অন্নসংস্থান করিয়া দিবেন।

অতএব দুইদিন পরে, ভোলার মা প্রভুর গৃহে ফিরিয়া, সৌদামিনীর নিকট পুত্রের চাকরীর জন্য প্রার্থনা করিল; এবং গোস্বামীদের দারিদ্র্যের কথা, করুণ কথায় নিবেদন করিল।

পরের দুঃখের কথায় সৌদামিনীর হৃদয় গলিয়া গেল। যথাকালে অক্রকুমারের দয়ার্দ্র কর্ণে, সৌদামিনীর দয়ার্দ্রভাষায় সকল সংবাদ পৌঁছিল। অক্রকুমার ভোলার মার ভোলানাথকে চাকুরী দিতে প্রতিশ্রুত হইল; এবং গোস্বামীদের তথ্য অনুসন্ধান করিবার জন্য আলেকজান্দ্রাকে কালীঘাটে পাঠাইয়া দিল।

মুক্তদ্বার দিয়া আলেকজান্দ্রা গোস্বামীদের গৃহে প্রবেশ করিল।

স্মিতমুখে বাক্যহতা হরিমতিকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম হরিমতি ?"

হরিমতির বক্ষঃস্পন্দন তখনও থামে নাই ;—সে মনে করিতেছিল তাহার ভয়ঙ্কর লজ্জার কথা বুঝি এই দেবী সকলই জানিতে পারিয়াছেন ; শঙ্কায় তাহার হৃদয় অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল। কষ্টে তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। সে কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "হঁা।"

আলেকজান্দ্রা কহিল, "তোমার মার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে, তিনি কোথায় ?"

হরিমতি কিঞ্চিৎ সাহস পাইয়া, অপেক্ষাকৃত দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "তিনি কালীঘাটে কালী দর্শন করতে গেছেন ; তিনি ঘণ্টাখানেক পরে আস্‌বেন। মার কাছে আপনার কি দরকার ? আপনি কোথা থেকে আস্‌ছেন ?"

আলেকজান্দ্রা হরিমতির প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া বলিল, "আমি ঘণ্টাখানেক পরে আবার আস্‌বো।" এই বলিয়া আলেকজান্দ্রা চলিয়া গেল। এই অল্পকালের মধ্যে সে গৃহে দারিদ্র্যের ও অভাবের বহু চিহ্ন লক্ষ্য করিয়াছিল।

তোমরা বোধহয় বুঝিয়াছ যে, সেই পরহিতব্রতধারী ব্যক্তিই ভোলার মার ভোলানাথ। আলেকজান্দ্রার আকস্মিক আগমনে, সুবোধের ন্যায়, গৃহের এক নিভৃত প্রদেশে আপনাকে গোপন করিয়াছিল। এক্ষণে আলেকজান্দ্রা প্রস্থান করিলে সে গোপনস্থান হইতে বহির্গত হইল। কিন্তু অজানিত একটা ভয়ে সে পুনরায় হরিমতির নিকট নিকট প্রেম প্রস্তাব করিতে সাহসী হইল না। হরিমতিকে কিছু না বলিয়াই সে উন্মুক্ত দ্বারপথে বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল। গোস্বামী-বাটীতে প্রবেশ করিবার সুযোগ সে আর কখনও পায় নাই।

সেইদিন কিছু টাকা লইয়া ভোলার মা আবার বাটী আসিয়াছিল। ভোলানাথ বাটী ফিরিবামাত্র মাতাকে সমাগতা দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কখন বাড়ী এলে?"

ভোলার মা পুত্রের প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া কহিল, "আমার মনিব বাড়ীতে তোমার চাকুরী হয়েছে। আজই তোমাকে এখানকার বাসা উঠিয়ে যেতে হবে। আমি শেয়ালদায় আমার মনিববাড়ীর কাছে বাড়ী ঠিক করে এসেছি। আজ থেকে, তোমাকে সেই বাড়ীতেই থাকৃতে হবে।"

ভোলার মা নিয়মিতরূপে মাসে মাসে বাড়ীভাড়ার টাকা ভোলানাথকে প্রদান করিলেও, ভোলানাথ সে অর্থ বাড়ীওয়ালাকে না দিয়া গোস্বামী পরিবারের ক্ষুন্নিবারণার্থ ব্যয় করিয়াছিল; এ জন্য দুই তিন মাসের বাড়ীভাড়া বাকী ছিল। বাড়ী ছাড়িতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে বাড়ীভাড়ার টাকা শোধ করিতে হইবে। কিন্তু বাড়ীভাড়ার অর্থ ত ব্যয় হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং ভোলানাথ বাড়ী ছাড়িতে সহজে সম্মত হইল না। বলিল, "এই বাড়ীতে আমরা অনেক দিন আছি; পাড়ার লোক সব আপনার লোকের মত হয়ে গেছে; এ বাড়ী হঠাৎ ছাড়া ঠিক হবে না। তোমার মনিব বাড়ীতেই যদি চাকুরী করতে হয়, আমি এখান থেকেই ট্রামে করে আনাগোনা করব।"

ভোলার মা পুত্রবধূর বিমর্ষ মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তা হবে না। আমি বাবুদের কাছ থেকে টাকা এনেছি। এই টাকা নাও। নিয়ে, বাজার দেনা ও বাকী বাড়ীভাড়া সব শোধ করে দাও। দিয়ে, জিনিষ-পত্র গুছিয়ে নাও। আজ খাওয়া দাওয়ার পরই নূতন বাসায় উঠে যেতে হবে।"

টাকা পাইয়া ভোলানাথের আর আপত্তির কোনও কারণ রহিল না।

সে বাকী বাড়ীভাড়া শোধ করিল; বাজার দেনা মিটাইয়া দিল; গৃহসামগ্রী সব গুছাইয়া লইল এবং বেলা দুইটার পূর্ব্বেই শেয়ালদহে আসিয়া নূতন সংসার পাতিল। বধূর বিষণ্ণ মুখ আবার প্রসন্ন হইল। দুইদিন না যাইতেই ভোলানাথ বুঝিতে পারিল, নিজের গহন-সংসার-অরণ্যেও প্রেমের ফুল ফোটে;—ধর্ম্মপথে থাকিলেও ধর্ম্মপত্নীর প্রেম-লাভে বঞ্চিত হইতে হয় না।

একঘণ্টা পরে আলেকজান্ড্রা ফিরিয়া আসিয়া গোস্বামী পত্নীর সাক্ষাৎ পাইল। সে মধুর প্রেশ্নবৃষ্টি করিয়া, তাঁহার কাছে দারিদ্র্যের অশ্রুসিক্ত কাহিনী শুনিল। দয়ায় আলেক্জান্ড্রার করুণ হৃদয় প্লাবিত হইয়া গেল। সে তৎক্ষণাৎ রন্ধনোপকরণ ক্রয় করিয়া দিল, এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা প্রদান করিয়া, পরামর্শ গ্রহণ জন্য অশ্রুকুমারের নিকটে আসিল।

সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, অপঘাত মৃত্যুর প্রায়শ্চিত্ত জন্য অশ্রুকুমার অর্থ প্রদান করিল; এবং কন্যার এবং মাতার ভরণপোষণ জন্য চল্লিশ টাকা মাসিক বৃত্তি প্রদান করিল।

বলা বাহুল্য অর্থবতী হরিমতি অচিরাৎ স্বামী কর্ত্তৃক গ্রহণ যোগ্য হইল; তাহার রূপের জৌলুসে মুগ্ধ হইয়া অধুনা তাহার প্রেমময় স্বামীটি তাহারই অঞ্চলাশ্রয়ে আসিয়া চল্লিশ টাকার এবং পত্নী প্রেমের সদ্ব্যবহার করিতে লাগিল। অধর্ম্মাচরণের আর কোন কারণ না থাকায় হরিমতি স্বামিধর্ম্ম সযত্নে পালন করিল।

অশ্রুকুমার জানিল না যে তাহারই দয়া ধর্ম্মে দুইটি পদস্খলিত সংসার আবার ধর্ম্মের দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত হইল; জানিল না যে, সে দয়া না করিলে, হরিমতিকে ঐহিক পাপের কলঙ্কে হইতে কেহই রক্ষা করিতে পারিত না;—বিধুভূষণ গোস্বামীর কলঙ্কিত নামে আরও কৃষ্ণ

কলঙ্কলিপ্ত হইত। জানিল না যে, তাহার কৃপায় ভোলানাথের ধর্ম্ম-পত্নী কতটা কষ্ট, কতটা মনস্তাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিল; এবং কতটা আশীর্ব্বাদ তাহার অন্তর হইতে উত্থিত হইয়া অক্রূকুমারের মস্তক মণ্ডিত করিয়াছিল। তোমরা দেখ, শাসনের দ্বারায় রাজ্য সংস্থাপন করা যায় বটে, কিন্তু মানুষের দয়া হইতে, স্বর্গের চেয়ে বড় ধর্ম্মরাজ্য আমাদের এই পৃথিবীতে স্থাপিত হয়।

নবম পরিচ্ছেদ

বাগবাজারের গৃহস্থ।

পূর্ব্ববিবৃত ঘটনাবলী যে সময়ে ঘটিয়াছিল, এক্ষণে আমরা তাহার দুই বৎসরের পরের ঘটনা বিবৃত করিতেছি। এখন অক্রুকুমার তাহার পরিণীত জীবনের প্রায় তিন বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়াছিল; এখন কলিকাতার প্রত্যেক গলিতে তাহার দানশৌণ্ডতার কথা প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

এই সময় বাগবাজার অঞ্চলে একটা অপরিসর গলি রাস্তার পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র ত্রিতল বাটীতে এক গৃহস্থ বাস করিতেন। গৃহকর্ত্তা কোনও আপিসে দেড়শত টাকা মাসিক বেতনে, এক চাকুরী করিতেন। গৃহস্থপরিবারে লোকসংখ্যা মোট পাঁচটি; তাহার উপর একটি পরিচারিকা ও একটি পাচক ছিল। দেড়শত টাকা বেতন হইতে কর্ম্মস্থানে গমনাগমনের ট্রামভাড়া দিতে হইত, চল্লিশটাকা বাড়ীভাড়া দিতে হইত, পুত্রদুইটীর স্কুলের বেতন ও ভদ্রোচিত পরিচ্ছদ সরবরাহ করিতে হইত, পাচক ও পাচিকার মাহিনা যোগাইতে হইত, পীড়ায় ঔষধ পথ্যের খরচ এবং বস্ত্র তৈজস ও শয্যাদিরও খরচ ছিল। ইহার পর তিনি যদি কন্যার বিবাহের জন্য কিছু সঞ্চয় করিতে না পারিতেন, আমরা ত তাহাতে তাঁহার কোনও দোষ দিতে পারি না।

কিন্তু কন্যা সুভাষিণী বড় হইয়া উঠিয়াছিল; তাহার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল; দৈহিক গঠন বেশ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছিল এজন্য জনক-জননী তাহাকে আর মেয়েস্কুলে যাইতে দিতেন না।

তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, এখন তাহাকে বিদ্যালয়ে না পাঠাইয়া, খশুরালয়েই পাঠান আবশ্যক।

মানুষ অনেক সময় নিজের স্বল্প আয়ের সীমার মধ্যে, আপন মনের উচ্চ আকাঙ্ক্ষাকে আবদ্ধ রাখিতে পারে না। সুভাষিণীর পিতাও আপনার অর্থাভাব বুঝিয়া আপনার উচ্চ আকাঙ্ক্ষাকে খর্ব্ব করিতে পারেন নাই। নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়া তিনি অবশেষে কন্যার যে পাত্র খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলেন, সেই পাত্রপক্ষীয়গণ, পাত্রকে হস্তান্তরিত করিবার জন্য নগদ পঞ্চ সহস্র মুদ্রা চাহিয়াছিলেন। তিনি নিজে পাত্রটিকে দেখিয়া আসিয়াছিলেন; সে সর্ব্বাংশে সুপাত্র—সুরূপ, বি-এ পাশ-করা এবং অর্থবান। বিধাতার বিশেষ কৃপা না হইলে সেরূপ পাত্র পাওয়া যায় না। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে সেই দৈবপ্রাপ্ত পাত্র একবার হস্তচ্যুত হইলে, আর কোনও স্থানে, দ্বিগুণ মূল্যেও, তেমন পাত্র খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। কিন্তু অর্থহীন গৃহস্থ; তিনি পাঁচহাজার টাকা সদ্য কোথা হইতে সংগ্রহ করিবেন? সুতরাং সুভাষিণীর জনকজননী অনন্যোপায় হইয়া চিন্তান্বিত দিবসগুলি, দীর্ঘনিশ্বাসের পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

একদিন বৈশাখ মাসে একটা পর্ব্ব ছিল। গৃহকর্ত্তা আহারাদি করিয়া কর্ম্মস্থানে চলিয়া যাইলে, গৃহিণী এক পুত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া, পর্ব্বোপলক্ষে গঙ্গাস্নানের পুণ্য সঞ্চয় করিবার জন্য ধাবিত হইয়াছিলেন। সে দিন বৈশাখী রৌদ্রের তাপ অত্যন্ত প্রখর ছিল; সেদিন পল্লীমধ্যে একটা বিবাহের সূচনা দেখিয়া কন্যাদায়গ্রস্তার মাথায় দুশ্চিন্তার ভাব অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল; তাহার উপর, বোধ হয় গৃহিণীর পদব্রজে ভ্রমণ অভ্যাস ছিল না; আবার হিন্দুসমাজের অদ্ভুত নীতি অনুযায়ী মস্তকে ছত্রধারণ করাকে নারীগণ

লজ্জাজনক এবং নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য মনে করেন, একজন্য আতপ তাপ প্রতিহত করিতে গৃহিণীর ছত্রও ছিল না। সুতরাং পথ চলিতে গৃহিণী অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। প্রখর রৌদ্রে তাঁহার নয়নদ্বয় দৃষ্টিহীন হইয়া পড়িল। উপবাসিনী থাকিয়া গঙ্গাস্নানের পূর্ণ পুণ্য সঞ্চয় করিবার জন্য গৃহিণী বাটী হইতে পানাহার করিয়া বাহির হন নাই। এক্ষণে ক্ষুধায় তাঁহার দেহ বলহীন, এবং দারুণ তৃষ্ণায় তাঁহার কণ্ঠ তালু পরিশুষ্ক হইয়া পড়িল; তাঁহার উত্তপ্ত মস্তকমধ্যে বাহ্যজ্ঞান শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি হঠাৎ জ্ঞানাপহৃতা হইয়া ফুটপাথের উপর পড়িয়া গেলেন, ফুটপাথের প্রস্তরফলকে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ললাটের একস্থান কাটিয়া গেল;—ললাট হইতে রক্তধারা ঝরিয়া পড়িল।

তাহা দেখিয়া সমভিব্যাহারী পুত্র অত্যন্ত ভীত হইয়া করুণকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল, এবং ছুটিয়া তাঁহার মৃতবৎ দেহের নিকট আসিয়া, তাঁহার রক্তাক্ত মস্তক আপন ক্রোড়ে তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিল। তাহা দেখিয়া, পুণ্যকামী গঙ্গাস্নানযাত্রী অনেক হিন্দু, ক্ষুদ্র একটি 'আহা' বলিয়া গঙ্গাভিমুখে পুণ্য সঞ্চয় করিতে চলিয়া গেলেন। তাহা দেখিয়া স্পর্শভয়ে ভীতা স্নাতা পুণ্যময়ীরা দুই হস্তে আপন পরিধেয় বসন, শ্লীলতার সীমা অতিক্রম করিয়া, বিশেষভাবে সঙ্কুচিত করিয়া লইলেন, এবং আপন আপন ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, একটু অন্তরে থাকিয়া পথ অতিক্রম করিলেন। তাহা দেখিয়া বিজ্ঞব্যক্তি দাঁড়াইয়া, পুলিশে সংবাদ দিবার জন্য সদুপদেশ প্রদান করিলেন; এবং তাহা দেখিয়া অন্যান্য পথিকগণ অভিনব দর্শনাভিলাষীর ন্যায়, তাহা দেখিবার জন্যই দাঁড়াইয়া রহিল।

সেই মর্ম্মান্তিক দৃশ্যের আরও মর্ম্মান্তিকতা ছিল। কিন্তু আমরা

সেই নীরব ও অশান্ত নিষ্ঠুরতার বর্ণনা করিতে পারিব না। হায়, লজ্জা! আমাদের স্বদেশবাসিগণের সেই লজ্জাহীন অধঃপতনের কথা আমরা কিরূপে বর্ণনা করিব? যে বাহু আতুরের দুঃখ মোচনের জন্য স্বতঃই প্রসারিত না হয়, তাহা কেন স্কন্ধ হইতে খসিয়া পড়ে না, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। কথিত আছে, দেবী ভগবতী দেবতাদিগের দুঃখ বিদূরিত করিবার জন্য দশটি বাহু বাহির করিয়াছিলেন; আমরা সেই দেবীরই উপাসক হইয়া কিরূপে পরের কষ্ট দেখিয়া আমাদিগের দুইটি মাত্র বাহুও সন্ত্রাসিত কমঠের মুণ্ডের ন্যায় গুটাইয়া লই?

কিন্তু সেই রক্তাক্ত করুণ দৃশ্যের আর একজন অদৃশ্য দ্রষ্টা ছিল। সেই অদৃশ্য দ্রষ্টা একখানি ল্যাণ্ডো আকারের মোটর গাড়ীতে আরোহণ করিয়া সে সময়ে সেই পথ দিয়া চলিয়াছিল। সেই শকটের গবাক্ষগুলি যে রেশম খচিত যবনিকাদ্বারা আবৃত ছিল, তাহার একটি পার্শ্বে অলক্ষ্যে বসিয়া এক শ্বেতবসনধারিণী করুণাময়ী সেই দৃশ্য দেখিয়াছিল। দেখিয়া দারুণ মর্ম্মব্যথায় তাহার নবীণ হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল। —তাহার হৃদয়োত্থিত করুণার অনবস্ত ধারায় সেই রক্তাক্ত দুঃখ ধৌত করিবার জন্য সে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

দয়াময়ীর ইঙ্গিত পাইয়া সোফার মোটরের গতি সংযত করিল। যেখানে রোরুদ্যমান পুত্রের ক্রোড়ে সংজ্ঞাহীন মস্তক রাখিয়া গৃহস্থ গৃহিণী ধূলিশয্যায় শুইয়াছিলেন, যেখানে সেই ধূলি শয্যাকে মাতার মৃত্যুশয্যা মনে করিয়া অসহায় বালক মাতার ললাটপ্রবাহিত শোণিতে আপন অশ্রুজল মিলাইতেছিল, মোটর গাড়ীখানি সেই স্থানে আসিয়া থামিল। মোটর যাত্রী স্ত্রীলোক অতিশয় ক্ষিপ্রতার সহিত গাড়ী হইতে অবতরণ করিল। যে নামিল সে অত্যন্ত রূপবতী; তাহার রূপালোকে যেন রাজপথ আলোকিত হইয়া উঠিল; তাহার রূপালোকে

পথযাত্রিগণের হৃদয়ের নির্ম্মমতা তাহাদের মলিন মুখে আরও প্রকটিত হইয়া উঠিল।

শ্বেতবসনধারিণী, নিরাভরণা, যোগনেত্রা এ রূপসী কে? পুরাতন ভক্তিযুগের লোক হইলে ভাবিত যে, গঙ্গা-স্নানাভিলাষিণীর বিপদ দেখিয়া, গঙ্গা নিজে মানবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন। কিন্তু আমরা নবযুগের ভক্তিহীন পাষণ্ড; সুতরাং আমরা বলিব যে, উহা গঙ্গা দেবীর মানববিগ্রহ নহে; উহাকে আমরা চিনি, সে আমাদেরই পরিচিতা মিসেস্ আলেক্জান্দ্রা দত্ত।

আমরা জানি যে, আলেক্জান্দ্রা পতিবিয়োগের পর হইতে পরপরিচর্য্যায় আপন জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল। এ যাবৎ—অর্থাৎ প্রায় সার্দ্ধ দুই বৎসরকাল—সে সেই ব্রতেরই অনুষ্ঠান করিতেছিল। এই দীর্ঘকাল সে আপন ইচ্ছায়, এবং অশ্রুকুমারের ধর্ম্মকার্য্যের সহায়তায়, আতুরের পরিচর্য্যায় পথে পথে ফিরিয়াছে; অক্লান্ত শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা তাহাদের শরীরের ব্যথা দূর করিয়াছে; আপনার এবং অশ্রুকুমারের অর্থদ্বারা তাহাদের অর্থহীনতা দূর করিয়াছে; তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য আনিয়া দিয়া তাহাদিগকে আনন্দিত করিয়াছে, গঙ্গারই মত স্নিগ্ধ করুণায় তাহাদের বাটী পূর্ণ করিয়াছে। তাহার হৃদয় মধ্যে অশ্রুকুমারের জন্ম সে অসীম প্রেম সঞ্চিত ছিল, তাহা সে এইরূপে সমস্ত সংসারে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছিল, তাহার হৃদয়নিহিত প্রেমের উদ্দাম স্রোত ধর্ম্মাচরণের পবিত্র পথে প্রবাহিত হইয়াছিল; সে বুঝিয়াছিল যে ধর্ম্মকে ভালবাসাই ভালবাসার চরমোৎকর্ষ। এইরূপে সে অশ্রুকুমারের প্রণয়িনী পত্নী হইতে না পারিলেও সে তাহার ধর্ম্মশিষ্যা ও সহধর্ম্মিণী হইতে পারিয়াছিল। তাহার প্রেম কামগন্ধহীন হইয়া পুণ্যের স্বর্গীয় সৌরভ মাখিয়া ধর্ম্মের পথে বিচরণ করিতেছিল।

এইরূপে ধর্ম্মাচরণের পথে বিচরণ করিয়া আলেক্‌জান্দ্রা হরিমতিকে রক্ষা করিয়াছিল; আর আজ পূর্ব্বোক্ত বিপদগ্রস্তা গৃহস্থরমণীর পরিচর্য্যার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছিল।

গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়াই সে প্রথমেই আশ্বাসপ্রদ মিষ্ট বচনে ক্রন্দমান বালককে কতকটা শান্ত করিয়া লইল; তাহার পর, তাহাকে প্রশ্ন করিয়া অল্পকাল মধ্যে তাহাদের বাটীর ঠিকানা অবগত হইল; আর এক মুহূর্ত্ত পরে আপন যৌবনপুষ্ট বলবৎ বাহুদ্বারা মূর্চ্ছিতার ক্ষীণ দেহ বেষ্টন করিয়া বালকের সাহায্যে তাহাকে আপন গাড়ীতে উঠাইয়া লইল।

গাড়ী চলিল। রমণীর রক্তাক্ত অর্দ্ধশায়িত দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, আর এক দিনের কথা আলেক্‌জান্দ্রার মনে পড়িয়া গেল। আর একদিন, কল্যাণময়ের শুভ নির্দ্দেশে, অরুকুমারের রক্তাক্ত দেহ সে সেই গাড়ীতেই বহন করিয়াছিল। সেই শুভদিনের কথা স্মরণ পথে উদিত হওয়ায় কি একটা স্বর্গীয় উচ্ছ্বাসে তাহার হৃদয় যেন প্লাবিত হইয়া গেল; পরপরিচর্য্যায় তাহার উৎসাহ যেন শতগুণ বাড়িয়া উঠিল!

যে গলিরাস্তার ধারে গৃহস্থের বাটী অবস্থিত ছিল, অবিলম্বে আলেক্‌জান্দ্রার গাড়ী সেখানে আসিয়া পৌঁছিল। সকলে মিলিয়া মূর্চ্ছিতাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া ত্রিতলের কক্ষে বহন করিল। সে কক্ষে আলেক্‌জান্দ্রা দরিদ্রতার বহু নিদর্শন লক্ষ্য করিল;—সেই ক্ষুদ্র কক্ষে একটিও গৃহসজ্জা ছিল না, মলিন ভিত্তি গাত্র একখানি আলেখ্যদ্বারাও অলঙ্কৃত ছিল না, কক্ষকুট্টিমে যে শয্যা বিস্তৃত ছিল তাহা যেন দারিদ্র্যের পেষণে নিষ্পেষিত হইয়াছিল।

সেই শয্যার উপর মূর্চ্ছিতাকে শায়িত করিয়া আলেক্‌জান্দ্রা স্বহস্তে

তাহার ক্ষত ধৌত করিয়া দিল; রোগীর মুখে ও চক্ষে শীতল জলের সিঞ্চন করিয়া তাহার চেতনা উৎপাদন করিল; তাহার ক্ষতস্থান পরিষ্কৃত বস্ত্রের দ্বারা বাঁধিয়া দিল; এবং সোফারকে মোটর গাড়ী সহ পাঠাইয়া এক জন চিকিৎসককে ডাকাইয়া আনিল।

চিকিৎসক রোগীকে পরীক্ষা করিয়া একটা ঔষধ ব্যবস্থা করিলেন, এবং কহিলেন যে, আর ভয়ের কোনও কারণ নাই; দুই একবার ঔষধ খাইলেই এবং কিছু দুগ্ধ পান করিয়া ঘুমাইলেই রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিবেন।

আলেক্জান্ড্রা আপনার মুদ্রাকোষ হইতে টাকা বাহির করিয়া চিকিৎসককে দর্শনী প্রদান করিয়া বিদায় দিল; বাটীতে দুগ্ধের অভাব জানিয়া, দুগ্ধ ও ঔষধ সোফারের দ্বারা আনাইয়া দিল; এবং রোগীকে একবার ঔষধ পান করাইয়া, রোগীর পুত্র কন্যাগণকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া কহিল, "তোমরা একটুও ভয় পেও না! তোমাদের মা দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই ভাল হ'য়ে উঠবেন। এখন উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন; ঘুমুন। ঘুম ভাঙলে তোমরা দুধ গরম ক'রে ওঁকে খেতে দিও। আমি ওবেলা এসে আবার ওঁকে দেখে যাব।"

এই বলিয়া আলেক্জান্ড্রা চলিয়া গেল।

বালক বালিকাগণ মনে করিল, কে এ দেবী, কোথা হইতে আসিয়া তাহাদের মরণাপন্ন মাতার জীবন দান করিয়া গেলেন?

গৃহিণী নিদ্রাভঙ্গের পর সুভাষিণীর দ্বারা আনীত দুগ্ধ পান করিলেন, এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। পরে কন্যাকে প্রশ্ন করিলেন, "হ্যাঁরে, ওবেলায় দুধ ত আর ছিল না; দুধ কোথায় পেলি?"

সুভাষিণী কহিল, "তিনি ওষুধের সঙ্গে দুধও আনিয়ে দিয়েছিলেন।"

মাতা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কে তা জিজ্ঞেস করেছিলি কি ?"

সুভাষিণী কহিল, "তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেসা কর্‌তে আমাদের ত সাহস হয়নি, মা। তিনি বলে গেছেন যে, তিনি এই বিকাল বেলা আবার আস্‌বেন, তিনি এলে তখন তুমিই তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস্ করো। কিন্তু মা, আমার মনে হয়, তিনি নিশ্চয় কোনও বড় লোকের বিধবা মেয়ে।"

মাতা কহিলেন, "তিনি যে খুব বড় লোক তাতে সন্দেহ নেই ;—হয় বড়লোকের মেয়ে, নয় বড় লোকের স্ত্রী। তা না হ'লে কেউ মোটর গাড়ী চড়ে বেড়াতে পারে না। কিন্তু তুই কি ক'রে জান্‌লি যে তিনি বিধবা ? আমি ত তাঁর মুখে একটুও বৈধব্যের লক্ষণ দেখ্‌লাম না। যে স্বামীর সেবা, স্বামীর কায কর্‌তে না পায়, তার মুখে তেমন আনন্দ দেখ্‌তে পাওয়া যায় না ; তাঁকে দেখে আমার মনে হ'ল তিনি যেন আনন্দময়ী।"

সুভাষিণী কহিল, "কিন্তু মা, তুমি কি লক্ষ্য করনি যে তিনি পাড়ওয়ালা কাপড় পরেন নি। তা ছাড়া' তাঁর গায়ে একখানিও গহনা ছিল না।"

সুভাষিণী কথা কহিতে কহিতে একবার কাণ পাতিয়া কি শুনিল ; তাহার পর, আবার বলিল, "ঐ শোন মা, মোটর গাড়ীর বাঁশীর শব্দ ! তিনি বোধ হয় আবার আস্‌ছেন।"

মাতা কহিলেন, "হাঁ, মোটর গাড়ীর বাঁশীর শব্দ আমিও শুনতে পেয়েছি, এ গলিতে ত আর কেউ মোটরগাড়ী চড়ে আসে না ; বোধ হয়, তিনিই আস্‌ছেন।"

সুভাষিণী জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, মা, তাঁকে আদর ক'রে কিছু জলখাবার খাওয়ালে ভাল হয় না ?"

মাতা মুখ বিষণ্ণ করিয়া কহিলেন, "খাওয়াতে পারলে ত খুবই ভাল হয়, বাছা। কিন্তু জলখাবার কেনবার পয়সা কোথায় পাব? আজ তোদের জলখাবার আন্‌তে দেবার জন্যে চার আনা পয়সাও আমার বাক্সে নেই। বাবু বলে গেছেন যে আজ আফিসের কোনও লোকের কাছ থেকে পাঁচ টাকা ধার ক'রে নিয়ে আসবেন। তিনি টাকা নিয়ে এলে তবে তোদের জলখাবার আন্‌তে দেওয়া হ'বে, তবে কাল সকালে মাছ তরকারি কেনবার পয়সা জুটবে।"

সুভাষিণী আর কথা কহিল না। কেবল মনে মনে ভাবিল এই কলিকাতাতে কত লোক কত ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছে, কত লোক হাসিমুখে কত আনন্দ উপভোগ করিতেছে; তবে সে তাহার পিতা-মাতাকে চিরদিন বিষণ্ণ ও ধনহীন দেখিবে কেন? এই আনন্দময়ের রাজ্যে তাহারাই কেবল অর্থহীন হইয়া নিরানন্দ থাকিবে কেন?

বাস্তবিক সুভাষিণী তাহার জনকজননীকে কখন প্রফুল্ল দেখে নাই। যাহাদের মাসিক আয় দেড়শত টাকার বেশী নয়, তাহাদের সকলেরই অবস্থা কি তাহাদেরই মত অস্বচ্ছল, তাহাদের সকলেরই জীবন কি তাহাদেরই মত নিরানন্দ? তা ত নয়। সেই পাড়াতেই সুভাষিণী এমন অনেক লোক দেখিয়াছে, যাহাদের আয় তাহাদের চেয়ে অনেক কম; তাহারা, তাহাদের মত তেতালা বাড়ীতে না থাকিলেও সুখে থাকে, এবং তাহাদের চেয়ে বড় পরিবার প্রতিপালন করে, এবং কন্যার বিবাহের ভাবনাও ভাবে না। কেন এরূপ হয়? সেই জটিল আর্থিক সমস্যার কথা বালিকা কিরূপে বুঝিবে?

সুভাষিণী অবনত মুখে চিন্তা করিতেছিল। এক্ষণে মুখ তুলিয়া দেখিল, কক্ষদ্বারে তাহার মাতার জীবনদাত্রীর হাসিমাখা মুখ প্রভাতের

শতদলের মত ফুটিয়া রহিয়াছে। সেই মুখ হইতে যেন আনন্দের ধারা প্রবাহিত হইয়া সব আনন্দময় করিয়া তুলিয়াছে।

আলেক্‌জান্দ্রা আপন বামহস্তে ক্যাম্বিসের একটা ভারি থলিয়া বহিয়া আনিয়াছিল। তাহা দ্বারের পার্শ্বে রাখিয়া, সে হাসিমুখে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল;—যেন সজীব প্রফুল্লতা মূর্ত্তিমতী হইয়া স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিল; যেন সেই মলিন নিরানন্দ কক্ষমধ্যে নন্দনের পারিজাত পুষ্পিত হইয়া উঠিল।

জীবনদাত্রীকে অভিবাদন করিবার জন্য গৃহস্থরমণী শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

আলেক্‌জান্দ্রা তাড়াতাড়ি কহিল, "না, না, আপনি উঠবেন না। আমি বসছি; আপনিও বসুন।"

সুভাষিণী সত্বর নিজের হাতে বোনা পশমের আসন খানি আনিয়া মেঝেতে বিছাইয়া দিল। আলেক্‌জান্দ্রা তাহাতে উপবেশন করিল। গৃহিণী আপন শয্যাতেই বসিলেন।

আলেক্‌জান্দ্রা স্বহস্তে আনীত থলিয়াটী আপনার নিকটে লইয়া বসিয়াছিল। এক্ষণে তাহার মুখবন্ধন উন্মোচন করিয়া কহিল, "দেখুন আপনাকে অসুস্থ দেখে আমি মনে করেছিলাম যে, আপনি সেই অবস্থায় ছেলেমেয়েদের বিকালের জলখাবারের কোন বন্দোবস্ত করতে পারবেন না। তাই আমার ব্যাগের মধ্যে কিছু ফলমূল আর জলখাবার নিয়ে এসেছি।"

এই বলিয়া আলেক্‌জান্দ্রা থলিয়ার মধ্য হইতে, আঙুর বেদানা প্রভৃতি কাবুলি মেওয়া, এবং দেশী আম, কলা শসা ইত্যাদি ফল এবং একপাত্র উৎকৃষ্ট সন্দেশ বাহির করিয়া দিল।

তাঁহার প্রাণরক্ষাকারিণীর এই নূতন অনুগ্রহ দেখিয়া গৃহস্থরমণী মুখে

একটী কথাও বলিতে পারিলেন না; কিন্তু তাঁহার নয়নদ্বয় দিয়া কৃতজ্ঞতা উছলাইয়া পড়িল।

সুভাষিণী মনে করিল, নিশ্চয়ই ইনি স্বর্গের দেবী, তাই অন্তর্যামিনী; তাই তাহাদের জলখাবারের অভাবের কথা জানিয়া, সেই অভাব পূর্ণ করিবার জন্য, নিজে এই সকল সামগ্রী লইয়া আসিয়াছেন।

আর আলেক্‌জান্দ্রা কি মনে করিল? যে পরোপকার করিয়া উপকৃতের কৃতজ্ঞ দৃষ্টি দেখিয়াছে, সেই বুঝিবে যে তাহার মনে কি মহা সুখ, কি স্বর্গীয় আনন্দ ক্রীড়া করিতেছিল।

মাতার অনুমতি পাইয়া সুভাষিণী দ্রব্যগুলি তুলিয়া রাখিবার জন্য নিম্নতলের অন্য কক্ষে গেল।

ইত্যবসরে সুভাষিণীর মাতা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয় লইয়া আলেক্‌জান্দ্রার সহিত অনেক কথা কহিয়া ফেলিলেন; তাঁহার হৃদয় যদি একেবারে কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ না থাকিত তাহা হইলে তিনি কখনই একজন অপরিচিতার নিকট তত কথা কহিতেন না।

আলেক্‌জান্দ্রা সহৃদয় প্রশ্নের দ্বারা, সহানুভূতিপূর্ণ বাক্যের দ্বারা অল্পকালমধ্যে তাঁহাদের সকল সংবাদই জানিয়া লইল। তাঁহাদের পূর্ব সৌভাগ্যের কথা, তাঁহাদের আধুনিক দৈন্যের কথা, বালকদ্বয়ের বিদ্যা-শিক্ষার কথা সে সমস্তই অবগত হইল। এবং তাঁহাদের নাম ধামেরও পরিচয় পাইল। কিন্তু আপনার কোনও পরিচয়ই সে প্রদান করিল না। গৃহস্থরমণী তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে, সে কেবল একটু হাসিয়া নীরব রহিল। বাস্তবিক, আলেক্‌জান্দ্রা তাহাদ্বারা উপকৃত কোনও লোকের নিকট তাহার নিজের পরিচয় প্রকাশ করিত না। ইহার কারণ ছিল। প্রথমতঃ আলেক্‌জান্দ্রা ভাবিত, তাহার সেই কটমটে বিজাতীয় নামটা ভদ্র স্বদেশীয়ের শান্ত অন্তঃপুরে উল্লেখযোগ্য নহে। তাহার পর সে

ভাবিত যে, যদি কোনও ব্যক্তি অযথা কৃতজ্ঞতার বশে, তাহার তুচ্ছ কার্য্যের প্রশংসা প্রচার করিবার জন্য, জনসমাজে বা সংবাদপত্রে তাহার নামের ও কার্য্যের উল্লেখ করে, তাহা হইলে সুখ্যাতির কলকলায়মান স্রোতে পড়িয়া, তাহার নিষ্কাম ব্রত ব্যর্থ হইয়া যাইবে; তখন দান আর দান থাকিবে না, সুখ্যাতি প্রাপ্তির প্রলোভনমাত্র হইয়া দাঁড়াইবে। অতএব গৃহকর্ত্রী আপন উপকারীর নাম জানিতে পারিলেন না।

সন্ধ্যার অনেক পূর্ব্বে এবং গৃহস্বামী কর্ম্মস্থান হইতে প্রত্যাগত হইবার অনেক আগেই "আবার দেখা হ'বে," এই আশাবাক্য প্রদান করিয়া আলেক্জান্দ্রা চলিয়া গেল।

গৃহস্থরমণী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছিলেন, বিশেষতঃ আলেক্জান্দ্রার প্রীতিপ্রদ কথা শুনিয়া তাঁহার বিষণ্ণ হৃদয়ের ভার অত্যন্ত লঘু হইয়া পড়িয়াছিল। অতএব আলেক্জান্দ্রা প্রস্থিতা হইলে, তিনি সহজেই নিম্নতলে আসিয়া পুত্রকন্যাকে তাহার প্রদত্ত ফলমূল ও মিষ্টান্ন খাইতে দিলেন। বহুকাল অর্থাভাবে তিনি এমন উৎকৃষ্ট আহার সামগ্রী খাইতে দিতে পারেন নাই। আজ মনোমত খাদ্যে সন্তানগণের উদর পূর্ণ করিয়া, মাতার আনন্দের সীমা রহিল না।

সন্ধ্যার সময় গৃহকর্ত্তা কর্ম্মস্থান হইতে বাটীতে প্রত্যাগত হইয়া, মুখ হাত ধুইয়া, আলেক্জান্দ্রা প্রদত্ত ফলমূল মিষ্টান্ন আহার করিতে করিতে, মহা সন্দেহে ললাটতল আচ্ছন্ন করিয়া গৃহিণীর নিকট সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। শুনিয়া মহাভাবনায় ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "আজ কাল অনেক ডাকাতের দলে অনেক মেয়ে গোয়েন্দা আছে, মাগী তাই নয় ত?"

কর্ত্রী স্বামীর কথার প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না; কেবল বিষণ্ণ মুখে বলিলেন, "ছি ছি! এমন কথা মনে ভাবলে আমাদের নরকেও ঠাঁই হবে না।"

দশম পরিচ্ছেদ

দিদি।

পরদিন আলেক্জান্দ্রা অক্রুকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিল।

তখন অক্রুকুমার আপন পাঠাগারে বসিয়া ছিল। এই পাঠাগার ত্রিতলে; আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, উহাতে সৌদামিনীর গতিবিধি ছিল। অক্রুকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে আলেক্জান্দ্রা কখনও পত্র লিখিয়া তাহাকে আপন বাটীতে আহ্বান করিত; কখনও আপনি ঐ পাঠাগারে আসিয়া সাক্ষাৎ করিত। কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে সে কখনও সৌদামিনীর সহিত আলাপ পরিচয় করে নাই; এবং তাহার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবার সুযোগও প্রদান করে নাই। পত্নীর সহিত পরিচয় স্থাপনের জন্য অক্রুকুমার পূর্ব্বে দুই একবার আলেক্জান্দ্রাকে বলিয়াছিল; কিন্তু, কি জানি কেন, আলেক্জান্দ্রা তাহাতে সম্মত হয় নাই। আমাদের সন্দেহ হয়, বুঝি, আলেক্জান্দ্রা মনে করিত, তাহারই সম্মুখে, তাহা অপেক্ষা সুন্দরী যুবতীকে অক্রুকুমার প্রেম-প্রেঙ্খিত চক্ষে নিরীক্ষণ করিলে, সে সেই দৃশ্য সহ্য করিতে পারিবে না;—বুঝি সে ভাবিত, আর একজন নবীনা প্রেমিকাকে অক্রুকুমারের পার্শ্বে দেখিলে তাহার অন্তঃসারশূন্য হৃদয় করোপর-বিদলিত মৃৎকলসের ন্যায়, একেবারে চূর্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু আমরা পরে দেখিব, সেই প্রেমের ছবি দেখিয়াই সে মুগ্ধ হইয়াছিল; মনে করিয়াছিল বুঝি বা স্বর্গের দৃশ্য দেখিল।

অক্রুকুমার একখানি পুস্তক পাঠ করিয়া কাগজে কি লিখিতেছিল।

আলেক্‌জান্দ্রাকে নিকটবর্ত্তিনী দেখিয়া সে পুস্তকপাঠে বিরত হইল; এবং তাহাকে সম্মান প্রদর্শন জন্য, এবং ললাটে যুগ্ম কর তুলিয়া তাহাকে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আজ শুধু দেখা করতে এসেছ, না, কোনও কায আছে?"

আলেক্‌জান্দ্রা প্রতিনমস্কার করিয়া অক্রকুমারের নিকটস্থ একটা আসন গ্রহণ করিল, এবং ভক্তিপূর্ণ নয়নে অক্রকুমারের জ্ঞানোজ্জ্বল ললাট নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, "আজ আমার কিছু টাকার দরকার হ'য়েছে। কাল বাগবাজারে এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। তাঁরা একেবারে গরীব না হলেও, আমার মনে হ'ল, তাঁরা এখন বড়ই অভাবে পড়েছেন, টাকার অভাবে মেয়ের বিয়ে দিতে পারছেন না। —বরপক্ষ অনুগ্রহ করে পাঁচহাজার টাকা চান। আমার যদি ক্ষমতা থাকৃত, পাঁচ হাজার টাকা পাবার আশায় উড্ডীয়মান বরপক্ষের পক্ষচ্ছেদ করে, তাঁদের সকল আশা নির্ম্মূল করতাম। আমার সে ক্ষমতা নেই বলে, তোমার কাছ থেকে টাকা চাইতে এসেছি।"

অক্রকুমার দান করিবার সুযোগ পাওয়ায়, অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে সস্মিত মুখে কহিল, "বর পক্ষের পাঁচ হাজার টাকা আর লোকজন খাওয়ানতেও, বোধ হয়, আর এক হাজার টাকা খরচ হবে।—এই ছ'হাজার টাকা তুমি চাও?"

আলেক্‌জান্দ্রা কহিল, "হাঁ, ছ'হাজার টাকা হ'লেই চল্‌বে।"

অক্রকুমার কহিল, "ঐ ছ'হাজার টাকার একটা চেক্ লিখে দেব, না, খাতাঞ্চি বাবুর কাছ থেকে নগদ টাকা চেয়ে এনে দেবো?"

আলেক্‌জান্দ্রা একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "না, নগদ টাকা দিও না। আমি দুরন্ত মেয়েমানুষ হ'লেও এতদিনে বুঝ্‌তে পেরেছি, যে মেয়েমানুষ মাত্র। আমাদের সভ্যা নারী-সমাজের মতে, আর সকল

বিষয়ে পুরুষের সমকক্ষ হলেও, এটা স্বীকার করিতেই হ'বে যে আমরা সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা দুর্ব্বল, এবং দেবী চৌধুরাণীর মত কুস্তি ক'রেও পুরুষ অপেক্ষা সবলা হ'তে পারব না। কাযেই, মোটর গাড়ী থেকে নামবামাত্র, কোনও সবল পুরুষ একটু মোচড় দিলেই নগদ টাকার তোড়াটা, এই পিয়ানো বাজানো দুর্ব্বল হাত থেকে অনায়াসে কেড়ে নিতে পারবে। আর বাগবাজার অঞ্চলে গলি রাস্তার মধ্যে সে রকম সব পুরুষের মোটেই অভাব নেই।"

অশ্রুকুমার কহিল, "তাহ'লে, তুমি তা'দের ঠিকানা লিখে রেখে যাও; আমি দরওয়ান দিয়ে টাকাটা তা'দের কাছে পাঠিয়ে দেব।"

আলেক্জান্দ্রা কহিল, "না, দরোয়ান দিয়ে পাঠান হ'বে না। দরওয়ানের হাতথেকে তাঁরা মোটেই টাকা নেবেন কি না সন্দেহ আছে। তার চেয়ে তুমি একখানা বেয়ারার চেক্ লিখে দাও।"

অশ্রুকুমার পার্শ্বস্থিত 'দেরাজ' খুলিয়া একখানি চেক বহি বাহির করিল; ছয় সহস্র মুদ্রার একখানি চেক লিখিয়া দিল।

যে কার্য্যের জন্য আলেক্জান্দ্রা অশ্রুকুমারের নিকটে আসিয়াছিল, তাহা ত দুই চারি মিনিটের মধ্যেই সম্পন্ন হইয়া গেল। কিন্তু আলেক্-জান্দ্রা ত তত শীঘ্র অশ্রুকুমারকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে না; অশ্রুকুমারকে দুই চারি মিনিট দেখিয়া সে ত আপন পিপাসিত নয়নকে পরিতুষ্ট করিতে পারে না; অশ্রুকুমারের দুই চারিটি মাত্র কথা শুনিয়া সে ত আপনার শ্রবণেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না; যে মহা আকর্ষণে তাহার হৃদয় আবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, শত চেষ্টা করিয়াও সে ত তাহা ছিন্ন করিতে পারে না। আহা! তোমরা এই বিকলা অবলার নিন্দা করিও না। সে ত অশ্রুকুমারের সহিত প্রেমালাপ করিবার আশা করে না, সে ত তাহার হৃদয়োদ্যানের চিরপ্রস্ফুটিত

প্রেমপ্রসূনদাম চয়ন করিয়া, প্রেমের শোভনডালা সাজাইয়া অক্রকুমারকে উপহার দিতে চায় না; সে কেবল তাহার নিকট দুই দণ্ড বসিয়া শিক্ষার জন্য, তাহার দুইটা উপদেশ বাক্য শুনিতে চায়; সে কেবল দুই দণ্ড তাহার নিকট বসিয়া দেবদর্শনের পুণ্য সঞ্চয় করিতে চায়।

অতএব চেকখানি গ্রহণ করিয়া আলেক্জেন্দ্রা আসন ত্যাগ করিল না। পূর্ব্ববৎ উপবিষ্ট থাকিয়া অক্রকুমারের সুধাধিক মিষ্ট ও প্রাণময় বাক্য শুনিবার জন্য তাহাকে প্রশ্ন করিল, "তুমি এখন কি বই পড়ছিলে, অক্রবাবু?"

অক্রকুমার একখানা পুরাতন পুস্তক আলেক্জান্দ্রার হস্তে প্রদান করিয়া কহিল, "এই দেখ, এই বইখানা পড়ছিলাম।"

আলেকজান্দ্রা পুস্তকখানাকে কোনও পবিত্র সামগ্রীর ন্যায় ভক্তি পূর্ব্বক আপন হস্তে গ্রহণ করিয়া উহার পত্রোন্মোচন করিয়া, উহা পাঠ করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু উহার একবর্ণও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। তখন অক্রকুমারকে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি ভাষা? আমি ত এর কিছুই বুঝতে পারলাম না।"

অক্রকুমার হসিত মুখে কহিল, "তুমি ত লাটীন শিখ্‌লে না? তা শিখ্‌লে বুঝতে পারতে। ওখানা—"ইমিটেসিও ক্রিষ্টি" (Imitatio Christi)

আলেক্জান্দ্রা কহিল, "এমন সুযোগ অবহেলা ক'রে লাটীন না শেখাটা আমার ভারি অন্যায় হ'য়েছে। কিন্তু বোধ হয়, এ বয়সে আর শিখ্‌তেও পারতাম না। এ বই খানায় কি লেখা আছে?"

অক্রকুমার কহিল, "ওতে ভারি চমৎকার সদুপদেশ আছে; ঐ সব সদুপদেশ মেনে কায করতে পারলে, মানুষ পৃথিবীতে থেকেই দেবতা হ'তে পারে। ইয়োরোপের লোকে বাইবেলের পরেই ঐ বই

খানাকে সব চেয়ে বেশী আদর করেন। বাস্তবিক ঐ রকম আদর পাবারই উপযুক্ত বই। দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালা ভাষায় এ পর্য্যন্ত ঐ বই খানার অনুবাদ হয় নি। বোধ হয়, আমাদের এই রামায়ণ মহাভারতের দেশে নূতন ধর্ম্মোপদেশের দরকার নেই বুঝে, কেউ এই চমৎকার বই খানার অনুবাদ করেন নি। ইউরোপের সকল ভাষাতেই এর অনুবাদ আছে। আমার মতে বাঙ্গালাতেও ওর অনুবাদ থাকা উচিত; তাতে আমাদের ভাষার একটা সম্পদ বেড়ে যাবে। তাই আজ কদিন থেকে, আমি বইখানার অনুবাদ আরম্ভ করে দিয়েছি। মূল কেতাব থেকেই তরজমা করছি। The following of Christ কিম্বা The imitaton of Christ এই নামে ওর কোন ইংরাজি অনুবাদ প্রচলিত আছে; তার একখানি তুমি পড়ে দেখ্‌লে বুঝতে পারবে যে, ওর একটা বাঙ্গালা অনুবাদ সহজ ভাষায় প্রকাশ করতে পারলে, দেশের নীতিজ্ঞানটা কতটা বৃদ্ধি পাবে।"

আলেক্‌জান্দ্রা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যে মূল বই খানা থেকে অনুবাদ করছ, সেটা কার রচনা?"

অক্রুকুমার কহিল, "তা ঠিক করে বলা বড় কঠিন। অনেক পণ্ডিত লোকই বলেন যে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এশিয়া দেশে কেম্পেন নামক এক গ্রামে, টমাস্‌ এ কেম্পিস্‌ (Thomas a Kempis) নামক এক সাধু পুরুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি কৌমার ব্রত গ্রহণ করে এক মঠে বাস করতেন। তিনিই ঐ বইখানা লিখেছিলেন। আবার এমন অনেক পণ্ডিত আছেন, যাঁরা অন্যান্য সাধুপুরুষকে ঐ গ্রন্থের রচয়িতা সাব্যস্ত করতে চেষ্টা করেছেন।"

ইহার পর আলেক্‌জান্দ্রা আরও অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল, অক্রুকুমার আরও অনেক কথা কহিল। কিন্তু সে সকল প্রশ্ন তত্ত্বের

কথা, সে সকল নীতি শাস্ত্রের কথা—তাহা আলেক্‌জান্দ্রার কর্ণে অমৃতবৎ প্রতীয়মান হইলেও, তাহা প্রেমকথার ন্যায়, উপন্যাস পাঠকের কর্ণে মধুবর্ষণ করিবে না বুঝিয়া, আমরা তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম না।

অর্দ্ধপ্রহরকাল আলেক্‌জান্দ্রার সহিত বাক্যালাপে অতিবাহিত করিয়া অক্রুকুমার কক্ষগাত্রে সংলগ্ন বৃহৎ ও সুদৃশ্য ঘড়ীর দিকে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল চারিটা বাজিতে আর বিলম্ব নাই। প্রত্যহ চারিটার সময়ই অক্রুকুমার সেই কক্ষে বসিয়া জলযোগ করিত। প্রত্যহ ঠিক চারিটার সময়ই সৌদামিনী অক্রুকুমারের জন্য স্বহস্ত প্রস্তুত সামান্য খাদ্যদ্রব্য স্বহস্তে বহন করিয়া সেই কক্ষে আসিত। স্বামীর সামান্য সেবার ভারও স্বামিসেবারতা সৌদামিনী কখনও তাহার অসংখ্য দাস দাসীর মধ্যে কাহারও হস্তে প্রদান করিত না—প্রদান করিয়া এতটুকু সুখলাভ করিতে পারিত না। বৃহৎ নিকেতনের সুদূর প্রান্তে বসিয়া সৌদামিনী খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিলেও, তাহার সৌরভ যথাকালে অক্রুকুমারের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিত। প্রস্তুতকারিণী প্রিয়তমার প্রকোষ্ঠবেষ্টিত কনককঙ্কণের মধুর শব্দ তাহার শ্রবণ পথে দূরাগত সঙ্গীতের ন্যায় ধ্বনিত হইত। তাহার পর, বৃন্তচ্যুত প্রসূনপাতের ন্যায়, সৌদামিনীর নীরব চরণপাতের শব্দহীন শব্দ তাহার আশাপ্রফুল্ল হৃদয়মধ্যে স্পন্দিত হইয়া উঠিত; সৌদামিনীর পৃষ্ঠবিলম্বিত চঞ্চল গুঞ্জিকা-গুচ্ছের মধুর নিক্কণ দেবী বীণাপাণির বীণার ঝঙ্কারের ন্যায়, তাহার উৎফুল্ল কর্ণের মধ্যে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিত।

আজও অক্রুকুমার প্রাণতমার শুভাগমনের সকল শব্দ, সকল সৌরভ অনুভব করিল। একটা মহানন্দে তাহার হৃদয় যেন পূর্ণ হইয়া উঠিল। গৃহস্থেরা যেমন প্রাচুর্য্যের মধ্যে আরাধিতা কমলার শুভাগমন দেখিতে পায়, অক্রুকুমারও তেমনই আপনার হৃদয়ের পূর্ণতার মধ্যে সৌদামিনীর

শুভাগমনের বার্ত্তা পাইল। পাইয়া, সে আলেক্‌জান্দ্রার দিকে চাহিয়া কহিল, "সত্—আমার স্ত্রী—আমার জল খাবার নিয়ে আস্‌ছে—"

আলেক্‌জান্দ্রা সত্বর আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল; এবং কিছু চঞ্চল কণ্ঠে কহিল, "তা হ'লে, আমি যাই?"

অশ্রুকুমারের পাঠাগারে প্রবেশ করিবার দুইটি পথ ছিল। একটি অন্তঃপুরের সহিত সংযুক্ত;—সৌদামিনীর আগমন প্রত্যাশায় অশ্রুকুমার এই পথের দিকেই তাকাইয়া ছিল। অপর পথটি বহির্ব্বাটীর সহিত সংযুক্ত;—আলেক্‌জান্দ্রা সেই পথেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং সেই পথেই কক্ষত্যাগের অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিল।

কিন্তু আলেক্‌জান্দ্রার প্রস্থান প্রস্তাবে অশ্রুকুমার বাধা প্রদান করিয়া কহিল, "যাবে কেন? তুমি ত কখনই আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচিত হওনি, আজ তার সঙ্গে আলাপ করো।"

আলেক্‌জান্দ্রা শঙ্কিত হইয়া কহিল, "না না, আজ নয়, আর একদিন এসে আলাপ করবো এখন। আজ বাগবাজারে যেতে হ'বে। আজ যাই, নমস্কার!"

কিন্তু আলেক্‌জান্দ্রা চলিয়া যাইতে পারিল না। সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া প্রস্থিত হইবার পূর্ব্বেই, যেন একটা বিদ্যুদ্দীপ্তিতে সমস্ত কক্ষ প্রভাসিত হইয়া উঠিল, যেন রূপের একটা বন্যায় সমস্ত কক্ষ প্লাবিত হইয়া গেল, যেন দেব সদাগতি সংসারের সমস্ত সৌরভ সংগ্রহ করিয়া কক্ষ মধ্যে প্রবাহিত করিয়া দিলেন। রূপসী, অধুনা সপ্তদশবর্ষীয়া সৌদামিনী রজতরচিত অনতিবৃহৎ স্থালী হস্তে লইয়া বরণডালাধারিণী পূজাভিলাষিণী দেবমন্দিরাগতা দেবীর ন্যায়, কক্ষ মধ্যে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে প্রবেশ করিল। প্রস্থানোদ্যতা আলেক্‌জান্দ্রা যেন কি একটা দৈব প্রেরণায় চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। সৌদামিনীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের

ছটায় সে যেন বিহ্বল হইয়া পড়িল, মহা বিস্ময়ে তাহার চক্ষু দুইটা বিস্ফারিত হইয়া রহিল।—সে ত কখনও সুদূর-প্রসারিত কল্পনাতেও সৌদামিনীর সেই মহিমময়ী মূর্ত্তি চিত্রিত করিতে পারে নাই!

আলেক্জান্ড্রা সৌদামিনীকে পূর্ব্বে কখনও না দেখিলেও, তাহার অগোচরে সৌদামিনী কিন্তু তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছিল। সৌদামিনী যখন গৃহকার্য্যে, দানে, রন্ধনে, পরিবেষণে, পরিচর্য্যায় ব্যাপৃত থাকিত, তখনও তাহার সতর্ক দৃষ্টি অক্রুকুমারের প্রত্যেক অঙ্গ সঞ্চালনে, প্রত্যেক গতিবিধিতে নিবদ্ধ থাকিত। অন্যান্য অনেক প্রেমিকার দৃষ্টির ন্যায় সৌদামিনীর সতর্ক দৃষ্টি সন্দেহদুষ্ট নহে; সেই ভক্তিময়ীর হৃদয়ে কখনও স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসের ছায়ামাত্র পতিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তাহার সতর্ক দৃষ্টি কেবল মাত্র অক্রুকুমারের আকস্মিক বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য, শরীররক্ষক অনুচরের ন্যায়, অক্রুকুমারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহা দুর্ভেদ্য বর্ম্মের ন্যায় যেন অক্রুকুমারকে সকল বিপদ হইতে ঘিরিয়া রাখিত। এই সর্ব্বত্র আনুসারিণী দৃষ্টির বলে, সব সময় অক্রুকুমার নিজে না জানিলেও, সৌদামিনী জানিত, অক্রুকুমার কখন কি করিতেছে, কখন কোথায় যাইতেছে।—আলেক্জান্ড্রার অহেতুক নিষেধ জন্য যদিও অক্রুকুমার আলেক্জান্ড্রার সহিত সৌদামিনীর সাক্ষাৎ ঘটাইয়া, পরস্পরের সহিত পরস্পরের পরিচয় ঘটাইয়া দেয় নাই, তথাপি সৌদামিনী আলেক্জান্ড্রার সকল সংবাদই জানিত। কখন্ কি কাযে আলেক্জান্ড্রা অক্রুকুমারের নিকটে আসে, কখন সে অক্রুকুমারকে লইয়া, মোটর গাড়ী আরোহণ করিয়া ভ্রমণে বহির্গত হয়, কখন সে অক্রুকুমারের নিকট আসিয়া গল্প করে, কখন সে তার নিকট অর্থ গ্রহণ করে—এ সকল তথ্য সৌদামিনী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত থাকিত। আজও সে জানিত যে আলেক্জান্ড্রা অক্রুকুমারের নিকট উপস্থিত আছে;

এবং আমাদের সন্দেহ হয়, কি আকর্ষণে সে অক্রুকুমারের নিকট বসিয়া ছিল, তাহাও প্রখর বুদ্ধিমতী সৌদামিনীর অগোচর ছিল না।

তোমরা আমার পাঠিকাগণ! তোমরা হয়ত সন্দেহকুটিল হাসি হাসিয়া, তোমাদের সুন্দর নয়নে অবিশ্বাসের কৃষ্ণছায়া মাখিয়া, কৃষ্ণ ভ্রূযুগল কটাক্ষের কুটিলতায় তরঙ্গিত করিয়া বলিবে, পোড়া কপাল, সৌদামিনীর প্রখর বুদ্ধির! এমন জীবন্ত কালনাগিনীর হাতে আপন স্বামীকে ছাড়িয়া দিয়া, সে কিরূপে ছার গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করে? যাহার প্রাণপতি অন্যা যুবতীর সহিত মিলিত হইয়া অতটা সময় অতিবাহিত করে, তাহার হৃদয়ে ত তিন্তিড়ি কাষ্ঠের প্রজ্জ্বলিত ইন্ধনের ন্যায়, তীব্র হুতাশন অহরহঃ জ্বলিবে; সে কিরূপে বক্ষে সেই অগ্নিজ্বালা লইয়া হাসিমুখে পরহস্তগত স্বামীর জন্য খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করিয়া আনিবে? কিন্তু সৌদামিনী সত্যই তাহা করিত। সেই নন্দনের ন্যায় চিরানন্দিত হৃদয়ের মধ্যে এতটুকু সন্দেহের এতটুকু অবিশ্বাসের স্থান ছিল না। তাহার প্রিয়তম প্রাণতম স্বামীর অগাধ প্রেমের গভীরতা জানিয়া, সৌদামিনী আপন কল্পনাকে বিকৃত করিয়াও ভাবিতে পারিত না যে অন্যা যুবতীর সহিত স্বামীর এই প্রকার মিশ্রণে কোনও প্রকার সন্দেহের বা অবিশ্বাসের কারণ বর্ত্তমান থাকিতে পারে।—অসীম প্রেমের আলোকে যে হৃদয়াকাশ চিরোজ্জ্বল, তাহাতে সন্দেহের মেঘ উদিত হইতে পারে না। আর যদিই বা তাহার স্বামীকে জগতের লোকে তাহারই মত ভালবাসে, তাহাতে তাহার মনঃকষ্টের কারণ কোথায়?

সৌদামিনী প্রস্থানোন্মুখী আলেক্‌জান্দ্রাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া স্মিতমুখে কহিল, "আপনি যাবেন না। আজ আপনার সঙ্গে আলাপ না করে আপনাকে ছেড়ে দেব না।"

আলেক্জান্ড্রা কহিল, "না, যাব না। যে মুখ এমন সুন্দর, সে মুখের কথা কত মিষ্টি, তার স্বাদ না নিয়ে যাব না। যে ফুল এমন চমৎকার, তার সৌরভ না শুঁকে যেতে পারব না।"

সৌদামিনী আলেক্জান্ড্রার সরস বাক্যের উত্তর দিতে পারিল না। আপন রূপের সুখ্যাতি শুনিয়া অতি লজ্জায় তাহার মুখ আরক্ত ও ও অবনত হইয়া পড়িল। সে খাদ্য পাত্র একটা শ্বেত মর্ম্মর বিরচিত টেবিলের উপর রাখিয়া, অক্রুকুমারের দিকে আহ্বান সূচক দৃষ্টিপাত করিল।

অক্রুকুমার গাত্রোত্থান করিয়া আলেক্জান্ড্রাকে ও সৌদামিনীকে বসিতে বলিল; এবং নিজে তাহাদের নিকটে দাঁড়াইয়া পরস্পরের মধ্যে পরিচয় করাইয়া দিল; এবং তাহারা কথাবর্ত্তায় নিযুক্ত হইলে, শ্বেত প্রস্তরের টেবিলের নিকট যাইয়া জলযোগ করিতে বসিল।

আমরা পূর্ব্বে প্রগল্ভা সৌদামিনীকে তাহার দাদা মহাশয়ের সহিত কথা কহিতে শুনিয়াছি। কিন্তু সে দিন আর নাই। প্রেমরাজ্যে মুখরার স্থান নাই; তাই মুখরা সৌদামিনী মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। তাহার হাসি ঘনীভূত ও মিষ্ট হইয়া এখন তাহার অধরেই লাগিয়া থাকিত। প্রভাতের কলকলায়মান বিহঙ্গ কাকলীর মধ্যে পিকবধূর মৃদু কুহুরবের ন্যায়, সে কেবল মাত্র হাসিমাখা মুখে একবার আলেক্জান্ড্রার সরস বাক্যের এক একটি ক্ষুদ্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিল।

জলযোগ সমাপ্ত করিয়া অক্রুকুমার সৌদামিনীর পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। সৌদামিনী, পশ্চাৎ দিকে না ফিরিয়া, কেবল মাত্র ঊর্দ্ধদিকে মুখ তুলিয়া, বৃহৎ চক্ষু ঊর্দ্ধদিকে বিস্ফারিত করিয়া, তাহার মস্তকের দিকে ঈষৎ অবনত অক্রুকুমারের মুখ দেখিল,—প্রেমিকার সেই প্রেমপূর্ণ বিশাল বিলোল ঊর্দ্ধদৃষ্টি দেখিয়া আলেক্জান্ড্রার জীবন

সার্থক হইল। সে মনে করিল যেন তাহারই অভীষ্ট দেবতার পূজার জন্য দুইটী ইন্দীবর ফুটিয়া উঠিল! পৃথিবীতে থাকিয়া স্বর্গের ছবি দেখিয়া আলেক্‌জান্দ্রা ধন্য হইল।

সৌদামিনী স্বামীর প্রফুল্ল মুখ হইতে দৃষ্টি অবনত করিয়া, আবার কিয়ৎকাল আলেক্‌জান্দ্রার সহিত কথাবার্তায় যোগদান করিল। কথা কহিতে কহিতে অবশেষে ঠিক হইয়া গেল যে, অতঃপর সৌদামিনী আলেক্‌জান্দ্রাকে দিদি বলিবে।

আলেক্‌জান্দ্রা হাসিতে হাসিতে অক্রূকুমারকে জানাইল—"শুনলে, অক্রূবাবু, আমি আজ থেকে তোমার স্ত্রীর দিদি হ'লাম।"

অক্রূকুমার হাসিয়া কহিল, "আমিও আজ থেকে তোমায় দিদি বলবো।"

আলেক্‌জান্দ্রা সে কথার উত্তর দিতে পারিত যে, অক্রূকুমার তাহার বয়োজ্যেষ্ঠ, সুতরাং সে কনিষ্ঠাকে দিদি বলিতে পারে না। কিন্তু সে অক্রূকুমারের প্রস্তাবের কোন উত্তরই দিল না। তাহার আনন রক্তাভ হইয়া অবনত হইয়া পড়িল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

কলহান্তরিতা।

এক দুঃস্থ গৃহস্থের দুঃখের কথা শ্রবণ করিবার জন্য অশ্রুকুমার দর্জ্জিপাড়া অঞ্চলে একটা অতি সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল; তাহার বৃহৎ মোটর গাড়ী গলি রাস্তার প্রবেশ-পথে বড় রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়াছিল। গৃহস্থের দুঃখ দূর করিয়া সে আপন মোটর গাড়ীতে আরোহণ করিবার জন্য বড় রাস্তার দিকে আসিতেছিল। পার্শ্ববর্ত্তী একটা খোলার বাড়ীতে কলহের কোলাহল শুনিয়া, সেই কলহের কারণ কি, তাহা বুঝিবার জন্য, সে উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইল। কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে বুঝিল যে কলহকারিগণের মধ্যে একজন পুরুষ অন্যজন রমণী।

পুরুষ কি রূঢ় কথা বলিয়াছিল, তাহা অশ্রুকুমারে শ্রবণগোচর হয় নাই। কিন্তু তাহা শুনিয়া বিদ্রূপের তীব্র স্বরে রমণী যাহা বলিল, অশ্রুকুমার স্পষ্ট শুনিতে পাইল।

রমণী কহিল, "ওঃ ভারি ত আমার স্বামী! দু'বেলা দু'টো ভাত যোগাবার ক্ষমতা নেই, তার ওপর আবার চোখ রাঙানি!"

পুরুষ, অপরাধীর ন্যায়, কুণ্ঠিত কণ্ঠে কহিল, "কখন আবার চোখ রাঙালাম? পূজা-আহ্নিকের জায়গা ঠিক করে রাখনি, তাই শুধু বলেছি। শাস্ত্রে বলেছে স্ত্রীই সহধর্ম্মিণী। সেই স্ত্রী যদি আমার ধর্ম্মকার্য্যের সহায়তা না করে, তাকে স্ত্রীই বলা যেতে পারে না।"

রমণী আরও উগ্র কণ্ঠে কহিল, "না বললে ত বয়ে গেল। স্ত্রী হয়ে ত সুখের সীমা নেই। খাটতে খাটতে শরীরের বাঁধন ছিঁড়ে গেল; তার ওপর আবার রাতদিন কৈফিয়ৎ।"

পুরুষ আরও একটু নম্র স্বরে কহিল, "কি আবার কৈফিয়ত করলাম?"

রমণী উগ্রতর কণ্ঠে কহিল, "কি না করেছ? সর্দ্দারিণী পর্য্যন্ত বলেছ।"

পুরুষ প্রশ্নময় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "সর্দ্দারিণী? কৈ, আমি ত তোমাকে সর্দ্দারিণী বলিনি। ওঃ!—বুঝেছি—কি আপদ! সহধর্ম্মিণী শব্দটা তুমি অনুধাবন কর্ত্তে পারনি, গিন্নী। না বুঝে মনে করেছ আমি তোমাকে সর্দ্দারিণী বলে গালি দিয়েছি।—শাস্ত্রে ঠিকই বলেছে, 'স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী।'

ইহার পর ক্রন্দনের, ও ক্রন্দনময়ী রমণীর কলহের যে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল, তাহা বর্ণনীয় নহে। তাহা শ্রবণ করিয়া অশ্রুকুমার বিষণ্ণ চিত্তে ভাবিল, হায়, কত সামান্য কারণ হইতে সংসারে কত ভীষণ অশান্তির উৎপত্তি হইতে পারে;—কি সামান্য স্ফুলিঙ্গে কি বিরাট বহ্নিজ্বালা জ্বলিয়া উঠিতে পারে! কিন্তু এই ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গের এই সামান্য কারণটুকুর কেন উৎপত্তি হয়?—অশ্রুকুমার তিনবৎসর কাল পরহিতধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বুঝিয়াছিল যে, দারিদ্র্যের নিদারুণ নিষ্পেষণেই যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তাহাতেই অভাব পরিশুষ্ক সংসারে অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠে। সে বিলক্ষণ জানিত যে, শত শত সংসারে অর্থাভাবেই দাম্পত্য প্রণয়, সহোদরপ্রীতি, সন্তানের পিতৃমাতৃভক্তি, অধিক কি জনক জননীর সন্তান-স্নেহ সমস্তই পরিশুষ্ক হইয়া যায়;—পৃথিবীতে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু পবিত্র—সমস্তই শ্মশান-ভস্মে পরিণত হয়।

আবার একটা বিকট চীৎকারে অশ্রুকুমারের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল।

পুরুষ পরুষকণ্ঠে কহিল, "নাঃ ঘা কতক দিতে না পারলে এ কিচ্

কিচির নিবৃত্তি নেই।— শাস্ত্রেই বলেছে, 'মূর্খস্য লাঠৌষধম্' অর্থাৎ মূর্খদের লাঠিই ওষুধ।"

রমণীকণ্ঠে যেন এককালে সহস্র বিজয়ভেরী বাজিয়া উঠিল। রমণী বজ্রসদৃশ কড়কড় নিনাদে করকা বৃষ্টির ন্যায় বাক্য বর্ষণ করিল, "এসো, এসো না তোমার লাঠি নিয়ে! যদি না আনবে ত তোমার ধর্ম্মের মাথা খাবে। নিয়ে এসো তোমার লাঠি! দেখি তোমার লাঠির জোর বেশী, না আমার এই চেলা কাঠের জোর বেশী। দেখেছ এই তেঁতুল কাঠের চেলা? আজ রক্তগঙ্গা করবো তবে ছাড়ব! নিয়ে এসো তোমার লাঠি। এখন তোমার আর ত কিছু নেই, লাঠি আর লোটাই সম্বল হ'য়েছে।"

ভগ্নদূতের কণ্ঠস্বরের ন্যায় পুরুষের কণ্ঠে স্বরভঙ্গ ঘটিল; পুরুষ কাতর কণ্ঠে কহিল, "নাঃ, আর কোনও উপায় নেই। এ গৃহ ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ; যে গৃহের গৃহিণী কটুভাষিণী, সে গৃহে কোনও মতে বাস করা চলে না; আমি এখনই বনবাসী হব! সত্যিই আজ থেকে লাঠি আর লোটাই সম্বল করবো।"

রমণী আবার শিলাবৃষ্টি সদৃশ বাক্যবর্ষণ করিল—"আবার হুম্‌কি দেখান হচ্ছে! হুম্‌কিতে ভয় পাবার মত মেয়েমানুষ হ'লে, এতদিন তোমায় নিয়ে ঘর করতে পারতাম না। যাও না, কোথায় যাবে। তুমি বনবাসী হলে, আমরা উপবাসী থাকবো না।"

পুরুষ একটু খেদপূর্ণ স্বরে কহিল, "এবার সত্যই বনবাসী হব; শাস্ত্রেই বলেছে পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ। আমার এই বয়সে বাড়ীতে থাকাই বকুমারী হয়েছে। তোমরা সুখে থেকো, গিন্নি! পাপ আজ জন্মের মত বিদায় হলো।"

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে অক্রুকুমার দেখিল, বহির্দ্বার খুলিয়া এক বয়স্ক

ব্যক্তি সজল নয়নে বাটী হইতে বহির্গত হইল। তাহার কৃষ্ণ বর্ণ. তাহার সেই কদম্বকেশরতুল্য কেশকলাপ, তাহার শিরঃশীর্ষে অনমনীয় শিখা, বোধ হয় এখনও তোমাদের স্মরণপথে জাগরূক আছে। সে তোমাদের সেই শাস্ত্রবচনাভিজ্ঞ প্রাজ্ঞ ঘটকঠাকুর। তাহার দেহ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কৃশ হইয়াছিল, এবং তাহার কৃষ্ণ কেশমধ্যে, অন্ধকার-পাদপমধ্যগত খদ্যোতের ন্যায়, অনেকগুলি শুভ্র কেশ দেখা দিয়াছিল ; কিন্তু এখনও তাহার শারীরিক গঠনের মৌলিকত্ব নষ্ট হয় নাই। শ্যালকভ্রাতাদিগের প্রবঞ্চনা প্রকাশিত হইবার পর, কিছুদিন তাহাকে ডেপুটীবাবুর ভয়ে ভীত হইয়া, অপ্রকাশিত অবস্থায় অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। এই সময় অবাধে আপনার ব্যবসা চালাইতে না পারায়, তাহাকে অত্যন্ত অর্থকষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। এই সময় দারিদ্র্যের অভিমানে সে সর্ব্বদা আপনাকে অপমানিত মনে করিত, এবং তজ্জন্য সামান্য কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িত। পরিবার প্রতিপালনে আপনাকে অক্ষম বুঝিয়া, সে শান্ত নয়নে তাহাদিগের প্রতি দৃক্‌পাত করিতে পারিত না। তাহাদের প্রতিপালনভারে সে আপনাকে প্রপীড়িত মনে করিত।

তাহাকে দ্বারদেশে দেখিবার অব্যবহিত পরেই অশ্রুকুমার শুনিল, রমণী আপন মনে বলিতেছে, "কি জ্বালাতে পড়লাম। ছেলে দুটোও বাড়ীতে নেই। কাকে যে পাছু পাছু পাঠাই তার ঠিক নেই। কি এমন বলেছি যে চোখে জল এল! দূর হকগে ছাই! কিসের সংসার? আমিও ওর সঙ্গে বনবাসী হব।"

অশ্রুকুমার যখন রমণীর সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবাপন্ন বাক্যগুলি শ্রবণ করিতেছিল, তখন ঘটকঠাকুর গলির বক্রপথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছিল। অশ্রুকুমার সত্বর তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া স্বাভাবিক মৃদুস্বরে কহিল, "আপনি দাঁড়ান, আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবো।"

পশ্চাদাগত অশ্রুকুমারের বাক্যে কিছু সন্ত্রাসিত হইয়া, ঘটক ঠাকুর তাহার দিকে দৃক্‌পাত করিয়া কহিল—"কে হে, ছোকরা তুমি, আমার বৈরাগ্যে বাধা প্রদান করছ ?"

অশ্রুকুমার কি বলিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইবার পূর্ব্বেই এক ক্রন্দনমানা প্রবীণা তাহার পশ্চাৎ হইতে ছুটিয়া আসিয়া ঘটকঠাকুরের হাত ধরিল; এবং রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "ওগো! তুমি যদি বনবাসী হবে, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। যে সংসারে স্বামীকে রেঁধে বেড়ে খাওয়াতে পারব না, আমি সে সংসারে থাকতে পারব না।"

ঐ কৃশা শঙ্খবলয়মাত্র ভূষিতা, অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা, সীমন্তে সিন্দুরালঙ্কৃতা প্রবীণা অন্য কেহ নহে, ঘটক ঠাকুরেরই কলহকুশলা প্রণয়িনী। তোমরা আশ্চর্য্য হইও না; কলহিনীগণের অন্তর মধ্যেও প্রবল প্রণয়ের স্থান আছে। জানিও, আদরের ন্যায় কলহও প্রণয়-বৃক্ষেরই একটা ফল মাত্র;—কলহ অপক্ক ফল, টক্; আদর পরিপক্ক ফল, তাই মিষ্ট। স্বামী নিকটে থাকিলে যে নির্ভয় কণ্ঠ রুক্ষ বাক্য উদ্গীরণ করে, তাহাই স্বামীর বিচ্ছেদভয়ে করুণস্বরে ক্রন্দন করে। হিন্দুস্ত্রী কলহ করিয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে না; কিন্তু স্বামীর চরণপ্রান্ত ধরিয়া কাঁদে। যে দেশে এই পুণ্যময় দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় সে দেশ ধন্য!—সে দেশে যাহারা জন্মগ্রহণ করে, তাহারাও ধন্য!

বাল্যকাল হইতে যে স্ত্রী প্রাণপণ শক্তিতে স্বামী-সেবাধর্ম্ম পালন করিয়া আসিয়াছে, তাহার চিরাদৃত কপোলে প্রবল অশ্রুপ্রবাহ দেখিয়া ঘটক ঠাকুরেরও নয়নদ্বয় আর্দ্র হইল। সে গদগদ কণ্ঠে কহিল, "না না, আমি বনবাসী হব না। চল, আমি বাড়ী ফিরে যাচ্ছি। আমি কি তোমাদের ছেড়ে কোথাও যেতে পারি? আমাদের এই কলহ

কলহই নয়। শাস্ত্রেই বলেছে, "দম্পত্যোঃ কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া"; অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের কলহ কলহই নয়। রাস্তায় পাঁচটা কুলোক আছে, যুবতী স্ত্রী দেখলে তারা কুনজর দেয়; তুমি রাস্তায় আর দাঁড়িয়ে থেক না; চল, বাড়ীর মধ্যে চল।"

কলহান্তরিতাকে সঙ্গে লইয়া প্রেমোচ্ছ্বসিত বক্ষে ঘটকঠাকুর গৃহমধ্যে প্রবেশোন্মুখ হইলে, অশ্রুকুমার অগ্রসর হইয়া আবার কহিল, "আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

রৌদ্রতাপিত পথিক বিটপীচ্ছায়া প্রাপ্ত হইলে, যেমন তাহা প্রাণপণে উপভোগ করিয়া লয়, ঘটকঠাকুরও তেমনই কলহান্তরিতার নবানুরাগ সমস্ত প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতেছিল। অশ্রুকুমারের মৃদুবাক্য তাহার শ্রবণগোচর হইল না। কিন্তু ঘটকজায়া পশ্চাৎ ফিরিয়া অশ্রু-কুমারের শান্ত সৌম্য দীর্ঘ মূর্ত্তি, স্নেহময় চক্ষে নিরীক্ষণ করিল; তাহার কর্ণে অশ্রুকুমারের মৃদুবাক্য করুণার ধারার ন্যায় প্রবেশ করিল। সে পুনঃপ্রাপ্ত স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ওগো! শুনছ? ছেলেটি তোমাকে কি বলছে।"

ঘটক ঠাকুর অশ্রুকমারের দিকে ফিরিয়া কহিল, "ওঃ তুমি? তুমি এখনও আছ? তুমি গৃহত্যাগেও বাধা দিয়েছিলে, গৃহপ্রত্যাগমনেও বাধা দিলে। তা' ভালই করলে; এতে আমাদের মঙ্গলই হবে। কেন না শাস্ত্রেই লিখেছে, "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি।" এখন তোমার জিজ্ঞাসাটা কি শীগ্‌গির বলে ফেল ত বাপু।"

অশ্রুকুমার পূর্ব্ববৎ মৃদু স্বরে কহিল, "আপনারা একটু আগে বাড়ীতে বসে যে কথা বলছিলেন, তা' দৈবক্রমে আমি কতকটা শুনেছি। শুনে আমার মনে হয়েছিল যে, টাকার অভাবেই আপনাদের বাড়ীতে অশান্তির উৎপত্তি হয়েছে। আপনারা কি বরাবরই এই অশান্তি ভোগ করছেন?"

ঘটক ঠাকুর এ প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই ঘটক গৃহিণী কথা কহিল। অক্রুকুমারের করুণ কণ্ঠস্বরে সে এমন একটা সহানুভূতির আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিল যে, সে তাহার সহিত আগ্রহের সহিত কথা না কহিয়া থাকিতে পারিল না। গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া সে কহিল, "না, না, আমাদের এই অশান্তি বরাবর ছিল না। আজ প্রায় তিন বছর আমরা বাবা কষ্টে পড়েছি।"

অক্রুকুমার কহিল, "কেন কষ্টে প'ড়েছেন, আমাকে তা বল্লে আমি তার প্রতিকার করবার চেষ্টা করবো।"

ঘটকিনী কহিল, "এস, আমাদের বাড়ীর ভেতর এস বাবা, আমরা সকল কথাই তোমাকে বলবো। সে দিন গঙ্গায় নাইতে গিয়ে এ পাড়ারই একটি মেয়ের সঙ্গে আমার দেখা হ'য়েছিল। তারা আমাদের চেয়ে দুঃখী ছিল। কিন্তু সেদিন সে বল্লে, কে একজন বড়লোক তাদের দুঃখের কথা জান্‌তে পেরে তাদের ভাতকাপড়ের উপায় করে দিয়েছেন। তার কথা শুনে আমি মনে করলাম যে, তার কাছ থেকে সেই বড়লোকের নামটি জেনে নিয়ে আমরাও তাঁকে আমাদের কষ্টের কথা জানাব। কিন্তু সে সেই বড়লোকের নাম বলতে পারলে না। তোমাকে দেখে অবধি আমার কেবল মনে হচ্চে তুমিও কোন বড়লোক হবে, আর, বাবা, তোমার দ্বারাই আমাদের অন্নকষ্ট দূর হবে।"

বলা বাহুল্য, আমাদের অক্রুকুমারই সেই পল্লিবাসিনী দুঃখীদের অন্নবস্ত্রের দুঃখ অপনয়ন করিয়াছিল। আজও সে, সেই দুঃখিনীদের কয়েকটা ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য, তাদেরই বাড়ীতে আসিয়াছিল। এবং প্রত্যাগমন পথে ঘটকগৃহস্থের কলহ শ্রবণ করিয়াছিল। এক্ষণে ঘটক-প্রিয়ার বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে সে তাহাদিগের খোলার ঘরে প্রবেশ করিল; সেখানে দাবার একটা স্থান ত্বরিত হস্তে সম্মার্জ্জিত

করিয়া ঘটকপত্নী তাহার উপবেশন জন্য একটী অতি মলিন মাদুর বিস্তৃত করিয়া দিল।

উপবেশনান্তে অশ্রুকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "তিন বছর আগে আপনাদের কষ্ট ছিল না; এখন কষ্টে পড়লেন কেন?"

ঘটক-ললনা কহিল, "তিন বছর আগে উনি ঘটকতা করে', টাকা আনতেন, তাতে আমাদের সংসারের সকল খরচই কুলিয়ে যেত; বরং আমাকে দু'একখানা গহনাও দিতে পারতেন। তারপর ঘটকতা বন্ধ করে দিলেন; আর আমাদের কষ্টের সীমা পরিসীমা রইল না। প্রথমে এই বাড়ীটুকু বন্ধক রেখে কর্জ্জ করে কিছুদিন চল্‌লো। তারপর আমার গায়ের সোণাটুকু রূপাটুকু যা ছিল তাই বিক্রি করে সংসার চালিয়েছি। এখন ঘটী বাটী বিক্রি করে অতি কষ্টে খাওয়াটা চল্‌ছে। এরপর কি হবে ভগবান জানেন।"

ঘটক ঠাকুর উর্দ্ধ দিকে মুখ তুলিয়া কহিল, "গিন্নি ভগবানকে ডাক। এ গোলোকবিহারীর দ্বারা আর কিছু হবে না। এখন ভগবানই আমাদের সংসার চালিয়ে দেবেন। শাস্ত্রেই বলেছে, 'জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি।"

অশ্রুকুমার ঘটক ঠাকুরের মুখের উপর শান্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "আপনি ঘটকতা কাযটা ছেড়ে দিলেন কেন?"

ঘটক ঠাকুর অশ্রুকুমারের বিশাল চক্ষু দেখিয়া কিছু বিব্রত হইয়া পড়িল। মনে করিল ঐ দর্পণ সদৃশ বিশাল চক্ষে বুঝি তাহার হৃদয়ের সমস্ত গোপন কথাই প্রতিবিম্বিত হইয়া পড়িয়াছে। সে একবার আপন মাথায় হাত বুলাইল; একবার উর্দ্ধমুখ আনমনীয় শিখাগুচ্ছ নামাইতে চেষ্টা করিল; একবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল; তাহার পর কহিল, "নিয়তি, সকলই নিয়তি! শাস্ত্রেই বলেছে, নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।

ঘটকভামিনী বুঝিল যে, যে ব্যক্তি তাহাদের কষ্ট নিবারণের জন্ম আসিয়াছে, তাহার নিকট সরলভাবে সকল কথা প্রকাশ করাই শ্রেয়ঃ। অতএব সে কহিল, "দাঁড়াও বাবা, আমি তোমাকে সকল কথাই বলবো। এই তিন বছর আগে, একদল জোচ্চোর কোথা থেকে এসে ভবানীপুরে বাসা করেছিল। তারা লোভ দেখালে যে যদি শেয়ালদার এক হাকিমের নাতনীর সঙ্গে তাদের ছোট ভাইয়ের বিয়ে দিতে পারে, তাহ'লে তারা হাজার টাকা দেবে। সেই লোভে—"

অক্রুকুমার আপন প্রখর বুদ্ধির প্রভাবে মুহূর্ত্ত মধ্যে সকল কথাই বুঝিতে পারিল। বুঝিয়া, সে ঘটকজায়ার কথায় বাধা দিয়া ঘটক ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঐ লোকেরাই বুঝি হরিহরপুরের জমীদার বলে' পরিচয় দিয়েছিল, আর আপনি বুঝি তাদের প্রবঞ্চনা বুঝতে না পেরে ডেপুটী বাবুর নাতনী সৌদামিনীর সঙ্গে তাদের ছোট ভাইয়ের বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করেছিলেন?"

বজ্রাহত পথিকের সচল দেহ যেমন নিমেষ মধ্যে অচল হইয়া যায়, অক্রুকুমারের প্রশ্ন শুনিয়া ঘটকঠাকুরের দেহও তেমনই নিশ্চল হইয়া গেল।—তাহার ক্ষুদ্র চক্ষু চিত্র-চিত্রিত চক্ষুর ন্যায় স্পন্দহীন হইল; তাহার হস্ত পদ গৌতম পত্নী পাষাণময়ী অহল্যার হস্তপদের ন্যায় অসাড় হইয়া রহিল; তাহার ধমনীতে রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া গেল; বুঝিবা, তাহার নিশ্বাস বায়ুও প্রবাহিত হইল না। সে সভয়ে ভাবিল, কে এ যুবক? এ কিরূপে তাহার সমস্ত বিপদের গুপ্তকাহিনী অবগত হইল? হয়ত এ ব্যক্তি কোনও উপদেবতা, অথবা উপদেবতা হইতেও ভয়ানক—পুলিশের গুপ্তচর। ডেপুটীবাবু কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া, প্রবঞ্চনা অপরাধের জন্য, তাহাকে ধরিতে আসিয়াছে। হায় হায়! তাহার কলহান্তরিতা বনিতা এই অপরিচিত যুবকের নিকট

আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া কি ভয়ঙ্কর নির্ব্বুদ্ধিতাই প্রকাশ করিয়াছে; এই জন্যই বোধ হয় শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে 'স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।"

অক্রুকুমার ঘটকের ও ঘটকগৃহিণীর শঙ্কিত মুখমণ্ডল অবলোকন করিয়া, তাহাদের শঙ্কা অপনয়ন করিবার জন্য কহিল, "আপনাদের কোনও দোষ নেই। আপনারা ত কোনও অধর্ম্মাচরণ করেন নি! আপনারা প্রতারিত হয়েছেন মাত্র।"

ঘটকঠাকুর কিছু সাহস পাইয়া কহিল, "আমি এই যজ্ঞোপবীত ধারণ করে বল্‌ছি, প্রতারণায় পড়ে জাত নষ্ট করিনি; আমি কখনই সেই প্রতারকদের বাড়ীতে জলগ্রহণ করিনি। ধর্ম্ম আমার অক্ষুণ্ণ আছে। কিন্তু ডেপুটীবাবুর নিকট যে অর্থ গ্রহণ করেছিলাম, দারুণ অভাবে প'ড়ে তা প্রত্যর্পণ করতে পারিনি, তাই ধরা পড়বার ভয়ে জনসমাজে ঘটকতা করবার জন্যে বাহির হতে পারিনে। তাই কাপুরুষের মত বাড়ীতে লুকিয়ে বসে দৈবের উপাসনা করছি।—শাস্ত্রেই বলেছে, "কাপুরুষা এব দৈবং অবলম্বন্তে।"

অক্রুকুমার আশ্বাস দিয়া কহিল, "আপনি দৈবের অবলম্বন ত্যাগ করে' আবার ঘটকালি ব্যবসা অবলম্বন করুন। ডেপুটীবাবু আমার নিকট আত্মীয়; আমি তাঁকে বল্লে, তিনি কখনই সেই টাকার জন্য আপনাকে দায়ী করবেন না। তা' ছাড়া, হরিহরপুরের নকল জমীদারের কাছে আপনি যে টাকা পাবার আশা করেছিলেন তাও আপনি পাবেন। আমি কাল আবার এসে টাকাটা দিয়ে যাব। আপাততঃ বাজার হাট করবার জন্যে এই টাকাগুলি নিন।"

এই বলিয়া অক্রুকুমার পকেট হইতে দশ খানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া দিল।

অক্রুকুমারের বাক্য শুনিয়া এবং সেই নোটগুলি দেখিয়া, কি

জানি মানসিক কি উচ্ছ্বাসে, ঘটকের ও ঘটকপত্নীর চক্ষু হঠাৎ জলভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। ঘটকপত্নী গদ্গদ কণ্ঠে কহিল, "তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, বাবা! তোমার একশো আশী বছর পরমায়ু হ'ক। বাবা! আজ তুমি আমাদের সকল দুঃখ দূর করলে।"

অক্রূকুমার প্রবীণার আবেগময় আশীর্ব্বাদের কোনও উত্তর প্রদান করিতে পারিল না। কেবল চাহিয়া দেখিল, প্রভাকর প্রভায় যেমন কৃষ্ণ কুজ্ঝটিকাজাল ছিন্ন হইয়া যায়, সেই কয়েকখানি নোটের প্রভায় অশান্তির ঘোর কুহেলিকা তেমনি ঘটকগৃহ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে; শিশিরভারাক্রান্ত পল্লবপ্রান্ত হইতে যেমন জলবিন্দু খসিয়া পড়ে, ঘটক ভামিনীর অশ্রুভারাক্রান্ত নয়ন হইতে তেমনই অশ্রুবিন্দু খসিয়া পড়িল। তাহা মানব হৃদয় হইতে বিগলিত কৃতজ্ঞার বিন্দু—তাহার সহিত কোনও পার্থিব পদার্থের তুলনা হইতে পারে না; নতুবা আমরা বলিতাম, ঐ এক একটি অশ্রুবিন্দু এক একটি কোহিনুর অপেক্ষা অধিক মূল্যবান।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বুদ্ধির খেলা।

অক্রুরকুমার যখন ঘটকঠাকুরের বাটীতে বসিয়া তাহাদের আর্থিক কষ্ট দূর করিবার চেষ্টা করিতেছিল, তখন অদূরবর্ত্তী আর একটা গলিরাস্তার ধারে একটা দ্বিতল বাটীর ক্ষুদ্র কক্ষে একটা অতরুণ তল্পে উপবেশন করিয়া জ্যেষ্ঠ শ্যালক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ আপন কৃষ্ণগুম্ফে হস্ত সঞ্চালন করিতেছিল; এবং কতটা বুদ্ধি খরচ করিতে পারিলে, সমস্ত পাঁচ হাজার টাকা হস্তগত করিতে পারা যায়, তাহাই চিন্তা করিতেছিল। মধ্যে অঘোরনাথ একটা মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া এবং একটি পুরাতন পাঞ্জাবীতে অঙ্গ আবৃত করিয়া দাদার পাশে আসিয়া বসিল। দেখিয়া, কেদারনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভায়া, কেষ্টবাবুর কোনও খবর পেলে? পণের টাকার কোনও কিনারা কর্ত্তে পেরেছ?"

অঘোর। কেষ্টবাবুর সঙ্গে এখুনি রাস্তায় দেখা হয়েছিল। এক মাগীর সঙ্গে কেষ্টবাবুর পরিবারের গলায় গলায় বন্ধুত্ব। চোরে চোরে মাস্তুতো ভাই। সেই মাগীর নাকি অনেক টাকা আছে। শুনলাম সেই মাগীই মেয়ের বিয়ের খরচটা দিয়ে গিয়েছে। এখন তুমি চটপট করে শুভ বিবাহের দিন স্থির কর্ত্তে পারলেই বিয়েটা হ'য়ে যায়, আর পাঁচহাজার টাকা আমাদের হস্তগত হয়। কিন্তু, দাদা, পাঁচ হাজার টাকাতে ত আমাদের কুলোবে না, তপ্তখোলায় এক ফোঁটা জলের মত চুড়ুৎ করে শুকিয়ে যাবে। বাড়ীভাড়া আর চাকর বামুনের

আইনে পাঁচ মাস বাকী প'ড়েছে, তার উপর কাপড়ের দেনা, মুদীর দেনা, গোয়ালার দেনা, ধোবার দেনা, সা কোম্পানীর দেনা; আবার তোমার সোণার ঘড়ি চেন বাঁধা আছে তাও উদ্ধার করতে হ'বে; সুধীরনাথকে হাজার টাকা না দিলেও সন্তুষ্ট কর্ত্তে পারবে না।—বাবা! যার সর্ব্বাঙ্গে ঘা, তার ওষুধ দেবে কোথায়?"

কেদার। ভাই, একটু বুদ্ধিখরচ কর্ত্তে পারলেই সকল দিকে সুবিধা হ'য়ে যাবে।

অঘোর। তুমি, দাদা, কেবল ঐ বুদ্ধিরই বড়াই করো!—বলে, অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি।

কেদার। ভায়া এই অতিবুদ্ধির জোরেই এই তিন বছর বিনা পুঁজিতে একরকম নির্ব্ঝঞ্ঝাটে কাটিয়ে দিয়েছি। প্রথম দু'তিন মাস সেই হারামজাদা ঝগড়াটে মাগীর বাসায় থেকে, কৌশলে তার গহনাগুলা সংগ্রহ করে, তারপর মাগীকে কলা দেখিয়ে আর এক পাড়ায় উঠে এসে গা ঢাকা দিলাম। সেখানে ছ'মাসের বাড়ী ভাড়া বাকী পড়্‌ল'; আর গোয়ালা বেটা টাকা না পেয়ে দুধের যোগান বন্ধ করে দিলে; আর মুদীও কিচিমিচি আরম্ভ করলে; আমরাও এই রাতারাতি বাগবাজারে উঠে এলাম। সেখানেও পাওনাদারেরা অত্যাচার আরম্ভ করে দিলে; আমরাও এই শোভাবাজারে উঠে এলাম। বাগবাজারে থাকবার সময়ই ত আমাদের সঙ্গে কেষ্টবাবুর আলাপ হ'য়েছিল।"

অঘোর। তারপর এখানে এসে কিছু দিন তক্কে তক্কে থেকে টোপ ফেলা গেল। মাছে টোপ গিলেছে, এখন টেনে তু'লে ফেলতে পারলেই হয়। কিন্তু, দাদা, মাছ খেয়ে না আচালে বিশ্বাস নেই।—কথায় বলে চুণ খেয়ে যার গাল পোড়ে, দই দেখলে তার ভয় করে।

কেদার। ভয়ের একটুও কারণ নেই। যে বুদ্ধি খেলা গেছে তাতে পাঁচ হাজার টাকা ত হস্তগত হবেই, তার উপর সুধীরনাথেরও একটা হিল্লে হবে।

অঘোর। তারপরে, ব্যস! একেবারে কেল্লা ফতে। বাড়ীওয়ালা বেটার বাড়ী ভাড়া চুকিয়ে, আর অন্যান্য দেনা শোধ করে, দিন কতক নিশ্চিন্ত হয়ে কাটান যাবে।

কেদার। তুমি ভুল বুঝলে, ভাই। যার বুদ্ধি আছে সে কথনই বাড়ীভাড়া শোধ করে না। মুদীর কি অন্য লোকের বাকীও মিটিয়ে দেয় না।

অঘোর। কিন্তু তিন শ' টাকায় ঘড়ী চেনটা বাঁধা আছে, সেটা ত উদ্ধার করতে হবে।

কেদার। পঁচিশ টাকা দামের গিল্‌টী করা ঘড়ী :চেন; সেটা তিন শ' টাকায় বাঁধা দিয়েছি। সেটা উদ্ধার কর্‌বা ত বুদ্ধিমানের কায নয়, ভায়া। কেবল সুধীরনাথকে হাজার টাকা দিতে পারলেই আমরা সকল দায় থেকে মুক্তি পাব।

অঘোর। বাবা! আমরা বুদ্ধি খরচ করে টাকা আদায় করবো, আর সুধীর ভায়া নির্ভাবনায় হাজার টাকা পাবে, আবার তার উপর পাওনা একটি বউ! বাবা, একেই বলে, 'কেউ মরে বিল ছেঁচে, কেউ খায় কই।'

কেদার। তা তুমি যদি বল, একটু কৌশল করে তা'কে আপাততঃ পাঁচ শ' টাকা দিয়েই ঠাণ্ডা করে দেব। তার পর, বাকী সাড়ে চার হাজার নিয়ে আমরা একেবারে উধাও হব। বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে কাশী কিম্বা বৃন্দাবন বড় চমৎকার যায়গা।

অঘোর। কাশী কি বৃন্দাবনে গেলে, রথ দেখা আর কলা বেচা

তুষ্ট হবে। একদিকে তীর্থস্থানে থাকায় পুণ্য সঞ্চয় করতে পারবো, আর এক দিকে বিদেশে পাওনাদার না থাকায় বেপরওয়া ফূর্ত্তিও চলবে।

কেদার। তার উপর একটু বুদ্ধি খরচ কর্ত্তে পারলে এ টাকা ক'টা খেলিয়ে বেশ দু'পয়সা রোজগারও করতে পারবো।

ভ্রাতৃদ্বয় যখন উপরিউক্ত কথোপকথনে নিযুক্ত ছিল, তখন ঘটক ঠাকুরের বাটীতে অক্রূরকুমারের কার্য্য শেষ হইয়াছিল। সে ঘটকের গৃহ হইতে নিস্ক্রান্ত হইয়া গলিপথ অতিক্রম করিয়া, বড় রাস্তার ধারে আসিয়া আপন মোটর গাড়ীতে আরোহণ করিয়াছিল। এবং সোফারকে আপন বামপার্শ্বে বসাইয়া, নিজেই মোটর চালনা করিয়া গৃহাভিমুখে ফিরিতেছিল। বলা বাহুল্য কয়েক বৎসর মোটর-শকট চালনা করিয়া অক্রূরকুমার এই কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিল।

অক্রূরকুমারের দ্বারা চালিত মোটর গাড়ী কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, সহসা এক ব্যক্তি টলিতে টলিতে ফুটপাত হইতে গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া আসিয়া ধূলিশয্যা গ্রহণ করিল। প্রত্যুৎপন্নমতি অক্রূরকুমার দক্ষতার সহিত অত্যন্ত ক্ষিপ্রহস্তে শকটগতি একেবারে নিরোধ না করিলে, লোকটা নিশ্চয়ই শকটতলে নিষ্পেষিত হইয়া একেবারে প্রাণহীন, অথবা জন্মের মত অঙ্গহীন হইত।

লোকটা কেন সেরূপভাবে আসিয়া গাড়ীর সম্মুখে পতিত হইল, তাহার কারণ নির্ণয় করিবার জন্য অক্রূরকুমার গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া পতিত ব্যক্তিকে আপন ক্রোড়ে তুলিয়া লইল; এবং তাহাকে পরীক্ষা করিয়া বুঝিল যে, লোকটা অতিরিক্ত সুরাপান করিয়া সংজ্ঞাহীন ও অসংযত হইয়া পড়িয়াছে। সে তাহার শিথিল দেহ বহন করিয়া

আপন গাড়ীতে উঠাইয়া লইল; এবং তাহার নাম ও বাড়ীর ঠিকানা জানিতে চাহিল।

এই মদ্যপায়ী অন্য কেহ নহে,—আমাদের সুপরিচিত বরবেশধারী সুধীরনাথ। দারিদ্র্যের মধ্যে পড়িয়াও তাহার মদ্যপানাভ্যাস বা সৌখীনতা নষ্ট হয় নাই; এখনও তাহার বেশভূষার পরিপাট্য কমে নাই। কিন্তু এক্ষণে সে বেশভূষা মলিন এবং স্থানে স্থানে ছিন্ন হইয়াছিল; এবং কেশ ও বেশানুলিপ্ত সুগন্ধ, সুরাগন্ধে, দেহনির্গত ক্লেদগন্ধে এবং সিগারেটের গন্ধে মিশ্রিত হইয়া একটা মহাদুর্গন্ধে পরিণত হইয়াছিল। অশ্রুকুমারের প্রশ্ন শুনিয়া সে আপনার জবাকুসুমবৎ রক্তচক্ষু ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া বিজড়িত কণ্ঠে কহিল, "এই—এই বাওবা গাড়োয়ান! —এই —আমি ত বাওবা—এই তোমার্‌র—এই—গাড়ীর তলার পোওড়ে এই মোওরে গিছি, বাওবা। তবে—এই—তোমার্‌-র্‌ও কথার—এই —উত্তর-র দেব খেমন্‌-ন্‌ কোরে? এই—মরা মা-মানুষে কি—এই— কথা কয়, বাওবা?"

বাক্যোচ্চারের সহিত তাহার মুখবিবর হইতে যে দুর্গন্ধ নির্গত হইতেছিল, তাহা কষ্টে সহ্য করিয়া অশ্রুকুমার আবার জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার বাড়ীর ঠিকানা কি? আপনি মনে করে বলুন। আমি আপনাকে সেখানে পৌঁছে দিতে চাই।"

সুধীরনাথ এ প্রশ্নের কোনও উত্তর প্রদান করিল না; সে আপনাকে মৃত মনে করিয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিল।

বার বার প্রশ্ন করিয়া,কোনও উত্তর না পাইয়া অশ্রুকুমার কিয়ৎকাল নিরুপায় হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর পার্শ্বস্থ দোকান হইতে কিছু শীতলজল সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা সুধীরনাথের ললাট প্রদেশ ও চক্ষুর্দ্বয় স্নাত করাইয়া দিল। ইহাতে সে আংশিক ভাবে চেতনা প্রাপ্ত

হইল। তখন অক্রকুমারের প্রশ্নে পূর্ব্ববৎ বিজড়িত কণ্ঠে কহিল, "এই সাম্‌নের—এই গলি; এই—উনিশ্‌ নোম্বরের বাড়ী। বড়-দাধা—এই হিশ্বর কেদার্‌-র্‌ নাদ রায়। তাকে—এ—বোলতে—এই—যোরেছি বটে কিন্তু—এই—নরকে যাব না। সারা রাত—এই—জগাকীত্তুনীর এই গলাধরে—এই হোরি নামের—এই থিত্তন শুনেছি; থারপর—এই সকাল ভেলা—এই খোয়ারি ভেঙে, তবে—এই যোরেছি। বাওবা!—এই—অক্ষয় স্বর্গ—এই—আমার কপালে লেখা আছে।"

অক্রকুমার নম্বর জানিতে পারিয়া, গাড়ী হইতে নামিয়া, সত্বর বাড়ীটা খুঁজিয়া লইল। সেখানে জীবন্ত কেদারনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিল; এবং সকল সংবাদ আনুপূর্ব্বিক প্রদান করিল। পরে কহিল, "আপনারা একটু সহায়তা করুন, আমি তাঁকে বাড়ী পৌঁছে দিই।"

—কিন্তু কেদারনাথ বা অঘোরনাথ কেহই ভ্রাতার সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইল না।

কেদারনাথ কহিল, "আমি বুদ্ধি যোগাতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমরা উচ্চবংশে জন্ম-গ্রহণ করেছি, শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করা আমাদের অভ্যাস নেই।"

অঘোরনাথ কহিল, "বাবা সেই বাসি মড়ার মত ভারি লাস আমার বাবা এলেও তুল্‌তে পারবে না!"

ফলতঃ ভ্রাতৃদ্বয় যে ভ্রাতার বিবাহের পণে আপনাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার ইচ্ছা করিতেছিল, তাহারই সাহায্যের জন্য একটি ক্ষুদ্র অঙ্গুলিও উত্তোলন করিল না। অগত্যা অক্রকুমার আলোকহীন সিঁড়িগুলি সাবধানে অতিক্রম করিয়া নিম্নে নামিয়া আসিল।

অক্রকুমার দ্বিতলের কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবা মাত্র কেদারনাথ

কহিল, "এই ব্যাপার কোনও ক্রমে কেষ্টবাবু জানতে পারলে, সুধীরনাথের সঙ্গে কিছুতেই মেয়ের বিয়ে দেবে না।"

অঘোরনাথ কহিল, "আর আমরা পাঁচহাজার টাকাও পাব না।"

কেদারনাথ কহিল, "কিন্তু একটু বুদ্ধি খরচ করতে পারলে আমরা এই মদ খাওয়ার কথাটা একবারে চাপা দিয়ে ফেল্‌তে পারব, আর এই ঘটনা থেকে সস্ত কিছু রোজগারও কর্ত্তে পারব। একটু পরেই তুমি আমার বুদ্ধির খেলাটা দেখতে পাবে।"

অন্ধকার সোপানাবলী দিয়া নামিতে অক্রুকুমার সবধানতা অবলম্বন করায়, অবতরণ কার্য্যে তাহার বিলম্ব ঘটিয়াছিল। এজন্য ভ্রাতৃদ্বয়ের উপরিউক্ত বাক্য তাহার শ্রবণ গোচর হইল। ঐ কথাগুলিতে তাহার মনের মধ্যে একটা মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। তাহার স্মরণ ছিল যে, সুধীরনাথ রায় চৌধুরী নাম দিয়া এবং হরিহরপুরের জমীদারের নাম দিয়া এবং হরিহরপুরের জমীদার বলিয়া পরিচয় দিয়া একব্যক্তি তিন বৎসর পূর্ব্বে সৌদামিনীকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। আজ সে যে সুধীনাথের নাম শুনিল, এ কি সেই ব্যক্তি? সেই কি এখন এমন সুরাপায়ী হইয়া পড়িয়াছে? এই ব্যক্তির সহিত সৌদামিনীর বিবাহ ঘটিলে তাহার কি সর্ব্বনাশই হইত, তাহা ভাবিয়া অক্রুকুমার শিহরিয়া উঠিল। সেই সুধীরনাথ কি আবার এক ভদ্রলোকের সর্ব্বনাশ করিতে যাইতেছে? এব্যক্তি কৃষ্ণবাবুর কন্যাকে বিবাহ করিবে। এই কৃষ্ণ বাবু কে? সৌদামিনীর কাকামহাশয়ের নাম, কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; এজন্য অক্রুকুমার কৃষ্ণ নামক কোনও ব্যক্তির সন্ধান পাইলেই তাহার বিশেষ পরিচয় না লইয়া ছাড়িয়া দিত না। এখনও মনে স্থির করিয়া রাখিল, সে এই কৃষ্ণবাবুর ঠিকানা জানিয়া তাঁহার পরিচয় গ্রহণ করিবে।

তাহার পর, পাঁচহাজার টাকার উল্লেখ শুনিয়াও তাহার মনে একটা সন্দেহের উদয় হইয়াছিল। পূর্ব্ব দিন মিসেস্ আলেক্জান্ড্রা দত্ত এক কন্যাদায়গ্রস্থ গৃহস্থের কন্যার বিবাহের জন্য পাঁচ হাজার টাকাই চাহিয়াছিল, তাহা তাহার মনে পড়িল। ভাবিল সেই পঞ্চ সহস্র মুদ্রার সহিত এই টাকার কি কোনও সংস্রব আছে?

এই সকল চিন্তায় উদ্বেলিত হৃদয় লইয়া সে পুনরায় আপন শকটের নিকট প্রত্যাগত হইল, এবং একজন মুটিয়ার সাহায্য গ্রহণ করিয়া অতি কষ্টে সুধীরনাথের টলটলায়মান দেহ ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট পৌঁছাইয়া দিল।

অক্রুকুমার আপন কার্য্য সমাধা করিয়া প্রত্যাগমন করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কেদারনাথ আপন বিরাট বুদ্ধির কৌশলে কিছু অর্থো-পার্জ্জন করিবার অভিলাষে তাহাকে বাধা দিয়া কহিল, "দাঁড়াও, তোমাকে অত সহজে ছেড়ে দেওয়া হবে না।"

অক্রুকুমার কিছু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

কেদারনাথ আপনার গুম্ফপ্রান্তদ্বয় জর্ম্মাণ সম্রাটের ন্যায় ঊর্দ্ধদিকে তুলিয়া কহিল, "পুলিসে খবর দিতে হ'বে।"

অক্রুকুমার আরও বিস্ময় প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন পুলিসে খবর দেবার দরকার কি? রাস্তায় মাতাল হইয়া ঘুরছিল, একথা জানতে পারলে পুলিসের লোক এসে যে আপনাদের ভাইকেই গ্রেপ্তার করবে।"

কেদারনাথ চক্ষু-তারা ঘূর্ণিত করিয়া কহিল, "আমাদের ভাই মাতাল, এ কথা কোনও শালা বল্‌তে পারবে না। তুমিই আমার ভাইকে তোমার গাড়ীর তলায় ফেলে অজ্ঞান ক'রে দিয়েছ। আমি পঁচিশ জন সাক্ষীর দ্বারা তা' প্রমাণ কর্ত্তে পারব। এ রকম অসাবধান

ও বেকুব মোটর গাড়ীওয়ালার সাজা হওয়ার খুব দরকার। তাই আমরা ঠিক করেছি যে, তোমাকে পুলিশের হাতে দেব। তবে তুমি যদি ভায়ার চিকিৎসা খরচের জন্য নগদ একশ' টাকা দাও, তাহলে আমরা তোমায় এবারকার মত ক্ষমা করে ছেড়ে দেব।"

অক্রুকুমার কত বড় ধনী ব্যক্তি, তাহা কেদারনাথ আপনার প্রকাণ্ড বুদ্ধিবলেও বুঝিতে পারে নাই। সে মনে করিয়াছিল যে অক্রুকুমার একজন পোষাকহীন সামান্য মোটর চালক মাত্র। এ জন্য সে এক-শত টাকা মাত্র চাহিয়াছিল।

কেদারনাথের ভীতি প্রদর্শনে অক্রুকুমার ভ্রূক্ষেপ করিল না; মর্ম্মর-নির্ম্মিত বিজয়-স্তম্ভের ন্যায় সে অটল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; এবং মৃদু স্বরে কহিল, "আপনার ভাই গাড়ীর তলায় পড়ে অজ্ঞান হ'ন নি, মদ খেয়েই অজ্ঞান হ'য়েছেন। আপনারা ইচ্ছা করলে পুলিসে খবর দিতে পারেন; আমি এইখানেই একঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকব। আপনারা আমার কাছ থেকে একটী টাকাও পাবেন না।"

কেদারনাথ বুঝাইয়া বলিল, "দেখ, তুমি একটুও বুঝলে না। একটু বুদ্ধি খরচ ক'রে বুঝে দেখ, পুলিসের হাতে পড়লে, তুমি মুস্কিলে পড়বে। প্রথমেই তুমি উর্দ্দী পরনি বলে তোমার এক দফা সাজা হ'য়ে যাবে। আর, তোমার গাড়ীর তলায় ফেলে আমার ভাইকে অজ্ঞান করে দেওয়ার জন্যে ঠিক পঁচিশ টাকা জরিমানা, আর দু'বছর শ্রীঘরের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

অক্রুকুমার কেদারনাথের বাক্যের কোনও প্রকার উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিল না।

তাহাকে নীরব দেখিয়া অঘোরনাথ কহিল, "বাবা, সুবোধের মত টাকাটা চট্ করে দিয়ে ফেল। তুমি বুঝতে পারছ না।—

কথায় বলে, সুবুদ্ধি না নিলে কাণে, প্রাণ যাবে হেঁচকা টানে! বাবা! দু'বচ্ছর জেলের বাইরে থাক্‌লে, কত একশ'—টাকা রোজগার করবে।"

অঘোরনাথের বাক্যেরও অক্রুকুমার কোনও উত্তর প্রদান করিল না।

তখন কেদারনাথ দাবীর পরিমাণ ক্রমে কম করিয়া পঞ্চাশ টাকায় নামিল। কিন্তু তখনও অক্রুকুমার নির্ব্বাক রহিল, এবং ঐ পঞ্চাশ টাকা দিবার জন্য কোনও ব্যগ্রতা দেখাইল না। কেবল তাহার কম ও নম্র মুখমণ্ডলে একটা কৌতুকময় হাস্য-তরঙ্গ লীলা করিতে লাগিল।

সেই মৃদু হাস্য-তরঙ্গ উজ্জ্বলোর্ম্মির আকার ধারণ করিয়া কেদার-নাথের বুদ্ধি-গৌরবান্বিত হৃদয়ে প্রহৃত হইল। সে আপন রক্তবর্ণ চক্ষু ঘুরাইয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিল,—"এই মোড় থেকে কনেষ্টবলকে ডেকে আন।"

হিন্দুস্থানী ভৃত্য প্রভুর আজ্ঞা পালন জন্য ছুটিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। তখন কেদারনাথ রোষ কষায়িত লোচনে অক্রুকুমারের হাস্যময় মুখের দিকে চাহিয়া রূঢ় স্বরে কহিল, "এইবার বোঝা যাবে চাঁদ, আমার ভাই মাতাল, না, তুমি বেকুব, বদমাইস, হারামজাদা গাড়োয়ান।"

এই গালিতে অক্রুকুমার একটুও রাগান্বিত হইল না; তাহার মুখমণ্ডল পূর্ব্ববৎ প্রসন্নই রহিল। পরহিত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অবধি প্রায় তিন বৎসর যাবৎ সে বার বার দেখিয়াছে যে, আমাদের এই পৃথিবীতে কৃতজ্ঞতা বস্তুটা অত্যন্ত বিরল। আমাদের এই সংসারে উপকৃতের নিকট গালি খাওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা স্বাভাবিক। আজ

কেদারনাথের গালিটাকেও স্বাভাবিক কার্য্য মনে করিয়া সে আপনার চির তুষ্টভাব নষ্ট করিল না।

অল্পক্ষণ পরে গৃহমধ্যে কনেষ্টবল আসিল। সে কেদারনাথের নিকট সুধীরনাথের শকটতলে পতিত হইবার কাহিনী শ্রবণ করিয়া অক্রূকুমারের সহিত সুধীরনাথকেও থানায় লইয়া যাইতে চাহিল। তাহাতে কেদারনাথ আপত্তি উত্থাপন করিল। কিন্তু পুলিসজাতি কখনও কোনও আপত্তিতে কর্ণপাত করে না; আজও করিল না।

অতঃপর ডুলি আসিল, তাহাতে সুধীরনাথের মৃতবৎ দেহ বহন করিয়া আবার মোটর গাড়ীতে আনা হইল। অক্রূকুমার পাহারাওয়ালাকে ও সুধীরনাথকে লইয়া নিকটবর্ত্তী থানায় উপস্থিত হইল। সেখানে সব্ ইন্স্পেক্টর অক্রূকুমারকে চিনিতে পারিয়া, সম্মানের সহিত নমস্কার করিয়া বসিবার আসন প্রদান করিল; এবং সুধীরনাথকে হাঁস-পাতালে পাঠাইয়া দিল। হাঁসপাতালের ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলি-লেন যে সুধীরনাথের কোনও অঙ্গে কোনও প্রকার আঘাত লাগে নাই; কেবল অতিরিক্ত মদ্যপান জন্য অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। তাহার জ্ঞান জন্মাইলে, অতিরিক্ত মদ্যপানের অপরাধে পুলিস তাহাকে বিচারের জন্য চালান দিল।

সন্ধ্যাকালে সকল সংবাদ শুনিয়া অঘোরনাথ বাটী ফিরিয়া কহিল, "দাদা, এ যে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করা হ'ল। ঐ টাকাটার লোভ করা তোমার ভাল হয় নি।—বাবা! অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।"

কেদারনাথ আপনার দীর্ঘ শ্মশ্রুতে হস্ত সঞ্চালন করিয়া কহিল, "ভায়া, বসে বসে আমার বুদ্ধির খেলাটাই দেখ না।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আলেকজান্দ্রার পীড়া।

অক্রকুমারের বাটী ফিরিতে কিছু বিলম্ব ঘটিয়াছিল।

সৌদামিনী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার আজ এত দেরী হল কেন? তুমি একদিনও ত এত দেরী করে আস না!"

অক্রকুমার অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা সৌদামিনীর অধর ধরিয়া কহিল, "তোমার মুখটি এমন শুকিয়ে গেছে কেন সদু, এখনও কিছু খাওনি বুঝি?

সৌদামিনী প্রেম-গর্ব্বে স্বামীকে দেখিয়া একটু হাসিয়া কহিল, "না।"

অক্রকুমার জানিত যে, স্বামীকে না খাওয়াইয়া পতিব্রতা সৌদামিনী কখনও আহার করে না; তথাপি জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

সৌদামিনী আপন বিলোল নয়ন আনত করিয়া কহিল, "তোমার যে খাওয়া হয় নি।"

অক্রকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "আমার খাওয়া না হ'লে, তোমার কি খেতে নেই?"

সৌদামিনী মুখ তুলিয়া বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টি স্বামীর দিকে নিক্ষেপ করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "ছি!"

ঐ ক্ষুদ্র "ছি" কথাটির ভিতর যে গভীর দাম্পত্যশীলতা নিহিত ছিল তাহা তোমরা আমাদের এই ভারত ব্যতীত কুত্রাপি দেখিতে পাইবে না। কিন্তু কি পরিতাপ! এক্ষণে এই মধুর শিষ্টাচার আমাদের এই পুণ্যময় দেশ হইতেও লোপ পাইতে বসিয়াছে। প্রণয়িনীর এই মহৎ শিষ্টাচরণের এখন নাম হইয়াছে 'পরাধীনতা'। স্বামীকে পর

ভাবিয়া যে প্রেমময়ীগণ আপনাদিগকে পরাধীনা মনে করেন, এক্ষণে তাঁহারা এই পবিত্র শিষ্টাচারের বিরুদ্ধে, তীক্ষ্ণধার খড়্গের ন্যায়, যে লেখনী সকল সঞ্চালন করিতেছেন, আমাদের শঙ্কা হয়, এই লেখনীর আঘাতেই কামিনীর সমস্ত কমনীয়তা, সমস্ত শ্রীলতা, সমস্ত পাতিব্রত্য সমূলে নির্ম্মূলিত হইবে। ভগবান! তুমি এ দুর্দ্দিন দূরে রাখিও।

অশ্রুকুমার অতি অল্পকাল মধ্যে স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া লইল। বলা বাহুল্য তাহার স্নানাহারে কখনই বিলম্ব হইত না।

তাহার পর, সৌদামিনী অতি সত্বর আহার সমাপ্ত করিয়া, তাম্বূলরাগে রক্তাধর রঞ্জিত করিয়া, এবং অধরোষ্ঠের দ্বারা একটি সত্তস্ফুট সৌরভময় অপার্থিব পুষ্প রচনা করিয়া স্বামীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল;—যেন একটি মধুরতা আর একটি মধুরতার সহিত মিলিত হইল।

অশ্রুকুমার মুগ্ধনেত্রে সৌদামিনীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "আমি এখনি আবার একটা কাযের জন্যে পার্ক ষ্ট্রীটে যাব; আলেক্‌জান্ড্রার সঙ্গে দেখা করা দরকার হয়েছে।"

কি দরকারে সুন্দরী ও যুবতী আলেক্‌জান্ড্রার সহিত স্বামী সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন, অন্যা স্ত্রী হইলে তাহা জিজ্ঞাসা করিত। কিন্তু সৌদামিনী সে কথা স্বামীকে কখনও জিজ্ঞাসা করে নাই; এখনও করিল না। সে কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কখন আসবে?"

আমি বৃদ্ধ লোক, আমি আমার কন্যাস্থানীয়া পাঠিকাগণকে যদি একটা উপদেশের কথা বলি, আমার মনে হয়, তাহাতে তাহারা রাগ করিবে না। আমার বিশ্বাস, আমার পাঠিকাগণের মধ্যে অনেকেই সৌদামিনীর মত, হৃদয়ে স্বামীর প্রতি অগাধ বিশ্বাস লইয়া সংসারে থাকিয়া স্বর্গসুখ উপভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু যদি এমন কোনও দুঃখিনী থাকে, যাহার অন্তর মধ্যে অবিশ্বাস বা সন্দেহের ছায়া

পতিত হইয়াছে, আমরা তাঁহাকে সৌদামিনীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে অনুরোধ করি। যে হৃদয় স্বামীর প্রতি বিশ্বাস বহন করে, তাহা নিয়ত নন্দনের ন্যায় প্রফুল্ল থাকে। মনে রাখিও, আপনি প্রফুল্ল বা পরিতুষ্ট না থাকিলে আমরা কাহাকেও তুষ্ট করিতে পারি না; প্রফুল্লতাই স্বামী-পূজার শ্রেষ্ঠ প্রসূন।

অক্রকুমার সৌদামিনীর প্রশ্ন শুনিয়া কহিল, "আমার একটুও দেরী হবে না। আলেক্জান্ড্রাকে এক জায়গায় পাঠিয়ে আমি এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আস্‌বো। পাঁচ হাজার টাকা পণ সংগ্রহ কর্‌তে না পারায় একটি ভদ্রলোক মেয়ের বিয়ে দিতে পারছে না বলে, আলেক্‌জান্দ্রা আমার কাছ থেকে কাল টাকা নিয়ে গিয়েছিল। আজ হঠাৎ জান্‌তে পারলাম যে কৃষ্ণবাবু নামে একটী ভদ্রলোক পাঁচ হাজার টাকা পণ দিয়ে শোভাবাজারের এক মাতালের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন। তিনি হয়ত মেয়ের জন্যে মনোনীত পাত্রকে মোটেই মাতাল বলে জানেন না। ঐ ভদ্রলোককেই যদি আলেক্‌জান্দ্রা টাকা দিয়ে থাকে, তা হলে, তাঁকে সতর্ক করে দেবার জন্যে আলেক্‌জান্দ্রাকে সেখানে পাঠাব। আর আলেক্‌জান্দ্রা যাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছে, যদি সেই ভদ্রলোক কৃষ্ণবাবু না হন, তা হ'লে খুঁজে বার কর্‌তে হবে। প্রথমে তাঁর মেয়ের বিয়েটা বন্ধ করতে হবে; তার পর তাঁর পরিচয় নিয়ে জান্‌তে হবে, তিনি তোমার কাকা কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কি না।"

যতক্ষণ অক্রকুমার কথা কহিতেছিল, ততক্ষণ মুগ্ধনেত্রে সৌদামিনী প্রিয়তমের মুখের দিকে তাকাইয়াছিল; ভাবিতেছিল, আহা! বৈজয়ন্ত-নন্দন-পারিজাতে শোভিত অলকার ছবি কি ইহা অপেক্ষা সুন্দর; সুধা কি ইহা অপেক্ষা মিষ্ট? আমরা বলি, তোমরাও যদি এই

পৃথিবীতে থাকিয়া ত্রিদিবের শোভা উপভোগ করিতে চাও, তাহা হইলে তোমরা প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে শিখিও; শিখিয়া তোমাদের দরিদ্রের মুখমণ্ডলে একবার তোমাদের প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিও।

সৌদামিনীর নিকট বিদায় লইয়া কয়েক মিনিটের মধ্যেই অশ্রুকুমার আলেক্‌জান্ড্রার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সেখানে একটা অত্যন্ত অপ্রিয় সংবাদ তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আলেক্‌জান্ড্রার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সংবাদ দিল যে দিদি পূর্ব্ব রাত্রি হইতে হঠাৎ অত্যন্ত কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া একবারে উত্থান শক্তি রহিত হইয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

আলেক্‌জান্ড্রা দাসীর মুখে অশ্রুকুমারের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তাহাকে আপন শয়ন কক্ষে আহ্বান করিল।

অশ্রুকুমার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, একটা পিত্তল-দণ্ড নির্ম্মিত সুন্দর খট্টাঙ্গে, সর্ব্বাঙ্গ দুগ্ধফেননিভ শুভ্র কম্বলে আবৃত করিয়া আলেক্‌জান্ড্রা ম্লান মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। শ্বেত শয্যা-মধ্যে তাহার অনাবৃত মুখ দেখিয়া অশ্রুকুমার ভাবিল, যেন ক্ষীরদসমুদ্রের ঊর্ম্মিমালা মধ্যে পূর্ণেন্দু ভাসিয়া উঠিয়াছে।

অশ্রুকুমারকে সমীপাগত দেখিয়া আলেক্‌জান্ড্রার রোগম্লান মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; কিন্তু সে আপন রোগক্লিষ্ট কণ্ঠে সেই প্রফুল্লতা আনিতে পারিল না। সে কষ্টে কহিল, "কেন এসেছ?"

আলেক্‌জান্ড্রার কণ্ঠস্বরের কাতরতা দেখিয়া অশ্রুকুমারেরও কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়াছিল। সে গাঢ় কণ্ঠে কহিল, "আমার একটু কায ছিল। কিন্তু সে কাযের কথা এখন থাক; তুমি ভাল হলে বলব।"

আলেক্‌জান্ড্রা পূর্ব্ববৎ কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি কায, আমাকে বল্‌বে না ?"

অক্রুকুমার রোগিণীর মানসিক উত্তেজনা ও আগ্রহ প্রশমিত করিবার নিমিত্ত কহিল, "মেয়ের বিয়ের জন্তে কাল ছ'হ্ হাজার টাকা তুমি যাকে দিয়েছিলে, একটু কারণ বশতঃ তাঁর নাম আর ঠিকানা তোমার কাছ থেকে জান্‌তে এসেছিলাম। তা তুমি ভাল হয়েই বোলো।"

আলেক্‌জান্ড্রার রোগ-বিশুষ্ক অধর প্রান্তে ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে হাসি মুখে বলিল, "ভাল, ভাল অক্রুবাবু, ভাল হবার আর কি আশা আছে? যা' জান্‌বার, তা এখুনি জেনে নাও, অক্রুবাবু। তাঁর নাম কৃষ্ণবাবু,—বাবু কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাঁরা আগে কোটালিগ্রাম বলে এক পাড়াগাঁয়ের জমীদার ছিলেন; পিতৃঋণের জন্তে জমিদারী বিক্রি হয়ে যাওয়ায় এখন বাগবাজারে এসে, গালর ভিতর ৪৪ নং নম্বর বাড়ীতে বাস করছেন। তিনি সওদাগরী আফিসে চাকরি করে' কোন ক্রমে সংসার চালাচ্ছেন। আর সেই মেয়ের......"

অক্রুকুমার উৎকণ্ঠিত হইয়া আলেকজান্ড্রার বাক্যে বাধা দান করিয়া কহিল, "তুমি কথা কয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ছ, আর কিছু বোলো না। যা বলেছ তাতেই কায উদ্ধার হয়েছে। তোমার দ্বারায় কৃষ্ণবাবুর সন্ধান পাওয়ায় আমাদের খুব উপকার হয়েছে। কৃষ্ণবাবু সৌদামিনীর কাকা,—পিতৃকুলের একমাত্র আত্মীয়। আমরা প্রায় তিন বছর ধরে তাঁর অনুসন্ধান করেছি; কোথাও সন্ধান পাই নি। আজ তুমি তাঁর সন্ধান দিলে। এই খবরটা পেলে সৌদামিনীর কত আহ্লাদ হবে তা বোধ হয় তুমি বুঝতে পেরেছ?"

আলেকজান্ড্রা আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে অক্রুকুমারের মুখমণ্ডল লক্ষ্য করিয়া

বুঝিল যে, আদরিণী পত্নীর ভাবী আনন্দের কথা ভাবিয়া অক্রুকুমারের মুখ এখনই স্বর্গের মত প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। সে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল, "আর—আর, তার আহ্লাদে তোমারও আহ্লাদ হবে, অক্রুবাবু?"

অক্রুকুমার সংক্ষেপে কহিল, "হাঁ, আমারও আহ্লাদ হবে। কিন্তু তোমার কথা কইতে কষ্ট হচ্ছে; তুমি আর কথা কোয়ো না।"

আলেকজান্দ্রা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কিয়ৎকাল মৌন হইয়া রহিল।

অক্রুকুমার ইউরোপীয় পরিচর্য্যাকারিণীকে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিল যে ডাক্তার রাত্রে দুইবার এবং প্রাতে নয়টার সময় আসিয়াছিলেন; আবার বেলা তিনটার সময় আসিবেন। এই সংবাদ সংগ্রহ করিয়া সে দাঁড়াইয়া উঠিল।

তাহাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া আলেকজান্দ্রা চমকিয়া উঠিল; বিপদ-গ্রস্তার ন্যায় জিজ্ঞাসা করিল, "এখনি যাচ্ছ, অক্রুবাবু?"

অক্রুকুমার কহিল, "আমি এখন একবার ডাক্তারের কাছে যাব। গিয়ে তোমার রোগের অবস্থা জানবো। তারপর পরামর্শ করবার জন্যে অপর কোন ডাক্তারকে দরকার হবে কি না তা জিজ্ঞাসা করব; তারপর তাদের নিয়ে তিনটের আগেই আসব।"

আলেকজান্দ্রা অত্যন্ত মৃদুস্বরে কহিল, "যাবার আগে আমার কপালে হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে যাও। আমি ভয়ানক পাপী; কিন্তু তুমি আশীর্ব্বাদ করলে মৃত্যুর নরক যন্ত্রণা আমাকে ভোগ করতে হবে না।"

অক্রুকুমার আলেকজান্দ্রার রোগতপ্ত ললাটে আপন স্নিগ্ধ হস্ত স্থাপিত করিল। আলেকজান্দ্রা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নয়নে একবার মাত্র অক্রুকুমারের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, শান্তিতে চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিল। অক্রুকুমার

মৃদুস্বরে কহিল, "তুমি ভয় পেয়ো না, আলেকজান্দ্রা ; তুমি শীঘ্র ভাল হয়ে উঠবে।"

আলেকজান্দ্রা নিমীলিত নয়নে কহিল, "না, অক্রুবাবু, তুমি ভুল বুঝেছ। আমার এ রোগ সারবে না। আর সারবার দরকারও নেই। আমি কাল বিকাল থেকে অনেক ভেবেছি ; ভেবে বুঝেছি, এ পৃথিবীতে আমার কায ফুরিয়েছে ; তাই ভগবান এই অনর্থক অপদার্থকে পৃথিবী থেকে আবর্জ্জনার মত সরিয়ে দিচ্ছেন। তবু—তবু আমি বল্‌বো, এই পৃথিবী আমার স্বর্গের চেয়েও প্রিয় ছিল। তুমি আমার কপালে যে হাত দিয়েছ—স্বর্গে পারিজাত আছে বটে—কিন্তু সেখানে ত এমন পবিত্র, এমন স্নেহময়, এমন কোমল, এমন স্নিগ্ধ করুণ হাতের স্পর্শ অনুভব করতে পাব না। ঐ হাত আমার কপালে রেখে, আমায় আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন তোমারই শিষ্যা হয়ে, তোমারই উপদেশ মত কায করবার জন্যে, যোগ্যতর হয়ে, আবার এই পৃথিবীতে আসতে পারি।"

অক্রুকুমার কষ্টে আপনার অশ্রুবেগ সম্বরণ করিয়া কহিল, "তুমি এ সকল কথা বলো না, আলেকজান্দ্রা।"

আলেকজান্দ্রা নয়নোন্মীলন করিয়া অক্রুকুমারের কাতর ও বিষাদপূর্ণ মুখ দেখিয়া, কি জানি কেন, হৃদয় মধ্যে একটা মহাসুখ অনুভব করিল ; বুঝি মনে করিল, একটী মহাপ্রাণ তাহার জন্য ব্যথিত হইয়াছে ; অতএব সে প্রফুল্ল হইবে না কেন? তাহার পর সে প্রফুল্ল কণ্ঠে কহিল, "কেন বলবো না? এখন না বল্‌লে আর ত বলা হবে না। ভগবান আর কি আমাকে কথা বলবার অবসর দিবেন? কৈ তুমি ত আমাকে আশীর্ব্বাদ করলে না, অক্রুবাবু? আমার শ্রবণশক্তি থাক্‌তে থাক্‌তে তোমার আশীর্ব্বাদটা আমাকে শুনতে দাও। বল, দেরী কোরো না। সে আশীর্ব্বাদ না শুনলে আমি মরণে শান্তি পাবো না। বল!"

অগত্যা অশ্রুকুমার বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "ভগবানের কৃপায় তুমি অক্ষয় স্বর্গ..."

আলেকজান্দ্রা বাধা দিয়া কহিল, "না, না, ও আশীর্ব্বাদ নয়। আমার এই পবিত্র পৃথিবীতে আমি আবার ফিরে আসতে চাই।"

অশ্রুকুমার কহিল, "তুমি স্বর্গের দেবী হয়ে আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসবে।"

আলেকজান্দ্রা আগ্রহের সহিত তাড়াতাড়ি কহিল, "না না; বল, যেন মানবী হয়ে, তোমার শিষ্যা হয়ে, তোমার ধর্ম্মকর্ম্মের সহায়তা করবার জন্যে, যেন এই আমার জন্মভূমিতে, এই সাধুদিগের পবিত্র আবাসভূমিতে, স্বর্গের চেয়ে বড় আমার এই দেশে, সকল তীর্থের চেয়ে বড় আমার এই তীর্থে, আবার যেন ফিরে আসি। আশীর্ব্বাদ কর আমার এই সাধ..."

রোগিণী আর বলিতে পারিল না। অশ্রুকুমার সভয়ে দেখিল, তাহার চক্ষুর্দ্বয় জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়াছে; তাহার সুন্দর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে; সে কম্পিত কলেবরে উঠিয়া বসিবার জন্য ব্যাকুলতা দেখাইতেছে। অশ্রুকুমার ত্বরিত হস্তে তড়িৎশিঞ্জিনীর চাবিতে অঙ্গুলি স্পর্শ করিল; হলঘরে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ইউরোপীয় শুশ্রূষাকারিণী সেখানে আলেকজান্দ্রার কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত বাক্যালাপ করিতেছিল; ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া উভয়েই আলেকজান্দ্রার শয়নকক্ষে ছুটিয়া আসিল। কিন্তু তাহারা, কি হইয়াছে বুঝিবার পূর্ব্বেই, রোগিণী কতকটা রক্তবমন করিয়া ক্ষণিক সুস্থতা অনুভব করিল।

আলেকজান্দ্রা একটু সুস্থ হইয়াছে দেখিয়া অশ্রুকুমার ডাক্তারের বাটীতে ছুটিল।

ডাক্তার বলিলেন, "আপনি বোধ হয় জানেন না, রোগটা কিরূপে

খা টছিল। কাল রাত্রি নয়টার সময়, কি জানি কেন, মিসেস দত্ত রাস্তায় একলা বেড়াচ্ছিলেন। এই সময়ে এক দরিদ্রা রোগাক্রান্ত বালিকাকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেন। তিনি বালিকাকে আমার বাড়ীতে বহন করে এনেছিলেন। তিনি আগে আরও দু'চারবার অসহায় রোগীকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আমার কাছে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু কখনও এরূপ ভারী রোগীকে বোয়ে আনেন নি। এই ভার তাঁর পক্ষে এত বেশী হয়েছিল যে, তিনি রোগীকে আমার বাড়ীতে দিয়ে নিজে মূৰ্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। আমি পরীক্ষা করে' দেখলাম যে তাঁর আভ্যন্তরিক রক্তকোষ ছিন্ন হওয়ায় বুকের ভিতর রক্তস্রাব হচ্ছে, আর সেই রক্ত মুখ দিয়ে বার হয়ে পড়ছে। আমি মনে করলাম তখনি তাঁর মৃত্যু হবে। তাঁর ভাইকে সংবাদ দিবার জন্য তাড়াতাড়ি একজন লোক পাঠিয়ে দিলাম; এবং নিজে সাধ্যমত তাঁর পরিচর্য্যা করলাম। অল্পকাল মধ্যেই মোটরগাড়ী নিয়ে তাঁর ভাই এলেন এবং অজ্ঞান অবস্থাতেই বাড়ী নিয়ে গেলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে গিয়ে তাঁর জ্ঞান সম্পাদন করলাম এবং ঔষধও পথ্যের ব্যবস্থা করলাম। তার পর বাড়ীতে ফিরে দেখলাম সেই রোগী বালিকা আমার স্ত্রীর আমার শুশ্রূষায় জ্ঞানলাভ করেছে। শুনলাম ঐ বালিকা মেথরজাতীয়, আমারই দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়। এই মেথর জাতীয়া রোগিণীর জন্যই আপনার বন্ধু মিসেস্ দত্ত প্রাণ হারালেন?"

অক্রূকুমার মহাশঙ্কায় অভিভূত হইয়া সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রাণ হারালেন।

ডাক্তার সাহেব বলিলেন, "হাঁ, প্রাণ হারালেন, কেন না তাঁর জীবনের আর কোন আশাই নাই।"

অক্রূকুমার কাতরস্বরে মিনতি করিল, "আপনি কলকাতার অন্য

কিম্বা সমস্ত ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে একবার চেষ্টা করে দেখুন।"

ডাক্তার সাহেব গম্ভীরভাবে কহিলেন, "মিসেস্ দত্ত, সুবিখ্যাত ডাক্তার দত্তের পত্নী; এজন্য আমার আহ্বানে তাঁকে দেখবার জন্যে সকল ডাক্তারই আসবেন; আর তাঁদের সাধ্যমত চেষ্টাও করবেন। কিন্তু যিনি সকল চিকিৎসার বাইরে গিয়ে পড়েছেন, তিনি কিছুতেই আরোগ্য হবেন না। আজ রাত্রের মধ্যেই সব শেষ হয়ে যাবে। আমি অন্য অন্য রোগীকে দেখে তিনটার পর সেখানে গিয়ে তাঁর মৃত্যুকালের যন্ত্রণা লাঘব করবার চেষ্টা করবো। অন্য যে কোন ডাক্তারকে আপনি আহ্বান করলে, আমি আনন্দের সহিত তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করবো।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

মৃত্যু

অক্রূকুমার ভূতগ্রস্তের ন্যায় টলিতে টলিতে আপন পাঠাগারে প্রবেশ করিল। কাহিনী-কথিত গ্রীকবীর স্যামসন আপন কেশকলাপ হারাইয়া যেমন বলহীন হইয়াছিলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর দস্যুরণে সব্যসাচীর গাণ্ডীব যেমন ব্যর্থ হইয়াছিল, অক্রূকুমারের দেহ আজ তেমনই বলহীন ও ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল।

সেই কক্ষেই সৌদামিনী স্বামীর প্রতীক্ষায় বসিয়া ছিল। অক্রূকুমারের পদশব্দ শুনিয়া সহাস আননে সে দ্বারের নিকট ছুটিয়া আসিল। অক্রূকুমারের বিষাদমলিন ও বিহ্বল মুখের দিকে চাহিবামাত্র তাহার হৃদয়ের আনন্দোচ্ছ্বাস বিলীয়মান উল্কালোকের ন্যায় নিবিয়া গেল; তাহার নয়নপ্রান্ত অশ্রুভারাক্রান্ত হইল; তাহার কণ্ঠস্বর গাঢ় হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি হয়েছে? অসুখ করেছে?"

অক্রূকুমার অপ্রিয় সংবাদটা অকস্মাৎ সৌদামিনীকে শুনাইল না। সে বলিল, "না, আমার কোন অসুখ হয় নি। তুমি আমার কাছে একটু বস। আমি তোমাকে একটা শুভসংবাদ শোনাব।"

অক্রূকুমার একটি সেট্টিতে উপবেশন করিলে সৌদামিনী তাহার পার্শ্বে বসিল। এবং স্বামীর মুখের দিকে অনুসন্ধানময় দৃষ্টি স্থাপিত করিল। তাহার পর তাহার মর্ম্মর-ফলক সদৃশ ললাটে আপন কুসুম-পল্লববৎ হস্ত স্থাপিত করিল, তাহার কুঞ্চিত কেশকলাপ মধ্যে আপন কোমল চম্পককলি নিন্দিত অঙ্গুলিসকল সঞ্চালিত করিল, দুইটি স্নিগ্ধ

কোমল বাহু দ্বারা তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া তাহার আনত মস্তক আপন কোমল বক্ষে টানিয়া লইল—মনে হইল যেন স্বামীর দুশ্চিন্তার গুরুভার সে বুক পাতিয়া গ্রহণ করিল। কিন্তু সে একটী কথাও কহিল না।

অশ্রুকুমার প্রেমময়ী পত্নীর প্রেমপূর্ণ বক্ষে আশ্রয়লাভ করিয়া শান্তি পাইল; ক্ষণকালের জন্য সকল দুঃখ ভুলিয়া গেল। ধীরে ধীরে কহিল, "তোমার কাকার সন্ধান পাওয়া গেছে। তিনি বাগবাজারে বাস করছেন। তুমি এখনই তাঁদের বাড়ীতে যাও। আর তাঁর সঙ্গে দেখা করে প্রথমেই সেই মাতালের সঙ্গে তোমার খুড়তুতো বোনের বিয়েটা বন্ধ করে দাও। তার পরে যাতে তাঁদের আর কোন অভাব না থাকে, তাই করো। আমার ইচ্ছা যে কোটালিগ্রামে নূতন বাড়ী, আর জমীদারী যা তোমার নামে কেনা হয়েছে, তা তুমি তাঁকেই লেখাপড়া করে দাও।"

সৌদামিনী কহিল, "এখন আমি কাকার সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারব না; তোমায় একলা ফেলে আমি কোথাও যাব না।"

অশ্রুকুমার কহিল, "কিন্তু সদু, আমি ত এখন তোমার কাছে বসে থাকতে পারব না। আমার অনেক কায আছে। এখনি আবার আমাকে আলেকজান্দ্রার বাড়ীতে যেতে হবে।"

সৌদামিনী কহিল, "তুমি যেখানে যাবে, আমিও সেখানে তোমার সঙ্গে যাব। আজ আমি তোমাকে কোন মতেই একলা ছেড়ে দেবো না।"

অশ্রুকুমার কহিল, "তবে তাই চল। আলেকজান্দ্রার শক্ত অসুখ হয়েছে; তাকে দেখবে চল। কিন্তু তা হলে তোমার খুড়োর বাড়ী যাওয়া হবে না; আর তাঁর মেয়ের বিয়েও বন্ধ করা হবে না। এতে তোমার খুড়তুতো বোনের ভয়ানক অনিষ্ট হবে।"

সৌদামিনী এই খুল্লতাতকে পাইবার জন্য একদিন অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু এখন? এখন সে প্রসঙ্গের একটি কথাও কহিল না। খুল্লতাত কন্যার মঙ্গলের কথাও চিন্তা করিল না। কেবল মাত্র ব্যাকুলকণ্ঠে কহিল, "দিদির অসুখ? এতক্ষণ সে কথা তুমি আমাকে বলনি কেন? চল আমি এখনি যাব। তুমি কি ভুলে গেছ যে দিদির জন্যই আমি সেই ভয়ানক রোগ থেকে সেরে উঠতে পেরেছিলাম। দিদির জন্যেই আমি জীবন পেয়েছি, তোমাকে পেয়েছি, ঐশ্বর্য্য পেয়েছি, ভালবাসা পেয়েছি, ধর্ম্ম কি বস্তু তা চিনেছি। দিদি আমার সব। সেই দিদির অসুখ—তোমায় দেখে মনে হচ্ছে—বড় বেশী অসুখ; আমি কি করে আগে তাঁকে না দেখে অন্য যায়গায় যাব? আমাকে এখনি সেখানে নিয়ে যাও।"

ঘটক ঠাকুরকে এবং অন্যান্য লোককে প্রাতের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী টাকা পাঠাইবার ভার ম্যানেজার বাবুকে অর্পণ করিয়া অক্রুকুমার সৌদামিনীকে লইয়া আবার আলেকজান্দ্রার বাটীতে উপস্থিত হইল।

সৌদামিনী ত্বরিতপদে আলেকজান্দ্রার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল; এবং তাহার উপাধান পার্শ্বে উপবেশন করিয়া তাহার কোমল করতল দ্বারা তাহার ললাট স্পর্শ করিল।

আলেকজান্দ্রা মুদিত নয়নে শুইয়া ছিল। সৌদামিনীর সুখকর করস্পর্শ অনুভব করিয়া চক্ষু মেলিয়া তাহাকে দেখিল। দেখিয়া তাহার মৃত্যুকালীন মুখ ও কৃতজ্ঞতায় ও আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার বাক্‌শক্তি এখনও অব্যাহত ছিল। সে ধীরে ধীরে কহিল, "তুমি এসেছ সৌদামিনী? তুমি আমার কাছে বস। তোমাকে আমার কিছু বলবার আছে; আমি তোমাকে কিছু কাযের ভার দিয়ে যাব।"

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "আমার স্বামীর সম্বন্ধে কোনও কাষের ভার আমাকে কি দিতে চাও, দিদি ?"

আলেকজান্ড্রা কহিল. "না, না ; তার কোন ভার নয়। তার কোন ভার তোমাকে আমার দিতে হবে না। সে ভার তুমি আপনি নিয়েছ ; আমি কাল বিকালে স্বচক্ষে তা দেখে এসেছি। আমি আমার ছোট ভাই অরুণের কথা বলছি, সে এখনও বড় ছেলেমানুষ ; সংসারের কোনও জ্ঞান নেই ; তার সমস্ত ভার তোমার হাতে দিয়ে যেতে চাই। সে কতকটা হিন্দুভাবাপন্ন বলে, বাবা তাকে মোটেই দেখ্‌তে পারেন না। আর সে আমার স্বামীর জীবনকাল হতেই আমারই কাছে আছে ; এখন সে আর বাপ মার আশ্রয়ে গিয়ে সুবিধে কর্‌তে পারবে না। সে এই বাড়ীতেই থাকবে, তোমরা তাকে দেখো। আর, যদি সম্ভব হয়, হিন্দু সমাজেই বিয়ে দিয়ে তাকে সংসারী কোরো।"

সৌদামিনী প্রতিশ্রুতি প্রদান করিল।

আলেকজান্ড্রার নয়নদ্বয় তন্দ্রাঘোরে নিমীলিত হইয়া আসিল। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "উঃ।"

"সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কি কষ্ট হচ্ছে, দিদি ?"

আলেকজান্ড্রা সে কথার কোন উত্তর প্রদান না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি একলা এসেছ, সৌদামিনী ?"

সৌদামিনী কহিল, "আমার স্বামী আমাকে নিয়ে এসেছেন।"

আলেকজান্ড্রা নিমীলিত নেত্রেই জিজ্ঞাসা করিল, "অশ্রুবাবু ? অশ্রুবাবু কোথায় ?"

সৌদামিনী কহিল, "তিনি অন্য ঘরে ডাক্তারদের কাছে বসে আছেন। তাঁকে ডাক্‌বো কি ?"

আলেকজান্দ্রা আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "না, থাক।"

অতঃপর দুইজনই কতক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। সৌদামিনী নীরবে রোগিণীর শুশ্রূষা করিতে লাগিল। শুশ্রূষা জন্য সৌদামিনী তাহার পদপ্রান্তে হস্তার্পণ করিবামাত্র আলেকজান্দ্রা শিহরিয়া উঠিল; তন্দ্রাবিজড়িত কণ্ঠে কহিল, "ছিঃ! ছিঃ! আমার পায়ে হাত দিও না। আমি জাতিচ্যুতা পতিতা—তুমি দেবী; তুমি আমার পায়ে হাত দিও না।"

সৌদামিনী কহিল, "দিদি, দিদি, আমি কি ভুলতে পারি যে, তুমি আমার স্বামীর জীবনদান করেছ?"

আলেকজান্দ্রা ক্ষীণ ও জড়িত কণ্ঠে কহিল, "জীবন? জীবন দান করেছি? মানুষে কি জীবনদান করিতে পারে? আর, আমি কি তার কোন প্রতিদান পাই নি? আচ্ছা বোন, জীবনের চেয়েও, তুচ্ছ প্রাণের চেয়ে আমাদের এই পৃথিবীতে কি আর কোনও বড় জিনিষ নেই?"

সৌদামিনী বলিল, "আমার মনে হয়, স্বামীর ভালবাসা জীবনের চেয়ে বড় বস্তু।"

আলেকজান্দ্রা কিয়ৎকাল মৌন থাকিয়া আবার ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল, "সাধ্বী সতী তুমি! তুমি তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ। কিন্তু আমার মত পাপিনীরা ত ভালবাসার পুণ্যময় আস্বাদ পায় না। আমাদের একমাত্র গতি ধর্ম্ম। ধর্ম্মই আমাদের কাছে প্রাণের চেয়েও, প্রেমের চেয়েও বড় জিনিষ। এই মহৎ সামগ্রী আমাকে অক্রুবাবু দিয়েছেন; আমি চাইনি, উপযাচক হই নি, তবু হেলায় আমাকে তা দিয়েছেন।—আকাশের সূর্য্য যেমন হেলায় অকাতরে দীপ্তিদান করে, অক্রুবাবু তেমনই হেলায় অকাতরে আমাকে ধর্ম্মদান করেছেন। তাঁর রোগের সময় সামান্য যত্ন করে আমি যদি তোমাদের কৃতজ্ঞতা লাভ করি, বল দেখি,

তাঁর কাছ থেকে প্রাণের চেয়েও বড় বস্তু ধর্ম্মলাভ করে, আমার কতটা কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত? যাঁর পায়ের তলায় কৃতজ্ঞতার ভারে আমার প্রাণ লুটিয়ে পড়েছে, তাঁর সকল আদরের আদরিণী স্ত্রী আমার পায়ে হাত দিলে আমার স্বর্গের পথ বন্ধ হয়ে যাবে যে বোন!"

সৌদামিনী আলেকজান্ড্রার বাক্যের কোন উত্তর দিতে পারিল না; বাষ্পবেগে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

আলেকজান্ড্রা নিমীলিত নেত্রে আবার মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল। কতক্ষণ বাদে সে সহসা চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে ভীতিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, এবং সৌদামিনীকে স্পর্শ করিয়া অসহায়ার ন্যায় কাতরস্বরে কহিল, "তুমি—তুমি বোন, এখনও এইখানেই বসে আছ? এত রাত্রি—এখনও বাড়ী যাও নি? তবে—তবে অশ্রুবাবুকে খেতে দেবে কে?—পৃথিবীতে এমন কে পুণ্যময়ী আছে যে, সে দেবতার ভোগ স্পর্শ করতে পারে? যাও, বাড়ী যাও, অশ্রুবাবুর ক্ষিধে পেয়েছে, খাবার দাও।"

সৌদামিনী আপন আর্দ্র নয়নদ্বয় বস্ত্রাঞ্চলে মুছিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, "কই, দিদি, এখন ত রাত্রি হয় নি, সন্ধ্যাও হয় নি; এখনও অনেকটা বেলা আছে। এখনও ত তাঁর খাবার সময় হয় নি।"

আলেকজান্ড্রা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া আপনার বিহ্বল দৃষ্টি চারিদিকে নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "তবে—তবে বোন, এত অন্ধকার কেন? আমি ত কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি না। কোথায় তুমি?"

সৌদামিনী আলেকজান্ড্রার তুষারবৎ শীতল ও শিথিল করতল আপন ঈষদুষ্ণ করপুটে গ্রহণ করিয়া কহিল, "এই যে দিদি, আমি তোমার কাছেই রয়েছি।" আলেকজান্ড্রা কাতরকণ্ঠে কহিল, "দেবী, দেবী—হাত ছেড় না—হাত ধরে সুপথ দেখিয়ে দাও। আমি যে কিছু দেখতে পাচ্ছি নে।—বড় অন্ধকার!—না, ঐ আলো দেখেছি। ঐ—

ঐ—আমি দেখেছি—অতি দীর্ঘ সচল দীপশিখা! না না, ও যে অক্রুবাবু। আর—আর ত পথ ভুলবো না।"

অদূরোপবিষ্টা ইয়োরোপীয় শুশ্রূষাকারিণী ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া রোগিণীকে পরীক্ষা করিল; এবং ত্বরিত পদে ডাক্তার সাহেবকে সংবাদ দিল। ডাক্তার সাহেব অন্যান্য ডাক্তারকে এবং অক্রুকুমারকে সঙ্গে লইয়া রোগিণীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, রোগিণীর শ্বাসপ্রশ্বাস ঘন ঘন প্রবাহিত হইতেছে; তাহার হস্তপদ শীতল হইয়া গিয়াছে। ললাটে স্বেদস্রুতি হইতেছে; কেবল এখনও তাহার কণ্ঠ হইতে দুই একটি অস্পষ্ট বাক্য নির্গত হইতেছে। আরও কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সে অস্ফুট বাক্যও বন্ধ হইয়া গেল; যে কণ্ঠের সঙ্গীতোচ্ছ্বাস বহুবার মানবকর্ণকে মুগ্ধ করিয়াছে, আজ তাহা হইতে কেবলমাত্র মৃদু ঘর্ঘর শব্দ উত্থিত হইল। তাহার পর; সকল শব্দ বন্ধ হইল; সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি জ্যোতিষ্ক জন্মের মত নির্ব্বাপিত হইল।

ডাক্তার মৃতার শয্যাপার্শ্বে নতজানু হইয়া উপবেশন করিলেন, এবং করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন, "ভগবান, ইনি মানব রচিত কোন্ ধর্ম্মের উপাসক ছিলেন, তা আমি জানি না; কিন্তু যে মহিমময়ী নারী পরের জীবন রক্ষার জন্য নিঃস্বার্থভাবে আপন জীবনপাত করিতে পারেন, তিনি তোমার ধর্ম্মপালন করিয়াছেন। তুমি তাঁহার অমল আত্মাকে গ্রহণ কর।"

সৌদামিনী কাতর কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল, ডাকিল, "দিদি দিদি!"

অক্রুকুমার সজল নয়নে কহিল, "দেবী! এ পৃথিবীতে আর কখনও কি তোমার মত লোক দেখ্‌তে পাব?"

আলেক্‌জান্দ্রা তাহার অনতিদীর্ঘ জীবনকাল মধ্যে ধর্ম্মাচরণ কি করিয়াছিল, তাহার বিচারভার বিজ্ঞ সামাজিকগণের হস্তে অর্পণ করিয়া

আমরা বলিব, যদি নির্ম্মল হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রফুল্লতায়, অনুরাগময় অন্তরের সুদৃঢ় সংযমে এবং পরহিতার্থ আত্মোৎসর্গে পুণ্য থাকে, তাহা হইলে সেই পুণ্য সে লাভ করিয়াছে, এবং সেই পুণ্যের বলে নিশ্চয়ই অক্ষয়স্বর্গ লাভ করিবে; পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপহার বলিয়া ভগবান তাহাকে গ্রহণ করিবেন।

সৌদামিনীর ক্রন্দনবেগ কিছু প্রশমিত হইল সে অশ্রুকুমারকে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদির এমন রোগ হঠাৎ কেমন করে হল ?"

অশ্রুকুমার ভক্তিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "একটি গরীব মেয়ে রোগে অজ্ঞান হয়ে অসহায় অবস্থায় রাস্তায় পড়ে ছিল, সে তাকে ডাক্তারের বাড়ী কোলে কোরে নিয়ে যাওয়ায়, অতিরিক্ত ভারে, তার রক্তকোষ ছিঁড়ে গিয়েছিল।"

সৌদামিনী কাঁদিয়া কহিল, "দিদি, দিদি! তুমি যে এ পৃথিবীর লোক ছিলে না, তা বুকের রক্ত খরচ করে, বুঝিয়ে দিয়ে গেছ! তুমি দেবী, এ পৃথিবীতে দেবতার স্থান নাই, তাই দেবলোকে চলে গেছ।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

শালকত্রয়ের শেষ লীলা।

বিচারক বিচার করিয়া, মদ্যপান অপরাধ জন্য, সুধীরনাথের দণ্ড প্রদান করিলেন,—দশ টাকা জরিমানা অথবা তদভাবে দশ দিন কারাবাস। সুধীরনাথের ভ্রাতা আপনাদের সাময়িক আর্থিক অবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া জরিমানার অর্থ প্রদান করিল না; সুতরাং সে কারাগারে প্রেরিত হইল।

এই সময় কৃষ্ণবাবু কেদারনাথের নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে, পরবর্ত্তী শনিবারে সন্ধ্যাকালে তিনি দুই চারিজন বন্ধুর সহিত পাত্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে যাইবেন।

বুদ্ধির কি কৌশলে আশীর্ব্বাদ কার্য্যটা আরও কয়েকদিন পরে সম্পন্ন করিতে পারা যায়, কেদারনাথ তাহা দুইদিন ধরিয়া চিন্তা করিল। কিন্তু তাহার সকল কৌশল কৌশলময়ের অমোঘ কৌশলে ব্যর্থ হইয়া গেল। তৃতীয় দিবস সন্ধ্যাকালে অঘোরনাথ সংবাদ দিল যে, সুধীরনাথের প্রবল জ্বর ও যকৃৎ বিকার ঘটায় সে কারাগার হইতে হাঁসপাতালে প্রেরিত হইয়াছিল; সেখানে সে পলতা নামক লতার ফল তুলিয়াছে; সে আর বিবাহ করিবে না। অঘোরনাথ ভ্রাতার মৃত্যু অপেক্ষা আরও নিদারুণ সংবাদ দিল; বলিল যে, বাড়ীওয়ালা বাড়ী ভাড়ার বাকী টাকা আদায় জন্য নালিশ রুজু করিয়াছে।

শুনিয়া ভ্রাতৃশোকাতুর কেদারনাথ অন্তস্থানে আপনার বুদ্ধির মহিমা প্রচার করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া পড়িল।

সন্ধ্যাকালে অঘোরনাথ সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইলে, ব্যবহার-উপযোগী বস্ত্র তৈজস এবং অবশিষ্ট অর্থ একটা পেটক মধ্যে নির্জ্জনে সংগ্রহ করিয়া, ভৃত্যকে ও পাচককে কার্য্যান্তরে পাঠাইল; এবং তাহাদের অনুপস্থিতিকালে একটি মুটে ডাকিয়া তাহার মাথায় পেটকটি স্থাপিত করিল। পরে মুটিয়ার অনুবর্ত্তী হইয়া সে বাটী ত্যাগ করিল; এবং কিছুদুরে আসিয়া একটা অশ্বশকট ভাড়া করিয়া হাওড়া ষ্টেশন অভিমুখে ধাবিত হইল।

ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া অনেক বুদ্ধি চালনা করিয়া হাওড়ার পরবর্ত্তী লিলুয়া ষ্টেশনে যাইবার জন্য এককানি তিনপয়সা মূল্যের হরিদ্রাবর্ণের টিকিট ক্রয় করিল। এবং পেটকটি ষ্টেশনের একটি বেঞ্চের উপর স্থাপিত করিয়া উহার পার্শ্বে বসিয়া রহিল।

অল্পকাল মধ্যে দিল্লীযাত্রী এক পশ্চিম দেশীয় নিরক্ষর ব্যক্তি তাহার নিকট আসিয়া, একটি আনত সেলামদ্বারা তাহাকে আনন্দিত এবং সম্মানিত করিল, এবং আপন টিকিটখানি তাহার হস্তে প্রদান করিয়া, উহা কোন স্থানের টিকিট, তাহা পড়িয়া দিতে বলিল।

কেদারনাথ দেখিল দিল্লীর টিকিট। দেখিয়া, সহসা তাহার মনোমধ্যে উদিত হইল যে, ভারতের পুরাতন রাজধানী কলিকাতা অপেক্ষা দিল্লীর নূতন রাজধানীতে, তাহার মত বুদ্ধিমান ব্যক্তির বুদ্ধিচালনার অধিক সুযোগ ঘটিবে। অতএব সে দিল্লীর টিকিটখানি ভালরূপে পরীক্ষা করিবার জন্য উহা আলোকের দিকে ফিরাইয়া ধরিল। ইত্যবসরে তাহার হস্তস্থিত লিলুয়ার হরিদ্রাবর্ণের টিকিটের সহিত দিল্লীর হরিদ্রাবর্ণের টিকিটের বিনিময় হইয়া গেল।

দিল্লীযাত্রী কেদারনাথের নিকট লিলুয়ার টিকিট পাইয়া, পরম

আনন্দিত হইয়া শুনিল এবং বুঝিল যে, সে প্রবঞ্চিত হয় নাই; উহা যথার্থ দিল্লীর টিকিটই বটে।

কেদারনাথ তাহাকে একটি লোকাল গাড়ী দেখাইয়া বলিল যে ওই দিল্লীর গাড়ী।

প্লাটফরমের প্রবেশ দ্বারে টিকিটখানি পরীক্ষা করিলে, সে নিশ্চয়কে সুনিশ্চিত করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, টিকিট ঠিক হ্যায়?"

টিকিট বাবু বলিলেন, "হাঁ হাঁ, ঠিক।"

অতঃপর কেদারনাথ দিল্লীর গাড়ীতে উঠিয়া বসিল; এবং বসিয়া নিজের কৃষ্ণ শ্মশ্রুতে হাত বুলাইতে বুলাইতে নিজের অগাধ বুদ্ধির গভীরতার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল।

হায়, সে যদি জানিত যে সেই গাড়ীতে আরোহণ জন্য সে জীবন সঙ্কটে পতিত হইবে, তাহা হইলে, নির্ব্বোধের ন্যায় বরং সেই ব্যাণ্ডেলের গাড়ীতেই আরোহণ করিত; তথাপি দিল্লীর গাড়ীতে চড়িয়া নূতন রাজধানীর মধুর স্বপ্ন দেখিত না।

গাড়ী ছাড়িল। অন্ধকার পথে যেন কোন অজানা নিরুদ্দেশের উদ্দেশে দিক্ সকলের অন্ধকার দেহ কৃষ্ণ ধূমে গাঢ়তর করিয়া ছুটিল। সেই অন্ধকারের মরুভূমিতে, মরুভূমির মধ্যে ওয়েসিসের ন্যায় কদাচিৎ দুই একটি আলোকান্বিত ও কলরবপূর্ণ ষ্টেশনে ট্রেণখানি দুই এক মিনিট অপেক্ষা করিয়া, একটু যেন বিশ্রাম লাভ করিয়া, পুনরায় বেত্রাহত বিপুল সরীসৃপের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে ছুটিতে আরম্ভ করিল। পুনরায় অন্ধকার ভেদ করিয়া আর একটি ষ্টেসনে পৌঁছিল। এই রূপে গাড়ী কয়েকটা ষ্টেসন নির্ব্বিঘ্নে অতিক্রম করিল। তাহার পর, পরের ষ্টেসনে পৌঁছিবার পূর্ব্বে, অন্য এক মন্দগামী ট্রেণের পশ্চাৎভাগের সহিত সংঘর্ষণ ঘটিল; কেদারনাথের মধুর সুখস্বপ্ন, প্রলয়

শব্দের ন্যায়, একটা ভয়ঙ্কর শব্দে চূর্ণ হইয়া গেল। পরক্ষণে সে বুঝিল কতক গুলি ভগ্ন কাষ্ঠস্তূপের মধ্যে সে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। তাহা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য, সে অনেক বুদ্ধি প্রয়োগ করিল; কিন্তু ঘোর অন্ধকারে, মৃতের ও ব্যথিতের অসম্ভব আর্ত্তনাদের কোলাহলে, তাহার বুদ্ধি একটুও দীপ্তি পাইল না। কাষ্ঠ বন্ধন ক্রমে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে লাগিল। কথিত আছে মৃত্যু যন্ত্রণায় লোক ছট্‌ফট্‌ করে; কিন্তু হতভাগ্য কেদারনাথের ছট্‌ফট্‌ করিবারও উপায় রহিল না; মৃত্যু যেন তাহাকে কঠিন লৌহবন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিল। অবশেষে তাহার কণ্ঠশ্বাস একবারে রুদ্ধ হইয়া গেল।

হায় হায়! সে যদি নিকটবর্ত্তী লিলুয়াতেই যাইত, তাহা হইলে, দূরবর্ত্তী নূতন রাজধানীতে যাওয়া তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইত না বটে, কিন্তু সে জীবনধারণ করিয়া, তাহার অতি বুদ্ধির খেলা দেখাইবার আরও অনেক সুযোগ পাইত। বিধাতার ইচ্ছায় তাহার সকল সুযোগের পথ এক দণ্ডে লোপ হইয়া গেল।

অঘোরনাথ এক প্রহর রাত্রে বাটী ফিরিয়া, তাহার বুদ্ধিমান বড় দাদাকে না দেখিয়া, এবং তাহার সহিত একটি বড় ট্রাঙ্ক অন্তর্হিত হইয়াছে দেখিয়া, বড় দাদার বুদ্ধির দৌড়টা বুঝিয়া লইল। সে কিছুক্ষণ বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিল; কিন্তু চিন্তার দ্বারা চিন্তাই বর্দ্ধিত হইল; তাহা ব্যতীত অপর কোন ফল প্রাপ্ত হইল না। তখন সে বামুনঠাকুরকে রাত্রের আহার দিতে বলিল।

বামুনঠাকুর খাদ্য দিবার জন্য থালা, বাটী ইত্যাদি তৈজস না পাইয়া একটা গোলযোগ বাধাইল। অঘোরনাথ ইহাতেও দাদার বুদ্ধির খেলার সন্ধান পাইল। সে অনন্যোপায় হইয়া বলিল, "কুছপরোয়া

নেই! তিন থালা বাটীর সরা করে ডাল ভাত তরকারী নিয়ে এস।—বাবা! নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল।"

অগত্যা বামুনঠাকুর তাহাই করিল।

অঘোর নাথ খাদ্যের কাছে বসিল বটে, কিন্তু একটুও খাদ্য উদরস্থ করিতে পারিল না। আচমন করিয়া, মহা দুশ্চিন্তার কবল হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য, সে গৃহত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল; বাহিরের নৈশ বায়ু সেবনে যদি দুশ্চিন্তার তাপ কিছু প্রশমিত হয়। যাইবার সময়, সে পাচক ও পরিচারককে আশ্বাস দিয়া বলিয়া গেল যে, দাদাকে শীঘ্র খুঁজিয়া লইয়া, তাহার সহিত শীঘ্র বাটী ফিরিয়া আসিবে।

পাচক ও পরিচারক আহার করিয়া তাহার অপেক্ষায় বসিয়া রহিল। বসিয়া বসিয়া ঘুমে ঢ়লিতে লাগিল।

অঘোরনাথ কিন্তু বাটীর বাহিরে আসিয়া দাদার অনুসন্ধানে কিছুমাত্র উৎসাহ দেখাইল না। দারুণ চিন্তা তাহাকে অতিশয় প্রপীড়িত করিয়াছিল। এই চিন্তার করাল কবল হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য সে উপায় ভাবিয়া লইল। ভাবিয়া আপন অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয়টী উন্মোচন করিল; এবং নিকটবর্ত্তী একটা পোদ্দারের দোকানে প্রবেশ করিয়া তাহা বিক্রয় করিল। এইরূপে সে বিংশতি মুদ্রা সংগ্রহ করিল। তাহার পর, এই সংগৃহীত মুদ্রা লইয়া একটা মদের দোকানে প্রবেশ করিল; এবং উচ্চ মূল্যে অসময়ে তিন বোতল হুইস্কি ক্রয় করিল। এই সকল কার্য্য সমাপ্ত করিয়া, কোনও লোকের বাটীর সম্মুখে সিঁড়িতে বসিয়া, ঐ বাটীর লোকের অগোচরে, একে একে বোতল গুলি শূন্য করিয়া, সমস্ত সুরা গলাধঃকরণ করিল। তীব্র সুরার উন্মাদনা তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল; তাহার দুশ্চিন্তা বিদূরিত হইল; সম্মুখে নরক সদৃশ পূতিগন্ধময়

মধ্যে জলপ্রণালী ছিল, তাহার সংজ্ঞাশূন্য দেহ, সিঁড়ি হইতে, তাহাতে লুটাইয়া পড়িল। সে আর ইহ জীবনে কখনও জ্ঞানলাভ করিতে পারিল না।

এইরূপে শালক ভ্রাতৃত্রয়ের ভবলীলা শেষ হইয়া গেল।

কৃষ্ণবাবু সাপ্তাহ্যকাল মধ্যে, শালক ভ্রাতৃগণের নিকট হইতে, আপন পত্রের কোন উত্তর না পাইয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তাহাদের কি হইল, খোঁজ লইবার জন্য তিনি তাহাদের বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, ঐ বাটীতে কোন লোক বাস করিতেছে না; এবং উহার সদর দরজায় বাহির হইতে তালা বন্ধ রহিয়াছে; এবং উহার উপরে, "এই বাটী ভাড়া দেওয়া যাইবে;" এইরূপ এক খণ্ড বিজ্ঞাপন লম্বিত রহিয়াছে। তিনি উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে পার্শ্বস্থ বাড়ীর অধিবাসিগণের নিকট সন্ধান লইলেন; কিন্তু তাহারা কোন সন্ধানই দিতে পারিল না। কন্যাদায় গ্রস্ত ব্যক্তি, কন্যার বিবাহের শুভ সুযোগ পাইয়াও, শেষে, এইরূপে ব্যর্থমনোরথ হইলে, আপনাকে কতটা বিপদগ্রস্ত মনে করে, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত আর কেহ অনুমান করিতে পারিবে না।

মঙ্গলময় বিধাতা আমাদিগের কি অসীম মঙ্গল কামনায় আমাদিগের কামনাগুলি ব্যর্থ করিয়া দেন তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমরা কত অনর্থক হৃদয়ব্যথা ভোগ করিয়া থাকি। কৃষ্ণবাবুও কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে হতাশ হইয়া অনর্থক কত হৃদয় ব্যথা অনুভব করিতে লাগিলেন। তাহার উপর, তাঁহার আরও কষ্ট হইল, কন্যার বিবাহ না হইলে, যে ছয় সহস্র মুদ্রা তাঁহার পত্নী অক্রূরের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা ফিরাইয়া দিতে হইবে বলিয়া।—ঐ টাকা একবার হস্তচ্যুত হইলে, তিনি ত কন্যার বিবাহের জন্য আর কখনই অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবেন না।

কালক্রমে অক্রকুমার জানিতে পারিল যে, ঐ মন্তপ এবং তাহার ভ্রাতৃগণ তাহারই জ্যেঠা মহাশয়ের শালক। সুতরাং তাহাদিগকে সৎপথে আনিয়া, যাহাতে তাঁহাদের স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয় তাহার সুবিধা করিবার জন্য, সহজেই তাহার করুণ হৃদয় আগ্রহান্বিত হইল। আং কৃজাত্রার মৃত্যুর দুই সপ্তাহ পরে সে আবার তাহাদের বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইল। কিন্তু কৃষ্ণবাবুর ন্যায় সেও উহা বন্ধ অবস্থায় দেখিল। সে নিকটবর্ত্তী থানায় এবং অন্য অন্য স্থানে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া, কয়েক দিন মধ্যে জানিতে পারিল যে, তাহারা সকলেই মৃত হইয়াছে। কি ভয়ঙ্কর অবস্থায় তাহাদের মৃত্যু ঘটিয়াছে তাহা অবগত হইয়া, অক্রকুমারের হৃদয় অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

এই অনুসন্ধান সময়ে অক্রকুমার আরও জানিতে পারিল যে, অনেক লোকে তাহাদের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে, এবং তাহাদের নিকট অনেক দিনের বাড়ী ভাড়া বাকী পড়িয়া আছে। বলা বাহুল্য, সে বাড়ীভাড়া এবং অন্যান্য পাওনা যাহা জানিতে পারিল, তাহা সমস্তই পরিশোধ করিয়া দিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সুভাষিণীর বিবাহ।

উপরিউক্ত ঘটনার কয়েকদিন পরে, অক্রুকুমারের মানসিক অবসাদ কতকটা বিদূরিত হইয়াছে দেখিয়া, সৌদামিনী কার্য্যান্তরে মনোনিবেশ করিতে পারিল; এবং একদিন স্বামীর সহিত বাগবাজারে যাইয়া খুল্লতাতের সহিত সাক্ষাৎ করিল। তাহাকে দেখিয়া প্রথমটা কৃষ্ণবাবুর অতিশয় দুর্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন, বুঝি সেই অপরিচিতা অর্থদাত্রী, সুভাষিণীর বিবাহ ঘটে নাই বলিয়া, প্রদত্ত অর্থ আবার ফিরাইয়া লইতে আসিয়াছে। কিন্তু সৌদামিনী যখন খুল্লতাতের চরণরেণু মস্তকে লইয়া আপনার সমস্ত পরিচয় প্রদান করিল, তখন তাঁহার আহ্লাদের অবধি রহিল না। মনে করিলেন, যেন তাঁহার জীবন-তরণী কূলহীন সমুদ্রে আবার কূল পাইল।

পরিচয় প্রদান করিয়া সৌদামিনী সুভাষিণীর বিবাহের কথা পাড়িল; বলিল, "সেখানে দৈবক্রমে বিয়ে না হওয়ায়, ভালই হয়েছে; সে পাত্র মোটেই ভাল ছিল না। সে ভয়ঙ্কর মাতাল ছিল; মাতাল বলে তাহার জেল হয়েছিল; জেলে যকৃৎ পেকে সে মারা গেছে।" এই বলিয়া সৌদামিনী শ্যালক ভ্রাতাদিগের সকল বৃত্তান্ত খুল্লতাতের নিকট বিবৃত করিল।

তাহা শুনিয়া কৃষ্ণবাবু শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন, ভগবান সুভাষিণীকে রক্ষা করেছেন। এখন, ওর বিয়ের জন্যে তুমি যে টাকা দিয়েছিলে সেই টাকা ফেরৎ নিয়ে যাও; আবার যখন

দরকার হবে দিও। আমার কাছে থাক্‌লে আমি হয়ত খরচ করে ফেলবো।"

সৌদামিনী খুল্লতাতের ভ্রম সংশোধন করিয়া বলিল, "টাকা আমি দিইনি। যিনি দিয়েছেন, তিনি এখন স্বর্গে স্বর্গ-সুখ ভোগ কচ্ছেন। সুভাষিণীর বিয়েতে খরচ না করে, আপনি যদি অন্য কোন কাযে ঐ টাকা খরচ করেন, তা হলেও তিনি স্বর্গ থেকে সুখী হবেন। তাঁর প্রকৃতি আমরা জানি। তিনি মানুষ ছিলেন না; পৃথিবীতে তিনি স্বর্গের দেবী ছিলেন। তিনি পরের অভাব মোচন করে' ঘুরে বেড়াতে ভালবাস্‌তেন। পরের জন্তেই তিনি প্রাণ দিয়েছেন।"

সৌদামিনীর কমনীয় অবয়বে কোনও মূল্যবান অলঙ্কার ছিল না; এজন্য কৃষ্ণবাবু বুঝিতে পারিলেন না যে, সে কতটা ঐশ্বর্য্যময়ী; কত অর্থ ব্যয় করিবার তাহার ক্ষমতা আছে। অক্রূকুমারের সামান্য পরিচ্ছদ দেখিয়াও, তিনি তাহার ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ অনুধাবন করিতে পারিলেন না। তাই তিনি বলিলেন, "কিন্তু তাঁর মত ধনী দাতা আমরা ত আর দেখ্‌তে পাব না; টাকাটা খরচ হয়ে গেলে সুভাষিণীর বিয়ের খরচ কোথা থেকে যোগাড় কর্‌ব?"

সৌদামিনী বলিল, "সুভাষিণীর বিয়ের কথা আপনাকে আর ভাবতে হবে না। সে কথা আমরাই ভাববো।"

এইবার সৌদামিনী দ্বিতলে যাইয়া খুল্লতাত পত্নীর সহিত আলাপ করিল, সুভাষিণী এবং তাহার ভ্রাতাদিগের সহিত আলাপ করিল। সুভাষিণীকে সে আদর করিয়া বলিল, "ভাই, তুমি আমার ছোট বোন; তুমি আজ একবার আমাদের বাড়ীতে যাবে; আর এর পরে বরাবরই আমার কাছে থাক্‌বে। কাকা মত করলে, এখুনি আমি তোমাকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাব।"

সুভাষিণী সহজেই পিতার অনুমতি পাইল। তখন মহানন্দে সে নবপ্রাপ্ত দিদির সহিত ও শান্তমূর্ত্তি ভগিনীপতির সহিত মোটর গাড়ীতে আরোহণ করিল; এবং অনতিবিলম্বে সৌদামিনীর রাজপ্রাসাদ তুল্য অট্টালিকার অন্তঃপুরদ্বারে পৌঁছিল। সেখানে সে সৌদামিনীর বিপুল ঐশ্বর্য্য, এবং অসংখ্য দাসদাসী ও পাচিকা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল; ঘুরিয়া ঘুরিয়া সুসজ্জিত কক্ষ সকল বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে অবলোকন করিল। নানা উপাদেয় ভোজ্যের দ্বারা জিহ্বার তৃপ্তি সাধন করিল এবং সন্ধ্যাকালে বাটী ফিরিয়া সৌদামিনীর ঐশ্বর্য্যের কথা মাতার নিকট আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিল।

ইহার পর সৌদামিনী ক্রমান্বয়ে কয়েকদিন খুল্লতাতের সহিত সাক্ষাৎ করিল। এবং তিন চারি দিন তাঁহাদের সকলকে আহারের নিমন্ত্রণ করিল। একদিন যে বাটীতে কৃষ্ণবাবু ঋণভারে প্রপীড়িত হইয়া হেঁট মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন, আজ ভগবানের কৃপায় তিনি সেখানে রাজ পূজা প্রাপ্ত হইলেন। কি আনন্দ! আনন্দের প্রবাহে কৃষ্ণবাবুর হৃদয় ভাসিয়া যাইতে লাগিল। অনেকদিন পরে, ভগবানকে তাঁহার আবার মনে পড়িল।

এইরূপে পরস্পরের মধ্যে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, সৌদামিনী স্বামীর অনুমতি পাইয়া, কোটালী গ্রামের নবনির্ম্মিত বাটী এবং পুনঃক্রীত সমুদয় সম্পত্তি খুল্লতাতকে দান করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু কৃষ্ণবাবু তাহাতে আপত্তি করিলেন। বলিলেন যে; যে পক্ষ হইতে নষ্ট সম্পত্তি পুনরায় উদ্ধার পাইয়াছে, সেই পক্ষ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী না থাকিলে, আবার যদি উহা হস্তচ্যুত হয়, তাহা হইলে, কে তাহা উদ্ধার করিবে? অতএব তিনি কোন ক্রমেই সম্পত্তি গ্রহণ করিবেন না; কেবল মাত্র জীবিকা নির্ব্বাহ উপযোগী মাসহারা গ্রহণ করিবেন।

অগত্যা, অনেক বুঝাইয়া, সৌদামিনী অর্দ্ধেক সম্পত্তি নিজে রাখিয়া বাকী অর্দ্ধেক কাকাকে লেখাপড়া করিয়া দিল।

কৃষ্ণবাবু চাকুরী, এবং বাগবাজারের বাটী ত্যাগ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে আবার কোটালীগ্রামে গিয়া বাস করিলেন। তাঁহার পুত্র কন্যাগণ বিদ্যা শিক্ষা-জন্য অক্রুকুমারের নিকট কলিকাতায় রহিল। আবশ্যক হইলে কৃষ্ণবাবু কলিকাতায় আসিয়া অক্রুকুমারের বাসাতেই থাকিতেন। আর তিনি কলিকাতায় পৃথক বাড়ী ক্রয় করেন নাই; তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাহার মত জমীদারদের কলিকাতায় বাড়ী রাখা সর্ব্বনাশের মূল।

যখন সুভাষিণী অক্রুকুমারের অন্তঃপুরে বাস করিয়া বিদ্যাশিক্ষায় মনোনিবেশ করিয়াছিল, তখন একদিন সৌদামিনী তাহাকে নিভৃতে ডাকিয়া স্মিতমুখে বলিল, "আমার একটা কায কর্ত্তে পারবে, বোন? তোমার ভগ্নীপতি তাঁর পড়বার ঘরে বসে আছেন; তাঁকে এই বই খানা দিয়ে আস্‌তে পারবে?"

সুভাষিণী পুস্তক খানি লইয়া ছুটিয়া, অক্রুকুমারের পাঠাগারের দিকে ধাবিত হইল। পাঠাগারে প্রবেশ করিয়াই সে দেখিল, কে একজন অপরিচিত যুবক অক্রুকুমারের নিকট বসিয়া রহিয়াছে। তাহাকে দেখিয়াই সুভাষিণীর ধাবন, ভয়চকিত অশ্বের ন্যায়, হঠাৎ একেবারে থামিয়া গেল। অক্রুকুমারকে কি বলিবার জন্য তাহার প্রফুল্ল মুখ উন্নত হইয়াছিল, কিন্তু সেই অপরিচিতকে দেখিয়া তাহার উন্নত মুখ সন্ধ্যাকালের নলিনীর ন্যায়, অবনত হইয়া পড়িল। দেবতা মকর-কেতু পুষ্পশরাসন হস্তে লইয়া, সুযোগের অপেক্ষায় অলক্ষ্যে বসিয়া ছিলেন; এক্ষণে সেই সুযোগ পাইয়া, তরুণীর প্রেম উন্মেষ-উন্মুখ হৃদয়ে তীক্ষ্ণধার পুষ্প-শর নিক্ষেপ করিলেন। বাণাহতা সুভাষিণী ধীরে ধীরে অক্রুকুমারের সম্মুখে পুস্তকখানি রাখিয়া, নীরবে ধীরে ধীরে

সৌদামিনীর নিকট ফিরিয়া আসিল। ধীরে ধীরে সৌদামিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ ত পড়বার ঘরে দাদাকে একলা দেখলাম না? কে একজন তাঁর কাছে বসে আছেন। আমি ত তাঁকে কখন দেখিনি।"

সৌদামিনী সুভাষিণীর মুখমণ্ডলে রক্তরাগ, নয়নে ব্রীড়া নম্রতা, ভ্রূযুগলে ঈষৎ চিন্তার কুঞ্চন দেখিয়া মনে মনে প্রীতি লাভ করিল; বলিল, "যিনি তোমার বিয়ের জন্য টাকা দিয়েছিলেন, উনি তাঁরই ভাই।"

সুভাষিণীর প্রেম-প্রফুল্ল হৃদয়-পদ্মে কৃতজ্ঞতার শিশির বিন্দু পড়িল।

সৌদামিনী পুনরায় বলিল, "ওর নাম অরুণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়। বেশ নাম, নয়?"

সুভাষিণী মুখে কিছু বলিল না; কিন্তু মনে মনে অরুণচন্দ্র নাম জপমালা করিল।

সৌদামিনী আবার বলিল, "উনি এম-এ, বি-এল, পাশ দিয়ে হাইকোর্টের উকিল হয়েছেন।"

সুভাষিণী অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে বুঝিল, ওকালতি বড় ভাল কায; অনেক টাকা ঘরে আসে। আর বি-এ, পাশের চেয়ে এম-এ পাশ ভাল, আর তার চেয়ে ভাল এম-এ, বি-এল পাশ। কিন্তু সে কোন কথা কহিল না। ছি!

সৌদামিনী আবার বলিল, "ওঁর এখনও বিয়ে হয় নি। একটি ভাল পাত্রী খুঁজছেন।"

সুভাষিণী ভাবিল, পাত্রীর অভাব কি; এই ত কাছেই একটি রয়েছে।

সৌদামিনী যখন শ্রীমান্ অরুণচন্দ্রের গুণগ্রামের কথা সুভাষিণীর

উৎসুক কর্ণের নিকট সালঙ্কারে বিবৃত করিতেছিল, ঠিক সেই সময় পাঠগৃহে বসিয়া অরুণচন্দ্রের সংজ্ঞ প্রশ্নে অক্রকুমার সুভাষিণীর সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিল। এইরূপে কোর্ট—সিপের কার্য্য সমাধা হইয়া গেল। উভয়ের হৃদয় উভয়ের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

তখন সৌদামিনী বিশেষ উদ্যোগ করিয়া সুভাষিণীর সহিত অরুণচন্দ্রের বিবাহ দিল।

এই বিবাহে সমাজ-চ্যুত হইবার ভয়ে প্রথমে কৃষ্ণবাবু আপত্তি তুলিয়াছিলেন। কিন্তু সৌদামিনী বুঝাইয়া দিল যে, প্রফেসর ব্যানার্জি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই, হিন্দু পিতামহের গৃহে পাত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং পিতামহ যথাবিধি তাহার উপনয়ন দিয়াছিলেন। উপবীত ত্যাগ করিয়া সে কখনও ব্রাহ্ম ধর্ম্ম দীক্ষিত হয় নাই; পরন্তু ব্রাহ্ম পিতার গৃহে সে কখন অখাদ্য খায় নাই। বাল্যকাল হইতেই সে নিরামিষ ভোজী; এবং এখন পর্য্যন্ত সে ভগিনীর গৃহে থাকিয়া ব্রাহ্মণের পাক করা খাদ্য আহার করিয়া থাকে। সুতরাং, সে ধর্ম্মত পতিত হয় নাই। আর এখানকার সমাজে, অর্থ থাকিলে পতিত হইতে হয় না; অর্থই সকল সামাজিক বিভ্রাট নিরর্থক করিয়া দেয়।

সৌদামিনীর যত্নে অরুণচন্দ্র আবার হিন্দুধর্ম্মের পুণ্যময় শান্ত ক্রোড়ে আশ্রয় পাইল, হিন্দু বালিকার সহিত তাহার বিবাহ হইল। মৃত্যুকালে অ্যালেকজান্ড্রা যাহা কামনা করিয়াছিল, এবং যে কামনা পূর্ণ করিবার জন্য সৌদামিনী তাহাকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিল তাহা সফল হইল।

সুভাষিণীর প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ের স্নিগ্ধ ও মধুর ভালবাসা পাইয়া অরুণ-চন্দ্র আপনাকে ধন্য মনে করিল। সে ভালবাসায় হারমোনিয়মের ঝঙ্কার

ছিল না, সঙ্গীতের উচ্ছ্বাস ছিলনা, কিন্তু ধর্ম্মের—হিন্দুধর্ম্মের পুণ্যময় পাতিব্রত্য ছিল। তাহা হয়ত তোমাদের মতে প্রণয় বা প্রেম নহে। কিন্তু আমরা বলিব তাহাই পুণ্য, তাহাই পাতিব্রত্য। তাহা হয়ত সোহাগিনীর সোহাগ না হইতে পারে, কিন্তু তাহাই ভক্তিমতীর স্বামী-ভক্তি।

বিবাহের পর অরুণচন্দ্র সুভাষিণীকে লইয়া, আলেক্জান্ড্রার সুন্দর বাস ভবনে পরম সুখে বাস করিতে লাগিল। তাহাদের নব গঠিত সংসারটি সুচারুরূপে নির্ব্বাহার্থ, অশ্রুকুমার আলেক্জান্ড্রার গচ্ছিত টাকার সুদ হইতে দুই হাজার টাকা মাসহারা নির্দ্ধারিত করিয়া দিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সহধর্ম্মিণী।

বৃদ্ধ বয়সে সৌদামিনী-প্রদত্ত উপাদেয় আহার সামগ্রীতে উদর পূর্ণ করিয়া, এবং অযথা বিশ্রামে ডেপুটী বাবুর শোণিত-প্রাবল্য রোগ জন্মিল। ডাক্তারগণ উপদেশ দিলেন যে গুরু আহার একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে, প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে কিছুক্ষণ ধরিয়া ভ্রমণ করিতে হইবে এবং প্রত্যহ তিন চার ঘণ্টা কাল কোন লঘু কার্য্যে আপনাকে নিযুক্ত রাখিতে হইবে।

তদনুযায়ী ডেপুটিবাবু অক্রুকুমারের সহিত একত্রে, তাহার আড়ম্বর-শূন্য খাদ্য আহার করিতে বাধ্য হইলেন। প্রাতর্ভ্রমণে রামতনু বাবুর নিত্য সঙ্গী হইলেন; দ্বিপ্রহরে সৌদামিনী তাঁহাকে, তাহার এক কার্য্যে নিযুক্ত রাখিল; এবং সন্ধ্যাকালে অক্রুকুমার তাঁহাকে ময়দানে বেড়াইতে লইয়া যাইত।

একদিন প্রত্যূষে সূর্য্যোদয়ের কিছু পূর্ব্বে ডেপুটি বাবু রামতনু বাবুর সহিত ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন।

পথে রামতনু বাবু ডেপুটি বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার সাবেক বাড়ীর পাশে, দিদিমণি, সেই নিজের দুইলক্ষ টাকার ভিতর ষাট হাজার টাকা দিয়ে, যে বাড়ীটা তৈরী করেছে ......"

ডেপুটিবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "বাড়ীটা ত আপনারই প্ল্যান মত, আপনারই তত্ত্বাবধানে তৈরী হয়েছে।"

রামতনুবাবু। হাঁ। পরন্তু দেখ্‌লাম, সেই বাড়ীতে কতকগুলো সাদা কাপড় পরা মেয়েমানুষ বাস করছে।

ডেপুটিবাবু। ওরা অনাথা বিধবা; ওরা বড় দুঃখিনী। কি জানি, দিদিমণি ওদের কেমন করে কোথা থেকে জুটিয়েছে। অশ্রু-সিক্ত দুঃখিনীরা বাস করেছে বলে, দিদিমণি আমায় জিজ্ঞাসা করে বাড়ীটার নাম দিয়েছে 'অশ্রুভবন'। বাস্তবিক ঐ সকল দুঃখিনীদের কাহিনী এক একটি চোখের জলের প্রবাহ। আমার মনে হয়, বাড়ীর নামটা ঠিক হয়েছে।

রামতনুবাবু। ঐ নামটা দেখে, আমি কিন্তু মনে করেছিলাম, দিদিমণির নিজের স্বামীর নামে বাড়ীটা উৎসর্গ করেছে।

ডেপুটিবাবু। বাঃ। আমার ত সে খেয়াল মোটেই হয় নি। আপনি ঠিক বলেছেন; এ স্বামীর নামই। এর সঙ্গে চোখের জলের কোন সুবাদ নেই। দুষ্টু চিরকালটা আমায় ঠকালে। বল্লে কি না, যাদের চোখের জলের শেষ নেই, তারা বাস করবে বলে, ও বাড়ীটার নাম 'অশ্রুভবন' হওয়া উচিত।—কি দুষ্টু!

রামতনুবাবু। আর আপনার বাড়ীটার নাম কি হয়েছে জানেন?

ডেপুটিবাবু। না; আমি ত নামটাম কিছু লক্ষ্য করিনি। আমায় একদিন জেদ করে বল্লে, দাদা মশাই, তোমার বাড়ীটা আমায় লেখাপড়া করে দাও। আমি বল্লুম, ওবাড়ী ত তোমারই; তবে আর লেখাপড়া করে দিতে হবে কেন? কিন্তু দিদিমণির জেদ—আপনি ত জানেন—সে কিছুতেই ছাড়লে না। কাযে কাযেই তারক বাবুর কাছে গিয়ে, একটা দানপত্র লেখাপড়া করে দিলাম। এখন ঐ বাড়ীতে কতকগুলি বাপ মা মরা ছেলে বাস করছে। প্রত্যহ দুপর বেলা

ডেপুটিবাবু। বোলটা স্পঞ্জ রসগোল্লা! বুঝেছি, দিদিমণি আমার নির্জীব ছবিটাকে ঐ রসগোল্লার নশ্বর দৃশ্যে চিরকাল সজীব রাখবে।

রামতনুবাবু। রসগোল্লার রসে সকল রসিক পুরুষই সজীব হয় বটে, কিন্তু আমাদের মত বুড়ো লোককে সজীব করবার জন্যে, আজকালকার ডাক্তাররা রসগোল্লার ব্যবস্থা করেন না; বরং নির্জীব করবার জন্যে পটাশিয়ম আওডাইডের (potassium iodide) ব্যবস্থা করেন।

ডেপুটিবাবু। সর্ব্বনাশ! ঐ বোতলে তাই আছে নাকি?

রামতনুবাবু। না। ঐ বোতলে আছে, দিদিমণির আদরমাখা আপনার কাঁচাপাকা দাড়ী!—আপনার গতায়ু পুরাতন দাড়ী! বোতলের বাইরে দিদিমণির নিজের হাতের আঁকা লতাপাতার মধ্যে লেখা আছে,—

দাদামহাশয়ের দাড়ী

সন ১৩১৮ সাল

১২ই ভাদ্র।

ডেপুটিবাবু। ওঃ! মনে পড়েছে। দিদিমণি সেই দাড়িগুলোকে এখনও পুঁজি করে রেখেছে?

রামতনুবাবু। শুধু রাখে নি; সেই দাড়ীগুলোর খাতিরে বাড়ীর নামকরণ করেছে 'শ্মশ্রু-ভবন।'

ডেপুটিবাবু। আমি আজই সেই ঘরটা দেখে আসব।

রামতনুবাবু এবং ডেপুটিবাবু যখন প্রভাতবায়ু সেবন করিতে করিতে সৌদামিনীর সরস প্রসঙ্গে সময় অতিবাহিত করিতেছিলেন, তখন সৌদামিনী অন্তঃপুরের একটি কক্ষে বসিয়া ছিল।

তাহা প্রশস্ত ও সুসজ্জিত কক্ষ। সেই কক্ষে, বৃহৎ গবাক্ষপথে

আনন্দের বন্যার ন্যায়, তরুণ-তপনের প্রথম রশ্মি প্রবেশ লাভ করিয়াছিল।

এইটি সৌদামিনীর বিশ্রামাগার। সৌদামিনী প্রত্যহ প্রভাতে সেখানে বসিয়া প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিত;—কখন কি কায করিতে হইবে, কখন অশ্রু-ভবনের দুঃখিনীদের দেখা দিতে হইবে, কখন অশ্রু-ভবনের শিশুদিগের হাসি-মুখ দেখিতে হইবে, সাংসারিক ধর্ম্ম-যজ্ঞে কখন কোন আহুতিটি প্রদান করিতে হইবে, স্বামী-পূজায় কখন কোন ফুলটি অর্পণ করিতে হইবে, তাহা, সে, সেই ঘরে বসিয়া, স্থির করিয়া লইত। এই কক্ষটি আপন রুচি অনুযায়ী সৌদামিনী অলঙ্কৃত করিয়াছিল। কক্ষকুট্টিম তুষারশুভ্র মর্ম্মরফলকে আচ্ছাদিত ছিল। তাহার উপর, ইরাণদেশজাত শ্বেত রেশম রচিত, অতি কোমল নাতিবৃহৎ গালিচা সকল বিস্তৃত ছিল, এই সকল গালিচার উপর নির্ম্মল স্ফটিক বিগঠিত এক একটি গৃহসজ্জা ও বিভিন্ন আকারের আসন সকল স্থাপিত ছিল। গৃহসজ্জা ও আসনগুলি প্রত্যেকটিই শ্বেতবর্ণ উজ্জ্বল স্ফটিকে, বিচিত্র শিল্পকৌশলে নির্ম্মিত ছিল। স্ফটিক আসনগুলি সুখস্পর্শ কোমল, বিচিত্র রেশমী শয্যায় আবৃত ছিল। কক্ষভিত্তিতে, রজতময় ফ্রেমে সৌদামিনীর পিতামহের, পিতার, মাতার, দাদামহাশয়ের, অশ্রুকুমারের এবং অশ্রুকুমারের পিতার, জ্যেষ্ঠতাতের, এবং মাতার পূর্ণাবয়ব তৈল-চিত্র লম্বিত ছিল। অশ্রুকুমারের চিত্রের নিম্নে একটি স্ফটিকনির্ম্মিত টেবিলের উপর রৌপ্য ও স্ফটিক রচিত পুষ্পাধারে সদ্য আহৃত শিশিরসিক্ত শ্বেত কুসুমগুচ্ছ সৌদামিনী আপন নিপুণ হস্তে সাজাইয়া দিয়াছিল।

প্রভাতের অরুণালোক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া ধবল কক্ষকুট্টিমের উপর, স্ফটিক নির্ম্মিত গৃহসজ্জার উপর, প্রতিফলিত হইতেছিল; মনে হইতেছিল, ক্ষীরোদ সমুদ্রে মণিময় শতদল সকল ফুটিয়া রহিয়াছে।

অক্রুকুমার শ্বেত ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করিয়া ধীরে ধীরে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। সৌদামিনী আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইল। সে মনে করিল, তাহার ইষ্টদেবতা যেন রৌদ্রময় রথে চড়িয়া, তাহার পূজা লইতে আসিয়াছেন। সে ভক্তিময় হৃদয় লইয়া আনতাননে অক্রুকুমারের নিকটে আসিল;—আরাধনা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া আরাধ্যের সহিত মিলিয়া গেল; ভক্তির ঢেউ আসিয়া যেন উপকূলস্থিত দেবমন্দিরের পাদদেশে প্রহত হইল। সে মন্ত্রোচ্চারণের ন্যায় মৃদুকণ্ঠে কহিল, "কেন এসেছ?"

অক্রুকুমার সস্মিত আননে কহিল, "আজ ভোরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তুমি চুপি চুপি পালিয়ে এসেছ; জেগে তোমায় দেখতে পাই নি। তাই তোমাকে দেখতে এসেছি। সকালে তোমার মুখখানি না দেখলে আমার সে দিন কোন কায সার্থক হয় না।"

সৌদামিনী প্রসন্নমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে তোমার কাছে ডেকে পাঠালে না কেন?"

অক্রুকুমার কহিল, "তোমার ঘরটিতে তোমাকে যেমন সুন্দর দেখি, তেমন আর কোথাও দেখি না; তাই খুঁজে খুঁজে এখানে এসেছি।"

সৌদামিনী কহিল, "কেন? এ ঘরে আমাকে সুন্দর দেখ কেন? আমি ত এখানে আলাদা লোক হয়ে যাই না।"

অক্রুকুমার হাসিয়া বলিল, "কিন্তু সূর্য্যের কিরণমাখা সরোবরের সোণার জলে পদ্ম যখন ভাসে, তখন তাকে যেমন সুন্দর দেখায়, তেমন আর কোথাও দেখায় না। তোমাকে সকাল বেলা তোমার রোদমাখা এই ঘরে দেখলে সব চেয়ে সুন্দর দেখায়; আমার সরোবরে প্রভাত-পদ্ম দেখা হয়।"

সৌদামিনী মৃদু কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু ঠাকুর পূজার সময় পুষ্পপাত্রে

পদ্ম থাকৃলে আমি সেই পদ্ম সব চেয়ে সুন্দর দেখি। তখন মনে হয় পদ্মের ফোটা সার্থক হয়েছে।" এই বলিয়া সৌদামিনী পুষ্পপাত্রের পদ্মটির মত তাহার কোমল আরক্ত অধরদ্বয় যেন দেবপূজায় উৎসর্গ করিবার জন্য উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিল।

অশ্রুকুমার উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ে সেই ভক্তির পূজা গ্রহণ করিল। তাহার পর সৌদামিনীর পদ্মসন্নিভ করদ্বয় আপন করপুটে গ্রহণ করিয়া ক, "এস সদু, দুজনে মিলে একটু বসি। একটু বসে' আবার কাযে যাব।"

একটা দীর্ঘাকার স্ফটিকাসনে কোমল শয্যার উপর অশ্রুকুমা উপবেশন করিলে, সৌদামিনী সেই আসনে অশ্রুকুমারের পার্শ্বে আপনার স্থান করিয়া লইল। তাহার পর অশ্রুকুমারের আদরমাখা, রক্তকমলের মত ঢলঢলে মুখখানি তুলিয়া বলিল, "তুমি আজ কি কি কাযে যাবে তা আমাকে বল।"

অশ্রুকুমার পত্নীর প্রশ্ন শুনিয়া আদরপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ দিন আমি কোন্ কাযে যাই তা তুমি একদিনও জিজ্ঞাসা করনি। তবে আজ কেন সে কথা জিজ্ঞাসা করছ?"

সৌদামিনী উত্তর করিল, "এতদিন আমি ছেলেমানুষ ছিলাম, তাই জিজ্ঞাসা করিনি। কিন্তু এখন আমি বড় হয়েছি; তোমার কায এখন আমার কায হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

অশ্রুকুমার পূর্ব্ববৎ আদরমাখা স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আর আমার কায কেন তোমার কায হয়েছে, সদু?"

সৌদামিনী কহিল, "কেন, আমাদের দুজনের কায আজ এক হয়ে গেছে, তাকি তুমি জান না?"

অশ্রুকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "কেন? তুমি আমার স্ত্রী—এক আত্মা—তাই?"